লক্ষণ আছে এই সকল জানিয়া মনুষ্যগণ যোগ অভ্যাস করিবে অথবা কাশীতে গমন করিবে ॥ ৪৫ ॥

কালস্য বঞ্চনোপায়মিদং সত্যং বদাম্যহং।
বিনা মৃত্যুঞ্জয়ং দেবি! কাশীনাথস্য পূজনাৎ।
তথৈব রোগং হন্ত্যাশু বিনা চৌষধিভক্ষণাৎ ॥ ৪৬ ॥

হে দেবি! অনেকপ্রকার মৃত্যুচিহ্ন তোমার নিকট বলিলাম। মৃত্যুঞ্জয় কাশীনাথের পূজা ভিন্ন কেবল ঔষধি ভক্ষণে রোগ বিনাশ হয় না, অতএব শিবার্চ্চনাদি করিয়া রোগ বিনাশার্থ ঔষধাদি সেবন করিবে ॥ ৪৬ ॥

অথ ঔষধি উৎপাটনং।

অক্রূরাহজয়াপূর্ণা বিষ্টিহীনা তিথৌ তথা।
মৃদুলঘু চ ঋক্ষাশ্চ ঔষধোৎপাটনে শুভঃ ॥ ১ ॥

ক্রূরভিন্ন বারে অর্থাৎ সোম, বুধ, বৃহস্পতি কিম্বা শুক্রবারে জয়া কিম্বা পূর্ণা তিথিতে, বিষ্টিভদ্রা শূন্যে, অশ্লেষা, আর্দ্রা, বিশাখা, অনুরাধা, পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা ও মূলা এইসকল নক্ষত্রে ঔষধ উৎপাটন করিলে শুভ হয় ॥ ১ ॥

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ভৈষজ্যঋতুভেদকং।
দিবারাত্রৌ তথা যুগ্মবসন্তাদি যথাক্রমাৎ ॥ ২ ॥

অনন্তর ঔষধগ্রহণে ঋতুভেদ বলিতেছি যেরূপে দিবা রাত্রি ভেদে বসন্তাদি ঋতু হইয়া থাকে তাহার ক্রম কথিত হইতেছে ॥ ২ ॥

বসন্তশ্চৈব পূর্ব্বাহ্নে গ্রীষ্মো মধ্যাহ্ন উচ্যতে। অপরাহ্নে চ বর্ষাঃ স্যু রাত্রেরাদৌ শরৎ স্মৃতা। মধ্যরাত্রে চ হেমন্তঃ শিশিরঃ শেষরাত্রকে। দশদণ্ডক্রমাদ্দেবি! জানীয়াদৃতুভেদকং ॥ ৩ ॥

দিবার পূর্ব্বাহ্নে বসন্ত, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম, অপরাহ্নে বর্ষা, রাত্রির প্রথমভাগ শরৎ, মধ্যভাগ হেমন্ত, শেষভাগ শিশির জানিবে। দিবা ও রাত্রির দশদণ্ড করিয়া এক এক ঋতু হয়। এইরূপ ঋতু নিশ্চয় করিয়া ঔষধ গ্রহণাদি করিবে ॥ ৩ ॥

বশীকরণকর্ম্মাদ্বি বসন্তে যোজয়েৎ প্রিয়ে!। গ্রীষ্মে বিদ্বেষণং কুর্য্যাৎ প্রাবৃষি দ্রাবণং তথা। শরদি শান্তিকঞ্চৈব হেমন্তে পৌষ্টিকস্তথা। শিশিরে মারণং কুর্য্যাৎ ঋতুকালবিভেদতঃ। ঋতবঃ কথিতা এতে সর্ব্বে যেন ক্রমেণ তু। বশ্যাদিকর্ম্মসিদ্ধিঞ্চ লভন্তে ষড়্তৌ বুধাঃ। তর্জ্জন্যাদিসমারূঢ়ং জপং কুর্য্যাদ্ যথাক্রমং ॥ ৪ ॥

বসন্তকালে বশীকরণ, গ্রীষ্মঋতুতে বিদ্বেষণ, বর্ষাকালে দ্রাবণ, শরৎকালে শান্তিকর্ম্ম, হেমন্তে পুষ্টিকার্য্য ও শিশিরঋতুতে মারণ কার্য্য করিবে। এইরূপ নির্ণয় [illegible] র্য্য করিলে কার্য্যের সাফল্য হইয়া

চরকোক্তমৃত্যুলক্ষণং।

সদ্যস্তিতিক্ষতঃ প্রাণান্ লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্।
অগ্নিবেশ! প্রবক্ষ্যামি সংস্পৃষ্টো যৈর্ন জীবতি ॥ ১ ॥

মৃত্যুর পূর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্ নানাপ্রকার চিহ্ন উক্ত আছে সেই সকল লক্ষণ বলিতেছি। যাহার শরীরে মৃত্যুচিহ্ন প্রকাশ পায় সেই ব্যক্তি জীবিত থাকে না ॥ ১ ॥

বাতাষ্ঠীলাস্থ সংবৃত্তাস্তিষ্ঠন্তি দারুণা হৃদি।
তৃষ্ণয়াভিপরীতস্য সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতং ॥ ২ ॥

বাতজন্য অষ্ঠীলারোগে যাহার হৃদয় তৃষ্ণাতে পীড়িত হয়, সেই ব্যক্তি সদ্য জীবন পরিত্যাগ করে ॥ ২ ॥

পিণ্ডিকে শিথিলীকৃত্য জিহ্মীকৃত্য চ নাসিকাং।
বায়ুঃ শরীরে বিচরন্ সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতং ॥ ৩ ॥

পিণ্ডিকারোগে শরীর শিথিল করিয়া নাসিকা রোধ করত বায়ু সর্ব্বশরীরে বিচরণ করে, ইহাতে রোগী সদ্য জীবন পরিত্যাগ করে ॥ ৩ ॥

ভ্রুবৌ যস্য চ্যুতে স্থানাদন্তর্দাহশ্চ দারুণঃ।
তস্য হিক্কাকরো রোগঃ সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতং ॥ ৪ ॥

যাহার ভ্রূদ্বয় স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হয় এবং শরীরাভ্যন্তরে অতিশয় জ্বালা উপস্থিত হয়, তাহার তৎক্ষণাৎ হিক্কা উপস্থিত হইয়া মৃত্যু হয় ॥ ৪ ॥

অন্তরেণ গুদং গচ্ছন্ নাভিঞ্চ সহসানিলঃ।
কৃশস্য বঙ্ক্ষণৌ গৃহ্ণন্ সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতং ॥ ৫ ॥

বায়ু কুপিত হইয়া যাহার গুহ্যদেশ ও নাভি অন্তরে প্রবেশিত করত বঙ্ক্ষণ (কুচকি) স্থান গ্রহণ করে সেই ব্যক্তি সদ্য জীবন বিসর্জ্জন করে ॥ ৫ ॥

বিতত্য পর্শুকাগ্রাণি গৃহীত্বোরশ্চ মারুতঃ।
স্তিমিতস্যায়তাক্ষস্য সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতং ॥ ৬ ॥

বায়ু যাহার পাঁজরার অস্থিসকল বিস্তৃত করিয়া বক্ষঃস্থল গ্রহণ করে এবং চক্ষুদ্বয় স্থির হয় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করে ॥ ৬ ॥

হৃদয়ঞ্চ গুদে চোভে গৃহীত্বা মারুতো বলী।
দুর্ব্বলস্য বিশেষেণ সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতং ॥ ৭ ॥

যাহার বায়ু বলবান্ হইয়া হৃদয় ও গুহ্যদ্বার গ্রহণ করে সেই ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়া শীঘ্র জীবন পরিত্যাগ করে ॥ ৭ ॥

নাভিং বস্তিশিরোমূত্রং পুরীষঞ্চাপি মারুতঃ।
বিরুধ্য জনয়েৎ শূলং সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতং ॥ ৮ ॥

যাহার বায়ু কুপিত হইয়া নাভি, বস্তি, মস্তক, মূত্র ও মল রোধ করত শূল উৎপাদন করে, সেই ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় ॥ ৮ ॥

ভিদ্যতে বঙ্ক্ষণৌ যস্য বাতশূলৈঃ সমন্ততঃ।
ভিন্নং পুরীষং তৃষ্ণা চ সদ্যঃ প্রাণান্ জহাতি সঃ ॥ ৯ ॥

বাতশূলে যাহার বঙ্ক্ষণদ্বয় ভিন্ন হয় এবং অধিক মল ভেদ ও তৃষ্ণা উপস্থিত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তি সদ্য প্রাণ পরিত্যাগ করে ॥ ৯ ॥

আপ্লুতং মারুতেনেহ শরীরং যস্য কেবলং।
ভিন্নং পুরীষং তৃষ্ণা চ সদ্যঃ প্রাণান্ জহাতি সঃ ॥ ১০ ॥

বায়ু কুপিত হইয়া ঘর্ম্ম উৎপাদন করত যাহার সর্ব্বশরীর আর্দ্র করে এবং মলভেদ ও তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তি সদ্য জীবন বিসর্জ্জন করে॥ ১০ ॥

পক্কাশয়সমুত্থানা যস্য স্যাৎ পরিকর্ত্তিকা।
তৃষ্ণা গুদগ্রহশ্চোগ্রঃ সদ্যঃ প্রাণান্ জহাতি সঃ ॥১১॥

যাহার পক্কাশয়ে কর্ত্তনবৎ পীড়া উপস্থিত হইয়া অধিকতৃষ্ণা ও গুহ্যশূল জন্মে, সেই ব্যক্তি সদ্য প্রাণত্যাগ করে॥ ১১ ॥

পক্কাশয়মধিষ্ঠায় হত্বা সংজ্ঞাঞ্চ মারুতঃ।
কণ্ঠে ঘুর্ঘুরকং কৃত্বা সদ্যো হরতি জীবিতং ॥ ১২ ॥

যাহার বায়ু পক্কাশয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সংজ্ঞা নাশ করে এবং কণ্ঠে ঘর ঘর শব্দ হয়, সেই ব্যক্তি সদ্য প্রাণ পরিত্যাগ করে॥ ১২ ॥

দন্তাঃ কর্দ্দমদিগ্ধাভা মুখং চূর্ণকসংযুতং।
স্বেদং বহত্য মাত্রাণি লিঙ্গং সদ্যো মরিষ্যতঃ ॥ ১৩ ॥

যাহার সদ্য মরণ হইবে সেই ব্যক্তির দন্তের উপরে কর্দ্দমবৎ, মুখে চূর্ণসংযুক্ত ও অধিক ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয় এইসকল চিহ্ন হইয়া থাকে॥ ১৩ ॥

তৃষ্ণাশ্বাসশিরোরোগমোহদৌর্ব্বল্যকূজনৈঃ।
স্পৃষ্টঃ প্রাণান্ জহাত্যাশু সকৃদ্ভেদনচাতুরঃ ॥ ১৪ ॥

তৃষ্ণা, শ্বাস, শিরোবেদনা, মোহ, দৌর্ব্বল্য স্বরভঙ্গ ও অতিশয় মলভেদ হইলে সেই ব্যক্তির শীঘ্র মরণ নিশ্চয় করিবে॥ ১৪ ॥

এতানি অনুলিঙ্গানি যঃ সম্যগববুধ্যতে।
স জীবিতঞ্চ মর্ত্ত্যানাং মরণঞ্চাপি বুধ্যতে ॥ ১৫ ॥

এইসকল মরণের সূক্ষ্ম লক্ষণ কথিত হইল যে ব্যক্তি এইসকল সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে সে মনুষ্যের মরণ নিশ্চয় করিতে সমর্থ হয়॥১৫॥

অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে।
ইতি সদ্যোমরণীয়মিন্দ্রিয়ং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬ ॥

অগ্নিবেশকৃততন্ত্রে চরককৃত প্রতিসংস্কারে সদ্যোমরণ-লক্ষণ বিচারণে দশম অধ্যায় সমাপ্ত হইল॥ ১৬ ॥

অথ চিত্রককল্পঃ।

রক্তচিত্রং পলঞ্চৈব বিড়ঙ্গঞ্চ গুড়স্তথা। এতানি সমতাং কুর্য্যাৎ পিষ্ট্বা চ বটিকাঞ্চরেৎ। ভৃঙ্গরাজরসেনৈব মর্দ্দয়েত্তু দিনত্রয়ং। একৈকদিবসে তস্য একৈকাং ভক্ষয়েদ্বটীং। মাসৈকে ব্যাধিনাশঞ্চ শ্লীপদঞ্চ চতুর্থকে। তথৈব গলগণ্ডঞ্চ কোষবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ। বলপুষ্টিপ্রদা দেবি! ষণ্মাসে কুঞ্জরোপমঃ। দ্বিমাসে কান্তিবৃদ্ধিঃ স্যাৎ কুষ্ঠং হন্তি ত্রিমাসকে। বৃহস্পতিসমো বিদ্বান্ ষণ্মাসেন ভবিষ্যতি। মম তুল্যো ভবেদ্ যোগী সংবৎসরঞ্চ ভক্ষণাৎ ॥ ১ ॥

রক্তচিতা, বিড়ঙ্গ ও পুরাতনগুড় এইসকলদ্রব্য প্রত্যেকে একপল পরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ করিয়া ভৃঙ্গরাজেররসে তিন দিন মর্দ্দন করত বটিকা করিবে, এই বটিকা প্রতিদিন এক একটী করিয়া ভক্ষণ করিতে হইবে। এই ঔষধ একমাস সেবন করিলে ব্যাধি বিনাশ হয় এবং ৪ মাসে শ্লীপদ, গলগণ্ড, কোষবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ বিনাশ হয়। ষণ্মাস সেবন করিলে হস্তীর ন্যায় বলবান্ হয়, দুই মাস সেবনে শরীরের কান্তি বৃদ্ধি হয়। তিনমাস সেবনে কুষ্ঠরোগ বিনাশ হয়। এই ঔষধ ষণ্মাস সেবন করিলে বৃহস্পতির তুল্য বিদ্বান্ হইতে পারে। হে দেবি! যে ব্যক্তি একবৎসর পর্য্যন্ত এই ঔষধ ভক্ষণ করিবে, সেই ব্যক্তি আমার তুল্য যোগী হইবে॥ ১ ॥

অথ মণ্ডূকপর্ণীকল্পঃ।

মণ্ডূকপর্ণীং পুষ্যার্কে চোৎপাট্য চ সমূলিকাং। প্রক্ষালনং ততঃ কুর্য্যাৎ শ্লক্ষচূর্ণানি কারয়েৎ। ঘৃতভাণ্ডে ততঃ স্থাপ্যং যাবৎ পুষ্যার্কবাসরং। বিড়ালপদকৈস্তুল্যং কাঞ্জিকৈঃ সহ যঃ পিবেৎ। যোগসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জায়তে স্থিরযৌবনঃ। আস্বাদ্য সহদুগ্ধেন মাসৈকে সর্ব্বরোগহা। দ্বিমাসভক্ষণাদ্দেবি পলিতং বর্জ্জয়েৎ সদা॥ ২ ॥

রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে মূলের সহিত হিংচা উৎপাটন করিয়া তৎপরে প্রক্ষালন করিয়া অতি সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। যত দিনে পুনর্ব্বার রবিবারে পুষ্যানক্ষত্র হইবে তত দিন পর্য্যন্ত এই চূর্ণ ঘৃতভাণ্ডে স্থাপন করিয়া রাখিবে, তৎপরে এই চূর্ণ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া কাঞ্জির সহিত পান করিলে সেই ব্যক্তির যোগ সিদ্ধি হয় এবং স্থিরযৌবন থাকে, দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া একমাস সেবন করিলে সর্ব্বরোগ বিনাশ হয়, দুই মাস এই চূর্ণ ভক্ষণ করিলে বলীপলিতাদি বৃদ্ধতা লক্ষণ দূর হয়॥ ২ ॥

অথ পুনর্নবাকল্পঃ।

পুষ্যার্কদিবসে সৌম্যে প্রাতঃ শ্বেতপুনর্নবাং। সমূলপত্রাং সংগৃহ্য শ্লক্ষচূর্ণানি কারয়েৎ। মর্দ্দয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্ ঘৃতেন মধুনা সহ। ভাণ্ডেন স্থাপয়েদ্ যত্নাদ্ যথা রক্ষাকরং তথা। ততো মাসান্তরে দেবি! চম্পককুসুমান্বিতং। বসন্তসময়ে চৈব শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ। মাসমেকং ভবেৎ সত্যং মলমূত্রং সুগন্ধিকং। অনিকেশোপমদেহো গৌরদেহো ভবেত্তদা। বৃহস্পতিসমো বাগ্মী জীবেৎ পঞ্চশতাব্দিকং। নাস্তি তুল্যসমং কল্পং কথিতঞ্চ পুনর্নবাং স্থিরবায়ুর্ভবেদ্দেহে সেবনাৎ কল্পমুত্তমং॥ ৩ ॥

রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে প্রাতঃকালে [illegible] সময়ে শে[illegible] সমূলে উৎপাটন করিয়া শুষ্ক করত সূক্ষ্ম চূর্ণ

...সুর সহিত মর্দ্দন করিয়া যত্নপূর্ব্বক ঘৃতভাণ্ডে রক্ষা করিবে। একমাসের ...র ঔষধ গ্রহণ করিয়া চম্পককালকার সহিত বসন্তসময়ে শুচি-ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ একমাস ভক্ষণ করিলে মলমূত্রাদির ...হয়। শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণ ও দেহকান্তি গৌরবর্ণ হয় এবং বৃহস্পতির বিদ্বান্ হইয়া পঞ্চশতবৎসর জীবিত থাকে। পুনর্নবাকল্প সর্ব্ব...র কল্পমধ্যে প্রধান, ইহা সেবনে শরীরের বায়ু স্থিরভাবে থাকে ॥৩॥

অথ নিগুণ্ডীকল্পঃ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি নিগুণ্ডীকল্পমুত্তমং। ধনধান্যকরী দেবি! আয়ুরারোগ্যবর্দ্ধিনী। শান্তিপুষ্টিকরী নিত্যং সাক্ষাদ্দেবীস্বরূপিনী। নিগুণ্ডীতি সমাখ্যাতা সর্ব্বলোকে সুখপ্রদা। তস্মাদহং প্রবক্ষ্যামি প্রয়োগং শৃণু সুন্দরি!। নিগুণ্ডীমূলমুদ্ধৃত্য শোভনেন দিনেন তু। অষ্টাদশপলং চূর্ণং পলং দ্বাদশ সর্পিষঃ মধু ষোড়শপলঞ্চৈব মিশ্রীকৃত্য বিধানতঃ। এভিস্তু স্নিগ্ধভাণ্ডে চ মাসমেকন্তু সর্ব্বতঃ। স্থাপয়েদ্ধান্যরাশৌ চ মাসাদূর্দ্ধং সমুদ্ধরেৎ। সমভ্যর্চ্চ্য গুরুং দেবং পূজয়েচ্চ বিধানতঃ। ব্রাহ্মণীঞ্চ কুমারীঞ্চ ভোজয়েচ্চ যথাবিধি। তস্মাদাদায় চাদেশং শুচির্ভূত্বা শুভে দিনে। বিড়ালপদমানন্তু ভক্ষয়েচ্চ বিধানতঃ। অহন্যহনি ভোক্তব্যমিদং ভবতি লক্ষণং। স্কন্দনেত্রাংশগাত্রঞ্চ ভবেদ্বলিতমেব চ। বর্জ্জয়েদ্বলীপলিতং বা দীর্ঘজীবী ভবেদ্ ধ্রুবং। ভবতি চাক্ষয়ং রেতঃ স্ত্রীশতং * ক্ষমঃ। প্রকামং ভোজনং তস্য ততস্তাপৈর্ন বাধ্যতে। আহারং * নিদ্রাং স্বেচ্ছয়া চ করোত্যসৌ। বিকারাত্মনসঃ সম্যগ্বর্দ্ধতে, দৃশ্যতে নরঃ॥ প্রস্থং নিগুণ্ডীচূর্ণস্য গোমূত্রেণ সমং পিবেৎ। দশরাত্রপ্রলেপেন কুষ্ঠনষ্টপ্রধানকং। নাশয়েচ্চ সদা দেবি! বায়ুর্মেঘমিবান্তরে ॥ ৪ ॥

হে দেবি! নিগুণ্ডীকল্প বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ঔষধ ধন, ধান্য, আয়ু, আরোগ্য, শান্তি ও পুষ্টি বৃদ্ধি করে, এই নিগুণ্ডী সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপা। নিগুণ্ডী সর্ব্বলোকে বিখ্যাত ও সর্ব্বপ্রকার সুখপ্রদ। শুভদিনে নিসিন্দার মূল উদ্ধৃত করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ ১৮ পল, ঘৃত ১২ পল, মধু ১৬ পল, একত্র বিধিপূর্ব্বক মিশ্রিত করিবে। এই মিশ্রিত ঔষধ একমাস ... ঘৃতাদি স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থাপন করিয়া ধান্যরাশিতে রাখিবে। এক... পরে এই ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। তৎপরে বিধানক্রমে গুরু ও দে... করিয়া ব্রাহ্মণী এবং কুমারীদিগকে যথাবিধি ভোজন করা... র ব্রাহ্মণাদির আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া শুচিপূর্ব্বক প্রতিদিন ...রিমাণে এই ঔষধ ভক্ষণ করিতে হইবে। ইহাতে স্কন্ধ, নেত্র ও গাত্র বলিষ্ঠ হয় এবং বলীপলিতাদি বিনাশ হইয়া মনুষ্য দীর্ঘজীবন লাভ করে শুক্র অক্ষয় হয় এবং শত স্ত্রী * সক্ষম হয়। এই ঔষধ সেবনে ইচ্ছানুরূপ ভোজন করিতে পারে, তাহার শরীরে অগ্নি ও রৌদ্রাদিতাপে বাধা জন্মাইতে পারে না। যে ব্যক্তি এই ঔষধ ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে আহার, নিদ্রা ও স্ত্রী * করিতে পারে। নিসিন্দার চূর্ণ ১ তোলা গোমূত্রের সহিত পান করিবে। এইরূপ দশদিবস পান করিলে বায়ুবেগে মেঘাবলীর ন্যায় কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

নিগুণ্ডী শ্বেততশ্চূর্ণমজামূত্রেণ যঃ পিবেৎ। নখাঃ কেশাস্তথা দন্তাঃ সপ্তাহেন পতন্তি বৈ। দ্বিসপ্তাহপ্রয়োগেন যোগসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবং। ত্রিসপ্তাহপ্রয়োগেণ ইদং ভবতি লক্ষণং। নচাগ্নৌ দহ্যতে দেবি! ন জলে ম্রিয়তেঽপি চ। তস্য দেহে ন লৌহঞ্চ কণ্টকঞ্চৈব বিন্দতি চতুঃসপ্তাহযোগেন ভূমিং ত্যক্ত্বা নাভো ব্রজেৎ ॥ ৫ ॥

শ্বেত নিসিন্দার চূর্ণ ছাগমূত্রের সহিত পান করিলে সপ্তাহমধ্যে নখ, কেশ ও দন্ত পতিত হয়, দুইসপ্তাহ অর্থাৎ ১৪ দিবস এই ঔষধ সেবন করিলে নিশ্চয় যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই ঔষধ তিনসপ্তাহ সেবন করে, সেই ব্যক্তির শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হয় না এবং জলে পড়িলেও তাহার মৃত্যু হয় না। এবং তাহার দেহে লৌহ বা কণ্টক বিদ্ধ হইতে পারে না। চারিসপ্তাহ এই ঔষধ সেবন করিলে সেই ব্যক্তি ভূমি ত্যাগ করিয়া আকাশে গমন করিতে পারে ॥৫॥

নিগুণ্ডীচূর্ণমাদায় ঘৃতেন সহ ভক্ষয়েৎ।
কৃশস্তু দুর্ব্বলো বাপি বলবীর্য্যো ভবেদ্ ধ্রুবং ॥৬॥

নিসিন্দা চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত পান করিলে কৃশব্যক্তি স্থূল ও দুর্ব্বলব্যক্তি বলবান্ হয় ॥ ৬ ॥

নিগুণ্ডীচূর্ণমাদায় পিবেদুষ্ণেন বারিণা।
সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে ॥ ৭ ॥

নিসিন্দা চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। এইরূপে সপ্তরাত্র ঔষধ সেবন করিলে মনুষ্য কিন্নরের সহিত গান করিতে পারে ॥ ৭ ॥

নিগুণ্ডীমূলমুদ্ধৃত্য গৃহে চ ধারয়েদ্বুধঃ।
নশ্যন্তি সর্ব্ববিঘ্নানি গৃহে নাগাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৮ ॥

নিসিন্দার মূল উৎপাটন করিয়া গৃহে রাখিলে গৃহস্বামীর সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশ হয় এবং সেই গৃহে সর্পভয় থাকে না ॥ ৮ ॥

অথ ভক্ষণমন্ত্রঃ।

প্রণবঞ্চ তথা মায়ামায়াকূর্চ্চকড়ন্তকং। বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ শতং জপ্ত্বা বিধোপরি। জপ্ত্বা স্মৃত্বা ভক্ষয়েদ্ যঃ কল্পোক্তঞ্চ ফলং লভেৎ ॥ ৯ ॥

ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ ফট্ স্বাহা এই মন্ত্র ঔষধের উপরি শতবার জপ করিয়া মন্ত্র স্মরণকরত ভক্ষণ করিবে, এইরূপবিধানে ঔষধ ভক্ষণ করিলে কল্পোক্ত ফল লাভ করিতে পারে ॥ ৯ ॥

তারং মায়াং হুঁ কূর্চ্চং ফড়স্তং বহ্নিসুন্দরী। অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা ঔষধং ভক্ষয়েৎ সুধীঃ। ওঁ নমো নামরূপায় পাদপায় কুবেরায়। বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ ঔষধং ভক্ষয়েন্নরঃ॥ ১০॥

ওঁ হ্রীঁ হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া ঔষধ ভক্ষণ করিবে। ওঁ নমো নামরূপায় পাদপায় কুবেরায় স্বাহা এই মন্ত্রে ঔষধ ভক্ষণ করিবে॥ ১০॥

ঔষধং ভক্ষয়েদ্দেনং পুণ্ডরীকদলেক্ষণং। হিত্বা ক্ষারাম্লাদিকং ত্রিরাত্রাভ্যন্তরে ততঃ। ঔষধং ভক্ষয়েদ্দেবি! যথোক্তং ফলমাপ্নুয়াৎ। যাবদৌষধং ভক্ষয়েত্তাবৎ ক্ষারাদিকং তথা। লবণং স্নেহশাকাদি বাতাতপাদিকং ত্যজেৎ॥ ১১॥

উপরিলিখিত ঔষধসকল পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপপূর্ব্বক সেবন করিলে শরীরের পুষ্টি ও পদ্মের ন্যায় চক্ষু হয়। ক্ষার ও অম্লদ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া তিনদিবসমধ্যে ঔষধ ভক্ষণ করিলে যথোক্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। যাবৎকাল উক্ত ঔষধসকল ভক্ষণ করিবে, তাবৎকাল ক্ষার ও অম্লদ্রব্য ভক্ষণ করিবে না এবং লবণ, স্নেহ, শাক, বায়ু ও রৌদ্রসেবন পরিত্যাগ করিবে॥ ১১॥

অথ হস্তিকর্ণকল্পঃ।

স্বগাত্রীয়ং প্রবক্ষ্যামি প্রয়োগং শৃণু সুন্দরি!। ঔষধং দিব্যরূপঞ্চ মায়াপূর্ব্বং সমুদ্ধৃতং। হস্তিকর্ণ ইতি খ্যাতো নাম্নাসৌ সুরপূজিতঃ। তস্য ভক্ষণমাত্রেণ সর্ব্বরোগাৎ প্রমুচ্যতে। মৃগেন্দ্রঞ্চ যথা দৃষ্ট্বা মৃগা যান্তি পরাঙ্মুখাঃ। এবমৌষধকং প্রাশ্য ব্যাধিমাত্রং প্রণশ্যতি॥ ১॥

হে দেবি! স্বীয় শরীর রক্ষার্থ ঔষধ সকল বলিতেছি শ্রবণ কর। দিব্যরূপী ঔষধ হ্রীঁ এই মন্ত্রে উদ্ধৃত করিতে হইবে। হস্তীকর্ণ নামে এক বৃক্ষ আছে ঐ বৃক্ষ দেবতাদিগের পূজনীয়। তাহা ভক্ষণ মাত্রে মনুষ্য সর্ব্বরোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে। যেরূপ সিংহ দর্শনমাত্রে হস্তীগণ পলায়ন করে, সেইরূপ এই ঔষধ ভক্ষণমাত্রে সকলব্যাধি বিনাশ হইয়া যায়॥ ১॥

সুতিথৌ চ সুনক্ষত্রে সুদিনে চ শুভক্ষণে। সুপুষ্পৈরক্ষতৈরর্চ্চেৎ ভূত্বা চৈবোত্তরামুখঃ। খনেৎ সুমনসা প্রাগুঃ সমুদ্ধৃত্য তু ধারয়েৎ। ততঃ পিষ্ট্বা সুসংস্কৃত্য শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। সর্পির্ম্মধুসমাযুক্তং ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। একবিংশতিরাত্রেণ সমুদ্ধৃত্য পলাংশকং। ব্রাহ্মণং ভোজয়িত্বা তু স্বস্তাতি বাচয়েত্ততঃ। মুদ্গরসেন সংলোড্য অহন্যহনি ভক্ষয়েৎ। পলং ভক্ষণমাত্রেণ বলীপলিতবর্জ্জিতঃ। শ্রুতিধরো মধুরবাক্ প্রিয়মানোমরোপমঃ বলবীর্য্যধরো দক্ষো নরো নারায়ণোপমঃ। দিনেন যোজশতং গত্বা চ পুনরাব্রজেৎ। জীবেদ্বর্ষশতদ্বয়ং কার্য্যা বিচারণা॥ ২॥

শুভ তিথি ও শুভ নক্ষত্রে, শুভ দিনে ও শুভ সময়ে উত্তরাস্য হইয়া উত্তম পুষ্পদ্বারা বৃক্ষের অর্চ্চনা করিয়া সুমনে হস্তীকর্ণ মূল খনন করত ঔষধ গ্রহণ করিবে, পরে তাহা পেষণ করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে স্থাপন করিবে। একবিংশতিদিবস পরে এইঔষধ গ্রহণ করিবে, তৎপরে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক মুদ্গরসে আলোড়ন করিয়া প্রতি দিন ভক্ষণ করিবে। একপল অর্থাৎ ৮ তোলা পরিমাণে এই ঔষধ ভক্ষণ করিলে বলীপলিতবর্জ্জিত হইয়া শ্রুতিধর, মধুরভাষী ও দেবতুল্য হয়। মনুষ্য এই ঔষধ ভক্ষণ করিলে বলবীর্য্যশালী সর্ব্বকার্য্যক্ষম ও নারায়ণ তুল্য হইতে পারে এবং একদিবসে একশতযোজন পথ গমন করিয়া পুনরাগমনে সমর্থ হয়। এই ঔষধের প্রভাবে মনুষ্য এক শতবৎসর জীবিত থাকে, ইহার অন্যথা হয় না॥ ২॥

প্রয়োগান্যং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে!। কৃষ্ণধেনুক্ষীরেণৈব সংলোড্য ভক্ষয়েদ্ যদি। পূর্ব্বোক্তফলমাপ্নোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। এবং মাহিষদুগ্ধেন সংলোড্য মধুনা সহ। ভুক্ত্বা ফলং পূর্ব্ববচ্চ লভতে ত্রয়মাসকে। দধ্না চ ভক্ষণাদ্দেবি! মাসত্রয়ং প্রযত্নতঃ। পূর্ব্ববৎ ফলমাপ্নোতি ন কেশঃ সিততাং ব্রজেৎ। সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি বশীকরণমুত্তমং। জীবেদ্বর্ষশতদ্বে চ নরো নারায়ণোপমঃ। তথা শয়নকালে চ উদকেন ঘৃতেন বা। বিড়ালপদমাপীয় দেহসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবং। যথেচ্ছায়া পলাংশঞ্চ অজরামরণো ভবেৎ। কল্পেদং পরমং গোপ্যং তবস্নেহাৎ প্রকাশিতং। যস্য সেবনমাত্রেণ নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩॥

হে দেবি! অন্যপ্রকার প্রয়োগ বলিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। উক্ত হস্তীকর্ণ বৃক্ষের চূর্ণ কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত আলোড়ন করিয়া পান করিলে পূর্ব্বোক্ত ফল লাভ হয়। মহিষীদুগ্ধের সহিত আলোড়ন করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া ভক্ষণ করিলে তিনমাস মধ্যে পূর্ব্ব কথিত ফল সকল হইয়া থাকে এবং দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ তিন মাস ভক্ষণ করিলে পূর্ব্ববৎ ফল হয় এবং কেশ পক্ক হয় না, সর্ব্বত্র জয় লাভ হয়, এই ঔষধ অতিপ্রধান বশীকরণ। ইহার প্রভাবে মনুষ্য দুইশত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে ও দেবতুল্য হয়। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে উষ্ণজল কিম্বা ঘৃতের স[illegible] মিশ্রিত করিয়া শয়নকালে পান করিলে নিশ্চয় দেহ সিদ্ধি হয় [illegible] এই ঔষধ ভক্ষণ করিয়া যথেচ্ছ আহার বিহার করিতে কোন বাধা ন[illegible] হস্তীকর্ণকল্প অতি গোপনীয় কেবল তোমার স্নেহবশত প্রকা[illegible] এই ঔষধি সেবনমাত্র মনুষ্য মুক্তি লাভ করে। ৩॥

। অস্য মহাত্ম্য বিস্তারং শৃণু ... ননে।। শ্বেত ... মূলমুদ্ধৃত্য চূর্ণং কৃত্বা প্রযত্নতঃ। ... দৌ সূর্য্যং নমস্কৃত্য বিধিবৎ পূজয়েত্ততঃ। প্রাতরুত্থায় জীর্ণান্তে গব্যং ক্ষীরেণ সম্পিবেৎ। ভবেৎ শ্রুতিধরো ধীরো বলীপলিতবর্জ্জিতঃ। কামদেবস্য সদৃশঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ। মাসমাত্রপ্রয়োগেন জীবেদ্বর্ষশতত্রয়ং। সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তো নরো নাগবলোপমঃ ॥ ১ ॥

হে দেবি! এইরূপ শ্বেতার্ককল্প বলিতেছি ইহার মাহাত্ম্য বিস্তার শ্রবণ কর। যত্নপূর্ব্বক শ্বেত আকন্দের মূল উদ্ধৃত করিয়া তাহা অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সূর্য্যদেবের নমস্কার ও পূজা করিয়া গব্য দুগ্ধের সহিত এই চূর্ণ পান করিবে। ইহাতে মনুষ্য শ্রুতিধর ও পণ্ডিত হয় এবং তাহার শরীরে বলীপলিতাদি হইতে পারে না, এই ঔষধের প্রভাবে মনুষ্য কামদেবের ন্যায় রূপবান্ ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইতে পারে। এই ঔষধ একমাস সেবন করিলে তিনশত বৎসর জীবিত থাকে এবং মনুষ্য সর্ব্বরোগ বিহীন হইয়া হস্তীতুল্য বলবান্ হয় ॥ ১ ॥

শ্বেতার্কমূলকং হস্তে বদ্ধা দেশান্তরং ব্রজেৎ। ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাদ্যা ডাকিন্যো গুহ্যকাস্তথা। দৃষ্টিমাত্রাৎ পলায়ন্তে শ্বেতার্কস্য প্রসাদতঃ ॥ ২ ॥

শ্বেত আকন্দের মূল হস্তে ধারণ করিয়া দেশান্তরে গমন করিলে তাহাকে দর্শনমাত্র ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী ও গুহ্যকাদি পলায়ন করে ॥ ২ ॥

শ্বেতার্কং গোরোচনয়া গোঘৃতেন চ পেষয়েৎ।
ললাটে তিলকং কৃত্বা ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥৩॥

শ্বেত আকন্দের মূল, গব্যঘৃত ও গোরোচনার সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ললাটে তিলক করিলে ত্রিভুবন বশ করিতে পারে ॥ ৩ ॥

শ্বেতার্কস্য দলেনৈব চন্দনেনৈব পেষয়েৎ।
এতদ্বরাঙ্গনা দত্তা কিন্নরী ভবতি ধ্রুবং ॥ ৪ ॥

শ্বেত আকন্দের পত্র চন্দনের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে নারীগণ কিন্নরীর তুল্য হইতে পারে ॥ ৪ ॥

শ্বেতার্কমূলং কট্যাং বদ্ধা রমণীং বৈ * বুধঃ।
ধারয়েৎ পতিতং শুক্রং স্ত্রিয়শ্চ বশমানয়েৎ ॥ ৫ ॥

শ্বেত আকন্দের মূল কটীতে ধারণ করিয়া স্ত্রী * * বীর্য্য স্তম্ভন করিতে পারে এবং স্ত্রীগণ তাহার বশীভূতা হয় ॥ ৫ ॥

শ্বেতার্কপদ্মপত্রঞ্চ কট্যাং বদ্ধা * স্ত্রিয়ং।
... নরঃ শুক্রং শতনারীং * যদি ॥ ৬ ॥

শ্বেত আকন্দের মূল ও পদ্মপত্র কটিতে বন্ধন করিয়া শত শত স্ত্রী * শুক্র ক্ষরণ হয় না ॥ ৬ ॥

শ্বেতার্কমূলমানীয় স্বরেতঃসহ পেষয়েৎ।
তিলকং কারয়েদ্ যস্তু তস্য বিশ্বং বশম্ভবেৎ ॥ ৭ ॥

শ্বেত আকন্দের মূল সংগ্রহ করিয়া স্বীয় শুক্রের সহিত পেষণ করিবে ইহা দ্বারা কপালে তিলক করিলে বিশ্বসংসার বশ করিতে পারে ॥ ৭ ॥

স্বরসং মধুসংযুক্তং শ্বেতার্কতুলয়া সহ।
যাবৎ প্রজ্বলতে দীপস্তাবৎ শুক্রঞ্চ ন ক্ষরেৎ ॥৮॥

শ্বেত আকন্দের স্বরস, তাহার তুলা ও মধু এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এই বর্ত্তি দ্বারা প্রদীপ জ্বালিলে যাবৎকাল সেই প্রদীপ থাকে, তাবৎকাল শুক্র ক্ষরণ হয় না ॥ ৮ ॥

নাভিপদ্মতলে বদ্ধা তন্মূলং দক্ষিণে করে।
ধারয়েচ্চ সদা দেবি! সৌভাগ্যং পরমং ভবেৎ ॥৯॥

শ্বেত আকন্দের মূল কটিতে ও দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিলে তাহার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শ্বেতার্ককল্পমাহাত্ম্যং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং।
ন বক্তব্যং কামুকায় শঠায় ন কদাচন ॥ ১০ ॥

হে দেবি! এই শ্বেত আকন্দকল্পের মাহাত্ম্য তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম ইহা কোন কামুক কিম্বা শঠ ব্যক্তির নিকট বলিবে না ॥ ১০ ॥

অথেদানীং প্রবক্ষ্যামি ভৃঙ্গরাজকল্পমুত্তমং। ভৃঙ্গরাজমূলপত্রং চূর্ণয়িত্বা চ যত্নতঃ। কাঞ্জিকৈঃ সহ সংমর্দ্দ্য বটিকাং কারয়েদ্বুধঃ। তাং পিবেৎ সহ দুগ্ধেন মাসে চৈব গুণং বহু ॥ ১ ॥

এইরূপ ভৃঙ্গরাজ কল্প বলিতেছি। ভৃঙ্গরাজের মূল ও পত্র চূর্ণ করিয়া কাঁজির সহিত মর্দ্দন করত বটিকা করিবে। এই বটিকা দুগ্ধের সহিত পান করিবে। এই ঔষধ একমাস পর্য্যন্ত সেবন করিলে অশেষ উপকার দর্শে ॥ ১ ॥

ভৃঙ্গরাজরসঞ্চৈব গুড়ূচীরসসংযুতং।
মাসমাত্রপ্রয়োগেন সর্ব্বব্যাধির্ব্বিনশ্যতি ॥ ২ ॥

ভৃঙ্গরাজের রস ও গুড়ূচীর রস মিলিত করিয়া একমাস পর্য্যন্ত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশ হয় ॥ ২ ॥

অথ কাহ্লাকল্পঃ।

কাহ্লাকল্পং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে।। কাহ্লাপাদপ্রহারেণ নাভীব্যথা বিনশ্যতি। কাহ্লামূলং করে বদ্ধা অতীসারং বিনাশয়েৎ ॥ ১ ॥

অনন্তর কাহ্লা কল্প বলিতেছি শ্রবণ কর। কাহ্লামূল পাদতলে মর্দ্দন করিলে নাভীব্যথা বিনাশ হয় এবং ঐ মূল করে বন্ধন করিলে অতীসার রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১ ॥

অথ অম্লরোলীকল্পঃ।

অথাম্লরোলীকল্পঞ্চ কথয়ামি বরাননে!। অম্লরোলীরসং দত্ত্বা চক্ষুঃশূলং বিনাশয়েৎ। অতীসারং নাভীশূলং চক্ষুঃশূলং তথৈব চ ॥ ১ ॥

এইরূপ অম্লরোলী কল্প বলিতেছি। আমরুলীর রস চক্ষুতে দিলে চক্ষুর বেদনা বিনাশ হয় এবং অতিসার ও নাভীব্যথা নিবারণ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

অম্লরোলী শাচিমূলং মরিচং কুষ্ঠমেব চ।
পেষয়িত্বা পিবেদ্ যস্তু বসন্তস্তস্য নাশয়েৎ ॥ ২ ॥

আমরুলী, শাচিশাকের মূল, মরিচ ও কুড় একত্র পেষণ করিয়া পান করিলে বসন্ত রোগ বিনাশ হয় ॥ ২ ॥

অথ শাল্মলীকল্পঃ।

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি শাল্মলীকল্পমুত্তমং। শ্বেতা পীতা তথা রক্তা কৃষ্ণা চেতি চতুর্ব্বিধা। ব্রাহ্মণী শ্বেতবর্ণা চ পীতবর্ণা চ বাহুজা। রক্তবর্ণা ভবেদ্বৈশ্যা কৃষ্ণা শূদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১ ॥

হে দেবি! শাল্মলীকল্প বলিতেছি শ্রবণ কর। শাল্মলী চারিপ্রকার শ্বেত, পীত, রক্ত, ও কৃষ্ণ। শ্বেতবর্ণ শাল্মলী ব্রাহ্মণী, পীতবর্ণা ক্ষত্রিয়া, রক্তবর্ণা বৈশ্যা এবং কৃষ্ণবর্ণা শাল্মলী শূদ্রা ॥ ১ ॥

শ্বেতা পীতা তথা কৃষ্ণা ন হি সর্ব্বত্র দৃশ্যতে।
রক্তাঞ্চ কথয়িষ্যামি যা চ সর্ব্বত্র লভ্যতে ॥ ২ ॥

শ্বেতবর্ণা, পীতবর্ণা ও কৃষ্ণবর্ণা শাল্মলী সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় না, রক্তবর্ণা শাল্মলী সর্ব্বত্র সুলভ, অতএব তাহাদ্বারাই কল্প করিতে হইবে ॥ ২ ॥

তস্যাঃ পুষ্পরসং লব্ধা বহ্নিযোগেন সাধিতং। সুমুহূর্ত্তে চ কর্ত্তব্যং জ্ঞাত্বা চন্দ্রবলাবলং। পলদ্বয়ং পিবেৎ প্রাজ্ঞ একচিত্তঃ সমাহিতঃ। রজনীপ্রহরৈকেন জায়তে মদনোন্মদঃ। অষ্টৌ স্ত্রিয়ঃ কাময়তে স্বেচ্ছয়া পরিবৃংহিতঃ। একদ্বিত্রিচতুঃ পঞ্চ ষট্ সপ্ত অষ্টমং *। প্রথমং দ্বে পলে দেবি! চত্বারি চ দ্বিতীয়কে। তৃতীয়ে ষট্পলান্যেব পলান্যষ্টৌ চতুর্থকে। প্রতিযামং পিবেৎ ক্ষীরং * যোষিতস্তথা। অনেনৈব বিধানেন নরঃ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। চতুর্ব্বর্ষশতং দেবি! নরো জীবেন্নসংশয়ঃ। নরো নাগবলোপেতঃ কামদেবসমো ভবেৎ। নারীণাং সম্মতো নিত্যং সুভগঃ প্রিয়দর্শনঃ।। শীঘ্রগামী ভবেদ্ভুক্তো বলীপলিতবর্জ্জিতঃ ॥ ৩ ॥

শাল্মলী পুষ্পের রস গ্রহণ করিয়া তাহা অগ্নিতে পাক করিবে। পরে ঐ রস ২ পল (১৬ তোলা) পরিমাণে পান করিবে। এই ঔষধ একপ্রহর [illegible]
এবং অষ্ট [illegible]
এক দ্বি ইত্ [illegible] না। [illegible] মাসে ২ পল, দ্বিতীয়মাসে চারি পল, তৃ[illegible] ছয় পল, এবং চতুর্থমাসে ৮ পল পরিমাণে উক্ত রস পান ক[illegible] বা। এইরূপে প্রতিযামে ঔষধ ও দুগ্ধ পান করিলে—শক্তি বৃদ্ধি হয়। এইপ্রকারবিধানে শাল্মলীকল্প সেবন করিলে মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করিয়া চারিশত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই ঔষধ সেবনে মনুষ্য হস্তীর তুল্য বলবান্, কামদেবের ন্যায় সুশ্রী, নারীদিগের প্রিয়পাত্র, ভাগ্যশীল, রূপবান্, শীঘ্রগামী ও বলীপলিতাদি বৃদ্ধলক্ষণ বিহীন হয় ॥ ৩ ॥

অথ অভয়াকল্পঃ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি অভয়াকল্পমুত্তমং। ভক্ষয়েদৃতুভেদেন দেবতুল্যো ভবেন্নরঃ। শরদি চ সিতাযুক্তা হেমন্তে নাগরেণ চ। শিশিরে পিপ্পলীযুক্তা বসন্তে মধুনা সহ। গ্রীষ্মে চ গুড়সংযুক্তা বর্ষাসু লবণেন চ। অনেনৈব বিধানেন ভক্ষয়েদ্ যো হরীতকীং। তস্য বুদ্ধির্বলং বীর্য্যং আরোগ্যং স্থিরযৌবনং। অগ্নির্দহতি কাষ্ঠানি রোগাংশ্চৈব হরীতকী। কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা ন কুপ্যতি হরীতকী। মাতেব ভক্ষয়েদ্ যোগী হিতকারী হরীতকী ॥ ১ ॥

অনন্তর সর্ব্বকল্পপ্রধান অভয়াকল্প বলিতেছি। যে ব্যক্তি ঋতু বিবেচনায় হরিতকী ভক্ষণ করে সেই ব্যক্তি দেবতুল্য হইতে পারে। শরৎকালে শর্করার সহিত, হেমন্তকালে শুণ্ঠীর সহিত, শিশির ঋতুতে পিপ্পলীর সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত, গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত, এবং বর্ষাকালে সৈন্ধবলবণের সহিত হরীতকী ভক্ষণ করিবে। এই প্রকারে ঋতুভেদ বিবেচনায় যে ব্যক্তি হরীতকী ভক্ষণ করে, তাহার বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বদা শরীরে আরোগ্য ও স্থিরযৌবন থাকে। যেরূপ অগ্নি কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেইরূপ হরীতকী রোগ সকল বিনাশ করিয়া থাকে। কোন কোন সময়ে মাতা কুপিতা হইতে পারেন, কিন্তু কখনও উদরস্থা হরীতকী কুপিতা হয় না। হরীতকী সর্ব্বদা মাতার ন্যায় মনুষ্যদিগের হিতকারী ॥ ১ ॥

অথ ঔষধভক্ষণে নক্ষত্রনিয়মঃ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি নক্ষত্রৌষধভক্ষণে। যানি ঋক্ষাণি শস্তানি নরাণামৌষধভক্ষণে। মৃগহস্তা জ্যেষ্ঠা মূলা বিশাখা চাশ্বিনাধিকা। ধনিষ্ঠা শতভিষা চৈব হিতা চৌষধভক্ষণে ॥ ১ ॥

দেব্যুবাচ।

ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়িকা। যোগিনাং কার্য্যসিদ্ধার্থং নাড়ীত্রয়ং প্রকাশিতে। কেনোপায়েন দেবেশ! প্রকাশ্যন্তে নাড়য়ঃ [illegible]

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। যে [illegible] স্থিতা

ইড়া শীতলা চন্দ্ররূপিণী। প্রকাশিতা ঘৃতেনৈব সদা তস্মাদ্ ঘৃতাশনং ॥ ১ ॥ দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী দিবাকরসমপ্রভা। উগ্রবীর্য্যা সদা নাড়ী মধুনা সা প্রকাশতে ॥ ২ ॥ মেরোর্ম্মধ্যে সুষুম্না চ কেবলানন্দরূপিণী। মিষ্ট-দাড়িম্বরসেনৈব সুষুম্না চ প্রকাশতে। কাশ্মীরোদ্ভবদাড়িম্বং মিষ্টদাড়িম্ব-মুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অথ জ্বরপ্রকরণং।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি চিকিৎসাং জ্বরসম্ভবে। বাতিকে পৈত্তিকে চৈব শ্লৈষ্মিকে বাথ দ্বন্দ্বজে ॥ ১ ॥ কেশরাজস্য মূলন্তু ছিত্বা তৎ সপ্ত খণ্ডকং। আদ্রকৈঃ সহ ভক্ষেত্তু মহাজ্বরবিনাশনং ॥ ২ ॥ নাগরং গুড়ূচী-চৈব ধন্যাকং রক্তচন্দনং। উশীরঞ্চৈব বিজ্ঞেয়ং কাথং পঞ্চ সমাংশকং। চতুর্ভাগৈকশেষঞ্চ তদ্বারি স্থিতশেষকং। সকম্পবেদনং তীব্রং জ্বরং নশ্যতি পৈত্তিকং ॥ ৩ ॥ অপামার্গজটাং কট্যাং সপ্তলোহিততন্তুভিঃ। বদ্ধা তাম্র রবেব্বারে জ্বরং হন্তি তৃতীয়কং ॥ ৪ ॥ গুগ্‌গুলুলূকপুচ্ছাভ্যাং জ্বরিতো ধূপিতো ভবেৎ চাতুর্থকং জ্বরং হন্তি কৃষ্ণবস্ত্রাবগুণ্ঠিতঃ ॥ ৫ ॥ অশ্বগন্ধা হরিদ্রা চ সর্পস্যৈব তু কঞ্চুকং। সর্ব্বজ্বরাণাং ধূপোঽয়ং হর্ত্তা রাত্র্যন্ধকস্য চ ॥ ৬ ॥

অথ জ্বরবিনাশকমন্ত্রঃ।

অথ মন্ত্রপ্রকাশেন জ্বরশান্তিং শৃণুষ্ব মে। ওঁ নমো ভগবতে ছিন্ধি ছিন্ধি অমুকস্য জ্বরস্য শিরঃ প্রজ্বলিত পরশুপাণে পুরুষায় ফট্। মন্ত্রেণা-নেন দেবেশি! ভুমাবচ্ছেদনঞ্চরেৎ। ততো মহাজ্বরং দেবি! বিনাশো ভবতি ধ্রুবং ॥ ১ ॥ করে বদ্ধস্য নির্গুণ্ড্যা মূলং জ্বরহরং ততঃ। হস্তে বদ্ধং পলাশস্য অপামার্গস্য বা প্রিয়ে!। মূলং সর্ব্বজ্বরহরং ভূতপ্রেতাদি-নশ্বরং ॥ ২ ॥ সমভাগত্রয়ঞ্চৈব আদ্রকং খাসকং মধু। ঐকাহিকং জ্বরং হন্তি ভক্ষণাদ্বা দিনত্রয়ং ॥ ৩ ॥ রবিবারে সমুৎপাট্য অপামার্গস্য মূলকং। সপ্তসূত্রৈঃ করে বদ্ধা নিত্যং জ্বরহরস্তথা ॥ ৪ ॥

অথ ঐকাহিকজ্বরং। অথ নিমন্ত্রয়েদ্দেবি! শুক্লাঙ্গলিমুক্তিকাং। তিলকং তৎপ্রভাতে তু শয্যায়াং কারয়েন্নরঃ। ঐকাহিকং জ্বরং তীব্রং নাশয়েন্নবিবাদরে ॥ ১ ॥ সহদেবা ধৃতা কর্ণে লাঙ্গলীমূলকং করে। বৃহতীমূলকং বাপি মূলং বাট্যালকস্য চ। বদ্ধং শিরসি সূত্রেণ নানাজ্বর-বিনাশনং ॥ ২ ॥ যদা সরস্বতীতীরে অপুত্রা তাপসী মৃতা। তস্যৈ তিলোদকং দদ্যান্মুক্তৈকাহিকং জ্বরং ॥ ৩ ॥

অথ ছেদনমন্ত্রঃ। বাণযুদ্ধে মহাঘোরে দ্বাদশার্কসমপ্রভে। জাতো-ঽসৌ সুমহাবীর্য্যো মুক্তৈকাহিকং জ্বরং ॥ ১ ॥ লিখেদশ্বত্থপত্রে চ বাহৌ মন্ত্রঞ্চ ধারয়েৎ। ঐকাহিকং জ্বরং হন্তি পুরুষো দক্ষিণে ক্রমাৎ ॥ ২ ॥ সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে কুমুদো নাম বানরঃ। জ্বরমৈকাহিকং হন্তি লিখিতে চ গৃহোদরে ॥ ৩ ॥ প্রভাতসময়ে দেবি! খণ্ডং গোমূত্রকর্দ্দমৈঃ। পিবেত্ত-দর্দ্ধভাগেন সন্নিপাতজ্বরাপহং ॥ ৪ ॥ দেবকাষ্ঠঞ্চ ধন্যাকং নাগরং বৃহতী-দ্বয়ং। দদ্যাৎ পাচনকং পূর্ব্বং সন্নিপাতজ্বরাপহং ॥ ৫ ॥ সেফালিকাদ্বচং পুষ্পং অশ্বিন্যাং বটিকা কৃতা। অশ্বারোগ্যা চ বধ্রীয়াদ্ধারয়েৎ সান্নি-পাতিকে ॥ ৬ ॥

অথ বহুমূত্র-চিকিৎসা। অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি চিকিৎসাং বহুমূত্রকে। সেবয়েদ্দোষবং যত্নাৎ শাম্যং ভবতি নান্যথা ॥ ১ ॥ ধাত্রীফলস্য স্বরসং মধুনা চ পিবেৎ সদা। বহুমূত্রক্ষয়ং দেবি! ক্ষারঞ্চ বাসকস্য বা ॥ ২ ॥

অথ মূত্রকৃচ্ছ্র-চিকিৎসা। অজাজী শৃঙ্গবেরঞ্চ দধিমণ্ডঞ্চ কারয়েৎ। লবণেন সমাযুক্তং মূত্রকৃচ্ছ্রনিবারণং। যবক্ষারং সিতাযুক্তং মূত্রকৃচ্ছ্র-নিবারণং ॥ ১ ॥ স্বর্ণং সেফালিকামূলং মধুনা যঃ পিবেদ্বুধঃ। মূত্রকৃচ্ছ্রং নিহন্ত্যাশু সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥ পীতং সারং গুড়ূচ্যাস্তু মধুনা মেহনাশনং। সর্ব্বমেহহরো ধাত্র্যা রসঃ ক্ষৌদ্রনিশাকল্কৈঃ ॥ ৩ ॥

অথ বিন্দুক্ষয়-চিকিৎসা। ঘৃতকুমারিকাং পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ যঃ পিবেন্নরঃ। বিন্দুস্রাবক্ষয়ং দেবি! ধাত্রীঞ্চ বিল্বপত্রকং ॥ ১ ॥ ধাত্রীং হরীতকীঞ্চৈব কৃষ্ণগুড়েন সংযুতং। ভক্ষয়েচ্ছয়নে কালে বিন্দুস্রাবক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ২ ॥ যদা বদ্ধো ভবেদ্বীর্য্যং চরণৌ লেপয়েত্তদা। কেতকীপুষ্পমালায় দাড়ি-মস্বচমূলকং। কৃষ্ণাগোভবদুগ্ধঞ্চ ভক্ষয়েদ্ধ্রুবাসরে। বিন্দুস্রাবক্ষয়ং কুর্য্যাদ্বিল্বমূলার্কমূলকৈঃ। অশ্বিন্যাং বটিকাং কৃত্বা ভক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

অথ কুরণ্ড-চিকিৎসা। বহুবারস্য বীজঞ্চ পিষ্ট্বা তক্রাদ্রকৈঃ সহ। কুরণ্ডং নাশয়েত্তত্র লেপনান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১ ॥ সম্ভষ্টতৈলমণ্ডূকং মণ্ডূক-রক্তমাংসকৈঃ। কেশবৃদ্ধিক্ষয়ং কুর্য্যাত্তেনৈব বহুলেপনাৎ ॥ ২ ॥ ঘৃতৈ-নীলোৎপলং পিষ্ট্বা লেপনাচ্চ কুরণ্ডহা। অথবা লেপনং কুর্য্যাদ্ গৃহ-মণ্ডূকশোণিতৈঃ ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণজীরকশুণ্ঠী চ পিপ্পলী মরিচানি চ। এত-কোষারসেনৈব রক্তক্ষালনসংশয়ঃ ॥ ৪ ॥

অথ গলগণ্ড চিকিৎসা। জন্মযষ্ট্যাস্ত মূলঞ্চ পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা। সপ্তাহে চ হরেল্লেপাৎ কুরণ্ডগলগণ্ডকং ॥ ১ ॥

অথ ভগন্দর-চিকিৎসা। দন্তীমূলং হরিদ্রা চ কেতকং তস্য লেপ-নাচ্চ। ভগন্দরবিনাশঃ স্যাদয়ং যোগো বিধানতঃ ॥ ১ ॥

অথ কামলা-চিকিৎসা। ঘোষাফলমবঘ্রাতং পীতং কামলনাশনং। অথবা নস্যাসংকুর্য্যাদ্ গুঞ্জাবীজং দ্বিভাগিকং। দুষ্টশ্লেষ্মবিনিঃসৃত্য কামলা-মুচ্যতে নরঃ ॥ ১ ॥

অথ বৈবর্ণহরণং। কৃষ্ণতিলৈঃ সসিদ্ধার্থৈস্তথৈব কৃষ্ণজীরকৈঃ। সমভাগেন পিষ্ট্বা চ বৈবর্ণং মর্দ্দনাদ্ধরেৎ ॥ ১ ॥

অথ কাস-চিকিৎসা। ত্রিফলা ত্রিকটুশ্চৈব সমভাগেন চূর্ণিতং মধুনা সহ সংপানাদ্ধি কাসবিনাশনং ॥ ১ ॥ ঘৃতেন পাচয়েন্মূলং পত্রঞ্চ বাসকস্য চ। ভক্ষয়েত্ত্রিদিনং যাবৎ কাসঃ শ্বাসঃ ক্ষয়ং ব্রজেৎ। পিপ্পলীং দেব-দারুঞ্চ শুণ্ঠীচূর্ণং সমং ভবেৎ। ঊর্দ্ধশ্বাসং সদা হন্তি পিবেদুষ্ণেন বারিণা ॥ ২ ॥

অথ ক্ষয়কাস চিকিৎসা। নাগকেশরমূলঞ্চ মধুনা সহ সংপিবেৎ। বাসকস্য চ মূলং বা বাজনৈঃ ক্ষয়রোগহা ॥ ১ ॥ বাসকস্য চ মূলানি অজাক্ষীরেণ ভক্ষয়েৎ। ক্ষয়রোগক্ষয়ং কুর্য্যান্নূনং জীবেশ্বরি! মধু ॥ ২ ॥ গবেধুকস্য মূলং বা ভক্ষয়েন্মধুনা সহ। পিপ্পলীমূলকং বাপি দুগ্ধেন ক্ষয়রোগহং ॥ ৩ ॥

অথ নাসার্শশ্চিকিৎসা। দূর্ব্বাদাড়িমপুষ্পেণ আম্রাতকহরীতকী। সর্ব্বং সংপেষয়েন্নাত্রো নাসারক্তস্রবাপহা ॥ ১ ॥

অথ গুদার্শশ্চিকিৎসা। পিপ্পলীঞ্চ হরিদ্রাঞ্চ গোমূত্রেণ সমন্বিতাং। প্রক্ষেপয়েদ্ গুদদ্বারে অর্শাংসি বিনিবারয়েৎ ॥ ১ ॥ অভ্যানবনীতঞ্চ শর্করা পিপ্পলীযুতং। পানাদর্শোহরো যোগো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২ ॥

অথ কর্ণশূল-চিকিৎসা। তীব্রশূলাতুরে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবর্দ্ধিনি।

তনোমূত্রং ক্ষিপেৎ কৃষ্টং সৈন্ধবেনাবচূর্ণিতাং ॥ ১ ॥ অর্কপত্রং গৃহীত্বা চ মন্দাগ্নৌ তাপয়েচ্ছনৈঃ। নিষ্পীড়া পূরয়েৎ কর্ণে কর্ণশূলং বিনশ্যতি ॥২॥ শতাবরী তণ্ডুলীয়ং মধুনা সহ পূরয়েৎ। কর্ণশূলং তদা হন্তি পরং যোগং বদামি তে ॥ ৩ ॥

অথ চক্ষুরোগ-চিকিৎসা। নিম্বপত্ররসং শুণ্ঠিসমেতং চক্ষুঃপূরণাৎ। চক্ষুঃশূলং ক্ষয়ং যাতি তক্রং বদরমূলকৈঃ ॥ ১ ॥ কাকস্য রক্তপিত্তঞ্চ ভিক্ষুকস্য চ চক্ষুষী। যত্নবান্ সাধকশ্রেষ্ঠো গৃহীত্বৈকত্র কারয়েৎ। শুভে দিনে চ সন্ধ্যায়াং চক্ষুর্মধ্যে প্রদাপয়েৎ। অন্ধকারেঽপি দেবেশি! দিব্য-দৃষ্টিঃ প্রদাপয়েৎ ॥ ২ ॥ হস্তিশুণ্ডারসেনৈব চক্ষুশ্চ পূরয়েদ্বুধঃ। চক্ষুর্জং হন্তুতে রোগং নিশ্চিতং শৃণু পার্ব্বতি! ॥ ৩ ॥

অথ শিরোরোগ-চিকিৎসা। বিড়ঙ্গং গন্ধকঞ্চৈব নীলোৎপলং তথৈব চ। গোমূত্রং কটুতৈলঞ্চ দত্বা পাকং সমাচরেৎ। শিরঃপ্রলেপনাদ্দেবি! শিরোরোগং বিনাশয়েৎ ॥ ১ ॥ ছুষ্টৈঃ কৃষ্ণতিলং পিষ্ট্বা লেপং কুর্য্যাচ্ছিরোপরি। শিরোবাথা ক্ষয়ং যাতি গুড়ূচীমূলকেন বা ॥ ২ ॥

অথ পদ্মগণ্ড চিকিৎসা। হরিদ্রাং লবণঞ্চৈব মরিচং শ্বেতসর্ষপং। একীকৃত্য পেষয়িত্বা মুখে সংধৃত্য চর্ব্বয়েৎ ॥ ১ ॥

অথ দন্তরোগ-চিকিৎসা। কেশরাজস্য মূলঞ্চ আজ্যকৈঃ সহ ধারয়েৎ তদা ন পততে মুক্তা বকুলত্বচ-চর্ব্বণাৎ ॥ ১ ॥ অর্কপত্রস্য গন্ধেন দন্তে স্বেদঞ্চ কারয়েৎ। তদা ন পততে দন্তো নো চেদ্দাড়িম্বমূলকং ॥ ২ ॥ হস্তীমূলকং দেবি! নীলকণ্ঠস্য মূলকং। দন্তানাং নাশয়েদ্রোগান্ নির্ব্বিবঞ্চ দৃঢ়ো ভবেৎ ॥ ৩ ॥ কাকজঙ্ঘা শিগ্রুমূলে মুখেন বিধৃতে কিল। চর্ব্বণাদ্দন্তরোগাণাং বিনাশোঽস্য ভবেৎ প্রিয়ে! ॥ ৪ ॥ বটমূলং ভৃঙ্গরাজং খণ্ডপর্ণস্থৈব চ। ভক্ষয়িত্বা নিশাভাগে দন্তাশ্চ ন পতন্তি হি ॥ ৫ ॥ খার-য়েৰ্জ্জিকণামূলং কলিকাং পঞ্চবিংশতি। বৈশাখে বিবপত্রাস্তং দন্তাশ্চ ন পতন্তি হি ॥ ৬ ॥ জাতীপত্রপুনর্নবাতিলকণামেরশুকুষ্ঠং বচা শুণ্ঠী-দীপ্য হরীতকী সমকৃতং চূর্ণং মুখে ধারিতং। বাতঘ্নং ক্রিমিকণ্ডূশূল-শমনং সর্ব্বাময়ধ্বংসকং দুর্গন্ধাদি সমস্তদোষশমনং দন্তস্থ বজ্রায়তে ॥ ৭ ॥

অথ অতীসার-চিকিৎসা। অথাতীসাররক্তাতিসারয়োঃ প্রয়োগং শৃণু। স্বল্প প্রয়োগমাত্রেণ রোগাৎ প্রমুচ্যতে যতঃ ॥ ১ ॥ মূলানি সহ-দেবায়াঃ কৃত্বা চ সপ্ত খণ্ডকং। রক্তসূত্রৈঃ কটৌ বদ্ধা সর্ব্বাতিসার-নাশনং ॥ ২ ॥ তালমূলীক মধুনা সমভাগেন যঃ পিবেৎ। রক্তাতিসার-ক্ষয়ক্লারিকেলজলং পিবেৎ ॥ ৩ ॥

পরিণামস্য শূলস্য কথিতং পরিমর্দ্দনং। লৌহচূর্ণসমাযুক্তং ত্রিফলা চূর্ণমেব চ। মধুনা খাদিতং দেবি! আমাথ্যা শূলনাশনং ॥ ১ ॥ রক্তোৎ-পলনপামার্গশোভাঞ্জনবচস্তথা। লবণঞ্চ সমং ভক্ষেদামশূলং বিনশ্যতি ॥২॥ মুগশৃঙ্গমগ্নিদগ্ধং গব্যাজ্যাজ্যসমন্বিতং। পীতং হৃৎপৃষ্ঠশূলানাং ভবেন্না শঙ্করং প্রিয়ে! ॥ ৩ ॥

অথ বিচর্চ্চিকা-চিকিৎসা। এরণ্ডমূলকং পত্রং ভৃঙ্গরাজরসস্তথা। অনয়োঃ কাঞ্জিকং পিষ্ট্বা লেপো বিচর্চ্চিকাপহঃ।

অথ কুষ্ঠ-চিকিৎসা। শ্বেতাপরাজিতামূলং পিষ্ট্বা লেপশ্চ কুষ্ঠহা। অথবা পারিভদ্রস্য মূলেন বটিকাকৃতা। তৈলেন পাচিতং তেষাং ভক্ষণাৎ কুষ্ঠনাশনং। ঘৃতৈরুষ্ণোদকৈর্ব্বাপি সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনং ॥১॥ বিষনিম্বদলানাঞ্চ চূর্ণমামলকৈঃ সহ। প্রত্যহং ভক্ষয়েদ্ যস্তু তস্য কুষ্ঠং বিনশ্যতি ॥ ২ ॥ সোমরাজস্য বীজানি নবনীতানি মেলয়েৎ। মধুনা খাদিতানি শ্বাস্থ্যানি কুষ্ঠরাশি দৈব। কুশী হরীতকী দূর্ব্বা তণ্ডুলক্ষার্কদুগ্ধকং। কদলীবন্ধলং শুষ্কং ক্ষারং কৃত্বা তু লেপনং। শ্বেতকুষ্ঠং সমং কুর্য্যাৎ মাচীশাকস্য মূলকং ॥ ৩ ॥ ত্রিভাগং ত্রিকটুং নিম্বং গুড়ূচীঞ্চ হরীতকীং। জাতৈ-কঞ্চ জলং পিষ্ট্বা সর্ব্বকুষ্ঠস্য নাশনং ॥ ৪ ॥

অথ প্লীহা চিকিৎসা। চিত্রকং মূলকং পিষ্ট্বা কৃত্বা তু বটিকাত্রয়ং। কদলী পকমধ্যে তু ভক্ষণাৎ প্লীহনাশনং। অশ্বাদুগ্ধং আদ্রকঞ্চ পীতং প্লীহাপহং পরং।

অথ ব্রণবিস্ফোটক-চিকিৎসা। পিষ্ট্বা কৃষ্ণতিলঞ্চৈব কাঞ্জিকৈঃ পাচয়েত্ততঃ। তল্লেপো ব্রণহা ভদ্রে! শোথঞ্চ বারয়েত্ততঃ। ১। সমভাগো-দকৈঃ পিষ্ট্বা মরিচং রক্তচন্দনং। লেপাদারভকে পূর্ব্বং বিস্ফোটব্রণ-নাশনং। ২। মহালশ্চ হি মূলঞ্চ পিষ্ট্বালোড্য জলে মুদা। গণ্ডশোথং ক্ষয়ং যাতি বিস্ফোটঞ্চ তথৈব চ ॥ ৩ ॥

অথ অর্ব্বুদ-চিকিৎসা। ভূমিকুষ্মাণ্ডমূলঞ্চ পিষ্ট্বালোড্য জলেন তু। পাচয়েৎক্ষফেণস্থ লেপাদর্ব্বুদনাশনং ॥ ১ ॥

অথ দগ্ধব্রণ-চিকিৎসা। তিলতৈলৈর্যবান্ দগ্ধ্বা সমং কৃত্বা তু মেলয়েৎ। তৈলেন লেপয়েত্তূর্ণমগ্নিদগ্ধঃ সুখী ভবেৎ। ১। তিলঞ্চৈবাগ্নিনা দগ্ধং যবভস্ম সমন্বিতং। অগ্নিদগ্ধং ব্রণং নশ্যেদনেনৈবোপলেপনাৎ ॥ ২ ॥

অথ শ্লীপদ-চিকিৎসা। অর্কমূলং সমুৎপাট্য উত্তরে চার্কবাসরে। তন্মূলং রক্তসূত্রেণ বন্ধনাৎ শ্লীপদক্ষয়ঃ। ১। বলা চাতিবলামূললেপনাৎ শ্লীপদক্ষয়ঃ। মূলং দণ্ডোৎপলস্যাপি হরিতালেন লেপয়েৎ। ২। নিগুণ্ডি-কৈরণ্ডধুস্তুরপত্রৈর্ব্বর্ষাভুসম্ভবৈঃ। শ্বেতসর্ষপৈশ্চ। পিষ্ট্বা তু লেপাদ্ধ মর্দ্দনাচ্চ চিরোত্থিতং শ্লীপদমাশু হন্তি ॥ ৩ ॥

অথ নিদ্রামোক্ষঃ।

শৃঙ্গং মহিষং কুষ্মাণ্ড পিষ্ট্বা তৎসমভাগকং।
লেপয়েদক্ষিপৃষ্ঠে চ তস্য নিদ্রা-ক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১ ॥

মহিষের শৃঙ্গ ও কুষ্মাণ্ড সমভাগে লইয়া পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি চক্ষুতে ও পৃষ্ঠে লেপন করে, সেই ব্যক্তির নিদ্রা বিনাশ হয় ॥ ১ ॥

শোভাঞ্জনস্য মূলানি নীলোৎপলস্য-মূলকং।
সমং নাগেশ্বরং পিষ্ট্বা নিদ্রা মুঞ্চতি চাঞ্জনাৎ ॥ ২ ॥

শজিনার মূল, নীলোৎপলের মূল ও নাগেশ্বরপুষ্প সমভাগে লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে নিদ্রা পরিত্যাগ হয় ॥ ২ ॥

বৃহতীফলপঙ্কঞ্চ পিষ্ট্বা চ মধুযষ্টিভিঃ।
যস্য নেত্রাঞ্জনং কুর্য্যাত্তস্য নিদ্রা বিনশ্যতি ॥ ৩ ॥

পক্ববৃহতীফল ও যষ্টিমধু একত্রে পেষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন করিলে নিদ্রা বিনাশ হয় ॥ ৩ ॥

অথ নিদ্রালী।

মূলঞ্চ কাকজঙ্ঘায়া ধারয়েদ্ যঃ শিরোপরি।
মন্ত্রেণৈবাম্বিতং যেষাং ভবেন্নিদ্রা বলীয়সী ॥ ১ ॥

যে ব্যক্তি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কাকজঙ্ঘা-মূল মস্তকে ধারণ করে তাহার অতিশয় নিদ্রা হয় ॥ ১ ॥

ওঁ শুদ্ধে শুদ্ধে যোগিনি মহানিদ্রে স্বাহা। মহা-দ্রায়ণীং দেবীং মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ। তেনৈব গৃহ-ধ্যে চ মন্ত্রং শতত্রয়ং জপেৎ। মহানিদ্রায়ণী ভূত্বা সর্ব্বে প্রাপ্নিতা জনাঃ ॥ ২ ॥

ওঁ শুদ্ধে শুদ্ধে যোগিনি মহানিদ্রে স্বাহা, এই মন্ত্রে নিদ্রাদেবীর পূজা রিবে এবং গৃহমধ্যে উক্ত মন্ত্র তিনশতবার জপ করিলে মহানিদ্রায়ণী বী আগমন করেন ও সেই গৃহস্থিত সকল মনুষ্য নিদ্রিত হয় ॥ ২ ॥

শ্মশানস্থাং ক্ষিপেদ্দেহে কৃষ্ণাগোমূত্রমৃত্তিকাং।
এবং নিদ্রায়ণী মায়া সংক্ষেপাৎ কথিতা প্রিয়ে ! ॥ ৩ ॥

শ্মশানস্থ মৃত্তিকা ও কৃষ্ণবর্ণা গাভীর মূত্র একত্র করিয়া যাহার অঙ্গে নক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া থাকে, এইরূপে সংক্ষেপে নিদ্রাবিধান কথিত হইল ॥ ৩ ॥

অথবান্যপ্রকারেণ নিদ্রাণীমন্ত্র উচ্যতে।
যস্যোচ্চারণমাত্রেণ নিদ্রা ভবতি চান্যথা ॥

শিতলী মধুরী চন্দনী মকরী চাবিরহিণী নিদ্রাণীমায় ঘাড়েমুড়ে জাতিয়াধরে দুই চক্ষু দুই পায় নিন্দলাগ আভা নিন্দলাগ মাতা নিন্দলাগ গাছের পাতা নিন্দলাগ দুয়ারি নিন্দলাগ বাহরী নিন্দলাগ পাইক পাহরী নিন্দলাগ মুরের দাসী নিন্দলাগ কুকুর মেকুর নিন্দলাগ যে ঘরে ঠাকুরাণী নিদ্রাণী লাগ মোরে এড়িয়া সোয়া হাত মাটির তলে লাগ শ্রীকালিকার আজ্ঞা। হ্রীঁ মন্ত্রেণ জপেদ্দেবীং অষ্টোত্তর-সহস্রকং ॥ ৪ ॥

অন্যপ্রকার নিদ্রাণীমন্ত্র কথিত হইতেছে। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবা-মাত্র সকলব্যক্তির নিদ্রা আবির্ভূত হয়। হ্রীঁ এই মন্ত্র হাজার অষ্টবার জপ করিয়া ওঁ শিতলী মধুরী ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে ॥ ৪ ॥

গোরের মাটি গোমুণ্ড স্নানমাটি শ্মশানমৃত্তিকা নিদ্রালীপত্র কুজবারে সংগৃহ্য একীকৃত্য অনেন মন্ত্রেণ গৃহে নিঃক্ষিপেৎ মনুষ্যাণাং গাত্রে চ, ন কেচিদপি জাগ্রতি ॥৫॥

গোরের মাটি, গরুর মুণ্ড, স্নানস্থানের মৃত্তিকা, শ্মশানের মৃত্তিকা ও নিদ্রালী পত্র এইসকল দ্রব্য শনি কিম্বা মঙ্গলবারে একত্র করিয়া মনুষ্যের শরীরে ও গৃহে নিক্ষেপ করিলে সেই গৃহে কোন ব্যক্তি জাগ্রত থাকিতে পারে না ॥ ৫ ॥

অন্যপ্রকারমাহ। অন্যবৃত্তি আদি মাটি মহাদেবের চোর মোহিনী নিদ্রাণী অঘোর অঘোর ঘোর গাছের পাতা ঘোর মঙ্গল মাতা ঘোর শিয়াল কুকুর ঘরের মেকুর এ মেকুরা বন্দি আমি সে নিদয়া সিছে গৃহা আর করিব কি নিশাচক্রে দিয়া পাও গৃহীরা পড়িয়া থাকুক বেলা দুই-প্রহর জাও রাজা শ্রীরামের আজ্ঞা গুরুর পাও। শোনা-পাতা কচুরপাতা মান্দারপাতা আমলকীপাতা নিদ্রাণী-পাতা এলাচীরপাতা স্নানীয় মৃত্তিকা একত্র বড়ি করিয়া পড়িয়া বাড়ির মনুষ্যের গায় রাত্রিতে দিবে ॥ ৬ ॥

অন্য বৃত্তি আদি ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া শোনালুপত্র, কচুর পত্র, মান্দারের পত্র, আমলকীর পত্র, নিদ্রালীপত্র, এলাচীপত্র এবং স্নানীয়-মৃত্তিকা এইসকল একত্র করিয়া রাত্রিকালে মনুষ্যের শরীরে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে মনুষ্যসকল নিদ্রিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

অথ অদৃশ্যোপায়ঃ।

দণ্ডকাকস্য রুধিরং পিত্তঞ্চ জম্বুকস্য চ। ভল্লূপেচ-কয়োরস্থি বামদক্ষিণয়োরপি। এষাং পিষ্ট্বা সমঞ্চাপি বটিকাং কারয়েত্ততঃ। ছায়ায়াং কারয়েচ্চক্ষুকামঞ্জনং তৎ প্রদাপয়েৎ। যাবন্মাত্রং স্থিতং নেত্রে অদৃশ্যো ভবতি ধ্রুবং। পাদয়োস্তলয়োরেবং যুক্তি যোজ্যং মণীষিভিঃ ॥ ১ ॥

দাড়কাক ও শৃগালের রক্ত ও পিত্ত, ভল্লূকের বামভাগের অস্থি এবং পেচকের দক্ষিণভাগের অস্থি এইসকল একত্র পেষণ করিয়া বটিকা করিবে, এই বটিকা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে। যাবৎকাল এই অঞ্জন চক্ষুতে থাকিবে তাবৎকাল সেই ব্যক্তি সকলের অদৃশ্য হইয়া থাকিতে পারিবে এবং এই বটিকা পাদতলেও লেপন করিতে হইবে ॥ ১ ॥

চিত্যগ্নিঃ খঞ্জরীটস্য বিষ্ঠা ফেণো হয়স্য চ। শোভা-ঞ্জনং চাস্য নেত্রে নর এতৈশ্চ ধূপিতঃ। অদৃশ্যস্ত্রিদশৈঃ সর্ব্বৈঃ কিং পুনর্ম্মনুজৈঃ প্রিয়ে ! ॥ ২ ॥

রক্তচিতা, অশ্বিখরের পাতা, খঞ্জনের বিষ্ঠা, ঘোটকের মুখের ফেণা, শজিনাকাষ্ঠ এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ধূপ প্রদান করিলে মনুষ্যগণ দেব ও মনুষ্য সকলের অদৃশ্য হইতে পারে ॥ ২ ॥

ভেলকী।

বসুমতীর মাটি মুই পাঠোম কাঠকারি অঙ্গে দিলুম ফুক্ কালিকার আজ্ঞায় মুই লুকাইলুম্ কালিকার আজ্ঞা। অনেন মন্ত্রেণ প্রাচিরাদুত্তরান্মৃত্তিকাং অমাবস্যা মঙ্গলবারে অন্যৎ কিঞ্চিৎ অস্পৃশ্যং গৃহীত্বা তন্মৃত্তিকয়া স্বদেহে ফুৎ-কারো দেয়ঃ। তদা অদৃশ্যমানো বহির্যাতি ॥ ১ ॥

বসুমতির মাটি মুই ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া মঙ্গলবার অমাবস্যা তিথিতে প্রাচীরের উত্তর পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকা ও অন্য কোন অস্পৃশ্য বস্তু আহরণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিবে এবং সর্ব্বশরীরে ফুৎকার দিবে। ইহাতে সেই ব্যক্তি সকলের সাক্ষাতে অদৃশ্য হইয়া প্রাচীরের বহির্ভাগে যাইতে পারে ॥ ১ ॥

অথ অদৃশ্যনিধিদর্শনোপায়ঃ।

কনকধুস্তুরমূলঞ্চ তথা সপ্তদলস্য চ। মুক্তকেশেন

চোৎপাট্য মূলঞ্চাবর্ত্তবন্ধনৈঃ। তাবন্মুখে চ সংধৃত্য সর্ব্বস্বং দৃশ্যতে নরৈঃ। পাতালতলপর্য্যন্তং যত্র তত্র স্থিতো নিধিঃ ॥ ১ ॥

কনকধুতুরার মূল এবং ছাতিমবৃক্ষের মূল মুক্তকেশে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক উৎপাটন করিয়া ঐ মূল মুখে ধারণ করিবে ইহাতে মনুষ্যসকল অদৃশ্য-ধন দেখিতে পায়; এমন কি পাতালতলেও যদি রত্নাদি থাকে তাহাও অনায়াসে দেখিতে পায় ॥ ১ ॥

অথ নিগড়ভঙ্গপ্রকারঃ।

তত্র কালিকা সাধনং। আদৌ ধ্যানং—রক্তবস্ত্রপরীধানাং দিব্যগন্ধানুলেপনাং। ত্রিনয়নাং হাস্যবদনাং চতুর্ভুজং মণিমুকুটভূষিতাং শববাহনাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং। কর্ত্রী খর্পরধারিণীং মামুদ্ধর দেবি! কাত্যায়নি!। ইতি ধ্যাত্বা মন্ত্রং পঠেৎ। ব্রহ্মাবিষ্ণুর আসন দেবি চলে চরণে যদি দর্শন না দেও দেবি তোমার স্মরণে অস্ত্রের গুরু তুমি ত্রিভুবনে জানি লৌহপাশ বন্ধ দেবি! ভাঙ্গ আপনি কালী কাত্যায়নী লোহার বন্ধন হুঁকারে ভাঙ্গে লোহার বন্ধন কারদৃষ্টি লাগে। দেবি! হুঁকারে দাড়ুকা ভাঙ্গে, ভাঙ্গিয়া হইল খানি খানি হইল মুক্তিদ্বার প্রসন্নযামিনী হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ মন্ত্রেণেদং জপেদ্দেবি! অষ্টোত্তরসহস্রকং। সত্যং সত্যং হি দেবেশি নিবদ্ধো মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ১ ॥

নিগড়ভঙ্গ অর্থাৎ বন্ধনমোচন, কোন ব্যক্তিকে রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিলে এই প্রক্রিয়াতে ঐ সকল বন্ধনমুক্ত হইয়া বদ্ধব্যক্তি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে। এই প্রক্রিয়ার অগ্রে কালীসাধন করা বিধেয়। রক্তবস্ত্রপরীধানা ইত্যাদি মূলের লিখিতমতে কালীর ধ্যান করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণুর আসন ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ এই মন্ত্র হাজার আটবার জপ করিতে হইবে। ইহাতে বদ্ধব্যক্তি নিশ্চয় মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণাজয়ন্তীমূলঞ্চ শনিমঙ্গলবাসরে। সমুৎপাট্য গুবাকেন খাদিত্বা স্বদেহং স্বয়ং। দদ্যাৎ ফুৎকারং দেবেশি মন্ত্রেণানেন সাধকঃ।

দাড়ুকা হরদাড়ুকাপর কালিকার বর চণ্ডীর আজ্ঞা। কালীসাধম্ কালী আরাধম্ ভৈরবের দাড়ুকা খসিয়া পড়ুক কালিকামায়ের আজ্ঞা। অমুক পাণ্ড হাতে অমুক খালে উদ্ধারিয়া নে শ্রীকালিকার বচনে চণ্ডিকার আজ্ঞা। দাড়ুকা আন দ্যাড়ুকা কান গলার জিঞ্জির ভৈরব দাড়ুকা চণ্ডী আসিয়া হরেন বন্ধন, খসিয়া পড়ুক কালিকার বর চণ্ডীর আজ্ঞা। ঊনপঞ্চাশ বন্ধন ছবি ধরান লোহার কপাট দানো হাকরিয়া ভাঙ্গিয়া আন চণ্ডীর মন্ত্র ভেদ করে ও পাম চণ্ডীর পুত চণ্ডীর বরলোহার কপাট ভাঙ্গিয়া দানে পুত হাকরিয়া আন চণ্ডীর বর কালিকার আজ্ঞা। এং মন্ত্রাণাং সহস্রাষ্টজপঃ ॥ সিদ্ধিং কুর্য্যান্মনুং জপ্ত্বা চাষ্টোত্তরসহস্রকং। কার্য্যসিদ্ধির্ভবেৎ সত্যং নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ২ ॥

শনি কিম্বা মঙ্গলবারে কৃষ্ণবর্ণ জয়ন্তীবৃক্ষের মূল উৎপাটন করিয়া মূল গুপারির সহিত ভক্ষণ করিয়া নিজদেহে দাড়ুকা হরদাড়ুকা ইত্যা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ফুৎকার দিবে। ইহাতে দৃঢ়বন্ধন সকল শ্লথ হইয়া যায় সুতরাং বদ্ধব্যক্তি অনায়াসে মুক্তিলাভ করে ॥ ২ ॥

ওঁ চামুণ্ডে বজ্রপাণি হ্রীঁ ফট্ স্বাহা। অনেন সহস্রজপেন বদ্ধো মোক্ষো ভবেদ্ ধ্রুবং। নিগড়ং কপাটং দেবি! অবশ্যং ভঞ্জনং শুভং। ছিনত্তি জালং দাসস্য স্তম্ভয়েত্তৈলযন্ত্রকং। নশ্যেৎ পাকং কুলালস্য গবাং ক্ষীরস্য নাশনং ॥৩॥

ওঁ চামুণ্ডে বজ্রপাণি হ্রীঁ ফট্‌স্বাহা, এই মন্ত্র এক সহস্র জপ করিলে বদ্ধব্যক্তি মুক্তি পায় এবং নিগড় (শৃঙ্খলাদি বন্ধন রজ্জু) ছিন্ন হয়, কোন ব্যক্তিকে গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিলে সেই ব্যক্তি উক্ত মন্ত্রপ্রভাবে কপাট ভঞ্জন করিয়া বাহিরে যাইতে পারে, কৈবর্ত্তদিগের জাল ছিন্ন হয়, তৈলযন্ত্র স্তম্ভিত হয়, কুম্ভকারের পাক ও গাভীর দুগ্ধ বিনাশ হয় ॥ ৩ ॥

অথ দেহদুর্গন্ধহরণং।

তিলসর্ষপসংযুক্তং হরিদ্রা মেথিকাস্তথা।
পিষ্ট্বা তল্লেপনাদ্গাঢ়ং গাত্রগন্ধো বিনশ্যতি ॥ ১ ॥

তিল, সর্ষপ, হরিদ্রা, মেথি এইসকল একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে গাত্রদুর্গন্ধ বিনাশ হয় ॥ ১ ॥

আর্দ্রকস্য চ পুষ্পাণি তুম্বীপত্রযুতানি চ।
সলোধ্রাণি চ তল্লেপাৎ দেহদুর্গন্ধমাহরেৎ ॥ ২ ॥

আদারপুষ্প, লাউপাতা ও লোধ একত্র পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্র দুর্গন্ধ হরণ করে ॥ ২ ॥

অথ দেহসৌগন্ধজননং।

শুষ্কাম্রবীজং হরীতকীং লোধ্রা আমলকস্য চ।
উদ্বর্ত্তনং ভক্ষণান্তে দেহসৌগন্ধবর্দ্ধনং ॥ ১ ॥

শুষ্ক আমের আঠি, হরীতকী, লোধ্রাইল ও আমলকী এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া তাহা ভোজনান্তে গাত্রমার্জ্জন করিলে দেহের সুগন্ধ বৃদ্ধি হয় ॥ ১ ॥

কুষ্ঠচূর্ণঞ্চ কৃ[illegible]র্ণ[illegible]ন্বিতং।
ভক্ষয়েৎ প্র[illegible]পদ্মগন্ধঃ প্রজায়তে ॥ ২ ॥

কুড় চূর্ণ করিয়া [illegible]তের সহিত প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ভক্ষণ করিলে শরী[illegible]গ্রায় পদ্মগন্ধ হয় ॥ ২ ॥

অথ কান্তিজননং।

নাম গোধূমং চূর্ণং কৃত্বা তু পিপ্পলীং। ঘৃতেন ...াত্রং এভিঃ সহ বিচক্ষণঃ। কন্দর্পসদৃশো মর্ত্ত্যো ... বিলেপনাৎ ॥ ১ ॥

...ধূম ও পিপ্পলী চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত গাত্রে লেপন করি... ইহাতে মনুষ্য কামদেবের ন্যায় কান্তিমান্ হয় ॥ ১ ॥

... কুসুমমানীয় ফলং তত্র তয়োঃ কৃতং। জম্বু-ফলস্য ...সে মধুনা সহ পেষয়েৎ। বরাঙ্গলেপনাদেব বৃদ্ধ ...স্তুব গচ্ছতি ॥ ২ ॥

আমলকীর পুষ্প ও ফল একত্র জামের রসে পেষণ করিয়া তাহাতে মধু মিশাইয়া উত্তমাঙ্গে লেপন করিলে, ইহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি যুবকের ন্যায় ...না... করিতে পারে ॥ ২ ॥

অথ পুষ্টিজননং।

ধাতকী সোমরাজীঞ্চ ক্ষীরেণ সহ পেষয়েৎ।
দুর্ব্বলশ্চ ভবেৎ স্থূলো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১ ॥

ধাইফুল ও সোমরাজীবীজ দু...র সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে দুর্ব্বল ব্যক্তি স্থূল হইতে পারে ॥ ১ ॥

অথ মুখসৌগন্ধজননং।

যঃ কুষ্ঠচূর্ণং ম...না ঘৃতেন কক্কোলান্বিতং।
মাসেকমাত্রে গন্ধঃ স্যাৎ কেতকীকুসুমোপমঃ ॥ ১ ॥

কুড় ও কক্কোল চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিবে, এই ঔষধ একমাস পর্য্যন্ত মুখে ধারণ করিলে কেতকীপুষ্পের ন্যায় মুখের সুগন্ধ হয় ॥ ১ ॥

অথ সুন্দরজননং।

হরিদ্রা চ বচাকুষ্ঠং পিপ্পলী চ যমানিকা। মরিচং সৈন্ধবং শুণ্ঠী এষাং চূর্ণন্তু কারয়েৎ। মধুনা সহিতং চূর্ণং পেষয়িত্বা শিলাতলে। দিনৈশ্চ সপ্তভিশ্চৈব ভক্ষিতব্যং নিরন্তরং। জায়তে সুন্দরঃ পুংসাং কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে ॥ ১ ॥

হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপ্পলী, যমানী, মরিচ, সৈন্ধব ও শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিবে, পরে ঐ সকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত শিলাতে পেষণ করিয়া সাত দিবস ভক্ষণ করিবে। ইহাতে পুরুষ অতি সুন্দর হয় এবং কিন্নরের সহিত গান করি...ত পারে ॥ ১ ॥

অথ লোমপাতনং।

হরিতালং শঙ্খচূর্ণং কদলীদ...ভস্মনা।
একযোগেন চোদ্বর্ত্ত্য লোমপাতনকং ভবেৎ ॥ ১ ॥

হরিতাল, শঙ্খচূর্ণ ও কদলীপত্রভস্ম এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া গাত্রে উদ্বর্ত্তন করিলে লোম সকল পতিত হইয়া যায় ॥ ১ ॥

অথ কেশস্য বৈবর্ণহরণং।

মুস্তকং সর্ষপঞ্চৈব উশীরঞ্চ তথৈব চ। হরীতকী নখীঞ্চৈব আমলকী সমস্ততঃ। সর্ব্বং সমং পরিক...পেষয়িত্বা বিধানতঃ। কেশমূলং সমালিপ্য মেঘতুল্যং ভবেদ্ ধ্রুবং ॥ ১ ॥

মুথা, সর্ষপ, বেণারমূল, হরীতকী, নখী ও আমলকী এই সকল সমপরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ করিয়া কেশমূলে লেপন করি...তর কেশ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয় ॥ ১ ॥

অথ স্তন-গুণাধানং।

শ্রীফলঞ্চ রসং কান্তং তৈলং সিদ্ধতিলোদ্ভবং। ত...তিলকেণাপি স্তনস্যোপরি লেপয়েৎ। কাঠি...ং বৃদ্ধা যাতি পতিতঞ্চোত্থিতং ভবেৎ। বৃদ্ধা বা কন্যকা নারি জাতৌ যস্যাঃ পয়োধরৌ ॥ ১ ॥

শ্রীফল, পারদ ও গন্ধক এই সকল দ্রব্যের সহিত তিলতৈল পাক করিয়া ঐ তৈল স্তনে লেপন করিবে, ইহাতে স্তনের কা...্য জন্মে এবং পতিত স্তন উত্থিত হয় ও বৃদ্ধানারী কন্যার ন্যায় হ... পারে। এবং যাহার স্তনোত্থান হয় নাই, তাহারও স্তন উৎপন্ন হইতে থাকে ॥ ১ ॥

শ্বেতোচ্চস্য কুসুমং কৃষ্ণধেনুপয়োঽন্বিতং।
পিষ্ট্বা স্তনযুগে দত্বা ভবেৎ পীনপয়োধরৌ ॥ ২ ॥

শুক্লবর্ণ জবাপুষ্প ও কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দু... পেষণ করিয়া স্তনের উপরিভাগে লেপন করিলে স্তনযুগল স্থূল হয় ॥ ২ ॥

বচাশ্বগন্ধা সংযুক্তা অশ্বারি... কৃত্বা। গজপিপ্পলিকা-যুক্তং সদ্যো ভিন্নজলেন চ। পেষয়িত্বা বিধানেন লেপয়েৎ স্তনমণ্ডলে। ন পতেত্তু কদাচিত্তু আমতালফলং যথা ॥ ৩ ॥

বচ, অশ্বগন্ধা, করবীপত্র ও গজপিপ্পলী একত্রে সদ্য উদ্ধৃত জলে পেষণ করিয়া স্তনমণ্ডলে লেপন করিবে। ইহাতে কদাচ স্তনযুগল পতিত হয় না ॥ ৩ ॥

রসং গাম্ভারিপত্রস্য তৎসমং তিলতৈল...। সমানং জলভাগঞ্চ দত্বা পাকং সমাচরেৎ। তৈলশেষং পরিজ্ঞায় ক্ষৌমবস্ত্রেণ শোধয়েৎ। কুচ-প্রলেপনাদ্দেবি ...লৌ... বজ্রায়তে ধ্রুবং ॥ ৪ ॥

গাম্ভা...পত্র রস, তিলতৈল ও জল সমভাগে লইয়া পাক করিবে, তৈলভাগমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পট্টবস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে, এই তৈল দ্বারা কুচযুগল লেপন করিলে স্তনদ্বয় লৌহের ন্যায় দৃঢ় হয় ॥ ৪ ॥

অথ সৌভাগ্যজননং।

...শরঞ্চৈব বিল্বঞ্চ পঙ্কজঞ্চ নিরাময়ং। ধাতকীফল-... জ... । পিষ্ট্বা মধুযুতং লেপাৎ ...নর ...নবপ্রসূতা বা দুর্ভগা সুভগা

১

নাগকেশর, তেলাকুচ, পদ্মমূল, কুড়, খাইচুল ও তাহার ফল, এই সকল শৃগালের দুগ্ধে পেষণ করিয়া মধুর সহিত উদরে লেপন করিলে বন্ধ্যা... পুত্র প্রসব করে এবং বৃদ্ধা নবপ্রসূতা ও দুর্ভাগা নারীগণ ...ভাগ্য লাভ করে ॥ ১ ॥

নিম্বকাষ্ঠেন মধুনা ধূপয়িত্বা * স্ত্রিয়ঃ।
সুভগাসৌ ভবেন্নারী পতির্দাসো ভবিষ্যতি ॥ ২ ॥

নিম্বকাষ্ঠ ও মধু একত্রিত করিয়া অঙ্গে ধূপ প্রদান করিলে নারী ভাগ্যবতী হয় এবং তাহার পতি দাসতুল্য হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

খঞ্জরীটস্য মাংসঞ্চ মধুনা সহ পেষয়েৎ।
প্রাতঃকালে * লেপাৎ পুরুষো দাসতামিয়াৎ ॥৩॥

খ... মাংস মধুর সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে পতি ...৩ ॥

ম...হ নবনী তঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ মধুযষ্টিকা।
* ...েন সৌভাগ্যাৎ পতির্দাসো ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥

ম...ের ..., কুড় ও যষ্টিমধু একত্রে পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে পতি ... হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

মাহি... নবনীতঞ্চ আনীতং তৎসমং মধু। বদরী-বীজমায়ঞ্চ পিষ্ট্বা একত্র কারয়েৎ। এভিঃ সমং মদনাচ্ছ তেজস্বিন্যঙ্গন...ৎ ॥ ৫ ॥

মহিষদুগ্ধের ... করিয়া তাহার সহিত মধু ও বদরীবীজের ... এই দুই দ্রব্য সমপরি... একত্রে পেষণ করিয়া অঙ্গে মর্দন করিলে নারীগণের অতিশয় ... বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

গোরোচনা মহা... । ঋতুশোণিতভাবিতা। তৎকৃতং তিলকং যস্য ...ন নরো যং নিরীক্ষতে। তঞ্চ সর্ব্ববশং কুর্য্যাদত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬ ॥

গোরোচনা ... ভাবনা দিয়া ... কপালে তিলক ... যাহাকে দর্শন করিবে, সেই ব্যক্তি তাহার ... বশীভূত ক... । ইহার ... হয় না ॥ ৬ ॥

সৌগন্ধং ...লবণং ... । মধু-সর্পিঃ সিতাযুক্তং চূর্ণয়িত্বা * ... * গচ্ছেন্নান্যাং নারীং স গচ্ছতি ॥ ৭ ॥

গন্ধতৃণ, সৈন্ধব, বদরীবীজ, মৎস্যপিত্ত, মধু, ঘৃত ও শর্করা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একত্রে পেষণ করিয়া কামিনীগণ * লেপন করিবে। যে নারী এই ঔষধ সেবন করে, তাহার অভিলষিত পুরুষ অন্য নারীর সহবাসে পরিতৃপ্ত হয় না ॥ ৭ ॥

অথ স্ত্রীব...

কোকিলা...ং শুকশি...
গণিকারীঞ্চ ব...লঞ্চ ত...

কৃত্য চ চূর্ণয়েৎ। শুদ্ধপাত্রে তু তচ্চূর্ণং পূর্ব্বকং। চুম্বেন সহিতং দেবি। পিবেদ্রাত্রৌ নানাগুণং ভবেত্তস্য কামিনীবশ্যকো ভবেৎ। ... নার্য্যা দর্পহন্তা ভবিষ্যতি ॥ ১ ॥

কুলিয়াখাড়া, শুকশিম্বী, শতমূলী, গোক্ষুর, গণিয়ারী, বে... কুষ্মাণ্ডেরমূল এইসকল দ্রব্য সম...মাণে লইয়া একত্র চূর্ণ ... পূর্ব্বক কোন বিশুদ্ধপাত্রে রাখিবে। যে ব্যক্তি রাত্রিতে ... সহিত পান করে তাহার নানাপ্রকার ক্ষমতা ... এবং ...দিগকে ভুলাইতে পারে ও সেই ব্যক্তি কামিনীগণের দর্প ... করিতে সমর্থ হয় ॥ ১ ॥

পুষ্যায়াং বা মঘায়াং বা হস্তায়াম্বা তথৈব চ। ...শ্বেতার্ক-মূলমানীয় কট্যাং বদ্ধা * ব্রজেৎ। পতিপুত্রং পরিত্যজ্য তস্যার্থং ব্রজতি ধ্রুবং ॥ ২ ॥

পুষ্যা, মঘা অথবা হস্তানক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের মূল উত্তোলন করিয়া কটীদেশে বন্ধন করত যে ব্যক্তি নারীর * করে, সেই নারী পতিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া ঐ পুরুষের সহিত নিশ্চয় গমন করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

ওঁ চামুণ্ডে জয় জয়, স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহয় মোহয় সর্ব্বং মাং ত্বাং দম দম স্বাহা, ইমং মন্ত্রং একাদশবারং জপ্ত্বা পুষ্পমভিমন্ত্র্য যস্যৈ দীয়তে সা বশ্যা ভবতি ॥ ৩ ॥

ওঁ চামুণ্ডে জয় জয় ইত্যাদি মন্ত্র একাদশবার জপ করিয়া একটী পুষ্প পড়িয়া যে নারীর হস্তে দেওয়া যায় সেই নারী নিশ্চয় বশীভূতা হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

ওঁ কামদেব হস্তস্পর্শং উত্তমং কুরু কুরু স্বাহা।
অনেন সপ্তাভিমন্ত্র্য যাং স্পৃশতি সা বশ্যা বভতি ॥৪॥

ওঁ কামদেব হস্তং ইত্যাদি মন্ত্র সপ্তবার পাঠ করিয়া যে নারীকে স্পর্শ করা যায়, সেই নারী নিশ্চয় বশীভূতা হয় ॥ ৪ ॥

অপভাষাং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রং স্ত্রীবশকারণং। যস্য ধারণমাত্রেণ শক্তিসাধনমুত্তমং। অচল ঘাটের নিচলপানি তাহাতে উপজিল কালের বাঘিনী। কালের বাঘিনী বোলোম্ তোরে অমুকীর পাঁচ প্রাণচিত্ত আনিয়া দে মোরে। হরিণের রক্ত মাছের পিত্ত তৈল করিয়া পোড়াম অমুকীর পাঁচপ্রাণ চিত্ত। মন্ত্রেণানেন দেবেশি! ত্রিবারং সলিলং পিবেৎ। সর্ব্বং ত্যক্ত্বা চ সা নারী তস্য সঙ্গী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫ ॥

অচল ঘাটের নিচল পানি ইত্যাদি অপভ্রংশ মন্ত্র স্ত্রীদিগের বশীকারক, এই মন্ত্র ধারণমাত্রে শক্তি সাধন হইয়া থাকে। এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া জল অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জল পান করিলে নারীগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই পুরুষের সঙ্গিনী হইয়া থাকে। ৫ ॥

অথ দম্পতিপ্রীতিজননং।

ব্রহ্মযষ্ঠী বচা কুষ্ঠং মধুনা সহ পেষয়েৎ।
অঙ্গলেপেন বনিতা নান্যং ভর্ত্তারমিচ্ছতি ॥ ১ ॥

ব্রহ্মযষ্ঠী (বামনহাটী) বচ ও কুড়, এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে মধুর সহিত একত্র পেষণ করিয়া যে নারী অঙ্গে লেপন করে সেই নারী তাহার পতির বশীভূতা হইয়া থাকে, অন্য পুরুষে তাহার অভিলাষ থাকে না ॥ ১ ॥

* কালে মহাদেবি! শৃণুষ্ব পর্ব্বতাত্মজে!। নিজশুক্রং গৃহীত্বা চ বামহস্তেন যঃ পুমান্। কামিনীচরণং বামং বিলিম্পেৎ স স্ত্রিয়ঃ প্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

যে পুরুষ * কালে নিজ শুক্র গ্রহণ করিয়া বামহস্তদ্বারা স্ত্রীর চরণে লেপন করে, সেই পুরুষ সেই নারীর অতি প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

নীলোৎপলং সমং পূগং প্রদদ্যাচ্চাপরাজিতাং।
পিষ্ট্বা চ নাভিলেপেন বশং যাতি বরাঙ্গনা ॥ ৩ ॥

নীলোৎপল, গুপারিফল ও অপরাজিতার মূল এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র পেষণ করিয়া, নারীর নাভিতে লেপন করিলে সেই নারী বশীভূতা হয় ॥ ৩ ॥

হয়মারঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা মালতীকুসুমানি চ। তণ্ডুল্যানি প্রিয়ঙ্গূনি পেষয়েদেকযোগতঃ। অনেন লিপ্ত * স্তু কামিনীবশকৃদ্ভবেৎ ॥ ৪ ॥

করবীপুষ্প, মঞ্জিষ্ঠা, মালতীপুষ্প ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ করিবে। এই ঔষধিদ্বারা * লেপন করিলে সেই পুরুষ নারীকে বশীভূতা করিতে পারে ॥ ৪ ॥

কাম্পিল্লরসকহ্লারং পিপ্পলী মধুযষ্টিকা। মধুনা চ সমং পীত্বা লেপনাচ্চ বরাঙ্গয়োঃ। দম্পতিঃ প্রীতিমাপ্নোতি প্রাণান্তেনাপি গচ্ছতি ॥ ৫ ॥

গুণ্ডারোচনী, শ্বেতোৎপল, পিপ্পলী ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া মধুর সহিত একত্র পেষণ করিবে। এই ঔষধ পান ও অঙ্গে লেপন করিলে দম্পতীর প্রণয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই প্রণয় প্রাণান্তেও ভঞ্জন হয় না ॥ ৫ ॥

সৈন্ধবঞ্চ মহাদেবি! পারাবতমলং মধু। এভিস্তু লিপ্ত-* স্তু কামিনী বশকৃদ্ভবেৎ। দম্পত্যোঃ প্রীতিজননং নিত্যলেপাদ্বরাঙ্গয়োঃ। কুর্য্যাদ্বশীকৃতং যক্ষধূপৈশ্চ তিলকং তথা ॥ ৬ ॥

সৈন্ধব এবং পারাবতের বিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত একত্র পেষণ করিবে। এই ঔষধদ্বারা * লেপন করিলে কামিনীগণকে বশীভূত করিতে পারে এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে প্রতিদিন অঙ্গলেপন করিলে দম্পতীর প্রণয়বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর যক্ষধূপ দ্বারা কপালে তিলক করিলে কামিনী বশীভূতা হয় ॥ ৬ ॥

অথ জগদ্বশীকরণং।

মনঃশিলাপলমেকং সগোরোচনকুঙ্কুমং।
এভিস্তু তিলকং কুর্য্যাজ্জগদ্বশ্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১ ॥

মনঃশিলা, গোরোচনা ও কুঙ্কুম এই সকল দ্রব্য একপল অর্থাৎ ৮ তোলা পরিমাণে একত্র পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি কপালে তিলক করে সেই ব্যক্তি জগৎ বশীভূত করিতে পারে ॥ ১ ॥

সহদেবা ভৃঙ্গরাজং শ্বেতাপরাজিতা বচা। তেনৈব তিলকং দত্ত্বা ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ। তিলককরণমন্ত্রঃ। ওঁ সমাসেয়ং সৌভাগ্যং গৌরি। দেহি মে ॥ ২ ॥

শালিবা, ভৃঙ্গরাজ, শ্বেতাপরাজিতা ও বচ এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রিলোক বশ করিতে পারে। ওঁ সমাসেয়ং সৌভাগ্যং গৌরি দেহিমে স্বাহা এই মন্ত্রে তিলক করিবে ॥ ২ ॥

গোদন্তহরিতালঞ্চ সংযুক্তং কাকজঙ্ঘয়া।
চূর্ণং কৃত্বা যচ্ছিরসি দীয়তে স বশ্যো ভবেৎ ॥ ৩ ॥

গোদন্তহরিতাল ও কাকজঙ্ঘা এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ যাহার মস্তকে দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি বশীভূত হয় ॥ ৩ ॥

শ্বেতাপরাজিতা-মূলং পিষ্ট্বা গোরোচনা-সহ। যঃ পশ্যেত্তিলকেনৈব বশী কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ। ওঁ রক্তচামুণ্ডে! অমুকং মে বশমানয় স্বাহা ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ ইমং মন্ত্রময়ুতং জপেৎ ॥ ৪ ॥

শ্বেতাপরাজিতার মূল, গোরোচনার সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক দিয়া যাহাকে দর্শন করে সেই ব্যক্তি তাহার বশীভূত হইয়া থাকে। ওঁ রক্তচামুণ্ডে ইত্যাদি মন্ত্র দশসহস্র জপ করিয়া এই প্রক্রিয়া করিতে হইবে ॥ ৪ ॥

গোরোচনাস্বরক্তেন তিলকেন বশী ভবেৎ। ভৃঙ্গরাজস্য মূলঞ্চ পিষ্ট্বা শুক্রেণ সংযুতং। অক্ষিণী চাঞ্জয়িত্বা চ বশীকুর্য্যাজ্জগত্রয়ং ॥ ৫ ॥

গোরোচনা ও নিজ রক্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া যাহার কপালে তিলক করিবে সেই ব্যক্তি জগৎ বশীভূত করিতে পারিবে এবং ভৃঙ্গরাজের মূল স্বীয় শুক্রের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত করিতে পারে ॥ ৫ ॥

অপরাজিতা চ সিদ্ধার্থং দত্ত্বা নীলোৎপলান্বিতং।
তাম্বূলস্য প্রদানেন বশী কুর্য্যাজ্জগত্রয়ং ॥ ৬ ॥

অপরাজিতার মূল, শ্বেতসর্ষপ ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য তাম্বূলের সহিত যাহাকে প্রদান করা যায় সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়, এই প্রক্রিয়াদ্বারা ত্রিজগৎ বশ করিতে পারা যায় ॥ ৬ ॥

অথ মোহনং।

ভৃঙ্গরাজং সদোৎপলং শ্বেতগোরোচনাযুতং। পিষ্ট্বা

তু তিলকং কৃত্বা মোহয়েত্তু জগত্রয়ং। ওঁ সর সর ওঁ ওঁ স্বাহা অনেন মন্ত্রেণোক্তদ্রব্যং সপ্তবারাভিমন্ত্রিতং প্রাতশ্চক্ষুষি দত্ত্বা মোহয়েত্তু বনত্রয়ং ॥ ১ ॥

ভৃঙ্গরাজ, রক্তোৎপল ও শ্বেতগোরোচনা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রিজগৎ মোহিত করিতে পারে এবং উক্ত তিলকদ্রব্য ওঁ সর সর ওঁ ওঁ স্বাহা এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রাতঃকালে চক্ষুতে অঞ্জন করিলে ত্রিভুবন মোহিত করিতে সমর্থ হয় ॥ ১ ॥

অন্যচ্চ। ওঁ দণ্ডায় মহাদণ্ডায় স্বাহা অনেন মন্ত্রেণ বস্ত্রান্তিকে গ্রন্থিং বদ্ধ্বা সর্ব্বং মোহয়তে ॥ ২ ॥

ওঁ দণ্ডায় মহাদণ্ডায় স্বাহা এই মন্ত্রে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন করিলে সকলকে মোহিত করিতে পারা যায় ॥ ২ ॥

ওঁ রাজাপ্রজাবন্ধুবান্ধবশ্যালো মিত্রং পরিক্ষো ভব আলি আলি চালি চালি মোহি মোহি হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ জগদ্বশ্যং ভবতু স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ মুখমার্জ্জনং কুর্য্যাৎ। তদা সর্ব্বো বশী ভবেৎ ॥ ৩ ॥

ওঁ রাজা প্রজা ইত্যাদি মন্ত্রে মুখমার্জ্জন করিলে সমস্ত লোককে বশীভূত করিতে পারে ॥ ৩ ॥

ওঁকারং সপ্তধা জপ্ত্বা রসনারসসংযুতং।
ললাটে তিলকং কৃত্বা রাজানং বশমানয়েৎ ॥ ৪ ॥

জিহ্বার রস লইয়া তাহার উপর ওঁ এই মন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া ললাটে তিলক দিলে রাজাকে বশ করিতে পারা যায় ॥ ৪ ॥

যস্য নাম গৃহীত্বা তু মায়াবীজং ত্রিধা পঠেৎ। মুক্তকেশোর্দ্ধমুখেনৈব মুখমার্জ্জনমাচরেৎ। সত্যং সত্যং মহাদেবি! সসর্ব্বং বশমানয়েৎ ॥ ৫ ॥

কোন ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিয়া হ্রীঁ এই মন্ত্র তিনবার জপ করিবে এবং মুক্তকেশে উর্দ্ধমুখ হইয়া মুখমার্জ্জন করিবে। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি বশ্য হয় ॥ ৫ ॥

অথ বীর্য্যস্তম্ভনং।

ঈশ্বর উবাচ। অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি প্রয়োগং বীর্য্যকারণং। [illegible] ভক্ষণমাত্রেণ বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে। অত্যম্লং লবণং ক্ষারং [illegible] কটুতিক্তকং। শুষ্কং পর্য্যুষিতঞ্চৈব যথেষ্টং ভোজনং ত্যজেৎ ॥ ১ ॥

অনন্তর বীর্য্যস্তম্ভনকারক ঔষধ কথিত হইতেছে। এই ঔষধ ভক্ষণমাত্র বৃদ্ধব্যক্তিও যুবা হইতে পারে। যে ব্যক্তি এই বীর্য্যস্তম্ভন প্রক্রিয়া করিবে সেই ব্যক্তি অত্যম্ল, লবণ, ক্ষারদ্রব্য, শাক, কটুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, শুষ্ক ও পর্য্যুষিত দ্রব্য ইত্যাদি যথাভিলষিত ভোজনদ্রব্য পরিত্যাগ করিবে ॥ ১ ॥

চূর্ণং বিদার্য্যাঃ সুকৃতং স্বরসেনৈব ভাবিতং। শর্করামধুসর্পির্ভির্যুতং পীত্বা পয়ঃ পিবেৎ। বৃদ্ধো যুবা ভবেদ্দেবি! সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥

ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ তাহার রসে ভাবনা দিয়া শর্করা, মধু ও ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধ পান করিবে। এই ঔষধ সেবনবলে বৃদ্ধব্যক্তি যুবা হইতে পারে ॥ ২ ॥

বিদারী-কন্দচূর্ণঞ্চ ঘৃতেন পয়সা পিবেৎ।
ওডুম্বররসেনৈব বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে ॥ ৩ ॥

ভূমিকুষ্মাণ্ডের মূল চূর্ণ করিয়া ঘৃত, দুগ্ধ অথবা যজ্ঞডুম্বরের রসের সহিত ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তি যুবা হইতে পারে ॥ ৩ ॥

বীজং গোক্ষুরকস্যৈব সমং গুঞ্জাফলন্তথা।
দুগ্ধেন পাচনং কৃত্বা পীতেন বলবীর্য্যকৃৎ ॥ ৪ ॥

গোক্ষুরের বীজ ও গুঞ্জাফল তুল্য পরিমাণে লইয়া তাহার সহিত দুগ্ধ পাক করিবে, এই দুগ্ধ পান করিলে শরীরে বীর্য্য বৃদ্ধি হয় ॥ ৪ ॥

বিষ্ণুক্রান্তা শিখীমূলং করে বদ্ধা তু যো *।
পট্টসূত্রেণ বৈ দেবি! স্থিরবীর্য্যং ধ্রুবং ভবেৎ ॥ ৫ ॥

অপরাজিতার মূল ও অপামার্গের মূল পট্টসূত্রদ্বারা করে বন্ধন করিলে মনুষ্য স্থিরবীর্য্য হইতে পারে ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণায়াস্তু চতুর্দ্দশ্যাং কট্যাং বদ্ধ্বা সমাহিতঃ।
হরের্লাঙ্গুলিকা-মূলং সিংহে বা মকরে দিনে ॥ ৬ ॥

সিংহ কিম্বা মকরসংক্রান্তিদিবসে যদি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি হয় তবে সেই দিবসে লাঙ্গলিকার মূল উত্তোলন করিয়া কটীতে বন্ধন করিলে মনুষ্য স্থিরবীর্য্য হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

অথ বলজননং।

আর্দ্রকস্য চ মূলন্তু কৃত্তিকায়াং সমুদ্ধরেৎ। মুখে ক্ষিপ্ত্বা সুরাঞ্চাপি যদাচারেণ গচ্ছতি। মহাবলো মহাবীর্য্যো গজং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১ ॥

আর্দ্রকবৃক্ষের শিকড় কৃত্তিকা নক্ষত্রে উত্তোলন করিয়া সুরামধ্যে ক্ষেপণ করিবে, ঐ শিকড় ভক্ষণ করিলে মনুষ্য মহাবলশালী হইয়া হস্তীকেও বিনাশ করিতে সমর্থ হয় ॥ ১ ॥

অথ শ্রুতিধারণং।

ধাত্রী-মূলং সমানীয় তিলেন সহ চূর্ণয়েৎ।
মাসৈকং প্রাতরাসেব্য নরঃ শ্রুতিধরো ভবেৎ ॥ ১ ॥

আমলকীবৃক্ষের মূল ও তিল একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ একমাস প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে মনুষ্য শ্রুতিধর হয়, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যাহা শ্রবণ করে তাহাই গ্রহণ করিতে পারে ॥ ১ ॥

অথ শস্ত্রবারণং।

মানমূলং সমানীয় হস্তে বদ্ধা গতো রণে।

যস্য দেহেষু শস্ত্রাণি কদাচিন্ন পতন্তি চ ॥ ১ ॥

মানকচুর শিকড় হস্তে বন্ধন করিয়া রণস্থলে গমন করিলে তাহার শরীরে কখনও অস্ত্রপাত হইতে পারে না।

অথ স্পন্দন-ফলং।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি গাত্র-স্পন্দনজং ফলং। যজ্জ্ঞাত্বা চ বিজানীয়াৎ শুভাশুভফলং নরঃ ॥ শিরঃস্পন্দনমৈশ্বর্য্যং ললাটং রোগকারণং। লাভশ্চ দক্ষিণে নেত্রে কলহং বামলোচনে। উভয়োঃ শোকবার্ত্তা চ নসোর্ম্মারণমাসকে। ওষ্ঠে কলহকশ্চৈব অধরে মিষ্টভোজনং। দন্তমূলস্পন্দনেন অবশ্যং মাংসভোজনং। বামকর্ণে বহুশ্রুতং গানশ্রবণং দক্ষিণে। কণ্ঠে মারাত্মকং রোগং কদাচিজ্জীবনং ভবেৎ। অর্থলাভং দক্ষভুজে স্ত্রীলাভং ভুজবামকে। লক্ষ্মীবৃদ্ধির্দক্ষপৃষ্ঠে বামে চ পরদারকং। উভৌ চ শ্রীবৃদ্ধিঃ স্যান্নাভৌ চ মরণং ভবেৎ। দক্ষকট্যাং বস্ত্রলাভং বামে মিত্রসমাগমং। উৎসবং উভয়োঃ কট্যোঃ * চ যুবতীস্ত্রিয়ং। ভূমিলাভং দক্ষগণ্ডে বামে বুদ্ধিরুভে ধনং। বিদেশগমনং গুহ্যে রাজভয়ং পাদদক্ষিণে। বামপাদে পথগতিরুভয়োঃ রাজসেবনং। এবংবিধং লক্ষয়িত্বা স্পন্দং শুভাশুভপ্রদং ॥ ১ ॥

অনন্তর গাত্রস্পন্দন-ফল কথিত হইতেছে। ইহা জানিতে পারিলে মনুষ্য ভাবি শুভাশুভ নির্ণয় করিতে পারে। শিরঃস্পন্দনে ঐশ্বর্য্যলাভ হয় এবং ললাটস্পন্দনে রোগ, দক্ষিণ নেত্রস্পন্দনে লাভ, বামনেত্রস্পন্দনে কলহ, উভয়নেত্রস্পন্দনে রোগবার্ত্তাশ্রবণ, নাসিকাস্পন্দনে মরণ, ওষ্ঠস্পন্দনে বিবাদ, অধরস্পন্দনে মিষ্টভোজন, দন্তমূলস্পন্দনে মাংসভক্ষণ, বামকর্ণস্পন্দনে বহুশ্রবণ, দক্ষিণকর্ণস্পন্দনে গানশ্রবণ, কণ্ঠস্পন্দনে মারাত্মকরোগ, দক্ষিণবাহুস্পন্দনে অর্থলাভ, বামবাহুস্পন্দনে স্ত্রীলাভ, পৃষ্ঠের দক্ষিণভাগ স্পন্দনে শ্রীবৃদ্ধি, বামভাগস্পন্দনে পরদার, পৃষ্ঠের উভয়ভাগস্পন্দনে শ্রীবৃদ্ধি, নাভিস্পন্দনে মরণ, কটীর দক্ষিণাংশস্পন্দনে বস্ত্রলাভ, বামাংশস্পন্দনে মিত্রসমাগম, কটীর উভয় অংশস্পন্দনে উৎসবকার্য্য, * স্পন্দনে যুবতী স্ত্রীলাভ, দক্ষগণ্ডস্পন্দনে ভূমিলাভ, বামগণ্ডস্পন্দনে বুদ্ধিবৃদ্ধি, উভয়গণ্ডস্পন্দনে ধনলাভ, গুহ্যস্পন্দনে বিদেশগমন, দক্ষিণপাদস্পন্দনে রাজভয়, বামপাদস্পন্দনে পথগমন, উভয়পাদস্পন্দনে রাজসেবা হইয়া থাকে।

এই প্রকারে অঙ্গস্পন্দন লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যৎকালের শুভাশুভ নিশ্চয় করিবে।

শ্রীগৌরীশঙ্করসম্বাদে গৌরীকাঞ্জলিকা সমাপ্তা ॥

নানাবিধ গ্রন্থ হইতে অবধৌতিক ও শাস্ত্রীয় ঔষধাদি উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে লিখিত হইল। ইহাদ্বারা বিশেষ ফল দর্শিবে।

অবধৌতিক বিবিধ ঔষধপ্রকরণ।

নিম্নলিখিত অবধৌতিক ঔষধ সকল কোন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে আমাদিগের কোন এক বন্ধু লিখিয়া আনিয়াছিলেন তাহাই এস্থলে প্রকাশ করিলাম।

অথ রক্তাতিসার-প্রতিকার। বেলশুঁঠ ১ একতোলা ও ছাগদুগ্ধ ১৩ ত্রয়োদশ তোলা একত্র করিয়া সিদ্ধ করিবেক। শেষ ৮ আটতোলা থাকিবে, চিনি ২ দুই মাষা প্রক্ষেপ দিয়া ভক্ষণ করিবেক ॥ ১ ॥

অথ চক্ষুর ছানি প্রতিকার। নারিকেলদুগ্ধ, ভেলার সত্ব, শঙ্খকরস ও জাতিফল সমভাগ করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা অঞ্জনক্রিয়াতে চক্ষুর ছানি বিনষ্ট হয়। ১।

কসমাপত্রের রস ও অশ্বগন্ধাপত্রের রস একত্র করিয়া তাম্রপাত্রে ঘেঁচিকড়ি পাঁচটা দিয়া অঞ্জন করিবেক, এই অঞ্জন চক্ষে দিলে, ছানি ঘুচে। ২।

অথ চক্ষুস্তেজোবৃদ্ধীকরণ। শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, ভীমরাজের মূলের রস, ঘৃত, মধু, ছাগদুগ্ধ ও শিশির সমভাগ করিয়া, তাম্রপাত্রে ঘেঁচিকড়িতে ঘসিয়া, অঞ্জন করিলে, চক্ষুর তেজ বৃদ্ধি হয়। ১।

অথ নির্লোমীকরণ ও সলোমীকরণ। আপাঙ্গের মূল, গোরোচনা ও সৈন্ধব মধুর সহিত বাটিয়া, অঙ্গে মাখিলে, শরীরে অধিক লোম যে থাকে, সে খসিয়া পড়ে এবং যে শরীরে লোম না থাকে, তাহার সত্বর লোম হয়। ১।

অথ শিরঃশূল-প্রতিকার। আলকুশীর মূল কাঁজীর সহিত বাটিয়া, মস্তকে ঘসিয়া দিলে, শিরঃশূল ভাল হয়। ১।

পেঁটারির মূল বাটিয়া মস্তকে দিলে, শিরঃশূল ঘুচে। ২।

অথ আধকপালিয়ার প্রতিকার। শ্বেত অপরাজিতা মস্তকে ঘসিয়া দিলে, অর্দ্ধকপালিয়া দূর হয়। ১।

পেঁটারির মূল নস্য করিলে, আধকপালিয়া ঘুচে। ২।

অথ চক্ষুঃশূল-প্রতিকার। ডানিপণার মূলের রস দিলে, চক্ষুঃশূল ঘুচে। ১।

অথ চক্ষুর্জ্যোতির্বর্দ্ধন। ডানিপণার সত্ত্ব কাঁচাদুগ্ধের সহিত খাইলে, চক্ষুর জ্যোতি হয়। ১।

অথ শিরঃশূল-প্রতিকার ও মধ্যাহ্নে নক্ষত্রদর্শন। পুষ্যানক্ষত্রে আউচফুলের রস চক্ষে দিলে, শিরঃশূল ঘুচে এবং মধ্যাহ্নে নক্ষত্র দেখিতে পায়। ১।

অথ ভূতদৃষ্টিপ্রক্রিয়া—শৃগালের দুই চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন বাটিয়া, দক্ষিণ ও বাম উল্টাক্রমে আপন চক্ষে দিলে, ভূতদৃষ্টি হয়। সাহস করিয়া ধরিলে যাহা চাহে তাহা পায় ॥ ১ ॥

অথ রাত্রিযোগে দিবার ন্যায় দর্শন।—বাদুড়ের দুই চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন বাটিয়া, দক্ষিণ ও বাম উল্টাক্রমে আপন দুই চক্ষে অঞ্জন করিলে দিবসের মত রাত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১ ॥

ডোমকাকের পিত্ত ও পেঁচার মুখ বাটিয়া চক্ষে অঞ্জন করিলে,দিবসের মত রাত্রে দেখিতে পায় ॥ ২ ॥

অথ নিদ্রাকরণ। কাকপানাতির মূল মাথায় বান্ধিলে, নিদ্রা হয় ॥১॥

পিপ্পলীমূল ও মুগাইমূল মাথায় বান্ধিলে, নিদ্রা হয় ॥ ২ ॥

অথ নিদ্রাবিনাশপ্রকরণ। শজিনার বীজ, নীলোৎপল ও কাঞ্জিড়ার মূল বাটিয়া অঞ্জন করিয়া চক্ষে দিলে, নিদ্রা ঘুচে ॥ ১ ॥

কান্দুকুড়িয়ার মূল মাথায় বান্ধিলে, নিদ্রা ঘুচে ॥ ২ ॥

বৃহতিমূল ও যষ্টিমূল বাটিয়া অঞ্জন করিলে, নিদ্রা ঘুচে ॥ ৩ ॥

শ্বেতএরণ্ডমূল কাঁজির সহিত বাটিয়া অঞ্জন করিলে, নিদ্রা ঘুচে ॥ ৪ ॥

অথ ঘোটকের দৃষ্টিবন্ধ ও প্রতিকার।—কালিয়াজিরার গুঁড়ি করিয়া যে ঘোড়ার চক্ষুতে দেয় সে ঘোড়া দেখিতে পায় না। পুনশ্চ ঘোল দিয়া ধুইলে দেখিতে পায় ॥ ১ ॥

অথ কর্ণরোগ-প্রতিকার।—শঙ্খচূর্ণ ও গোমূত্রে কর্ণ পূরাইলে, কর্ণরোগ ঘুচে ॥ ১ ॥

মহাকালের বীজ বাটিয়া তৈল পাক করিয়া, কর্ণে দিলে, কর্ণরোগ ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ কবিতাশক্তিপ্রাপ্তি।—আমলকীর ফল গুঁড়া করিয়া, ঘৃত ও মধুর সহিত বাটিয়া খাইলে, একমাসে কবিতাশক্তি লাভ হয় ॥ ১ ॥

অথ বাদীদূরীকরণ।—মেঘনাদের মূল মুখে রাখিলে, বাদী পলায় ॥১॥

অথ দন্তরোগ-নিবারণপ্রকরণ।—কুড়চী বাটিয়া দন্তমূলে ধরিলে, দন্তরোগ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ দন্তের পোকা মারণ। কান্দড়িয়া হাঁচিয়াতির মূল চিবাইলে দন্তের পোকা মরে ॥ ১ ॥

নান্দিয়ার মূল দন্তে চিবাইয়া পায়ের দুই বুড়া অঙ্গুলে লেপিলে, দন্তের পোকা মরে ॥ ২ ॥

ডানিপণার মূল চিবাইলে, দন্তের পোকা মরে ॥ ৩ ॥

আদা বাটিয়া দন্তের মূলে ধরিলে, দন্তের পোকা মরে ॥ ৪ ॥

অথ দন্তপতন নিবারণ।—হিজলের মূল বাটিয়া দন্তের মূলে ধরিলে দন্ত না চলে ॥ ১ ॥

অথ দন্তদৃঢ়ীকরণ।—বকুলের ছাল বাটিয়া দন্তমূলে ধরিলে, দন্ত দড় হয়। ঝাঁটির পত্র চিবাইলে দন্ত দড় হয় ॥ ১—২ ॥

পিপ্পলীমূল বাটিয়া দন্তের মূলে ধরিলে, দন্ত দৃঢ় হয় ॥ ৩ ॥

অথ দন্তকট্‌কটানাশ।—কান্দড়ের পত্র বাটিয়া দুগ্ধের সহিত কাথ করিয়া পায়ের তলে লেপিলে, দন্তকট্‌কটা ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ গলগণ্ড-প্রতিকার।—বামনহাঁটীর মূল তণ্ডুলসহিত বাটিয়া গলে দিলে, গলগণ্ড ঘুচে ॥ ১ ॥

চিত্রানক্ষত্রে একডালা অশ্বগন্ধার মূল গলাতে বান্ধিলে গলগণ্ড ঘুচে ॥ ২ ॥

হস্তিকর্ণপলাশ বাটিয়া তণ্ডুলের সহিত দিলে, গলগণ্ড দূর হয় ॥ ৩ ॥

শিউলীর ফল ও মূল এবং হরিদ্রাচূর্ণ তপ্ত করিয়া স্বেদ দিলে, গলগণ্ড দূর হয় ॥ ৪ ॥

অথ শ্লেষ্মকাস-প্রতিকার।—শেষভোজনকালে লবণপাণি খাইলে, শ্লেষ্মকাস ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ শ্বাসকাস-প্রতিকার।—পিপ্পলী, শুণ্ঠী ও সৈন্ধব একত্রে চূর্ণ করিয়া ভোজনকালে খাইলে, শ্বাসকাস ঘুচে ॥ ১ ॥

রামবাসকের মূল, কালমাকড়্যা ও অমৃতার কড়ী এককড়া একত্র করিয়া বড়ী করিয়া, গলাতে ধরিলে শ্বাসকাস ঘুচে ॥ ২ ॥

শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও দেবদারু গুড়া করিয়া তপ্তজলের সহিত খাইলে, শ্বাসকাস ঘুচে ॥ ৩ ॥

বালা, রক্তচন্দন ও বেণার মূল বাটিয়া বাসিজল দিয়া খাইলে, শ্বাসকাস দূর হয় ॥ ৪ ॥

অথ হিক্কাকাস-প্রতিকার।—বয়ড়ার মজ্জা ও শুণ্ঠী মধুর সহিত খাইলে হিক্কাকাস দূর ॥ ২ ॥

অথ বমন-প্রতিকার। নীলোৎপল, বটের নামনার আগা ও বেণার মূল কাথ করিয়া মধু দিয়া খাইলে, বান্তি ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ রক্তবান্তি-প্রতিকার। বাসকপত্র বাটিয়া কদলীপত্রে দগ্ধ করিয়া তাহার সহ হিঙ্গুল ও মধু একগুণ পান করিলে, রক্তবান্তি ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ ক্ষয়রোগ-প্রতিকার। হরিণের শুষ্কমাংস ছাগদুগ্ধ দিয়া বাটিয়া খাইলে ক্ষয়রোগ ঘুচে ॥ ১ ॥

শিমূলীর মূল বাটিয়া মধু দিয়া খাইলে, ক্ষয়রোগ ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ দুষ্টকাস-প্রতিকার। ত্রিফলা ও ত্রিকটু চূর্ণকরিয়া মধু দিয়া খাইলে, দুষ্টকাস ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ রক্তপিত্ত-প্রতিকার। বাসকপত্রের রস মধু দিয়া খাইলে, রক্তপিত্ত ঘুচে ॥ ১ ॥

গাম্ভারীর মূল বাটিয়া প্রাতঃকালে খাইলে, রক্তপিত্ত ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ অম্লপিত্ত-প্রতিকার। নিমের তিক্ত তেজপত্র বাটিয়া ভোজনকালে খাইলে, অম্লপিত্ত ঘুচে ॥ ১ ॥

কেশুরিয়া বাটিয়া প্রথমভোজনকালে অন্নের সহিত খাইলে, অম্লপিত্ত ঘুচে ॥ ২।

কুড়চীর মূল ও লেবুর রস লবণ দিয়া প্রাতঃকালে খাইলে, অম্লপিত্ত ঘুচে ॥ ৩ ॥

অথ বিষহরণপ্রকরণ। দুইভাগ ভেলা একভাগ গুড় দিয়া খাইলে, বিষ ঘুচে ॥ ১ ॥

পলাশবীজ গুগ্‌গুলের সহিত খাইলে, বিষ ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ অজীর্ণরোগোপশমন। শুণ্ঠী তপ্তদুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে বা ভোজনকালে খাইলে, অজীর্ণতাদোষ ঘুচে ॥ ১ ॥

যবক্ষার, সৈন্ধব, পিপ্পলী, হরীতকী ও যমানী সমভাগ করিয়া তপ্তজল দিয়া প্রাতঃকালে খাইলে, অজীর্ণ ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ বাতাজীর্ণপ্রতিকার। নারীকেলের জল সৈন্ধবের সহিত খাইলে বাতাজীর্ণ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ অগ্নিবর্দ্ধন। ত্রিফলা, ত্রিকটু, সোহাগা, যমানী ও চিতার মূল সমভাগে চূর্ণ করিয়া তপ্তজল দিয়া খাইলে, অগ্নি বৃদ্ধি হয় ॥ ১ ॥

অথ ক্ষুধাজনন। যবক্ষার ও শুণ্ঠী চূর্ণ করিয়া ঘৃত দিয়া প্রাতঃকালে খাইলে, ক্ষুধা হয় ॥ ১ ॥

জাম, ছোলঙ্গ, শিরীষ, অপামার্গবীজ ও সর্ষপচূর্ণ ছাগদুগ্ধ দিয়া সিদ্ধ করিয়া খাইলে, ক্ষুধা হয় ॥ ২ ॥

অথ বৃক্কশূল-প্রতিকার। শুণ্ঠী, যব, এরণ্ড ও গোক্ষুরীমূল একত্রে কাথ করিয়া হিঙ্গুলের সহিত খাইলে, বৃক্কশূল ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ বুকশূল-প্রতিকার। ভেলা ও পিপ্পলীমূলের সত্ত্ব খাইলে বুকশূল ঘুচে ॥ ১ ॥

মরিচ ও কুড়চীচূর্ণ তপ্তজল দিয়া খাইলে, বুকশূল ঘুচে ॥ ১ ॥

হরীতকীপত্র বাটিয়া রসাইয়ার মণ্ডসহ খাইলে, বুকশূল ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ কুক্ষিজ্বর-প্রতিকার। কুষ্মাণ্ডগাছের মূল বাটিয়া শর্করা দিয়া খাইলে, কুক্ষিজ্বর ঘুচে ॥ ১ ॥

পানিফলের মূল ঘৃতের সহিত খাইলে, কুক্ষিজ্বর ঘুচে ॥ ২ ॥

ত্রিফলা-চূর্ণ গোমূত্রে কাথ করিয়া মণ্ডসহিত একত্র করিয়া ঘৃত দিয়া মধ্যাহ্নে ভোজনকালে খাইলে, কুক্ষিজ্বর ঘুচে ॥ ৩ ॥

অথ বাইশূল-প্রতিকার। হিজলের ফল মরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে, বাইশূল ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ প্লীহা-প্রতিকার। কেতকীপত্রের ক্ষার গুড় দিয়া খাইলে প্লী... ঘুচে ॥ ১ ॥

এরণ্ডগাছের মূল ও যব গোমূত্রে বাটিয়া খাইলে প্লীহা ঘুচে ॥ ২ ॥

চিতার মূল বাটিয়া পাকারম্ভার ভিতরে পূরিয়া খাইলে, প্লীহা ঘুচে ॥ ৩ ॥

প্রাতঃকালে লবণপানি খাইলে, প্লীহা ঘুচে ॥ ৪ ॥

অথ গুল্মপ্লীহাজ্বরাদিসর্ব্বরোগের প্রতিকার।—মিসিন্দার শুড়ি গোমূত্র দিয়া খাইলে, একমাসে দাওয়াদোষ, কুষ্ঠ, নারীরগুল্ম, প্লীহা এবং জ্বরআদি সর্ব্বরোগ দূর হয় ॥ ১ ॥

চিতা-মূল, বচ, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, বেলশুঁঠ, সৈন্ধব, আদা ও হরীতকী সমভাগে কাঞ্জীতে কাথ করিয়া খাইলে, শ্বাসকাস, অতিসার, গুল্ম, অজীর্ণ, হৃদয়রোগ, ব্যথা-আদি ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ জলদোষ-প্রতিকার। গোটাপিপ্পলী সিজের ক্ষীরে মাখিয়া, একুইশ দিন রৌদ্রে শুকাইয়া, মধু দিয়া খাইলে, জলদোষ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ জলত্র-প্রতিকার। মহিষের মূত্রপান করিলে, জলত্র ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ বিশূচিকা-প্রতিকার। লবঙ্গ বাটিয়া খাইলে, বিশূচিকা ঘুচে ॥১॥

অথ আমবাত-প্রতিকার। বিছাতীর পাতা ঘৃতপক্ব করিয়া খাইলে আমবাত ঘুচে। ১ ॥

রসুন তিলতৈল সহিত খাইলে, আমবাত ঘুচে ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মীশাক ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে, আমবাত ঘুচে ॥ ৩ ॥

অথ পুষ্টিবাতাদি-প্রতিকার।—শিমুলিয়ার মূল কুড়চীর সহিত বাটিয়া খাইলে, পুষ্টিবাতাদি ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ সর্ব্ববিষবাত-প্রতিকার।—শিরীষগাছের ছালের কাথ চিনি দিয়া খাইলে সকলবাত ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ কুব্জরোগ-প্রতিকার।—পুঁড়ীশাকের বীজের তৈল পোড়াইয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে, কুব্জ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ মেদ-প্রতিকার।—ক্ষিরাইয়ের মূল বাটিয়া আদার সহিত খাইলে, মেদ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ মেহ-প্রতিকার।—হরিদ্রা ও আমলকীচূর্ণ খাইলে মেহ ঘুচে ।১।

অথ কুরণ্ড-প্রতিকার।—কেতকীর মেথী লেপিলে, কুরণ্ড ঘুচে। আফিঙ্গ প্রলেপ করিলেও কুরণ্ড ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ মাহুরাবিষ-প্রতিকার।—গান্ধারীমূল খাইলে, মাহুরাবিষ ঘুচে ।১।

অথ রক্তাদিবিষ-প্রতিকার।—বটের নাস্নার আটা তণ্ডুলের সহিত খাইলে, রক্তাদিবিষ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ রক্তাতিসার-প্রতিকার।—মণ্ডশর্করা খাইলে, রক্তাতিসার ঘুচে ।১।

আম্রছাল বাটিয়া কাঞ্জীর সহিত খাইলে, রক্তাতিসার ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ গ্রহণী-প্রতিকার।—গাঁজার কোমলপত্র বাটিয়া, বোয়ালিমৎস্য পোড়াইয়া তাহার সহিত খাইলে, গ্রহণী ঘুচে ॥ ১ ॥

পাকাবেল ভিজা চিড়ার সহিত একবর্ণা গাভীর দুগ্ধ দিয়া খাইলে গ্রহণী ঘুচে ॥ ২ ॥

কাঁচাবকুলের ফলের সত্ত্ব একবর্ণাগাভীর দুগ্ধ দিয়া খাইলে, গ্রহণী ঘুচে ॥ ৩ ॥

পাকাবেল চিনি দিয়া খাইলে, গ্রহণী ঘুচে ॥ ৪ ॥

অথ সক্তিগ্রহণী ও বায়ুরোগ-প্রতিকার।—শঙ্করজটার মূল মরিচ ...টিয়া খাইলে, সক্তিগ্রহণী ঘুচে এবং বাই ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ ...শ্ব-প্রতিকার।—আপাঙ্গের মূল গুড় দিয়া খাইলে, হাঁপিষ ঘুচে ॥ ১ ॥

শিমুলীর মূল কাঞ্জি দিয়া বাটিয়া খাইলে, হাঁপিষ ঘুচে ॥ ২ ॥

দণ্ডোৎপলের মূল ২১ একুইশটা মরিচ দিয়া বাটিয়া খাইলে, হাঁপিষ ঘুচে ॥ ৩ ॥

অথবাতশিরা-প্রতিকার। মালকাঁকড়িয়ার মূল কাঁচা বাটিয়া খাইলে ভাড়লি (বাতশিরা) ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ পা-ফাটা-প্রতিকার।—গুড়, তৈল ও লবণ চারিগুণগোমূত্রে ভিজাইয়া রৌদ্রে পাক করিয়া পায়ে লেপিলে, পা-ফাটা ভাল হয় ॥ ১ ॥

অথ অধিক জল-পান প্রকরণ।—বনকাপাসের মূল গায়ে থাকিলে, জল অধিক খাওয়াযায় ॥ ১ ॥

অথ পিত্তনাশপ্রকরণ। হেলাঞ্চাশাকের সত্ত্ব শর্করার সহিত দুগ্ধ দিয়া, খাইলে, পিত্ত ঘুচে ॥ ১ ॥

শর্করার সহিত ঘৃত খাইলে, পিত্ত ঘুচে ॥ ২ ॥

হরীতকী ও গুড় দুগ্ধ দিয়া খাইলে পিত্ত ঘুচে ॥ ৩ ॥

অথ বায়ু-প্রতিকার।—তেঁতুড়ি গুড়সহ খাইলে, বাই ঘুচে ॥ ১ ॥

শিমুলীর ছাল বাটিয়া গায়ে লেপন করিলে, বাই ঘুচে ॥ ২ ॥

দধি ও গুড় গাত্রে লেপন করিলে, বাই ঘুচে ॥ ৩ ॥

তণ্ডুলোদক শর্করার সহিত খাইলে, বাই ঘুচে ॥ ৪ ॥

অথ উর্দ্ধবাই প্রতিকার।—এলাইচ ও পিপ্পলী ঘৃতের বা মণ্ডের সহিত খাইলে, উর্দ্ধবাই ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ উন্মাদ-প্রতিকার।—শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও দেবদারু চূর্ণ করিয়া তপ্তজলসহ খাইলে, উন্মাদ ভাল হয় ॥ ১ ॥

অথ উন্মাদবায়ু-প্রতিকার।—শিমুলীর মূল, কদলীর বীজসহ খাইলে, উন্মাদবাই ঘুচে ॥ ১ ॥

স্নান করিয়া ময়ুর, কুক্কুট, পায়রা, পায়রার মল, হরিতাল ও ধুতুরার বীজ মিশ্রিত করত চূর্ণ করিয়া মাথায় দিলে, উন্মাদবাই ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ কামলপ্রতিকার।—আঁকড়ের মূল জল সহ নস্য করিলে, কামল ঘুচে ॥ ১ ॥

জায়ফল ও মরিচ বাটিয়া খাইলে, কামল ঘুচে ॥ ২ ॥

আমলকীর মূল তক্রসহ খাইলে, কামল ঘুচে ॥ ৩ ॥

শিমুলের মূল আর্দ্রগুড় ও তক্রসহ খাইলে, কামল ঘুচে ॥ ৪ ॥

ঘৃতকুমারীর মূল বাসিজল দিয়া বাটিয়া নস্য করিলে, কামল ঘুচে ॥৫॥

এরণ্ডমূল মধুসহ, শুয়াসিসিরের ফুলের সহ, গোরোচনাসহ চক্ষে অঞ্জন করিলে, কামল, ঘুচে ॥ ৬ ॥

অথ পিত্তকামল-প্রতিকার।—কেশুরিয়ার সত্ত্ব কাঁজির সহ কিম্বা তৈলের সহ ঘষিয়া, চক্ষুর ভিতর দিলে পিত্তকামল ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ রক্তপিত্তকামল-প্রতিকার।—বাসকের মূলের রস মধু ও শর্করার সহিত খাইলে, রক্তপিত্তকামল ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ শ্লেষ্মজ্বর-প্রতিকার।—মহিষের দুগ্ধ ত্রিকটুসহ খাইলে, শ্লেষ্মজ্বর ঘুচে ॥ ১॥

গোদুগ্ধ শর্করাসহ খাইলে, শ্লেষ্মজ্বর ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ পিত্তজ্বর-প্রতিকার।—শিমুল গোমূত্রসহ খাইলে, পিত্ত[illegible] ॥১॥

কুড়চী, শুণ্ঠী, রক্তচন্দন, নিম্বের ছাল, ধনিয়া ও বেণা[illegible]মূল বাটিয়া অষ্টগুণার শেষ জলপানে পিত্তজ্বর ঘুচে ॥ ২ ॥

মণ্ড ঘৃতসহ পানে পিত্তজ্বর ঘুচে ॥ ৩ ॥

ক্ষেতপাপড়া বাটিয়া সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ মধু দিয়া খাইলে, পিত্তজ্বর ঘুচে ॥ ৪ ॥

অথ ত্রিদোষজ্বর-প্রতিকার।—গাভীদুগ্ধ উষ্ণ করিয়া সৈন্ধবসহ পান করিলে, ত্রিদোষজ্বর ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ প্রলাপজ্বর-প্রতিকার।—সোনামুখ, ত্রিকটু, পাপড়িখয়ের, হরীতকী, চন্দন, বেণার মূল, মুথা ও বালা একত্র বাটিয়া অষ্টগুণার শেষ জল পান করিলে, প্রলাপজ্বর ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ সকলজ্বর-প্রতিকার।—ত্রিফলা, পটোলপত্র, মুথা, কুড়চী, নিম্বপত্র ও ধনিয়া বাটিয়া অষ্টগুণার শেষ জল পান করিলে, সকলজ্বর ঘুচে ॥ ১ ॥

শ্বেতার্ক ও শ্বেতাপরাজিতার মূল বাটিয়া তপ্তজল দিয়া পান করিলে, সকলজ্বর ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ নাগজ্বর-প্রতিকার।—কালতুলসীর মূল কুমারীকন্যার সূতাসহ হাতে বান্ধিলে নাগজ্বর ঘুচে ॥ ১ ॥

সালক্কার মূল বাটিয়া খাইলে, নাগজ্বর ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ পালিজ্বর ও রাজমোহিনী-প্রতিকার।—নিগুণ্টুটাটির মূল গলায় বান্ধিলে, পালিজ্বর ঘুচে এবং রাজমোহিনী ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ পালিজ্বর-প্রতিকার।—পেঁচার চক্ষু আর মাথা ও গুগ্‌গুল সর্ব্ব একত্র করিয়া দক্ষিণহস্তে বান্ধিলে, পালিজ্বর ঘুচে ॥ ২ ॥

চিরতা ও আমলকীর মূল মাথায় বান্ধিলে, পালিজ্বর ঘুচে ॥৩॥

অথ গ্রহণী-প্রতিকার।—শ্বেতাপরাজিতার মূল তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে, গ্রহণীরোগ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ ডাইনছাড়ান।—আলকুশীর মূল শুঁকিলে, কিম্বা গায়ে বান্ধিলে ডাইন (ডাকিনী) ঘুচে ॥ ১ ॥

মূলহইতে উপর তুলিয়া শেওড়ার ছাল গলায় বান্ধিলে ডাইনী ঘুচে॥২॥

অথ ভূতপ্রেতডাইনযোগিনী-প্রতিকার।—কাগজ, হরিদ্রা ও ছেঁড়া চুল একত্র করিয়া নস্য করিলে, ভূত, প্রেত, ডাইন, যোগিনী না লাগে॥ ১ ॥

অথ ভূতপ্রেতছাড়ান।—রোহিতমৎস্য রবিবারে ধরিয়া তাহার পিত্ত মরিচের গুঁড়িতে মাখিয়া শুখাইয়া চক্ষে অঞ্জন করিলে, ভূতপ্রেত ছাড়ে ॥ ২ ॥

অথ চক্ষুরোগ-প্রতিকার।—দুই স্ত্রী যাহার, তাহার ঘরের ঢেঁকীশালাতে খাড়ু গড়াইয়া পরিলে, চক্ষু ছাড়ে ॥ ১ ॥

অথ বালকরক্ষাপ্রাপ্তি।—কুড়, বচ ও অগুরু একত্র করিয়া বালকের গলাতে বান্ধিলে, রক্ষা পায় ॥ ১॥

কেঁকলাসের কাঁটা বালকের গলাতে বান্ধিলে, বালক রক্ষা পায় ॥২॥

অথ কুষ্ঠরোগ-প্রতিকার।—ছাতিনের ছাল বাটিয়া ত্রিকটুর সহিত একত্র[illegible]লে, কুষ্ঠ ঘুচে ॥ ১ ॥

শিমুলের মূল বাটিয়া জামীররসসহ পানে কুষ্ঠ ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ কুষ্ঠীকরণ।—কৃকলাস, ভ্রমর ও বিছা মারিয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া যাহার গায়ে দেয়, তাহার কুষ্ঠ হয় ॥ ১ ॥

তাম্বা, তৈল, ঘোল ও জামীররসে শুধিয়া গন্ধক সমভাগে অন্নের সহ গুড়ি করিয়া খাইলে, কুষ্ঠ হয় ॥ ২ ॥

অথ শ্বেতকুষ্ঠ-প্রতিকার।—ওকড়ার বীজ গোমূত্রসহ বাটিয়া লেপিলে শ্বেতকুষ্ঠ ঘুচে ॥ ১ ॥

শিমুলীর মূলী ও আপাঙ্গবীজ গোমূত্রসহ বাটিয়া লেপিলে, শ্বেতকুষ্ঠ ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ বিষহরপ্রকরণ।—মরিচ বাটিয়া সিন্দূর ও নবনী সহ লেপনে বিষ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ দদ্রুরোগ-প্রতিকার।—এলাইচবীজ বাটিয়া তক্রসহ লেপিলে, দদ্রু ঘুচে ॥ ১ ॥

সোন্দালীমূল বাটিয়া কাগজীলেবুর সহ লেপনে দদ্রু ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ সিধ্মনি-প্রতিকার।—কুড়চি, দূর্ব্বা, গোময়রস, পীঠিয়া, আদা, হরিদ্রা, মূলাবীজ, কাঁজী ও যাবাগ্র আলুইসহ লেপিলে সিধ্মনি ঘুচে ॥১॥

অথ ব্রণ-চিকিৎসা।—নিম্বপত্র ও নির্ব্বিষীর মূল বাটিয়া লেপনে ব্রণ ঘুচে ॥ ১ ॥

মহিষের বাছুরের নাদের গুঁড়ি করিয়া দিলে, ব্রণ ঘুচে ॥ ২ ॥

পিপ্পলী ও কালগিমে বাটিয়া লেপনে ব্রণ ঘুচে ॥ ৩ ॥

কর্পূরের রস লেপনে ব্রণ ঘুচে ॥ ৪ ॥

শসার বীজ ও লবণ কাঁজিসহ লেপনে, ব্রণ ঘুচে ॥ ৫ ॥

অথ বসন্তরোগনিবারণ।—কণ্টিকারির মূল মরিচসহ বাটিয়া খাইলে সর্ব্বকাল বসন্ত হয় না ॥ ১ ॥

অথ গাদেয়াব্যথা ভালকরণ।—শাঁকের গুঁড়ি, রাঙ্গাকানড়ি, সিন্দূর, সৈন্ধব, যবক্ষার, কন্দফলের ফুল, শজিনামূলের রস, কামরাঙ্গাবীজের রস ও আমলকীফুলের রস একত্র শুখাইয়া গুঁড়া করিয়া গাদেয়াব্যথাতে লেপিলে, গাদেয়াব্যথা ভাল হয় ॥ ১ ॥

অথ ঘায়ের পোকামারণ।—ঈশ্বরজটা খাইলে, ঘায়ের পোকা মরে ।১

অথ ঘায়ের রক্তহরণ।—শ্বেত আপাঙ্গের মূল কাটা ঘায়ে দিলে, রক্ত হরে ॥ ১ ॥

ধুতুরার পত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে, ঘায়ের রক্ত শুখায় ॥ ২ ॥

অথ কাটাঘা শুখান।—খয়ের চূর্ণ দিলে, কাটাঘা শুখায় ॥ ১ ॥

হরিদ্রা ও মরিচ বাটিয়া দিলে, কাটাঘা শুখায় ॥ ২ ॥

কেশরাজ বাটিয়া কাটাঘায়ে দিলে, ঘা শুখায় ॥ ৩ ॥

অথ সর্পবিষনাশন।—নাজানগাছের মূল বাটিয়া চালুনী দিয়া খাইলে সর্পের বিষ ঘুচে ॥ ১ ॥

ডুমুরির মূল মরিচসহ বাটিয়া খাইলে, সর্পের বিষ ঘুচে ॥ ২ ॥

ফুদিয়া নটিয়ার মূল মরিচসহ খাইলে, সর্পের বিষ ঘুচে ॥ ৩ ॥

কন্দফলের ছাল ও পত্র, তিতপলতার মূল ও কাঁটাসিজের মূল একত্র করিয়া খাইলে, সর্পের বিষ ঘুচে ॥ ৪ ॥

আকন্দের মূল বাটিয়া বাসিজলসহ খাইলে, সর্পের বিষ ঘুচে ॥ ৫ ॥

ছুঁইকুমুড়া গাছের মূল বাটিয়া খাইলে, সর্পের বিষ ঘুচে ॥ ৬ ॥

অথ বোড়াসর্পের বিষনাশন।—আঠিয়াকলার মূল তিনখানি ও মরিচ তিনটি বাটিয়া ঘায়ে লেপিলে, বোড়াসর্পের বিষ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ ঘায়ের বিষনিবারণপ্রকরণ।—কেশরাজ বাটিয়া ঘায়ে লেপিলে, বিষ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ বিষ-প্রতিকার। সালুক বাটিয়া খাইলে, বিষ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ কুক্কুর দংশনবিষোপশমন।—মহাকালের মূল বাটিয়া কাঁজির সহ লেপিলে, কুক্কুরের বিষ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ ছুঁচার বিষনাশন।—আমরুলী বাটিয়া খাইলে ছুঁচার বিষ ঘুচে ॥ ১ ॥

পরিধানবস্ত্র পরিবর্ত্ত করিলে, ছুঁচার বিষ ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ সকলপ্রকার বিছার বিষপ্রতিকার।—পুষ্যানক্ষত্রে দূর্ব্বার মূল বাটিয়া খাইলে, সকল বিছার বিষ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ মধুমক্ষিকা-বিষনিবারণ।—সৈন্ধবলবণ লেপিলে, মধুমাছীর বিষ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ সকলজীববিষনাশপ্রকরণ।—শ্যোনক, হরিদ্রা, বকুলের ছাল, মঞ্জিষ্ঠা ও দারুহরিদ্রা বাটিয়া লেপিলে, সকলজীবের বিষ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ গাছুয়া বিছার বিষপ্রতিকার। লবণ কাঁজির সহিত লেপিলে, গাছুয়াবিছার বিষ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ স্তনাশোথপ্রকরণ।—হাঁচুটির মূল মহিষদুগ্ধ ও জলসহ বাটিয়া লেপিলে, স্তনাশোথ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ অগ্নিদগ্ধবিষ-প্রতিকার।—জীরা, হরীতকী, ধুপ ও ধনিয়া সর্ব্ব একত্র করিয়া বাটিয়া ঘৃতে পাক করিয়া লেপিলে, অগ্নিদগ্ধবিষ ঘুচে ॥ ১ ॥

যবের গুঁড়ী তিলতৈলে পাক করিয়া কটুতৈলসহ লেপনে অগ্নিদগ্ধবিষ ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ গাত্রদুর্গন্ধ-নিবারণ।—বেলের ছাল, সোনালু, শিরীষ ও লোধছাল বাটিয়া গাত্রে দিলে, গাত্রের দুর্গন্ধ ঘুচে ॥ ১ ॥

অর্জ্জুনপুষ্প ও লোধছাল বাটিয়া গাত্রে লেপনে গাত্রের দুর্গন্ধ ঘুচে ॥২॥

শিমুলী মূল জোয়ানী সহ বাটিয়া মাখিলে, গাত্রের দুর্গন্ধ ঘুচে ॥ ৩ ॥

আশোকের মূল ও আপাঙ্গের মূল চন্দনসহ মাখিলে ও কিছু ভক্ষণ করিলে, গাত্রের দুর্গন্ধ ঘুচে ॥ ৪ ॥

অথ কক্ষদুর্গন্ধপ্রতিকার।—কাঁচাকক্ষ বাটিয়া লেপনে কাঁখের দুর্গন্ধ ঘুচে ॥ ১ ॥

আম্রছাল ও শঙ্খচূর্ণ বাটিয়া লেপিলে, কাঁখের দুর্গন্ধ ঘুচে ॥ ২ ॥

অথ দিব্যকান্তিকরণ।—হরীতকী, বচ, কুড়, পিপ্পলী ও গজাকররের মূল কাঁজিসহ উদ্বর্ত্তন করিলে গাত্রের দিব্যকান্তি হয় ॥ ১ ॥

অথ গাত্রস্থূলীকরণ।—অশ্বগন্ধা মরিচ দিয়া বাটিয়া দুগ্ধসহ [illegible] গাত্রস্থূল হয় ॥ ১ ॥

অথ একমাসমধ্যে মহাপ্রবলীকরণ। আ[illegible] একমাসে মহাপ্রবল হয় ॥ ১ ॥

মাসকলায়ের বিউলী সিদ্ধ [illegible] মহাপ্রবল হয় ॥ ২ ॥

অথ মহাপ্রবলীকরণ [illegible] ও শর্করাসহ পিষিলে [illegible]

অশ্বগন্ধা ও গো[illegible]

শিশিরকালে [illegible]

অথ বৃদ্ধের [illegible] মিশাইয়া তৈল [illegible]

কুড়, মধু ও [illegible]

শিশিরকা[illegible]

অথ মাট[illegible] আমলকী চূ[illegible] হয় ॥ ১ ॥

অশ্বগ[illegible] তরুণ হয় [illegible]

অথ [illegible] মাথার [illegible]

খে[illegible] ও মশা[illegible]

অথ [illegible] নের [illegible]

অথ হস্তিদূরীকরণপ্রকরণ।—ছুঁছা শুখাইয়া ও বিষপত্র শুখাইয়া গুঁড়া করিয়া গাত্রে লেপিলে, হস্তী পালায়। ১।

হস্তানক্ষত্রে ছুঁছা ধরিয়া মারিয়া শুখাইয়া গুঁড়া করিয়া আপন গাত্রে মাখিলে, ত্রাণে হস্তী পলায়। ২।

অথ হস্তিজয়প্রকরণ।—শ্বেত অপরাজিতের মূল আপন হাতে বান্ধিলে, হস্তিকে জিনে। ১।

অথ ব্যাঘ্রভীতিহরণপ্রকরণ।—কালবৃহতীর মূল আপন হাতে বান্ধিলে, ব্যাঘ্রকে ভয় নাই। ১।

অথ সর্পদংশননিবারণ।—শ্বেতলাঙ্গলিয়ার মূল পুষ্যানক্ষত্রে হাতে থুইলে, সর্পে না বিন্ধে। ১।

অথ রাজদ্বারে জয়প্রকরণ।—উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে অশ্বথের মূল আপন অঙ্গে বাঁধিলে, রাজদ্বারে জয় হয়। ১।

অথ বিবাদে জয়প্রকরণ।—কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে শ্মশানস্থানের নীলীর মূল তুলিয়া হাতে বাঁধিলে, বিবাদে জয় হয়। ১।

অথ দুষ্টবাদিজয়প্রকরণ।—শ্বেতগুঞ্জার মূল হাতে ধরিলে, দুষ্টবাদিকে জিনে। ১।

অথ যুদ্ধখেলায় জয়প্রকরণ।—মেঘনাদের মূল আপন আপন দক্ষিণ বাহুতে বান্ধিলে, যুদ্ধখেলায় জয় হয়। ১।

...প্রকরণ।—আর্দ্রানক্ষত্রে বাঁশের বান্দুয়া কানে বাঁধিলে,

...র মূল গলায় বাঁধিলে, পরের

...ক্ষত্রে শিরীষের মূল বাটিয়া

...না বিন্ধে। ১।

...টিয়া ঘৃতসহ খাইলে,

...মূল আপন হাতে

...মের বামচরণ

...দিবারে। ১।

...র মূল মুখে

...ময়ূরশিখা,

...দিহস্তে

...র নাদ

...ক্ষয়

...র দুই

...র ধরে

অথ ওষ্ঠে ধবলকুষ্ঠকরণ ও তৎপ্রতিকার।—তেকাঁটাসিজের আঠাতে সাতবার সিক্ত গুবাকে যাহাকে পান খাওয়ায়, তাহার ওষ্ঠে ধবলকুষ্ঠ হয় এবং তপ্ত অম্ল ও ভগ্নমৎস্য ভক্ষণে ভাল হয়। ১।

অথ গৃহদাহপ্রকরণ ও তৎপ্রতিকার।—রবিবারে হিঙ্গুকের বীজ অগ্নিস্পর্শ করিয়া যাহার ঘর দিয়া লইয়া যায়, তাহার ঘর পোড়ে এবং ঘরে দিয়া লইয়া আসিলে, পোড়ে না। ১।

অথ মরাইয়ের চালু ও ধান্য অক্ষয়ীকরণ।—ডোমকাকের বাসার এক এক খান কাষ্ঠ স্রোতে ভাসাইলে, যে খানি উজান যায়, সেই খানি গন্ধ পুষ্প দিয়া পূজা করিয়া, চালু ও ধান্যের মরাইতে রাখিলে, সে চালু ও ধান্য অক্ষয় হয়। ১।

অথ জগদ্বশীকরণ।—শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রে কুঁচের মূল, সহদেবীর মূল ও ভগবতীর মূল আপন শিরে ধরিলে, জগৎবশ হয়। ১।

সহদেবী, বচ, ভৃঙ্গরাজ ও শ্বেতাপরাজিতার মূল বাটিয়া গোরোচনা-সহ তিলক করিলে, জগদ্বশ হয়। ২।

মৎস্যের পিত্ত গোরোচনার সহিত বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলের উপরে করিয়া তিলক করিলে, জগৎ বশ হয়। ৩।

নাগেশ্বর পুষ্প, ডানিপানার মূল, গোরোচনা ইত্যাদি শুখাইয়া গুগ্‌গুলসহ আপন গাত্রে ধূপ দিলে, জগদ্বশ হয়। ৪।

অথ জগন্মোহন-প্রকরণ।—চাকুল্যার লতা ও সম্বরবৃক্ষাগ্রের পাত-মটকের ভিতরে বাটিয়া তিলক করিলে, জগৎ মোহন হয়। ১।

অথ ত্রিভুবনবশীকরণপ্রকরণ।—গোরোচনা ও শূকরের রক্ত আপন মুখামৃতসহ তিলক করিলে, ত্রিভুবন বশ হয়। ১।

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের মূল গোরোচনার সহিত তিলকে ত্রিভু-বন বশ হয়। ২।

অথ অত্যন্তবশীকরণপ্রকরণ।—চন্দ্রগ্রহণে শ্বেতাপরাজিতার মূল তুলিয়া ভক্ষ্যদ্রব্যের সহ যাহাকে খাওয়ান যায়, সে অতিশয় বশ হয়। ১।

অথ সর্ব্ববশীকরণ।—চটাইমুণ্ড, শ্বেতাকন্দমূল, মঞ্জিষ্ঠা ও খয়ের এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া বাটিয়া বড়ী করিয়া যাহাকে খাওয়ায়, সে বশ হয়। ১।

কালগিমার মূল, কুড় ও আপন শুক্র শোণিতসহ যাহাকে খাওয়ায় সে বশ হয়। ২।

অথ পুংস্ত্রীবশীকরণপ্রকরণ।—মুথা, হরিতাল, জটামাংসী, কুড় ও মনঃশিলা যে পুরুষের গায়ে বা যে স্ত্রীর মাথায় দেয়, সে বশ হয়। ১।

এবং সিদ্ধমন্ত্রেণ সিদ্ধির্ভবতু মে। ইতি মন্ত্রঃ।

অথ রাজবশীকরণ।—নাকুড়িমূল, রাঙ্গা এরণ্ডমূল ও পানাতির আদি এক করিয়া ফোটা করিলে, রাজা বশ হয়। ১।

চণ্ডোমন্ত্রে যথা রাজবশীকরণ।—শ্বেতাপরাজিতারমূল গোরোচনাসহ তিলক করিলে, রাজা বশ হয়। ২।

অথ স্ত্রীর বশীভূত হওন প্রকরণ। শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, চন্দন ও অগুরু গোদুগ্ধে বাটিয়া তিলক করিলে, সে স্ত্রীর বশ হয়। ১।

বামনহাটির মূল, চিতাভস্ম, চণ্ডালকেশ ও ব্রাহ্মণকেশ বাটিয়া ভক্ষ্যের সহিত দিলে, সে স্ত্রীর বশ হয়। ২।

ছাগলপলাশের মূল ও কুড় বাটিয়া গুবাকসহ দিলে, সে স্ত্রীর বশ হয়। ৩।

পুষ্যানক্ষত্রে সূর্য্যগ্রহণে আকন্দের মূল তুলিয়া বাটিয়া গুবাকসহ খাওয়াইলে, সে স্ত্রীর বশ হয়। ৪।

অথ স্ত্রীবশীকরণ।—কালগিমা, কুড়িয়ার মূল ও কুর্ব্বেলের পাতাবাটিয়া কুঙ্কুমসহ স্বীয় রক্ত দিয়া যে স্ত্রীর নামে আপনার কপালে তিলক করে, সে স্ত্রী বশ হয়। ১।

তরুক্ষার, যষ্টিমধু, কালগিমা চিতাভস্ম বাটিয়া মধু ও গোরোচনাসহ আপন কপালে তিলক করিলে, সে স্ত্রী বশ হয়। ২।

পূর্ব্বানক্ষত্রে কর্কটরাশিতে চন্দ্রগ্রহণে শালপাণির মূল আনিয়া বাটিয়া মুখে মাখিয়া স্ত্রীলোককে ছুঁইলে, সে স্ত্রী বশ হয়। ৩।

গাইপ্রসবকালে বাছুরের মুখ বাহির হইলে, একখানি হরিদ্রা বাছুরের মুখে ভরিয়া আলগোছে বাছুর ধরিয়া কোলে করিয়া গেলে, সে হরিদ্রা লইয়া যে স্ত্রীকে ছিটা দেয়, সে স্ত্রী বশ হয়। ৪।

উরগু কুকুরের দক্ষিণপাঁজরের হাড়, শনিমঙ্গলবারে যে স্ত্রীর নামে মন্ত্রিত করে, সে স্ত্রী শীঘ্র আইসে, পাছু পাছু যায় ও বশ হয়। ৫।

বামনহাটির মূল ও বটের পাতা বাটিয়া মধুসহ যে স্ত্রীর নামে আপন অঙ্গে লেপয়ে, সে বশ হয়। ৬।

তিন্নজাতি গাছের পাঁচ ফুল প্রিয়ঙ্গুসহ বাটিয়া * লেপিয়ে যে স্ত্রীকে * * সে বশ হয়। ৭।

সৈন্ধব, মধু ও কপোতের বিষ্ঠা একত্র করিয়া * লেপিয়া যে স্ত্রীকে * * সে বশ হয়। ৮।

অথ স্বামিবশীকরণ।—নিম্বকাষ্ঠের ধূম * দিলে, স্বামির দুর্ব্বশা হয়।১।

অথ স্বামিসংমোহন প্রকরণ—কর্পূর ও দেবদারু বাটিয়া মধুসহ স্ত্রী অঙ্গে দিলে, স্বামির সংমোহন হয়। ১।

অথ * বৃদ্ধীকরণ ও তন্নি- ... । রক্তবর্ণ ঘাসে করিয়া বা খুঁড়িয়া গরুকে খাইতে দিলে. ... খাঁড়িয়া গরুকে খাওয়াইলে, উক্ত কার্য্য হয় না। ১।

অথ শুক্রবৃদ্ধীকরণ।—শতভিষানক্ষত্রে ক... য়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া শর্করাসহ খাইলে, শুক্র বৃদ্ধি হয়। ১।

অথ বীর্য্যস্তম্ভন।—শ্বেতলাঙ্গলিয়ার ফল ও মূল মাথায় বান্ধিলে, বীর্য্যস্তম্ভন হয়। ১।

রবিবারে জাতিফলের বীজ মুখে রাখিলে, বীর্য্যস্তম্ভন হয়। ২।

সেওড়ার বীজ আমন্ত্রিত করিয়া মুখে রাখিলে, বীর্য্যস্তম্ভন হয়। ৩।

অথ বীর্য্যস্তম্ভন ও তন্নিবারণ।—হরিণশৃঙ্গ, করবীর মূল ও নিজাম্বর-পাত একত্র বটী করিয়া কপালে ও বুকে ফোটা করিলে, বীর্য্যস্তম্ভন হয়; এবং তেওড়ী ভক্ষণে ছাড়ে। ১।

অথ স্তনবৃদ্ধীকরণ।—গজপিপ্পলী ও অশ্বগন্ধার চূর্ণ নবনীতসহ স্ত্রীর স্তনে মাখিলে, স্তন বৃদ্ধি হয়। ১।

শ্বেতসর্ষপ, বৃহতীমূল ও রোহিতমৎস্যের পিত্ত মাহিষনবনীতের সহ স্তনে মর্দ্দন করিলে, স্তন বৃদ্ধি হয়। ২।

অথ স্তনে দুগ্ধকরণপ্রকরণ।—ভুঁইকুমড়ার মূল বাটিয়া দুগ্ধের সহ খাইলে, স্ত্রীর স্তনে দুগ্ধ হয়। ১।

মহাস্থন্দীর মূল বাটিয়া খাইলে, স্তনে দুগ্ধ হয়। ২।

অথ ঋতুহওনপ্রকরণ।—ওড়ের ফুল কাঁজীর সহ সিদ্ধ করিয়া খাইলে, ঋতু হয়। ১।

অথ ক্ষয়রোগ-প্রতিকার।—ভূমিআমলকী, মধু ও শর্করাসহ খাইলে, ক্ষয়রোগ দূর হয়। ১।

অথ স্ত্রীলোকের রক্তস্রাবরোগনিবারণ।—পায়রার পিত্ত তণ্ডুলজল-সহ খাইলে, অকালে রক্তস্রাব নিবারণ হয়। ১।

অথ স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব উপশমন—কৃকলাসের ও সর্পের রক্ত স্ত্রীর বাহুমূলে মাখাইলে, রক্তস্রাব নিবারণ হয়। ১।

অথ * শূলপ্রতিকার।—যবের কাথ ঘৃতসহ খাইলে, * শূল দূর হয়। ১।

অথ * দোষপ্রতিকার।—শরবীজ, মূলার বীজ, বেণার মূল ও মুথা বাটিয়া তৈলে মাড়িয়া প্রলেপ দিলে, * দোষ নিবৃত্তি হয়। ১।

অথ বাধকদোষ-প্রতিকার।—অনন্তমূলের মূল, বালকের মূল ও রক্ত-শালীতণ্ডুল একত্র বাটিয়া কাঁজি ও দুগ্ধসহ ঋতুকালে ভক্ষণ করিলে বাধকদোষ ঘুচে। ১।

পানিশিউলীর মূল বাটিয়া ঋতুকালে খাইলে, বাধকদোষ ঘুচে। ২।

অথ মৃতবৎসবাধক-প্রতিকার। একটি ছোলঙ্গলেবুর রস খাইলে, মৃতবৎসবাধকদোষ ঘুচে। ১।

অথ গর্ভদোষপ্রক্রিয়া।—শ্বেত আকন্দের মূল রবিবারে আনিয়া একবর্ণাগাভীর দুগ্ধসহ ঋতুকালে খাইলে স্ত্রী গর্ভবতী হয়। ১।

পলাশের মূল বাটিয়া ঋতুকালে ঘৃতসহ খাইলে, স্ত্রী গর্ভবতী হয়।২

নূতন নাগেশ্বরপুষ্প গুঁড়া করিয়া গাভীদুগ্ধসহ ঋতুকালে খাইলে সাত দিবসের মধ্যে স্ত্রী গর্ভবতী হয়। ৩।

অথ বন্ধ্যাস্ত্রীর গর্ভগ্রহণপ্রকরণ। অশ্বত্থের ছাল একবর্ণাগাভীর দুগ্ধসহ খাইলে ও * লেপন করিলে, বন্ধ্যা নারী গর্ভিণী হয়। ১।

ছোলঙ্গলেবু ও আমলকী গাছের ডালের জড়িত পোকা কলার ভিতর করিয়া ঋতুকালে খাইলে, বন্ধ্যা স্ত্রী গর্ভিণী হয়। ২।

অথ গর্ভস্রাব উপশমপ্রকরণ।—মহাকালের মূলে তিনবেড় সোনের সুতা বাঁধিয়া গর্ভবতী স্ত্রীর শয়নঘরের মধ্যে রাখিলে অকালে গর্ভস্রাব হয় না। ১।

আপাঙ্গের বীজ বাটিয়া তণ্ডুলোদকসহ গর্ভকালে পান করিলে গর্ভ-স্রাব হয় না॥ ২॥

ধাতকীপুষ্প, নাগেশ্বরমূল, নীলোৎপল ও লোধ বাসিজলে বাটিয়া মধু, দুগ্ধ ও শর্করাসহ গর্ভকালে পান করিলে, গর্ভস্রাব হয় না॥ ৩॥

কুম্ভকারের হাতপোছামৃত্তিকা পেটে লেপ দিলে অকালে গর্ভপাত হয় না॥ ৪॥

শ্বেতাপরাজিতার মূল কটিদেশে বাঁধিলে অকালে গর্ভস্রাব হয় না॥৫॥

অথ গর্ভরক্ষা ও সুপ্রসবপ্রক্রিয়া।—ঈশানকোণের পেটারিয়ার মূল আনিয়া ত্রিগুণ করিয়া অবিবাহিকা কন্যার হাতের সুতাদ্বারা বাঁধিলে, সন্তান ... এবং বাঁধন খসাইলে, প্রসব হয়॥ ১॥

অথ শীঘ্র প্রসবপ্রক্রিয়া। উলুতের মূল মাথায় বাঁধিলে, শীঘ্র প্রসব হয়॥ ১॥

শিরীষের মূল, বাকসমূল ও নিসিন্দার মূল উপাড়িয়া কটিদেশে বান্ধিলে, শীঘ্র প্রসব হয় ॥ ২ ॥

অথ বাতশোনিবারণ।—লবণ ও তিল বাসী পিতলবাটীর পৃষ্ঠে দিয়া অঞ্জন ঘসিয়া চক্ষে দিলে, বাতশো ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ আঞ্জনীয়া-প্রতিকার।—চক্ষের আঞ্জনীয়ার প্রথমদিবসে কোমল আম্রপত্রের আটা দিলে, আঞ্জনীয়া ভাল হয় ॥ ১ ॥

অথ বাত-প্রতিকার। কোতরাণী ঘোলের সহ বাঁটিয়া সপ্তাহ খাইলে, বাত ঘুচে ॥ ১ ॥

ঈশ্বরমূল ও মরিচ একুশগণ্ডা বা একুশটা বাটিয়া খাইলে, বাত ঘুচে ॥ ২ ॥

ভেরেণ্ডার তৈল আধপোয়া ও সৈন্ধবলবণ এককাচ্চা লৌহপাত্রে ঘসিয়া গরম করিয়া লেপিলে, বাত ঘুচে ॥ ৩ ॥

অথ ঋতুচালা-প্রতিকার।—তিতপুরুলের রস আধপোয়া ও দুগ্ধ একপোয়া শর্করাসহ পান করিলে, ঋতুচালা ভাল হয় ॥ ১ ॥

পানারিগেড়ুয়া ২১ একুশটা মরিচ দিয়া বাটিয়া ছাগদুগ্ধ একপোয়া ও শর্করাসহ পান করিলে, ঋতুচালা ভাল হয় ॥ ২ ॥

নাটার ডগা ঘৃতে ভাজিয়া একদিন তিনটীও একদিন পাঁচটী খাইবেক, এইরূপে দুইসপ্তাহ খাইলে ঋতুচালা ভাল হয় ॥ ৩ ॥

অথ বাওরোগ-প্রতিকার।—শ্বেতগুঞ্জার বিউনি দুইখানি, আনিয়া তাহার একখানি ঘসিয়া অঙ্গুলি করিয়া চাটিয়া খাইবেক এবং আর একখানি ঘসিয়া যথাস্থানে লেপ দিবেক এবং তিনসপ্তাহ খাইলে বাওরোগ ঘুচে ॥ ১ ॥

কালকাসন্দার মূল ও লেবুর রস লৌহপাত্রে ঘসিয়া অঞ্জনমত হইলে ক্ষতস্থানে পুনঃ পুনঃ লেপ দিবে, ইহাতে বাওয়ের ব্যথা ভাল হয় ॥ ২ ॥

অথ দক্রুরোগ-প্রতিকার।—নারিকেলের খোলা দুইসের ও চাকুন্দার বীজ আধসের একত্র চূর্ণ করিবে, পরে একটি হাঁড়ির তলা ছিদ্র করিবেক এবং আর এক হাঁড়ি গর্ত্তে পুঁতিয়া তাহার উপর ঐ সচ্ছিদ্রহাঁড়ি চাপাইয়া তাহাতে পূর্ব্বকৃত চূর্ণ দিয়া তাহার মুখে শরা চাপা দিয়া মৃত্তিকা লেপনদ্বারা সন্ধিস্থান বন্ধ করিবেক, অনন্তর ঐ শরাতে ঘুঁটিয়া চাপাইয়া অগ্নি দিবেক। ইহাতে তাহার তৈল চুয়াইয়া নিম্নস্থ হাঁড়িতে পড়িবেক সেই তৈল দক্রুতে দিলে, বারবৎসরের দক্রু দূর হয় ॥ ১ ॥

সোঁদালীর বৃক্ষের ফেঁকড়ী ও পুরাতন আমলকী বাটিয়া দক্রুতে কণ্ডুয়ন করিয়া দিলে, দক্রু ঘুচে ॥ ২ ॥

চাকুন্দার বীজ বাটিয়া পাতিলেবুর রস দিয়া খাইলে ও দক্রুতে লেপন করিলে, দক্রু ঘুচে ॥ ৩ ॥

অথ বিষনাশপ্রকরণ।—কালকাসন্দার পাতার রস খাইলে বিষ ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ মৃগিরোগের পোকামারণপ্রক্রিয়া।—দাড়িম্বের মূল ও মরিচ নয়টি নাসিকার ভিতর ফুট দিলে মৃগীরোগের পোকা মরে ॥ ১ ॥

অথ কর্ণের কাণকোটারীমারণ প্রক্রিয়া।—গোক্ষুরী বাটিয়া আদার রসসহ কর্ণমূলে ফুট দিলে, কাণের কাণকোটারী মরে ॥ ১ ॥

অথ ছানিরোগ-প্রতিকার।—কাগজীলেবুর চৌথাই কাটিবেক, অবশিষ্টাংশের মধ্যে একুশটি লবঙ্গ বসাইবেক এবং ঐ লেবুর কাটাভাগ তাহাতে যোড়া লাগাইয়া আটাল মৃত্তিকার যত্ন করিয়া তাহার ভিতর সেই লেবু রাখিয়া মুদ্রিত করিয়া ঘরের ভিতর নির্জ্জনস্থানে রাখিবেক, একুশদিন অন্তে ঐ মুদ্রিত মৃত্তিকা ফেলিয়া সেই লবঙ্গ রাখিবেক, পরে সেই লবঙ্গ ঘসিয়া পায়রার পাখে করিয়া প্রতিদিন তিনবার অঞ্জন করিলে, সপ্তাহে ছানি দূর হয় ॥ ১ ॥

অথ রক্তবিকার-প্রতিকার।—কুচিলা বীজ আধসের, ডালিম আধসের, হিজলফল আধসের ও নিমছাল আধসের, ছাগীমূত্রে সাতদিবস রৌদ্রে দিয়া শোধন করিয়া প্রত্যেকে সকলদ্রব্য চূর্ণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ কাপড়ে ছাঁকিয়া রাখিবেক, নিত্য নিত্য প্রত্যেক সকল দ্রব্য একমাষা করিয়া লইয়া গুলঞ্চসত্ব দিয়া খাইলে রক্তবিকার ভাল হয় ॥ ১ ॥

অথ খোস ভালহওন।—গুলঞ্চ, কালিয়ালতা, নিমছাল, ছাতিমের ছাল, বাসকছাল ও গুগ্‌গুল এবাংপ্রতি চারিমাষা গন্ধক দিয়া সিদ্ধ করিয়া খাইলে, খোস ভাল হয় ॥ ১ ॥

অথ সর্ব্বপ্রকারগ্রহণী-প্রতিকার। পুরাতন আমের আঁটি, এলাচী, নারিকেলের মূল, সূর্য্যমণি ফুল, শুণ্ঠী প্রক্ষেপ দিয়া ভক্ষণ করিলে, সকল গ্রহণী ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ আমাশয়-প্রতিকার।—বহেড়া, শুণ্ঠী, সিদ্ধিপত্র, জোয়ানী ও সৈন্ধবলবণ, এবাংপ্রতি আধপোয়া লইয়া পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া চিনি আধসের দিয়া পাক করিয়া আধতোলা প্রমাণ বটী করিয়া প্রতিদিন একএকটী ভক্ষণ করিলে আমাশয় ভাল হয় ॥ ১ ॥

অথ পরদল (প্রদর) প্রতিকার।—আকুলা কুকসিমের মূল তোপজিয়া দিয়া বাটিয়া খাইলে প্রদল ঘুচে ॥ ১ ॥

অথ প্লীহারোগচিকিৎসা।—পাতাসিজের গাছের গস্থান হিঙ্গুদিয়া আমন্ত্রিত করিয়া রবিবারে ফুড়িলে প্লীহা দূর হয় ॥ ১ ॥

অথ মাথার উড়গী দূরী—ণ।—সোঁদালের পাতা, সিন্দুর ও মরিচ এবাং প্রতি দুই মাষা … রিের রসের সহিত মাথাতে ঘষিয়া দিলে, মাথা… ॥

… তিকার।—পিঁপুল, তণ্ডুলসহ ভাজিয়া চর্ব্বণ করিয়া … জন্য মাথাব্যথা দূর হয় ॥ ১ ॥

অথ স্বা… কার।—আতপতণ্ডুল একসের আটা করিবেক, ঐ আটা আধপোয়া আর কণ্টিকারীর ফুল সাতটী ঐ আটার সহিত একত্র করিয়া রুটি বানাইয়া, সর্ষপতৈল দুই পৃষ্ঠে মাখিয়া, খোলাতে সিদ্ধ করিয়া খাইবেক, প্রাতঃকালে শুণ্ঠী ও হরিতকী খাইয়া জল খাইবেক, মধুপিপ্পলী অবলেহ করিবেক এবং সন্ধ্যাতে শুণ্ঠী ও হরিতকী খাইবেক, ইহাতে অন্তরের ব্যাধি কাটিয়া গরম শ্বেত উঠিয়া পড়িবেক, ক্রমশঃ সুস্থ হইবেক ॥ ১ ॥

অথ চক্ষুর ছানী-প্রতিকার।—শ্বেত বসন্তের পত্র, আরসুলার নাদী, পলাতীরমূল ও ভোগজীরা ছাগদুগ্ধে বাটিয়া পায়রার পালকে অঞ্জন করিলে, চক্ষের ছানী দূর হয় ॥ ২ ॥

অথ পারা জমাটকরণপ্রক্রিয়া।—শ্বেতকরবীর ফুলের বোঁটার রস দিলে, পারা জমাট হয় ॥ ১ ॥

অথ পারাভস্ম প্রকরণ।—তিলীআকন্দের মূলের রস পারাতে ফুট দিলে, পারা ভস্ম হয় ॥ ১ ॥

অথ রূপাকরণ।—তিলীআকন্দের মূলের রস রাঙ্গে ফুট দিলে, রূপা হয়। ১।

তিলীআকন্দের মূলের মৃত্তিকাতে মুছী করিয়া রাঙ্গ আউটিলে, রূপা হয়। ২।

অথ অম্লশূল-প্রতিকার।—আকন্দের পাত ২১ একুশটী, নূতন হাঁড়ীতে লবণ একসের, তিনপ্রস্থ পাত পাড়িয়া হেঁটে উপরে ও মধ্যে পাত ও লবণ দিয়া, হাড়ী মুদিয়া জ্বাল দিবেক, সেই পত্র ভস্ম হইলে, লবণ জারিত হয়। সেই লবণ একসের প্রত্যহ প্রাতঃকালে একতোলা করিয়া খাইলে, অম্লশূল ঘুচে। ১।

অথ মৃতবৎসা-প্রতিকার।—মহাগাছের উপর যে জীয়ন্ত গাছ থাকে তাহার মূল ও চিতাকাষ্ঠের ছাই একত্র করিয়া তিনমাস গর্ভকালে কোমরে বান্ধিবেক, প্রসব হইলে বালকের গলায় তাবৎ বান্ধিবে, যাবৎ পুনশ্চ গর্ভ না হয়। পুনশ্চ গর্ভ হইলে, সেই ঔষধ পোয়াতীর কোমরে বান্ধিবেক। এইরূপে ক্রমে তিন অপত্য হইলে, মৃতবৎসা দোষ ঘুচে। ১।

অথ প্রদর-প্রতিকার।—সূর্য্যমণির মূল ৩০ ত্রিশটি মরিচ সহ বাটিয়া খাইলে প্রদররোগ ঘুচে। ১।

অথ গর্ভগ্রহণপ্রকরণ।—শিবজটার মূল এবং ওড়পুষ্প একবর্ণা গাভীর দুগ্ধ দিয়া বাটিয়া ঋতুস্নানের দিনে একটি বেটা ছেলেকে কোলে করিয়া ঔষধ খাইলে নারী গর্ভবতী হয়। ১।

অথ বিসূচিকা-প্রতিকার।—যবক্ষার কুষ্মাণ্ডের জলদিয়া বাটিয়া শর্করাসহ খাইলে, বিসূচিকা ঘুচে। ১।

অথ বহু * শক্তিবিধান।—বীজং সপ্তদলকৈন তথা শুক্লাপরাজিতাং ভৃঙ্গরাজ-রসে পিষ্ট্বা বটিকাং কারয়েত্ততঃ। মস্তকে যদি বা স্কন্ধে ধারয়েদ্বাহুমূলতঃ। তদা ন পততে শুক্রো যদি * শতং ব্রজেৎ। ১।

শ্বেতবাট্যালকং শুণ্ঠীং শ্বেতচামরসম্ভবম্। করবীরং সমং কট্যাং ধারণাদ্বিন্দুরক্ষণম্। ২।

অথ রাজীকরণ।—বৃদ্ধশাল্মলী-মূলস্য রসং শর্কর-মর্দ্দিতম্। প্রয়োগাদস্য সপ্তাহাদ্বাজীকরণমুত্তমং। ১।

লঘুশাল্মলীমূলঞ্চ তালমূলীং সুচূর্ণিতম্। সপিষ্টপায়সং ভুক্ত্বা * চটকবদ্ ভবেৎ। ২।

অথ দন্তরোগ-প্রতিকার।—কেশরাজস্য মূলঞ্চ আস্যেন সহ ধারয়েৎ। তদা ন পততে দন্তো নো চেচ্চিত্রস্য মূলকম্। ১।

অর্কপত্রেণ তপ্তেন দন্তঞ্চ কারয়েৎ যদা। তদা ন পততে দন্তো বকুলকুসুমচর্ব্বণাৎ। ২।

অথ কাসস্য চিকিৎসা।—ত্রিফলং ত্রিকটুকৈব সমভাগেন চূর্ণকম্। মধুনা সহ সংপানাৎ দুষ্টকাসবিনাশনম্। ১।

অথ শ্বাসকাসচিকিৎসা।—ঘৃতেন পাচয়েন্মূলং পত্রঞ্চ বাসকস্য চ। ভক্ষয়েত্রিদিনং যাবৎ কাসশ্বাসক্ষয়ং তথা। ১।

তালীশপত্রমরিচং নাগরং পিপ্পলী শুভা। যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা বেগেন চন্দ্রভাগিকম্। ২।

অথ রক্ত অতীসার-চিকিৎসা।—তালমূলীঞ্চ মধুনা সমভাগেন যঃ পিবেৎ। রক্তাতিসারং ক্ষয়ং যাতি নারিকেলজলং তথা। ১।

অথ সর্ব্বাতিসার-চিকিৎসা।—স্বনালীং সহদেবী চ কৃত্বা চ সপ্তখণ্ডকম্। রক্তসূত্রে কটিং বদ্ধা সর্ব্বাতিসারনাশকম্। ১।

অথ নাসারোগ-চিকিৎসা।—দূর্ব্বাদাড়িম্বপুষ্পেণ আমলকীং হরীতকীম্। সর্ব্বং সংপিষ্য কৃত্বা তু নস্যে রক্তস্রবাপহা। ১।

অথ চক্ষুরোগ-চিকিৎসা।—চিত্রকং মূলকং পিষ্ট্বা কৃত্বা তু বটিকাবরম্। কদলীং দাপয়েন্নেত্রে স্বচ্ছো ভবতি ভক্ষণাৎ। ১।

অথ অজীর্ণ-চিকিৎসা।—অপামার্গস্য মূলঞ্চ সামুদ্রলবণং তথা। শ্বেতোদিতমজীর্ণস্য মূলস্যাপি বিমর্দ্দনম্॥ ১॥

রক্তোৎপলমপামার্গং শ্বেতোহঙ্গনং বচা তথা। লবণেন সমং ভক্ষ্যাদ্দৃঢ়াজীর্ণঞ্চ নশ্যতি। ২।

অথ পতিবশীকরণং।—খঞ্জরীটস্য মাংসানি মধুনা সহ পেষয়েৎ। ঋতুকালে লিপেদ্ * পুরুষো দাসতাং ব্রজেৎ। ১।

সৌভাগ্যং নিম্বকাষ্ঠঞ্চ মধুনা ধূপয়েদ্ *। সুভগাসৌ ভবেন্নারী পতির্দাসো ভবিষ্যতি। ২।

মাহিষং নবনীতঞ্চ স্বনালীঞ্চ সমং মধু। বদরীজীবসারঞ্চ পিষ্ট্বা সর্ব্বমেকীকৃতম্। এষাং সংমর্দ্দনাদ্ যোষা ভবেৎ সা সুভগাঙ্গনা॥ ৩॥

অথ স্ত্রীবশীকরণ।—গোরোচনা মহাদেবী ঋতুশোণিতভাবিতা। তৎকৃতং তিলকং যস্য স নরঃ স্ত্রীমনোহরঃ। স চ সর্ব্ববশং কুর্য্যাদত্র কার্য্যা বিচারণা। ৪।

অথ * দার্ঢ্যপ্রকরণ।—কাঞ্চনং পত্রকঞ্চৈব পলাশস্য চ পুষ্পকম্। পিষ্ট্বা চার্জ্জুনপুষ্পঞ্চ * দৃঢ়করং পরম্। ১।

লোধ্রজাতীফলা লেপাদ্ * দার্ঢ্যমবিষ্যতি। ২।

অথ গাত্রগন্ধ-প্রতিকার।—কৈবর্ত্তঃ কৃষ্ণতিলং মুস্তকীরকং উশকং সমভাগেন পিষ্ট্বা অভিমর্দয়েৎ। মর্দ্দনাদ্ গাত্রগন্ধং যাতি। ২।

অথ বাত-প্রতিকার।—নেউলের ছাল তিনতোলা, মরিচ পাঁচটী, দশভাইচণ্ডীর মূলের রস একতোলা, তিনদ্রব্য একত্র করিয়া ভক্ষণ করিলে, বাত ভাল হয়। ১।

অথ উদরগতব্যথা-প্রতিকার।—ঘৃত আধসের, মরিচ একপল, গন্ধভাদালীর রস একতোলা, ভুমিকুষ্মাণ্ডের রস একতোলা, এইচারিদ্রব্য ঘৃতসহ উষ্ণ করিয়া কদুষ্ণ অবস্থায় ভক্ষণ করিবে, ক্ষণকাল পরে দধি ও পান্তাভাত ভক্ষণ করিবে। তাহা হইলে উদরগতব্যথা ভাল হয়। ১।

অথ স্ত্রী-পরীক্ষাপ্রকরণ।—শ্বেতকরবীর মূলের ঈশানকোণস্থ মূল ও দণ্ডোৎপলের মূল, এই দুই একত্র করিয়া নিদ্রিতা স্ত্রীর নাভিদেশে শনি মঙ্গলবারে রাখিলে সে স্ত্রী যে যে কার্য্য করিয়াছে তাহার আপনমুখে সেই সকল স্বপ্নাবস্থায় প্রকাশ করিবেক। ১।

অথ কর্ণমূল-প্রতিকার।—দণ্ডোৎপলের মূল, বাসাচূর্ণ ও কুক্কুড়ার ডিমের খোলা ভস্ম করিয়া কাপড় ছাঁকা করিয়া লেপ দিলে কর্ণমূল ভাল হয়। ১।

কর্ণনালী-প্রতিকার।—কাঞ্চনকলিকা নালীগণ্ড চিরিয়া তাহার মধ্যে দিলে, ঐ নালীগণ্ড ভাল হয়। ১।

অথ শুচিবাতনিবারণ।—বিষকাঁঠালীর পত্র বাঁধিলে, শুচিবাত ভাল হয়। ১।

জয়ন্তীপত্র হস্তে বাঁধিলেও ভাল হয়। ২।

অথ ভূতপ্রেতপিশাচদূরীকরণ।—গোমুণ্ডের নাসিকার হাড় আর

শকুলমৎস্যের মাথার কাঁটা ও দণ্ডোৎপলের মূল, এই তিন দ্রব্য শনি মঙ্গলবারে বিদ মোড়াইয়া কুমারীস্ত্রীর হাতের সুতা সপ্তগুণ দিয়া হস্তে বা গলায় বাঁধিলে ভূত, প্রেত, পিশাচসকল দূর হয়। ১।

অথ সর্ব্বাঙ্গে ফুলাকরণ ও তাহার শান্তি।—মালতীপুষ্পের মূল, রক্তজবার মূল এই দুইদ্রব্য দুইসের কুচিয়া বস্ত্রে বাঁধিয়া দ্বিগুণ বেড় দিয়া বাঁধিয়া পুষ্করিণীর মধ্যস্থানে ফেলিলে যে জন বেধ করিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ফুলিবেক। সেই ঔষধ পুষ্করিণী হইতে আনিলে তবে ভাল হইবেক। না তুলিলে প্রাণত্যাগ হইবেক। ১।

অথ শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণকরণ।—শ্বেতগুঞ্জার ফল, মাকড়বীজ প্রত্যেকে এক এক পল করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া মাহিষনবনীত দিয়া কেশে দিলে, শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ১।

মাহিষদুগ্ধ দিয়া তণ্ডুল বাটিয়া শুক্লকেশে দিলে দশদিবসের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ হয়। ২।

অথ শিরঃশূলনিবারণ।—আলকুশীর মূল কাঁজীর সহ মস্তকে লেপিলে শিরঃশূল ভাল হয়। ১।

হরিণ শৃঙ্গ ঘষিয়া মস্তকে লেপন করিলেও শিরঃশূল ভাল হয়। ২।

অথ আধকপালিয়াদূরীকরণ।—শ্বেতাপরাজিতার মূলের রস নাসিকা-মধ্যে নস্য করিলে, আধকপালিয়া দূর হয়। ১।

ভৃঙ্গরাজের রস কাঁজীর সহিত বাটিয়া নস্য করিলে আধকপালিয়া দূর হয়। ২।

অথ ঐকাহিকজ্বর-প্রতিকার।—আপাঙ্গের মূল অবিবাহিতাস্ত্রীর হাতের সুতা দিয়া মস্তকে বাঁধিলে ঐকাহিকজ্বর ভাল হয়। ১।

অথ সম্বৎসরের জ্বর ভাল হওন।—আমলকীর পুষ্প ও পত্র সমভাগে বাটিয়া কলার ভিতরে করিয়া ভক্ষণ করিলে সম্বৎসরের জ্বর ভাল হয়। ১।

অথ রাত্রিজ্বরশান্তিকরণ।—নলিনীর মূল মস্তকে বাঁধিলে, রাত্রিজ্বর ভাল হয়। ১।

অথ চাতুর্থিকজ্বরনিবারণ।—দণ্ডোৎপলের মূল নখে উপাড়িয়া কর্ণে বাঁধিলে চাতুর্থিকজ্বর ভাল হয়। অথবা করলাপত্রের রস নস্য করিলেও ঐ জ্বর ভাল হয়। ১।

অথ ক্ষুধাজনন।—যবক্ষার ঘৃতসহ প্রাতে ভক্ষণ করিলে ক্ষুধা হয়। ১।

অথ প্রদরশান্তি।—অশোকমূল বাটিয়া দুগ্ধসহ ভক্ষণ করিলে, প্রদর ঘুচে। শাক অম্বল বর্জ্জন করিবেক। ১।

অথ রক্তপিত্ত-চিকিৎসা।—যজ্ঞডুমুরের মূল চালুনীর সহিত বাটিয়া ভক্ষণ করিলে অথবা যজ্ঞডুমুরের রস মধুসহ পান করিলে বা ঘৃতে ভাজিয়া মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে রক্তপিত্ত শীঘ্র ভাল হয়। ১।

অথ পাণ্ডুরোগ-নিবারণ।—বাসকের মূলের রস চিনির সহিত, অথবা শ্বেতপুনর্নবার মূলের রস চিনির সহিত পান করিলে, কামল ও পাণ্ডুরোগ ভাল হয়। ১।

অথ অম্লপিত্তশান্তিকরণ।—তিন্তিড়ীমূল, আদা ও নিম্বপত্র একত্র চূর্ণ করিয়া প্রাতঃকালে ভোজনকালে সেই চূর্ণ দুইতোলা ও জল দুই-তোলাসমেত অন্নে মাখিয়া ভক্ষণ করিলে, অম্লপিত্ত ভাল হয়। ১।

অথ হিক্কানাশকযোগ।—ময়ূরের পুচ্ছ পোড়াইয়া সেই ভস্ম গলাতে দিলে, তৎক্ষণাৎ হিক্কা নাশ হয়। ১।

অথবা ত্রিফলা ও ত্রিকটু চূর্ণকরিয়া মধু দিয়া ভক্ষণ করিলে, অথবা কুষ্মাণ্ডমূল চেলেনীর জলে বাঁটিয়া ভক্ষণ করিলে, হিক্কানাশ হয়। ২।

অথ গলগণ্ডনিবারণ।—চিত্রানক্ষত্রে কুন্দমূল উপাড়িয়া গলায় বাঁধিলে, গলগণ্ড ভাল হয়। ১।

অথবা যষ্টিমধু চেলেনীজলে বাটিয়া খাইলেও গলগণ্ড ঘুচে। ২।

শ্লেষ্মাদোষশান্তি।—পুষ্যানক্ষত্রে ভৃঙ্গরাজের মূল গলায় বান্ধিলে শ্লেষ্মা ঘুচে। ১।

অথ পক্ষাঘাত-উপশমকরণ।—বান্ধুলীফুল আর জবাফুল একত্র বাটিয়া নস্য করিলে পক্ষাঘাত ভাল হয়। ১।

মাষকলাই, বেড়েলার মূল, শোণসীম, গন্ধক, বাবলা, অশ্বগন্ধা, ভেরেণ্ডার মূল ও কালকূট সিদ্ধ করিয়া রস লইবেক, অর্থাৎ কাথ করিয়া লইয়া সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া ভক্ষণ করিলে, পক্ষাঘাত ভাল হয়। ২।

অথ শূলনিবারণ।—বাড়িয়ালার মূল ও পীপুল, এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঘৃত সহিত খাইলে, শূল ভাল হয়। ১।

শুণ্ঠী, হিঙ্গু ও কলাই এই তিন দ্রব্য বাটিয়া লবণ প্রক্ষেপ দিয়া খাইলে শূল ভাল হয়। ২।

অথ বায়ুশূল-প্রতিকার।—কলার মূল, হিঙ্গু, কলাই ও লবণ একত্র করিয়া বাটিয়া উষ্ণজল দিয়া ভক্ষণ করিলে, বায়ুশূল ভাল হয়। ১।

অথ আমশূলহরণযোগ।—মরিচ ও গুলঞ্চ বাটিয়া ঘৃত দিয়া খাইলে, আমশূল ভাল হয়। ১।

অথ প্লীহোদরীশান্তি।—নাগেশ্বরমূল ঘৃত ও মধু দিয়া খাইলে, প্লীহোদরী ভাল হয়। ১।

অথ গ্রহণী ভালকরণ।—শালবৃক্ষের বীজ বাটিয়া মাহিষঘোল দিয়া বাটিয়া খাইলে, গ্রহণী ভাল হয়। ১।

অথ আসুরীব্যাধিনাশন।—পুরাতন কুষ্মাণ্ডের রস আটতোলা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া ভক্ষণ করিলে, আসুরী ব্যাধি নাশ হয়। ১।

অথবা শেফালির মূল শীতলজল সহ ভক্ষণ করিলে উরুরোগ ভাল হয়। ২।

অথ প্রদরশান্তিকরণ।—শনিবারে নিমন্ত্রিত করিয়া রবিবারে উপাড়িয়া কাশিয়ার মূল ও ছাল পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে, প্রদর ভাল হয়। ১।

অথ ভগন্দর-চিকিৎসা।—শালক্যার মূল রক্তবর্ণ গুগ্গুল, ত্রিফলা ও মেথী এইসকল দ্রব্য বাটিয়া ত্রিফলার কাথে গুলিয়া ভক্ষণ করিবেক, ইহাতে সপ্তাহের মধ্যে ভগন্দর-ব্যাধি ভাল হয়। ১।

অথ কোরন্দ-প্রতিকার।—গোরক্ষচাকুলিয়ার মূল এরণ্ডতৈল দিয়া অগ্নিতে পাক করিয়া প্রলেপ দিলে কোরন্দ নষ্ট হয়। ১।

অথ কোষবৃদ্ধিশান্তিকরণ।—শ্বেতকম্বল কাঁজি দিয়া বাটিয়া ভক্ষণ করিলে, কোষবৃদ্ধি ঘুচে। ১।

অথ কোষ-নিঃশঙ্ককরণ।—শ্বেতগোধূম ও শুণ্ঠী চূর্ণ করিয়া লবণপাত্রে পিষিয়া ভক্ষণ করিলে, কোষ নিঃশঙ্ক হয়। ১।

অথ কোষ-বৃদ্ধিনিবারণ।—হরিদ্রাচূর্ণ ও গুগ্গুল চূর্ণ করিয়া এই দুই

দ্রব্য গোমূত্র কিম্বা তপ্তজলের সহিত ভক্ষণ করিলে, কোষবৃদ্ধি হয় না। ১।

গৃধ্রের বিষ্ঠা ও বরাহক্রান্তার মূল এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে কোষবৃদ্ধি হয় না। ২।

অথ অঙ্গুলীর ব্যথা ভালকরণ।—শাখোটবৃক্ষের ক্ষীর অঙ্গুলীতে দিলে, ব্যথা ভাল হয়। ১।

অথবা দাড়িম্বপত্রের রস দিলেও ভাল হয়। ২।

অথ অপস্মার পোকামারণ।—হিজলফল ও গুগ্‌গুল এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করিয়া নস্য করিলে, অপস্মার-পোকা মরে। ১।

সোমরাজীর বীজ বাটিয়া নস্যকরিলেও ভাল হয়। ২।

অথ বাতভালকরণ।—পুনর্নবার মূল পানের সহিত ভক্ষণ করিলে, বাত ভাল হয়। ১।

অথ খোস-প্রতিকার।—গন্ধক, কুড়, হরিদ্রা, ইন্দ্রযব, জোয়ানী, বিড়ঙ্গ, হরিতাল, মরিচ, সিন্দূর ও হাকুচবীজ সমানপরিমাণে পিষিয়া কটুতৈলে মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে পাক কিম্বা রৌদ্রে পাক করিয়া খোসে লেপন করিলে খোস ভাল হয়। ১।

অথ পায়ের ক্রিমিবিনাশপ্রকরণ।—সীজের ক্ষীর, ইন্দ্রযব, শেওড়ার ক্ষীর ও মরিচ এইসকল দ্রব্য বাটিয়া পায়ে দিলে, পায়ের ক্রিমি নাশ হয়। ১।

অথ শ্বেতকামলা-শান্তি।—বিছাতীর মূল শনিবারে জাগাইয়া রবিবারে আনিয়া রক্তবর্ণ সূতাতে বান্ধিয়া মস্তকে রাখিলে, শ্বেতকামলা ভাল হয়। ১।

অথ গুল্মনিবারণ।—বচ দুইতোলা, হিঙ্ পাঁচতোলা, জোয়ানী ছয়তোলা, চিতার মূলসাততোলা এইসকল শুখাইয়া গুড়া করিয়া একতোলা পরিমাণে তপ্তজলের সহিত সাতদিবস পান করিলে গুল্ম ভাল হয়। ১।

অথ অস্ত্রাঘাতবিমোচন।—পেটারিয়ার মূল স্পর্শ করাইলে অস্ত্রাঘাত বিমোচন হয়। ১।

অথ স্তনরোগশান্তি।—কৃষ্ণবর্ণ জয়ন্তীপত্রের রস, কটুতৈল ও হিঙ্গু একত্র করিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া স্তনে দিলে, স্তনরোগ ভাল হয়। ১।

অথ গর্ভপাতনিবারণ।—রক্তোৎপল, শালুক ও যষ্টিমধু এইসকল দ্রব্য বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করিলে, গর্ভপাত হয় না। ১।

গোয়ালিয়ার পত্র গব্যঘৃত দিয়া পিসিয়া খাইলে গর্ভপাত হয় না। ২।

অথ কুক্কুরদংশনদোষশান্তি।—আকুলা কুকসিমের মূল আকন্দের ছোট তিনটী পাতা, কিম্বা সাতটী পাতা, একুশটী মরিচ দিয়া খাইলে কুক্কুরদংশনদোষ ভাল হয়। ১।

অথ বুকশূল-প্রতিকার।—এরণ্ডমূল চিনির সহিত খাইলে, বুকশূল ঘুচে। ১।

অথ কুক্ষিরোগ-উপশম।—তেপালিতের মূল ঘৃত দিয়া খাইলে কুক্ষিরোগ ঘুচে। ১।

অথ প্লীহা-চিকিৎসা।—কেতকীর পত্রভস্ম গুড় দিয়া খাইলে প্লীহা ঘুচে। ১।

এরণ্ড ও যব গোমূত্র দিয়া খাইলেও ভাল হয়। ২।

চিতারমূল প্রাতঃকালে লবণ দিয়া খাইলেও ভাল হয়। ৩।

অথ হৃদ্রোগহরণ।—চিতারমূল, বচ, শুণ্ঠী, পিঁপুল, বেলশুঁঠা, সৈন্ধব, আদা ও হরীতকী সমভাগে কাঁজী দিয়া ক্বাথ করিয়া খাইলে, কাস, শ্বাস, অতীসার, গুল্ম, অজীর্ণ, হৃদ্রোগ ও ব্যথা আরোগ্য হয়। ১।

অথ জলদোষ-শান্তি।—মহিষের মূত্র খাইলে, জলদোষ ঘুচে। ১।

অথ আমবাত ভালকরণ।—রসুন তিলের তৈল দিয়া খাইলে, আমবাত ঘুচে। ১।

অথ প্রমেহদূরীকরণ।—হরিদ্রা ও আমলকীর চূর্ণ খাইলে, প্রমেহ ঘুচে। ১।

অথ কোরণ্ডনিবারণ।—কেতকীর মাথীবারা প্রলেপ দিলে, কোরণ্ড আরোগ্য হয়। ১।

অথ অর্শোহরণপ্রকরণ।—আপাঙ্গ মূলের সহিত খাইলে, অর্শ ঘুচে। ১।

দণ্ডোৎপলের মূল, মরিচ দিয়া খাইলে অর্শ ঘুচে। ২।

অথ বায়ুশান্তিপ্রকরণ।—তেঁতুল গুড় দিয়া খাইলে, বায়ু ঘুচে। ১।

শিমুলছাল বাটিয়া পায়ের তলে লেপিলে, বায়ু ভাল হয়। অথবা দধি ও গুড় পায়ে লেপিলেও ভাল হয়। ২।

অথ কামলা উপশমন।—ঘৃতকুমারীর মূল বাসী জল দিয়া নস্য করিলে, কামলা আরোগ্য হয়। ১।

অথ ডাইনছাড়ান।—আলকুশীর মূল শুখাইয়া পায়ে বাঁধিলে, ডাইন ঘুচে। ১।

শাওড়ার ছাল পায়ে বাঁধিলেও ভাল হয়। ২।

অথ ডাইনী, ভূত প্রভৃতির শান্তি।—কাগজ ও হরিদ্রাচূর্ণ একত্র করিয়া নাকে ধূম দিলে ডাইনী, ভূত, প্রেত ও যোগিনী ছাড়ে। ১।

অথ যক্ষছাড়ান।—দুই স্ত্রী যার, তাহার বাড়ীর ঢেঁকীর মুনীর লোহে খাড়ু গড়াইয়া পরিলে যক্ষ ছাড়ে। ১।

অথ বালকরক্ষাকরণ।—গুড়, বচ ও অগুরু এই তিন দ্রব্য বালকের গলে বাঁধিলে, বালক রক্ষা পায়। ১।

অথ ভূতপ্রেতদূরীকরণ।—রবিবারে রুইমৎস্য ধরিয়া তাহার পিত্ত মরিচের গুঁড়াতে মাখিয়া শুখাইয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে, ভূত প্রেত ছাড়ে। ১।

অথ বালকরক্ষাকরণ।—কৃকলাস মারিয়া বালকের গলায় বাঁধিলে, বালক রক্ষা পায়। ১।

অথ কুষ্ঠ-প্রতিকার।—ছাতিমের ছাল ও ত্রিকটু একত্র খাইলে একুশদিনে কুষ্ঠরোগ ভাল হয়। ১।

অথ কুষ্ঠকরণ।—কৃকলাস, ভ্রমর ও বিছা মারিয়া চূর্ণ করিয়া গায়ে দিলে কুষ্ঠরোগ হয়। ১।

অথ শ্বেতকুষ্ঠনিবারণ।—শেওড়ার বীজ গোমূত্র দিয়া লেপিলে, শ্বেতকুষ্ঠ ভাল হয়। ১।

অথ দদ্রুশান্তিপ্রকরণ।—এলাচীবীজ ঘোল দিয়া লেপিলে দাদ ভাল হয়। ১।

সৌদামীফল কাঁজী দিয়া লেপিলে দাদ ভাল হয়। ২।

অথ ব্রণশান্তিপ্রকরণ।—কর্পূররস লেপিলে ব্রণ ঘুচে। ১।

মূলার বীজ ও লবণ কাঁজী দিয়া লেপিলে, ব্রণ ঘুচে। ২।

অথ বসন্ত নাহওন।—কণ্টিকারীর মূল মরিচ দিয়া খাইলে বসন্ত হয় না। ১।

অথ গোরুর বসন্ত নাহওন।—অমাবস্যাতে ধুতুরারবৃক্ষ নিমন্ত্রিত করিয়া প্রতিপদে সেই মূল লইয়া গোরুকে খাওয়াইলে গরুর বসন্ত হয় না। ১।

অথ কাটাঘা-প্রতিকার।—শ্বেত আপাঙ্গের মূল কাটাঘায়ে দিলে, কাটাঘা ভাল হয়। ১।

খয়ের চূর্ণ দিলেও কাটাঘা ভাল হয় ও শুথায়। ২।

নাগকেশরপুষ্প বাটিয়া দিলেও কাটাঘা শুথায়। ৩।

অথ সর্প-বিষনিবারণ।—আজানগাছের মূল ও নীলের মূল বাটিয়া দিলে সর্পের বিষ যায়। ১।

কেশুরীয়া বাটীয়া দিলে, সর্পের বিষ দূর হয়। ২।

নটিয়াশাকের মূল মরিচ দিয়া খাইলে সর্পের বিষ যায়। ৩।

শামুক বাটিয়া থাইলে, সর্পবিষ যায়। ৪।

আকন্দমূল বাসীজল দিয়া খাইলে, সর্পবিষ যায়। ৫।

অথ কুকুরবিষ-শান্তি।—মহাকালের মূল কাঁজী দিয়া লেপিলে, কুকুরের বিষ যায়। ১।

অথ ছুঁচার বিষনিরারণ।—আমরুল বাটিয়া খাইলে ছুঁচার বিষ যায়। ১।

অথ বিছারবিষপ্রতিকার।—পুষ্যানক্ষত্রে দূর্ব্বা বাটিয়া খাইলে, বিছার বিষ যায়। ১।

অথ ছুঁচার বিষদূরীকরণ।—পরিধান বস্ত্র ত্যাগ করিয়া গড়াগড়ি দিলে ছুঁচার বিষ যায়। ১।

অথ সর্ব্বজীববিষশান্তি।—ছোলা, হরিদ্রা, বকুলছাল, মঞ্জিষ্ঠা ও দেবদারু একত্র পেষণ করিয়া লেপিলে সকল জীবের বিষ যায়। ১।

অথ গাছের পোকামারণ।—লবণ ও কাঁজী দিলে গাছের পোকা মরে। ১।

অথ শোথশান্তিকরণ।—মাহিষনবনীত, দুগ্ধ ও তিল বাটিয়া দিলে শোথ ভাল হয়। ১।

অথ পোড়াঘায়ের জ্বালানিবারণ।—জীরা, হরীতকী, ধুনা ও অশ্বথপত্র একত্র লেপিলে পোড়া ঘায়ের জ্বালা যায়। ১।

যবের চূর্ণ তিলতৈলে পাক করিয়া কটুতৈল দিয়া দিলে, অগ্নিদগ্ধের বিষ ঘুচে। ২।

অথ কক্ষদুর্গন্ধদূরীকরণ।—আম্রছাল, ডাড়িম্বছাল, শাঁখের চূর্ণ একত্র লেপিলে কক্ষের দুর্গন্ধ দূর হয়। ১।

অথ কান্তিপুষ্টিজনন।—হরীতকী, বচ, কুড়, পিঁপুল ও বটের মূল কাঁজি দিয়া মাখিলে কান্তি পুষ্টি হয়। ১।

যবচূর্ণ, শ্বেতসর্ষপ, যষ্টিমধু ও লোধ সমভাগে একত্রে গাত্রে মাখিলে কান্তি পুষ্টি হয়। ২।

অথ শরীর-স্থূলীকরণ।—অশ্বগন্ধা মরিচ দিয়া খাইলে স্থূলশরীর হয়। ১।

অথ বলবৃদ্ধিপ্রকরণ।—আমলকীর চূর্ণ দুগ্ধদিয়া একমাস খাইলে, বলবান্ হয়। ১।

শতমূলীর রস, আমলকীর রস ও চিনি দুগ্ধ দিয়া খাইলে, মহাবলবান্ হয়। ২।

অশ্বগন্ধার মূল বাটিয়া খাইলে, মহাবলবান্ হয়। ৩।

অথ উকুনবিনাশন।—পানের সব পায়ের তলে লেপিলে উকুন মরে। ১।

অথ ইন্দুরনিবারণ।—আকন্দের ধূম দিলে ইন্দুর পলায়। ১।

অথ হস্তী-পলায়ন।—শ্বেতাপরাজিতার মূল মন্ত্র পড়িয়া বান্ধিলে, হস্তী পলায়। ১।

অথ ব্যাঘ্রপলায়ন।—কালবৃহতীর মূল মাথায় বান্ধিলে ব্যাঘ্র পলায়। ১।

অথ হাতপোড়ানিবারণ।—বেঙের তৈল জোঁকের গুড়া হাতে দিয়া অগ্নিতে হাত দিলে হাত পোড়ে না। ১।

অথ ঘরে কোন্দলকরণ।—রবিবারে হিঙ্গের জল যাহার ঘরের চালে দেয় তাহার ঘরে কোন্দল হয়। ১।

অথ চুরিনিবারণ।—শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রে কুচের মূল তুলিয়া মাথায় বান্ধিলে, তাহার দ্রব্য চোরে যায় না। ১।

অথ জগৎবশীকরণ।—সহদেব, ভৃঙ্গরাজ, বচ, শ্বেতাপরাজিতা ও গোরোচনা একত্রে তিলক করিলে, জগৎ বশ হয়। ১।

গোরোচনা ও শকুনের রক্ত আপন থুথু দিয়া বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দিয়া তিলক করিলে ত্রিভুবন বশ হয়। ২।

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের মূল গোরোচনা দিয়া তিলক করিলে, জগৎ বশ হয়। ৩।

অথ গর্ভপাত-শান্তিকরণ।—শ্বেত অপরাজিতার মূল কটীতে বান্ধিলে গর্ভপাত হয় না। ১।

অথ শীঘ্রপ্রসবকরণ।—আপাঙ্গের মূল পোয়াতীস্ত্রীর নামে মুক্তকেশে তুলিয়া তাহার কটীতে বান্ধিলে, শীঘ্র প্রসব হয়। ১।

অথ ধাতুচালা-প্রতিকার।—জবাপুষ্পের রস, একপোয়া দুগ্ধ ও এক পোয়া চিনি দিয়া খাইলে ধাতুচালা ভাল হয়। ১।

অথ ধ্বজভঙ্গকরণ ও তৎশান্তি।—যাহার দন্তকাষ্ঠ ঘাসের মিশালে বাছুরগরুকে খাওয়ায়, তাহার ধ্বজভঙ্গ হয়। কিন্তু আঁড়িয়াগরুকে ঐরূপ দন্তকাষ্ঠ খাওয়াইলে, উহা ভাল হয়। ১।

অথ বীর্য্যস্তম্ভন।—শ্বেতলাঙ্গলীয়ার মূলদ্বারা কপালে ও বুকে ফোটা করিলে, বীর্য্যস্তম্ভন হয়। ১।

অথ স্তনে দুগ্ধকরণ।—ভূমিকুম্মড়ার মূল দুগ্ধ দিয়া খাইলে স্তনে দুগ্ধ হয়। ১।

অথ বাধকবেদনাশান্তিকরণ।—পানশিউলির মূল ঋতুকালে স্ত্রী-অঙ্গে দিলে বাধকব্যাথা নিবারণ হয়। ১।

অথ রসবাতনিবারণ।—নারিকেলের মূল কুমারী স্ত্রীর হাতের পাক্ খেই সুতা দিয়া মাথায় বান্ধিলে রসবাত ভাল হয়। ১।

অথ প্রমেহদূরীকরণ।—আমলকীচূর্ণ ও হরীতকীচূর্ণ পুরাণ গুড় দিয়া খাইলে প্রমেহ দূর হয়। ১।

অথ বহুমূত্র-প্রশমন।—আমলকীর রস মধুদিয়া খাইলে, বহুমূত্র ভাল হয়। ১।

বাসকের রস মধুদিয়া খাইলেও বহুমূত্র রোগ ভাল হয় ॥ ২ ॥

অথ পোড়াঘা-প্রতিকার।—যব পোড়াইয়া তিলতৈল দিয়া পোড়া ঘায়ে দিলে ভাল হয় ॥ ১ ॥

অথ শ্লীপদ (গোদ) শান্তি।—রবিবারে আকন্দমূল রাঙ্গাসূতা দিয়া পায়ে বান্ধিলে, গোদ ভাল হয় ॥ ১ ॥

অথ গলগণ্ড নিবারণ।—চিত্রানক্ষত্রে কুন্দপুষ্পের মূল গলায় বান্ধিলে গলগণ্ড ভাল হয় ॥ ১ ॥

অথ কোরণ্ড-প্রতিকার।—ত্রিফলা দুই তোলা, অর্দ্ধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া খাইলে, কোরণ্ড ভাল হয় ॥ ১ ॥

অথ অজীর্ণপ্রশমন।—আপাঙ্গমূল শামুকভস্ম ও সৈন্ধব সমভাগে একত্র খাইলে, অজীর্ণ নিবারণ হয় ॥ ১ ॥

অথ বাতপিত্তশূলনিবারণ।—কুড় যতপরিমাণ ও তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ ত্রিফলা একত্র করিয়া তপ্তজল দিয়া খাইলে, বাতপিত্তশূল নিবারণ ॥ ১ ॥

অথ শূলরোগ-শান্তি।—শঙ্খভস্ম, বহেড়া চূর্ণ ও আমলকী চূর্ণ এবং সৈন্ধব সমভাগে পাঁচমাষা চারিরতি করিয়া খাইলে, শূল আরোগ্য হয় ॥ ১ ॥

পুরাতন লৌহমল গোমূত্রে সাত বার পোড়াইয়া চূর্ণ করিয়া মধু দিয়া প্রাতে খাইলে, শূল ভাল হয় ॥ ২ ॥

অথ পাথুরী ভালহওন।—নারিকেলপুষ্প গুবাক দিয়া খাইলে পাথুরী ভাল হয় ॥ ১ ॥

অথ অণ্ডকোষ বৃদ্ধিকরণ।—শ্বেতাকন্দ-মূল কাঁজীদিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে অণ্ডকোষ বৃদ্ধি হয় ॥ ১ ॥

অথ উদরী শান্তিকরণ।—নাগকেশরমূল, ঘৃত ও মধু সমভাগ করিয়া খাইলে উদরী ভাল হয় ॥ ১ ॥

অথ ঐকাহিকজ্বর নিবারণ।—আফুলা বিছাটীর গাছ পূর্ব্বদিন পান গুবাক দিয়া জাগাইয়া পরদিন সূর্য্যোদয়ে ছাড় ছাড় বলিয়া তুলিয়া ফেলিবেক ইহাতে ঐকাহিক জ্বর ভাল হয় ॥ ১ ॥

লাঙ্গলের গুক্‌মাটী পূর্ব্বদিন গুবাক দিয়া জাগাইয়া পরদিন শয্যাতে বসিয়া তিলক দিলেও উহা ভাল হয় ॥ ২ ॥

বেড়েলার মূল বন্ধন করিলেও ভাল হয় ॥ ৩ ॥

অথ ওলাউঠাশান্তি।—সিদ্ধির সিটী সাতটী মরিচ দিয়া খাইলে ওলাউঠা ভাল হয় ॥ ১ ॥

শাস্ত্রীয় উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বাভাবিকব্যাধিপ্রতিষেধনীয়রসায়ন।

অস্মদ্দেশে প্রাচীনকালে মুনিগণপ্রণীত যেসকল ঔষধপ্রকরণ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে কোন কোন ঔষধের অসীম এবং অদ্ভুত গুণ দৃষ্ট হইতেছে, ঐসকল ঔষধাদির গুণ নব্যসম্প্রদায়িগণ শ্রবণ করিলে, একবারেই অবিশ্বাস করিয়া উঠিবেন। এস্থলে সুশ্রুতগ্রন্থ হইতে স্বাভাবিক ব্যাধিপ্রতিষেধনীয় রসায়ন এবং নিরুত্তমস্থাপীয়রসায়ন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ঐ ঔষধের নাম সোম। ঐ সোম স্থান, নাম, আকৃতি ও বীর্য্যভেদে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার হয়, তাহা সেবন করিলে মানব নূতন দেহ প্রাপ্ত হইয়া দশসহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে এবং কন্দর্পের ন্যায় রূপ ও চন্দ্রের ন্যায় কান্তি ধারণ করে। যতপ্রকার সোম আছে, সকলেরই পঞ্চদশপত্র। সেই পত্রগুলি শুক্লপক্ষে জন্মিয়া কৃষ্ণপক্ষে পতিত হয়। শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন একটি করিয়া পত্র জন্মে এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক একটি পত্র স্খলিত হয়। অমাবস্যার দিবস কেবল লতামাত্র অবশিষ্ট থাকে, ইত্যাদি বিবরণ ও হিমালয় পর্ব্বত আদি যে যে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা এবং যে যে রূপে সেবন করিতে হইবে তাহার নিয়ম ও ব্যবস্থা নিম্নে সুশ্রুতের বচন প্রমাণেই বিদিত হইবেক।—

ব্রহ্মাদয়োঽসৃজন্ পূর্ব্বমমৃতং সোমসংজ্ঞিতম্। জরামৃত্যুবিনাশায় বিধানং তস্য বক্ষ্যতে ॥ এক এব খলু ভগবান্ সোমঃ স্থাননামাকৃতিবীর্য্যবিশেষৈশ্চতুর্ব্বিংশতিধা ভিদ্যতে। তদ্যথা ॥ অংশুমান্ মুঞ্জবাংশ্চৈব চন্দ্রমা রজতপ্রভঃ। দূর্ব্বা সোমঃ কনীয়াংশ্চ শ্বেতাক্ষঃ কনকপ্রভঃ ॥ প্রতানবাংস্তালবৃন্তঃ করবীরোঽংশবানপি। স্বয়ম্প্রভো মহাসোমো যশ্চাপি গরুড়াহৃতঃ ॥ গায়ত্র্যস্ত্রৈষ্টুভঃ পাঙ্‌ক্তো জাগতঃ শাক্করস্তথা। অগ্নিষ্টোমো রৈবতশ্চ যথোক্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥ গায়ত্র্যা ত্রিপদা যুক্তো যশ্চোড়ুপতিরুচ্যতে। এতে সোমাঃ সমাখ্যাতা বেদোক্তৈর্নামভিঃ শুভৈঃ। সর্ব্বেষামেব চৈতেষামেকো বিধিরুপাসনে। সর্ব্বে তুল্যগুণাশ্চৈব বিধানং তেষু বক্ষ্যতে ॥

অতোঽন্ততমং সোমমুপযুযুক্ষুঃ সর্ব্বোপকরণপরিচারকোপেতঃ প্রশস্তদেশে ত্রিবৃতমাগারং কারয়িত্বা হৃতদোষঃ প্রতিসংসৃষ্টভক্তঃ প্রশস্তেষু তিথিকরণমুহূর্ত্তনক্ষত্রেষু অংশুমন্তমাদায়াধ্বরকল্পেনাহৃতমভিষুতমভিহুতং চান্তরাগারে কৃতমঙ্গলঃ সোমকন্দং সুবর্ণসূচ্যা বিদার্য্য পয়ো গৃহ্ণীয়াৎ সৌবর্ণে পাত্রেঽঞ্জলিমাত্রং ততঃ সকৃদেবোপযুঞ্জীত নাস্বাদয়ংস্তত উপস্পৃশ্য শেষমপ্স্ববসাদ্য যমনিয়মাভ্যামাত্মানং সংযোজ্য বাগ্যতোঽভ্যন্তরতঃ সুহৃদ্ভিরুপাস্যমানো বিহরেৎ।

রসায়নং পীতবাংস্তু নিবাতে তন্মনাঃ শুচিঃ। আসীত তিষ্ঠেৎ ক্রামেচ্চ ন কথঞ্চন সংবিশেৎ ॥ সায়ং বা ভুক্তবান্ প্রতশান্তিঃ কুশশয্যায়াং কৃষ্ণাজিনোত্তরায়াং সুহৃদ্ভিরুপাস্যমানঃ শয়ীত, তৃষিতো বা শীতোদকমাত্রাং পিবেৎ ততঃ প্রাতরুত্থায়োপক্রতশান্তিঃ কৃতমঙ্গলো গাং স্পৃষ্ট্বা তথৈবাসীৎ। তস্য জীর্ণে সোমে ছর্দ্দিরুপপদ্যতে ততঃ শোণিতাক্তং ক্রিমিব্যামিশ্রং ছর্দ্দিতবতঃ সায়ং শৃতশীতং ক্ষীরং বিতরেৎ। ততস্তৃতীয়েঽহনি ক্রিমিব্যামিশ্রমতিসার্য্যতে স তেনানিষ্টপ্রতিগ্রহভুক্তপ্রভৃতিভির্ব্বিশেষৈর্ম্মুক্তঃ শুদ্ধতনুর্ভবতি ততঃ সায়ং স্নাতস্য পূর্ব্ববদেব ক্ষীরং বিতরেৎ। ক্ষৌমবস্ত্রাস্তৃতায়াং চৈনং শয্যায়াং শায়য়েত ততশ্চতুর্থেঽহনি তস্য শ্বয়থুরুৎপদ্যতে। ততঃ সর্ব্বাঙ্গেভ্যঃ ক্রিময়ো নিষ্ক্রামন্তি তদহশ্চ শয্যায়াং পাংশুভিরবকীর্য্যমাণঃ শয়ীত। ততঃ সায়ং পূর্ব্ববদেব ক্ষীরং বিতরেৎ। এবং পঞ্চমষষ্ঠয়োর্দ্দিবসয়োর্ব্বর্ত্তেত কেবলমুভয়কালমস্মৈ ক্ষীরং বিতরেত্ততঃ সপ্তমেঽহনি নির্ম্মাংসস্নায়ুভূতঃ কেবলং সোমপরিগ্রহাদেবোচ্ছ্বসিতি। তদহশ্চ ক্ষীরেণ সুখোষ্ণেন পরিষিচ্য তিলমধুকচন্দনানুলিপ্তদেহং পয়ঃ পায়য়েৎ। ততোঽষ্টমেঽহনি, প্রাতরেব ক্ষীরপরিষিক্তং চন্দনপ্রদিগ্ধগাত্রং পয়ঃ পায়য়িত্বা পাংশুশয্যাং সমুৎসৃজ্য ক্ষৌমাস্তৃতায়াং শায়য়েত্ততো মাংসমাপ্যায়তে ত্বক্ চাবদলতি। দশনখরোমাণি চাস্য পতন্তি। তস্য নবম-

দিবসাৎ প্রভৃত্যণুতৈলাভ্যঙ্গঃ সোমবল্ককষায়পরিষেকঃ। ততো দশমেঽহন্যেতদেব বিতরেৎ ততোঽস্য ত্বক্ স্থিরতামুপৈতি। এবমেকাদশদ্বাদশয়োর্ব্বর্ত্তেত। তত্র ত্রয়োদশাৎ প্রভৃতি সোমবল্ককষায়পরিষেকঃ। এবমাষোড়শাদ্বর্ত্তেত ততঃ সপ্তদশাষ্টাদশয়োর্দ্দিবসয়োর্দ্দশনা জায়ন্তে শিখরিণঃ স্নিগ্ধা বজ্রবৈদূর্য্যস্ফটিকনিকাশাঃ সমাঃ স্থিরাঃ সহিষ্ণবঃ। তদা প্রভৃতি চ নবৈঃ শালিতণ্ডুলৈঃ ক্ষীরযবাগূমুপসেবেত যাবৎ পঞ্চবিংশতিরিতি। ততোঽস্মৈ দদ্যাচ্ছাল্যোদনং মৃদুভয়কালং পয়সা ততোঽস্য নখা জায়ন্তে বিদ্রুমেন্দ্রগোপকতরুণাদিত্যপ্রকাশাঃ স্থিরাঃ স্নিগ্ধা লক্ষণসম্পন্নাঃ কেশাশ্চ জায়ন্তে ত্বক্ চ নীলোৎপলাতসীপুষ্পবৈদূর্য্যপ্রকাশা। ঊর্দ্ধঞ্চ মাসাৎ কেশান্ বাপয়েদ্বাপয়িত্বা চৌশীরচন্দনকৃষ্ণতিলকল্কৈঃ শিরঃ প্রদিহ্যাৎ পয়সা বা স্নাপয়েৎ।

ততোঽস্থানন্তরং সপ্তরাত্রাৎ কেশা জায়ন্তে ভ্রমরাঞ্জননিভাঃ কুঞ্চিতাঃ স্নিগ্ধাস্ততস্ত্রিরাত্রাৎ প্রথমপরিসরান্নিষ্ক্রম্য মুহূর্ত্তং স্থিত্বা পুনরেবান্তঃপ্রবিশেৎ। ততোঽস্য বলাতৈলমভ্যঙ্গার্থেঽবচার্য্যং। যবপিষ্টমুদ্বর্ত্তনার্থে। সুখোষ্ণঞ্চ পয়ঃ পরিষেকার্থে। অশ্বকর্ণকষায়মুৎসাদনার্থে। সৌশীরং কূপোদকং স্নানার্থে। চন্দনমনুলেপার্থে। আমলকরসবিমিশ্রাশ্চাস্য যূষসূপবিকল্পাঃ। ক্ষীরমধুকসিদ্ধঞ্চ কৃষ্ণতিলমবচারণার্থে। এবং দশরাত্রং ততোঽন্যদ্দশরাত্রং দ্বিতীয়ে পরিসরে বর্ত্তেত। ততস্তৃতীয়ে পরিসরে স্থিরীকুর্ব্বন্নাত্মানমন্যদ্দশরাত্রমাসীত। কিঞ্চিদাতপপবনান্ বা সেবেত পুনশ্চান্তঃপ্রবিশেৎ। ন চাত্মানমাদর্শেষু বা নিরীক্ষেত রূপশালিত্বাৎ ততোঽন্যদ্দশরাত্রং ক্রোধাদীন্ পরিহরেদেবং সর্ব্বেষামুপযোগঃ। বিশেষতস্তু বল্লীপ্রতানক্ষুপাদয়ঃ সোমা ভক্ষয়িতব্যাঃ। তেষাঞ্চ প্রমাণমর্দ্ধচতুর্থমুষ্টয়ঃ॥

অংশুবন্তং সৌবর্ণে পাত্রেঽভিষুণুয়াৎ। চন্দ্রমসং রাজতে চোপযুঞ্জ্যাষ্টগুণৈশ্বর্য্যমবাপ্যেশানন্দেবমনুপ্রবিশন্তি। শেষাংস্তু তাম্রময়ে মৃন্ময়ে বা রোহিতে বা চর্ম্মণি বিততে শুভ্রবর্জ্জং ত্রিভির্মন্ত্রৈঃ সোমা উপযোক্তব্যাঃ। ততশ্চতুর্থে মাসে পৌর্ণমাস্যাং শুচৌ দেশে ব্রাহ্মণানর্চ্চয়িত্বা কৃতমঙ্গলো নিষ্ক্রম্য যথোক্তং ব্রজেদিতি।

ওষধীনাং পতিং সোমমুপযুজ্য বিচক্ষণঃ। দশবর্ষসহস্রাণি নবাঞ্চারয়তে তনুম্। নাগ্নির্ন তোয়ং ন বিষং ন শস্ত্রং নাস্ত্রমেব চ। তস্যালমায়ুঃক্ষপণে সমর্থাশ্চ ভবন্তি হি। ভদ্রাণাং ষষ্টিবর্ষাণাং প্রকৃতানামনেকধা। কুঞ্জরাণাং সহস্রস্য বলং সমধিগচ্ছতি। ক্ষীরোদং শক্রসদনমুত্তরাংশ্চ কুরূনপি। যত্রেচ্ছতি স গন্তুং বা তত্রাপ্রতিহতা গতিঃ। কন্দর্প ইব রূপেণ কান্ত্যা চন্দ্র ইবাপরঃ। প্রহ্লাদয়তি ভূতানাং মনাংসি স মহাদ্যুতিঃ। সাঙ্গোপাঙ্গাংশ্চ নিখিলান্ বেদান্বিন্দতি তত্ত্বতঃ। চরত্যমোঘসঙ্কল্পো দেববচ্চাখিলং জগৎ। সর্ব্বেষামেব সোমানাং পত্রাণি দশপঞ্চ চ। তানি শুক্লে চ কৃষ্ণে চ জায়ন্তে নিপতন্তি চ। একৈকং জায়তে পত্রং সোমস্যাহরহস্তদা। শুক্লস্য পৌর্ণমাস্যান্তু ভবেৎ পঞ্চদশচ্ছদঃ। শীর্য্যতে পত্রমেকৈকং দিবসে দিবসে পুনঃ। কৃষ্ণপক্ষক্ষয়ে চাপি লতা ভবতি কেবলা॥ অংশুমানাজ্যগন্ধস্তু কন্দবান্রজতপ্রভঃ। কদল্যাকারকন্দস্তু মুঞ্জবাঁল্লশুনচ্ছদঃ॥ চন্দ্রমাঃ কনকাভাসো জলে চরতি সর্ব্বদা। গরুড়াহৃতনামা চ শ্বেতাক্ষশ্চাপি পাণ্ডুরৌ॥ সর্পনির্ম্মোকসদৃশৌ তৌ বৃক্ষাগ্রাবলম্বিনৌ। তথান্যৈর্ম্মণ্ডলৈশ্চিত্রৈশ্চিত্রিতা ইব ভান্তি তে॥ সর্ব্ব এব তু বিজ্ঞেয়াঃ সোমাঃ পঞ্চদশচ্ছদাঃ। ক্ষীরকন্দলতাবন্তং পত্রৈর্নানাবিধৈঃ স্মৃতাঃ॥ হিমবত্যর্ব্বুদে সহ্যে মহেন্দ্রমলয়ে তথা। শ্রীপর্ব্বতে দেবগিরৌ গিরৌ দেবসহে তথা॥ পারিপাত্রে চ বিন্ধ্যে চ দেবসুন্দে হ্রদে তথা। উত্তরেণ বিতস্তায়াঃ প্রবৃদ্ধা যে মহীধরাঃ॥ পঞ্চ তেষামধো মধ্যে সিন্ধুনামা মহানদঃ॥ হঠবৎ প্লবতে তত্র চন্দ্রমাঃ সোমসত্তমঃ॥ তস্যোদ্দেশেষু বাপ্যন্তি মুঞ্জবানংশুমানপি। কাশ্মীরেষু সরো দিব্যং নাম্না ক্ষুদ্রকমানসং। গায়ত্র্যস্ত্রৈষ্টুভঃ পাংক্তো জাগতঃ শাঙ্করস্তথা॥ অত্র সন্ত্যপরে চাপি সোমাঃ সোমসমপ্রভাঃ। ন তান্ পশ্যন্ত্যধর্ম্মিষ্ঠাঃ কৃতঘ্নাশ্চাপি মানবাঃ॥ ভেষজদ্বেষিণশ্চাপি ব্রাহ্মণদ্বেষিণস্তথা।

পূর্ব্বে ব্রহ্মাপ্রভৃতি দেবগণ জরামৃত্যুবিনাশের নিমিত্ত সোমনামক অমৃত সৃষ্টি করেন। তাহার সেবন করিবার নিয়ম কথিত হইতেছে।

একমাত্র ভগবান্ সোম, স্থান, নাম, আকার ও বীর্য্যভেদে চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার। যথা,—১ অংশুমান্, ২ মুঞ্জবান্, ৩ চন্দ্রমা, ৪ রজতপ্রভ, ৫ দূর্ব্বাসোম, ৬ কনীয়ান্, ৭ শ্বেতাক্ষ, ৮ কনকপ্রভ, ৯ প্রতানবান্, ১০ তালবৃন্ত, ১১ করবীর, ১২ অংশবান্, ১৩ স্বয়ম্প্রভ, ১৪ মহাসোম, ১৫ গরুড়াহৃত, ১৬ গায়ত্র্য, ১৭ ত্রৈষ্টুভ, ১৮ পাঙ্‌ক্ত, ১৯ জাগত, ২০ শাঙ্কর, ২১ অগ্নিষ্টোম, ২২ রৈবত, ২৩ গায়ত্র্যা, এবং ২৪ ত্রিপদাযুক্ উড়ুপতি। এই সর্ব্বপ্রকার সোম বেদোক্ত মঙ্গলদায়কনামদ্বারা খ্যাত আছে। ইহাদিগের উপাসনার বিধান একইপ্রকার এবং সকলপ্রকার সোমই সমানগুণসম্পন্ন। ইহাদের সেবনের নিয়ম কথিত হইতেছে।

ইহাদের মধ্যে যে কোনপ্রকার সোম সেবন করিতে হইলে, প্রথমে প্রশস্তস্থানে তিনটি আবরণে আবৃত একটি গৃহ প্রস্তুত করাইতে হইবে। সেই গৃহটি সর্ব্বপ্রকার উপকরণসম্পন্ন, পরিচারকগণে পূর্ণ ও দোষশূন্য থাকিবে। পরে সোমসেবনাভিলাষী ব্যক্তি অন্নভোজন পরিত্যাগপূর্ব্বক শরীর সংশুদ্ধ করিয়া উত্তমতিথিকরণনক্ষত্রবিশিষ্ট শুভক্ষণে অংশুমান্ নামক সোমকে গ্রহণ করিয়া এবং যজ্ঞকল্পদ্বারা আহরণ, অভিষেচন ও হোম করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিবে। অনন্তর শুভাচরণপূর্ব্বক সেই সোমের কন্দ স্বর্ণময়সূচীদ্বারা বিদারণ করিয়া, তাহার ক্ষীর (রস, আটা) কনকময়পাত্রে অঞ্জলিপ্রমাণ গ্রহণ করিবে। তৎপরে সেই অঞ্জলিপরিমিত সোমরস আস্বাদন না করিয়া একবারেই পান করিবে। তাহার পর আচমন করিয়া, সেই পানাবশিষ্ট সোমরস যাহা থাকিবে, তাহা জলে ফেলিয়া দিয়া যম ও নিয়মের দ্বারা মনঃ ও বাক্য সংযমনপূর্ব্বক সেই গৃহের মধ্যে আত্মীয়বান্ধবাদিদ্বারা পরিবৃত্ত ও উপাসিত হইয়া বিহার করিবে, অর্থাৎ ক্রীড়াকৌতুকদ্বারা আনন্দে সময়াতিবাহন করিবে। এই সোমরসায়ন পান করিয়া বায়ুবিহীনস্থানে একমনা ও পবিত্র হইয়া অবস্থান, সঞ্চরণ, উপবেশনাদি করিবে, কিন্তু কদাপি নিদ্রা যাইবে না।

সোমরসায়ন সায়ংসময়ে পান করিলে, শান্তিশ্রবণ করিয়া কুশময়ী শয্যার উপরে কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম পাতিয়া, তাহাতে শয়ন করিবে এবং চারিপার্শ্বে মিত্রস্বজনাদিকর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিবে। আর তৃষ্ণা পাইলে, পরিমিত মাত্রায় সুশীতল জল পান করিবে। পরে প্রভাতে শয্যাহইতে উঠিয়া শান্তিশ্রবণ করিয়া, মঙ্গলাচারী হইয়া ও গো স্পর্শ করিয়া, উপবেশন করিবে।

এই সোম উদরে জীর্ণ হইলে, বমন হইতে আরম্ভ হইবে। তাহার পর রক্তলিপ্ত ক্রিমিমিশ্রিত বমন হইয়া গেলে, সায়ংকালে পাক করা শীতল দুগ্ধ পান করিবে। তৃতীয়দিবসে ক্রিমিমিশ্রিত বিরেচন হইয়া থাকে। সেই বিরেচনদ্বারা কদর্য্য দ্রব্যাদি গ্রহণ ভোজন ইত্যাদি জনিত দোষ হইতে মুক্ত হইয়া শরীর বিশুদ্ধ হয়। তাহার পর সায়ংকালে স্নান করিয়া পূর্ব্ববৎ দুগ্ধপান করিবে এবং শয্যাতে পট্টবস্ত্র বিস্তীর্ণ করিয়া শয়ন করিবে। অনন্তর চতুর্থ দিনে তাহার শোথ হইবে। পরে সকল অঙ্গ হইতে ক্রিমিনির্গত হইতে থাকে। সেই দিনে শয্যাতে, ধূলী বিকীর্ণ করিয়া, শয়ন করিবে। পরে সায়ংকালে পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধ পান করিবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনেও এইরূপ নিয়ম, কেবল প্রভেদ এই যে, প্রভাত ও সায়ং এই দুই সন্ধ্যাতেই পূর্ব্ববৎ দুগ্ধপান করিবে। সমস্ত দিন মধ্যে শরীর মাংসশূন্য এবং ত্বক্ ও অস্থিসারমাত্র হইয়া সোমপরিগ্রহদ্বারা কেবল জীবিত থাকে। ঐ দিনে দেহে অল্প উষ্ণ দুগ্ধ পরিষেচন এবং তিল, যষ্টিমধু ও চন্দন একত্রে লেপন ও দুগ্ধপান করিবে। অনন্তর অষ্টম-দিবসে প্রভাতে শরীরে দুগ্ধপরিষেচন ও চন্দন লেপন করিয়া, দুগ্ধপান-পূর্ব্বক ধূলীবিকীর্ণ শয্যা পরিত্যাগ করিবে এবং পট্টবস্ত্রবিস্তীর্ণ শয্যাতে শয়ন করিবে। ঐ সময়ে মাংস বর্দ্ধিত ও ত্বক্ পুষ্ট হইবে এবং দন্ত, নখ ও রোম সকল পতিত হইবে। নবম দিন হইতে শরীরে মর্দ্দনের নিমিত্ত অণু (পাতলা) তৈল ও পরিষেচনের নিমিত্ত শ্বেতখদিরের কাথ ব্যবহার করিবে। দশম দিনেও ঐরূপ ক্রিয়া করিবে। ইহাতে ত্বকের স্থিরতা জন্মিবে। একাদশ ও দ্বাদশ দিবসেও এইরূপ প্রণালী-অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। পরে ত্রয়োদশ অবধি ষোড়শদিনপর্য্যন্ত কেবল শরীরে পরিষেচনের জন্য শ্বেত খদিরের কাথ ব্যবহার করিবে। অনন্তর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ দিবসের মধ্যে দন্তসকল জন্মিবে। ঐ দন্তসকল শিখরবিশিষ্ট (কোণবিশিষ্ট ও ধারাল) স্নিগ্ধ, বজ্রবদৃঢ়, বৈদূর্য্যমণির ন্যায় আকৃতিতে সুন্দর, স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ, পরস্পর সমান, স্থির এবং সহিষ্ণু (স্থিতি শীল) হইবে। এই দন্তবহির্গমনের দিন অবধি পঞ্চবিংশদিনপর্য্যন্ত নূতন শালিতণ্ডুল ও যবমণ্ড (বাউ) দুগ্ধে পাক করিয়া সেবন করিবে। পঞ্চ-বিংশ দিবসের পর প্রভাত ও সায়ং এই উভয়কালে শালিতণ্ডুলের কোমল অন্ন দুগ্ধের সহিত আহার করিবে। অনন্তর নখসকল জন্মিবে। ঐ নখগুলি প্রবাল, ইন্দ্রগোপকীট বা নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ ও দৃঢ় হয়। পরে স্নিগ্ধ ও লক্ষণবিশিষ্ট কেশ জন্মে। ঐ কেশের এবং দেহস্থ ত্বকের বর্ণ নীলপদ্ম, অতসীপুষ্প বা নীলকান্তমণির ন্যায় হয়। এক-মাস পরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া, তাহাতে বীরণমূল, চন্দন ও কৃষ্ণতিলের খইল একত্রে বাটিয়া লেপন করিবে, অথবা দুগ্ধে স্নান করিবে।

অনন্তর সপ্তরাত্রের পর ভ্রমর বা অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কুঞ্চিত ও স্নিগ্ধ কেশকলাপ উৎপন্ন হয়। তাহার ত্রিরাত্র-পরে ঐ গৃহের প্রথম আবরণ হইতে বহির্গত হইয়া মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান করিয়া, পুনর্ব্বার গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিবে। এই সোমসেবনকারী ব্যক্তিকে এক্ষণে শরীরে মর্দ্দনের নিমিত্ত বলাতৈল, নির্ম্মলকরণ-জন্য পিষ্টযব, পরিষেচনের নিমিত্ত অম্লোক্ত দুগ্ধ, পরিশোধনের নিমিত্ত শালবৃক্ষের কাথ, স্নানের নিমিত্ত বীরণমূলের সহিত কূপের জল, বিলেপনের নিমিত্ত চন্দন এবং অবচারণের জন্য আমলকরসমিশ্রিত যূষ বা সূপ এবং দুগ্ধ ও যষ্টিমধুসহকারে সিদ্ধ কৃষ্ণ-তিল প্রদান করিবে। এইরূপ নিয়মে দশরাত্র যাপন করিবে। পরে এই নিয়মেই আর দশরাত্র ঐ গৃহের দ্বিতীয়আবরণে আবৃতঅংশে অবস্থিতি করিবে। অনন্তর ঐ গৃহের তৃতীয়আবরণে আবৃতঅংশে আর দশরাত্র মনঃস্থির করিয়া অবস্থান করিবে। বহির্ভাগে কিঞ্চিৎ আতপ বা বায়ু সেবন করিয়া পুনর্ব্বার গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। রূপশালিতাহেতু আপনাকে দর্পণে অবলোকন করিবে না। অনন্তর আর দশরাত্রি রাগ-আদি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রকার খাদ্য ভক্ষণ করিবে। বিশেষতঃ বল্লী (লতা), প্রতান (বিস্তীর্ণলতা), ক্ষুপ (হ্রস্বশাখ ক্ষুদ্রবৃক্ষ) প্রভৃতি জাতীয় সোম ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। ইহাদের সেবনের পরিমাণ সার্দ্ধতিনমুষ্টি।

অংশবান্ নামক সোম সুবর্ণময়পাত্রে করিয়া সেবন করিবে। আর চন্দ্রমানামক সোম রৌপ্যময়পাত্রে অভিষেচন করিয়া সেবন করিবে। ইহাদ্বারা অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য ও ঈশানত্ব লাভ করা যায়। অবশিষ্ট সমুদয় প্রকার সোম তাম্রময়, মৃত্তিকাময় বা রোহিতনামক মৃগের চর্ম্ম-নির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া সেবন করিবে। শূদ্রব্যতীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণ সোম সেবন করিতে পারিবে। সোম পান করিয়া চতুর্থ মাসে পৌর্ণমাসী তিথিতে পবিত্রস্থলে ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া, কৃতমঙ্গল হইয়া সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইবে।

বিচক্ষণ ব্যক্তি ওষধিসকলের পতি সোমকে সেবন করিয়া অভিনব দেহপরিগ্রহপূর্ব্বক অযুতবৎসর জীবিত থাকে। অগ্নি, জল, বিষ, শস্ত্র বা অস্ত্র, কিছুতেই তাহার জীবনকে নষ্ট করিতে পারে না। তাহার শরীরে দশশত হস্তির বল জন্মে। এই সোমসেবনকারী ব্যক্তি ক্ষীরোদ-সমুদ্র, ইন্দ্রালয় বা উত্তরকুরু যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই অপ্রতিহতবেগে গমন করিতে সমর্থ হয়। তাহার মদনের তুল্য রূপ ও দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় কান্তি হয়। সেই মহাতেজোবান্ ব্যক্তিকে দর্শন করিলে, সকলেরই মনে আহ্লাদ উপস্থিত হয়। সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদেই তাহার অধিকার জন্মে এবং সেই ব্যক্তি দেবতার ন্যায় দৃঢ়সংকল্প হইয়া সমস্ত জগতে পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়।

সকলপ্রকার সোমেরই পঞ্চদশটী করিয়া পত্র হয়। সেই পত্রগুলি শুক্লপক্ষে জন্মে এবং কৃষ্ণপক্ষে খসিয়া পড়ে। শুক্লপক্ষের প্রতিদিনে সোমের এক একটি করিয়া পত্র উৎপন্ন হইয়া পৌর্ণমাসীর দিনে পঞ্চ-দশটি পত্র সম্পূর্ণ হয় এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিদিনে এক একটি করিয়া পত্র শীর্ণ হইয়া কৃষ্ণপক্ষের শেষে অর্থাৎ অমাবস্যার দিনে সমস্ত পত্র পতিত হইয়া, লতামাত্র অবশিষ্ট থাকে।

অংশুমান্ নামক সোম—ঘৃতগন্ধসম্পন্ন। রজতপ্রভসোম—কন্দ-বিশিষ্ট; এই কন্দের আকৃতি কদলীর ন্যায়। মুঞ্জবান্ সোম—লশুনের ন্যায় পত্রবিশিষ্ট। চন্দ্রমা সোম—সুবর্ণের ন্যায় আভাসমন্বিত; ইহা সর্ব্বদা জলে জন্মিয়া থাকে। গরুড়াহৃত ও শ্বেতাক্ষ এই দুইপ্রকার সোম—পাণ্ডুবর্ণ, সর্পের খোলসের ন্যায় আকার ও বৃক্ষের অগ্রভাগে লম্বিত হইয়া থাকে। অন্য সর্ব্বপ্রকার সোম—নানাবিধবর্ণের মণ্ডল-সমূহদ্বারা চিত্রিত। সকলপ্রকার সোমেরই পঞ্চদশটি পত্র এবং ক্ষীর, কন্দ, লতা ও নানাবিধ পত্র থাকে।

হিমালয়, অর্ব্বুদ, সহ্য, মহেন্দ্র, মলয়, শ্রীপর্ব্বত, দেবগিরি, দেবসহ,

পারিযাত্র, বিন্ধ্যপ্রভৃতি পর্ব্বতে, দেবসুন্দহ্রদে ও বিতস্তানদীর উত্তরদিক্‌স্থ পর্ব্বতে সোম প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকলপ্রকার সোমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে চন্দ্রমা নামক সোম, তাহা পঞ্চনদপ্রধান সিন্ধুনামক মহানদের অধোদেশে হঠবৎ (বারিপর্ণীর ন্যায়) ভাসিয়া থাকে, এবং তাহার উর্দ্ধদেশে মুঞ্জবান্ ও অংশুমান্ নামক সোম জন্মিয়া থাকে। কাশ্মীরদেশে ক্ষুদ্রমানস নামক একটি সরোবর আছে, তাহাতে গায়ত্র্য, ত্রৈষ্টুভ, পাংক্ত, জাগত ও শাঙ্কর এবং চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট অন্য সকলপ্রকার সোমও প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাপাত্মা, অকৃতজ্ঞ, বৈদ্যবিদ্বেষী ও ব্রাহ্মণহিংসক মনুষ্যগণ এইসকল সোম দেখিতে পায় না।

অথাতো নিবৃত্তসন্তাপীয়ং রসায়নং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

যথানিবৃত্তসন্তাপা মোদন্তে দিবি দেবতাঃ। তথৌষধীরিমাঃ প্রাপ্য মোদন্তে ভুবি মানবাঃ॥

অথ সপ্ত পুরুষা রসায়নং নোপযুঞ্জীরন্। তদ্‌যথা। অনাত্মবানলসো দরিদ্রঃ প্রমাদী ব্যসনী পাপকৃদ্ভেষজাপমানী চেতি। সপ্তভিরেব কারণৈর্ন সম্পদ্যতে। অজ্ঞানাদনারম্ভাদস্থিরচিত্তত্বাদ্দারিদ্র্যাদনায়ত্তত্বাদধর্ম্মাদৌষধলাভীচ্চেতি।

অথৌষধীর্ব্যাখ্যাস্যামঃ। শ্বেতকাপোতী কৃষ্ণকাপোতী গোনসী বারাহী কন্যা ছত্রাতিচ্ছত্রা করেণুরজা চক্রকা আদিত্যপর্ণিনী ব্রহ্মসুবর্চ্চলা শ্রাবণী মহাশ্রাবণী গোলোমী চাজলোমী মহাবেগবতী চেত্যষ্টাদশ সোমসমবীর্য্যা মহৌষধয়ো ব্যাখ্যাতাঃ॥ তাসাং সোমবৎ ক্রিয়াশীঃস্তুতয়ঃ শাস্ত্রেহভিহিতাস্তাসামাগারেঽভিহতানাং যাঃ ক্ষীরবত্যস্তাসাং ক্ষীরকুড়বং সকৃদেবোপযুঞ্জীত॥

যাঃ ক্ষীরা মূলবত্যস্তাসাং প্রদেশিনীপ্রমাণানি ত্রীণি কাণ্ডানি প্রমাণমুপযোগে। শ্বেতকাপোতী সমূলপত্রা ভক্ষয়িতব্যা। গোনসাজগরীকৃষ্ণকাপোতীনাং সনখমুষ্টিং খণ্ডশঃ কল্পয়িত্বা ক্ষীরেণ বিপাচ্য পরিস্রাবিতমভিহতক সকৃদেবোপভুঞ্জীত। চক্রকায়াঃ পয়ঃ সকৃদেব। ব্রহ্মসুবর্চ্চলা সপ্তরাত্রমুপযোক্তব্যা॥

ভক্ষ্যকল্পেন শেষাণাং পঞ্চপলানি ক্ষীরাঢ়ককথিতানি প্রস্থেঽবশিষ্টেঽবতার্য্য পরিস্রাব্য সকৃদেবোপযুঞ্জীত। সোমবদাহারবিহারৌ ব্যাখ্যাতৌ কেবলন্তু নবনীতমভ্যঙ্গার্থে শেষং সোমবদানির্গমাদিতি॥ ভবন্তি চাত্র॥

যুবানং সিংহবিক্রান্তং কান্তং শ্রুতনিগাদিনং। কুর্য্যুরেতাঃ ক্রমেণৈব দ্বিসাহস্রায়ুষং নরং॥ অম্লদী কুণ্ডলী মৌলী দিব্যস্রকচন্দনাম্বরঃ। চরতাসোমসঙ্কল্পো নক্তত্বমুদচর্গমে॥ ব্রজন্তি পক্ষিণো যেন জলদাশ্চ তোয়দাঃ। গতিঃ সৌষধিসিদ্ধস্য সোমসিদ্ধগতিঃ পরা॥ অথ বক্ষ্যামি বিজ্ঞানমোষধীনাং পৃথক্ পৃথক্। মণ্ডলৈঃ কপিলৈশ্চিত্রৈঃ সর্পাভা পঞ্চপর্ণিনী। পঞ্চারত্নিপ্রমাণা বা বিজ্ঞেয়াজগরী বুধৈঃ। নিষ্পত্রা কনকাভাসা মূলে দ্ব্যঙ্গুলসম্মিতা॥ সর্পাকারা লোহিতান্তা শ্বেতকাপোতিরুচ্যতে। দ্বিপর্ণিনীং মূলভবামরুণাং কৃষ্ণমণ্ডলাং॥ দ্ব্যরত্নিমাত্রাং জানীয়াদ্ গোনসীং গোনসাকৃতিং। সক্ষীরাং রোমশাং মৃদ্বীং রসেনেক্ষুরসোপমাং॥ এবং রূপরসাঞ্চাপি কৃষ্ণকাপোতিমাদিশেৎ। কৃষ্ণসর্পস্বরূপেণ বারাহীকন্দসম্ভবা॥ একপত্রা মহাবীর্য্যা ভিন্নাঞ্জনসমপ্রভা। ছত্রাতিচ্ছত্রকে বিদ্যাদ্রক্ষোঘ্নে কন্দসম্ভবে॥ জরামৃত্যুনিবারিণ্যৌ শ্বেতকাপোতিসংস্থিতে। কাণ্ডৈঃ ষোড়শভিঃ পত্রৈর্ম্মঞ্জরাঙ্কুরহোপমৈঃ॥ কন্দজা কাঞ্চনক্ষীরী কন্যা নাম মহৌষধী। করেণুঃ স্থূলক্ষীরা কন্দেন গজরূপিণী॥ হস্তিকর্ণপলাশস্য তুল্যপর্ণা দ্বিপর্ণিনী॥ অজাস্তনাভকন্দা তু সক্ষীরা ক্ষুপরূপিণী। অজা মহৌষধী জ্ঞেয়া শঙ্খকুন্দেন্দুপাণ্ডুরা॥ শ্বেতাং বিচিত্রকুসুমাং কাকাদনীসমাং ক্ষুপাং। চক্রকামোষধীং বিদ্যাজ্জরামৃত্যুনিবারিণীং। মূলিনী পঞ্চভিঃ পত্রৈঃ সুরক্তাংশুককোমলৈঃ। আদিত্যপর্ণিনী জ্ঞেয়া সদাদিত্যানুবর্ত্তিনী॥ কনকাভা জলান্তেষু সর্ব্বতঃ পরিসর্পতি। সক্ষীরা পদ্মিনীপ্রখ্যা দেবী ব্রহ্মসুবর্চ্চলা॥ অরত্নিমাত্রক্ষুপকা পত্রৈর্দ্ব্যঙ্গুলসম্মিতৈঃ। পুষ্পৈর্নীলোৎপলাকারৈঃ ফলৈশ্চাঞ্জনসন্নিভৈঃ। শ্রাবণী মহতী জ্ঞেয়া কনকাভা পয়স্বিনী। শ্রাবণী পাণ্ডুরাভাসা মহাশ্রাবণিলক্ষণা॥ গোলোমী চাজলোমী চ রোমশে কন্দসম্ভবে। হংসপাদীববিচ্ছিন্নৈঃ পত্রৈর্ন্যগ্রমুদ্রৈবৈঃ॥ অথবা শঙ্খপুষ্পী চ সমানা সর্ব্বরূপতঃ। বেগেন মহতাবিষ্টা সর্পনির্ম্মোকসন্নিভা॥ এষা বেগবতী নাম জায়তে হ্যম্বুদক্ষয়ে। সপ্তাদৌ সর্ব্বরূপিণ্যো যা হ্যোষধ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। তাসামুদ্ধরণং কার্য্যং মন্ত্রেণানেন সর্ব্বদা। মহেন্দ্ররামকৃষ্ণানাং ব্রাহ্মণানাং গবামপি॥ তপসা তেজসা বাপি প্রশাম্যধ্বং শিবায় বৈ। মন্ত্রেণানেন মতিমান্ সর্ব্বানপ্যভিমন্ত্রয়েৎ॥ অশ্রদ্দধানৈরলসৈঃ কৃতঘ্নৈঃ পাপকর্ম্মভিঃ। নৈবাসাদয়িতুং শক্যাঃ সোমাঃ সোমসমাস্তথা॥ পীতাবশেষমমৃতং দেবৈব্রহ্মপুরোগমৈঃ। নিহিতং সোমবীর্য্যাস্থ সোমে চাপ্যোষধীপতৌ॥ দেবসুন্দে হ্রদবরে তথা সিন্ধৌ মহানদে। দৃশ্যতে চ জলান্তেষু মধ্যে ব্রহ্মসুবর্চ্চলা॥ আদিত্যপর্ণিনী জ্ঞেয়া তথৈব হি হিমক্ষয়ে। দৃশ্যতেঽজগরী নিত্যং গোনসী চাম্বুদাগমে॥ কাশ্মীরেষু সরো দিব্যং নাম্না ক্ষুদ্রকমানসং। করেণুস্তত্র কন্যা চ ছত্রাতিচ্ছত্রকে তথা॥ গোলোমী চাজলোমী চ মহতী শ্রাবণী তথা॥ বসন্তে কৃষ্ণসর্পাখ্যা গোনসী চ প্রদৃশ্যতে॥ কৌশিকীং সরিতং তীর্ত্বা সঞ্চয়স্যাস্তু পূর্ব্বতঃ। ক্ষিতিপ্রদেশো বল্মীকৈরাচিতো যোজনত্রয়ং। বিজ্ঞেয়া তত্র কাপোতী শ্বেতা বল্মীকমূর্দ্ধসু॥ মলয়ে নলসেতৌ চ বেগবত্যোষধী ধ্রুবা। কার্ত্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ ভক্ষয়েত্তামুপোষিতঃ। সোমবচ্চাত্র বর্ত্তেত ফলং তাবচ্চ কীর্ত্তিতং॥ সর্ব্বা বিচেয়াস্ত্বোষধ্যঃ সোমে চাপ্যর্ব্বুদে গিরৌ। সশৃঙ্গৈর্দেবচরিতৈরম্বুদানীকভেদিভিঃ। ব্যাপ্তস্তীর্থৈশ্চ বিখ্যাতৈঃ সিদ্ধর্ষিসুরসেবিতৈঃ। গুহাভির্ভীমরূপাভিঃ সিংহোন্নাদিতকুক্ষিভিঃ। গঙ্গালোড়িততোয়াভিরাপগাভিঃ সমন্ততঃ। বিবিধৈর্ধাতুভিশ্চিত্রৈঃ সর্ব্বৈরেবোপশোভিতঃ॥

নদীষু শৈলেষু সরঃসু চাপি পুণ্যেষ্বরণ্যেষু তথাশ্রমেষু। সর্ব্বত্র সর্ব্বাঃ পরিমার্গিতব্যাঃ সর্ব্বত্র ভূমির্হি বসূনি ধত্তে॥

যাদৃশ দেববৃন্দ সন্তাপবিহীন হইয়া স্বর্গে বিহার করেন, তাদৃশ পৃথিবীতে এইসকল ওষধিপ্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যবর্গও বিহার করিতে পারে।

সপ্তপ্রকার পুরুষের রসায়ন সেবন করা ঘটিতে পারে না, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে, যথা,—অনাত্মবান্ (অপ্রশস্তমনা, অস্থিরচিত্ত) ধনহীন, প্রমাদী (অসাবধানী, উন্মত্ত বা দুর্ব্বলান্তঃকরণ), ক্রীড়াশক্ত, পাপী এবং ঔষধাবমাননাকারী। এই সকল ব্যক্তির রসায়ন সেবন করা না ঘটিবার পক্ষে সাতটি হেতু নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, যথা,—জ্ঞানহীনত্ব, অনারম্ভ, অস্থিরমতিত্ব, দৈন্য, অনধীনতা, পাপাচরণ ও ঔষধাভাব।

অনন্তর রাসায়নিক ঔষধসমূহ ব্যাখ্যাত হইতেছে। শ্বেতকাপোতী, কৃষ্ণকাপোতী, গোনসী, বারাহী, কন্যা, ছত্রা, অতিচ্ছত্রা, করেণু অজা, চক্রকা, আদিত্যপর্ণিনী, ব্রহ্মসুবর্চ্চলা, শ্রাবণী, মহাশ্রাবণী, অজগরী, গোলোমী, অজলোমী এবং মহাবেগবতী, এই অষ্টাদশপ্রকার সোমের সমান তেজঃসম্পন্ন মহৌষধ বিবৃত হইল। ইহাদিগের সোমের ন্যায় ক্রিয়া, আশীঃ ও স্তুতি সকল শাস্ত্রে উক্ত আছে। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অভিহুত ক্ষীরবিশিষ্ট ওষধিসকলের ক্ষীর কুড়বপ্রমাণে একবারেই সেবন করিবে।

যে সকল ওষধি ক্ষীরবিশিষ্টা নহে, কেবল মূলবিশিষ্টা, তাহাদিগের একপ্রদেশিনী (বিঘৎ) পরিমিত তিনটি কাণ্ড ভক্ষণ করিবে। শ্বেতকাপোতী, মূল ও পত্রের সহিত ভক্ষণ করিবে। গোনসী, অজগরী ও কৃষ্ণকাপোতী খণ্ড খণ্ড করিয়া সনখমুষ্টি * পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া এবং দুগ্ধ-স্রাবিত ও অভিহুত করিয়া লইয়া একবারেই পান করিবে। চক্রকার দুগ্ধ একবারেই পান করিবে। ব্রহ্মসুবর্চ্চলা সপ্তরাত্র সেবন করিবে। অবশিষ্ট সমস্ত ওষধির পঞ্চপল ক্ষীরাঢককাথ ভক্ষ্যকল্পদ্বারা প্রস্থে অবতারণ ও পরিস্রাবণ করিয়া একবারেই পান করিবে। এইসকল ওষধি সেবনে সোমসেবনের ন্যায় আহার বিহারাদি করিবে, কিন্তু কেবল শরীরে অভ্যঙ্গের নিমিত্ত নবনীত ব্যবহার করিবে। সেই গৃহহইতে বহিরাগমনকালপর্য্যন্ত অবশিষ্ট কার্য্যসকল সোমসেবনকালীন কার্য্যাদির ন্যায়ই করিবে।

এইসকল মহৌষধ সেবন করিলে, মনুষ্য যুবার ন্যায় তেজোবিশিষ্ট, সিংহের ন্যায় পরাক্রমসম্পন্ন, কমনীয়দর্শন ও শ্রুতিধর এবং বিসহস্রবৎসরপরমায়ুঃসমন্বিত হয়। অঙ্গদ, কুণ্ডল ও মুকুট প্রভৃতি আভরণে ভূষিত হইয়া এবং দিব্যমাল্য ধারণ, চন্দনবিলেপন ও বস্ত্রপরিধান করিয়া মেঘলোকের উর্দ্ধস্থ আকাশদেশে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া সঞ্চরণ করিতে পারে। গগনমণ্ডলের যে পথে পক্ষিসমূহ ও জলভারলম্বিত মেঘসকল বিচরণ করে, সেই পথে ওষধিসিদ্ধ বা সোমসিদ্ধ ব্যক্তিরও গমনাগমন করিবার শক্তি জন্মে।

অনন্তর ওষধিসকল বিজ্ঞাত হইবার ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।—অজগরী ওষধি কপিলবর্ণের মণ্ডলসমূহদ্বারা চিত্রিতা, সর্পবৎ আকৃতিবিশিষ্টা, পঞ্চপত্রসমন্বিতা এবং পঞ্চঅরত্নি † পরিমাণ দীর্ঘা হয়। যাহা পত্রহীনা, সুবর্ণের ন্যায় প্রভাসম্পন্না ও দুই অঙ্গুলপ্রমিত মূলবিশিষ্টা এবং যাহার সর্পের ন্যায় আকৃতি ও প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ হয়, তাহাকে শ্বেতকাপোতী কহা যায়। গোনসী ওষধির আকার মণ্ডলী (চন্দ্রবোড়া) বোড়াসর্পের ন্যায় ও দৈর্ঘ্য দুইঅরত্নিপরিমিত, ইহার দুইটি করিয়া পত্র জন্মে ও গাত্রে কৃষ্ণবর্ণমণ্ডলসমূহ থাকে, ইহা রক্তবর্ণা ও মূলহইতে উৎপন্না হয়। কৃষ্ণকাপোতী ওষধি ক্ষীরযুক্তা, লোম (শোঁয়া) বিশিষ্টা ও সুকোমলা, ইহার রস ইক্ষুরসের ন্যায় স্বাদসম্পন্ন। বারাহীনাম্নী ওষধির আকার কৃষ্ণসর্পের ন্যায়, বর্ণ দলিত অঞ্জনের সদৃশ ও পত্র একটি করিয়া হয়। ইহা উগ্রবীর্য্যবতী ও কন্দহইতে জন্মে। ছত্রা ও অতিচ্ছত্রা নাম্নী এই দুই প্রকার ওষধি (সবগাছার ন্যায়) শ্বেতকাপোতীতে লগ্ন থাকে ও কন্দহইতে সম্ভূতা হয়, ইহাদের ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় সুন্দর দ্বাদশটি পত্র হয়, এই সকলদ্বারা জরা ও মৃত্যু নিবারিত হয় ও রাক্ষসভয় হইতে ত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কন্যানাম্নী মহৌষধি কন্দজাতা ও স্বর্ণবর্ণক্ষীরবিশিষ্টা। করেণু ওষধির দুইটি করিয়া পত্র, কন্দ হস্তির ন্যায়, পত্র হস্তিকর্ণপলাশবৃক্ষের পত্রের ন্যায় হয়, ইহা প্রচুরক্ষীরবিশিষ্টা। অজামহৌষধি ক্ষীরবিশিষ্টা, শঙ্খ, কুন্দপুষ্প বা চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণা, ইহার কন্দ অজার স্তনের ন্যায় ও আকার ক্ষুপ (হ্রস্বশাখ ক্ষুদ্র) বৃক্ষের ন্যায়। চক্রকা ওষধি শ্বেতবর্ণা, বিচিত্রপুষ্পবিশিষ্টা ও কাকাদনীক্ষুপবৃক্ষের ন্যায় ক্ষুদ্রাকৃতি, ইহাদ্বারা জরা মৃত্যু আদি বিনষ্ট হয়। <u>আদিত্যপর্ণিনী</u> ওষধি মূলবিশিষ্টা, রক্তপ্রভ কোমল পঞ্চপত্রযুক্তা ও সর্ব্বদা সূর্য্যের অনুবর্ত্তিনী অর্থাৎ যে দিকে যখন সূর্য্য অবস্থিত হয়েন, তখন সেই দিকের অভিমুখেই অবনতা থাকে। দেবী ব্রহ্মসুবর্চ্চলা ওষধি দেখিতে পদ্মিনীর ন্যায় ও ক্ষীরবিশিষ্টা, ইহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়। ইহা বর্ষার শেষে জন্মিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতা হয়। অরত্নিপরিমিত ক্ষুদ্রবৃক্ষের ন্যায় আকার, দুইঅঙ্গুলপরিমিত পত্র, নীলপদ্মসদৃশ পুষ্প, অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ফল ও বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, ইহাকে মহাশ্রাবণী ওষধি বলে, ইহা ক্ষীরবিশিষ্টা। শ্রাবণী ওষধিও মহাশ্রাবণীর ন্যায় সমস্ত লক্ষণসম্পন্না, কেবল দেখিতে পাণ্ডুরবর্ণা। গোলোমী ও অজলোমী এই দুইপ্রকার ওষধি রোম (শোঁয়া) বিশিষ্টা ও কন্দসমুদ্ভবা। বেগবতী ওষধি মূলসম্ভবা ও হংসপদীলতার ন্যায় বিচ্ছিন্নপত্রবিশিষ্টা, অথবা সর্ব্বপ্রকারে শঙ্খপুষ্পীর তুল্য, অতিশয় বেগে বর্দ্ধিতা হয় এবং আকৃতিতে সর্পের খোলসের ন্যায়। ইহা বর্ষার শেষে জন্মিয়া থাকে।

পূর্ব্বকথিত ওষধিসকলের মধ্যে প্রথম যে সপ্তপ্রকার ওষধি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্ধার "মহেন্দ্ররামকৃষ্ণ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা সর্ব্বদা করিবে। সকল ওষধিই উদ্ধার করিবার কালে এই মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। শ্রদ্ধাশূন্য, আলস্যযুক্ত, অকৃতজ্ঞ ও পাপাচারী ব্যক্তিগণ সোম অথবা সোমের সমানগুণযুক্ত ওষধিসকল প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মাপ্রভৃতি দেববৃন্দ পানের অবশিষ্ট সুধা সোমের সমান তেজঃসম্পন্ন ওষধি সকলে, সোমে এবং ওষধিগণের অধিপতি চন্দ্রে অর্পিত করিয়াছেন। দেবসুন্দনামক শ্রেষ্ঠ হ্রদে ও সিন্ধুনামক মহানদে বর্ষাকালের মধ্যে ও শেষে ব্রহ্মসুবর্চ্চলানাম্নী ওষধি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইস্থানে আদিত্যপর্ণিনী ওষধি হেমন্তঋতুর শেষে এবং অজগরী ও গোনসী বর্ষাঋতুর আরম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীরে ক্ষুদ্রমানস নামে যে দিব্য সরোবর আছে, তাহাতে করেণু, কন্যা, ছত্রা, অতিচ্ছত্রা, গোলোমী, অজলোমী ও মহাশ্রাবণী, এই কতিপয়প্রকার ওষধি এবং বসন্তকালে কৃষ্ণসর্পনাম্নী গোনসী ওষধিও দেখিতে পাওয়া যায়। কৌশিকীনদীর পরপারে সঞ্জয়ন্তীপুরীর পূর্ব্বদিকে যোজনত্রয়পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ড বল্মীকসমূহদ্বারা পরিব্যাপ্ত আছে; সেই বল্মীকসকলের শিরোভাগে শ্বেতকাপোতী ওষধি জন্মিয়া থাকে। মলয় ও নলসেতুনামক পর্ব্বতে বেগবতীনাম্নী ওষধি পাওয়া যায়। কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমাতিথিতে উপবাসী থাকিয়া এই সকল ওষধি সেবন করিবে। সোমসেবন করিবার কালে যাদৃশ নিয়ম করিয়া থাকিতে হয়, এইসকল ওষধিরও সেবনকালে তাদৃশ নিয়ম

* অঙ্গুলিপ্রসারিত রাখিয়া মুষ্টিবন্ধন (মুটো) করিলে, যত ধরে, তত পরিমাণকে সনখমুষ্টি কহা যায়।

† কূর্পর (কনুই) অবধি কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগপর্য্যন্ত হস্তের অংশটুকুকে অরত্নি কহা যায়।

করিয়া থাকিবে। সোমসেবনদ্বারা যেরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এইসকল ওষধির সেবনেও সেইরূপ ফল পাওয়া যায়। যাহাদের মেঘমণ্ডলভেদী শিখরসমূহে দেবগণ বিহার করিয়া থাকেন, যে সকল সিদ্ধঋষি ও দেবগণকর্ত্তৃক পরিষেবিত প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহ পরিব্যাপ্ত আছে, যাহাদের ভয়ঙ্করদর্শন কন্দরসমূহের অভ্যন্তরভাগপর্য্যন্ত সিংহের শব্দদ্বারা প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে, যাহাদের চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত নদীসকলের জলরাশি হস্তিগণ আলোড়িত করে, যাহারা নানাপ্রকার ধাতুরাগদ্বারা নানাবর্ণে চিত্রিত ও সর্ব্বস্থলেই শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে, সেই সোম ও অর্ব্বুদনামক পর্ব্বতদ্বয়ে এইসকল ওষধি পাওয়া গিয়া থাকে। নদী, পর্ব্বত, সরোবর, পবিত্রকানন এবং আশ্রমপ্রভৃতি সকলস্থলেই সমস্ত ওষধির অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। পৃথিবীর সকল অংশেই রত্নরাশি নিহিত আছে। ইতি সুশ্রুতঃ।

ঔষধাদিদ্বারা নূতন দেহপ্রাপ্তির বিষয় প্রাচীনকালে ভিন্ন ভিন্ন দেশেও ব্যবহৃত হইত। পাঠকগণের বিজ্ঞাপনার্থে "Hermeppus Redivivus" "হার্ম্মিপ্পাস্ রেডিভিভাস্" নামক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ইংলণ্ড প্রদেশীয় মিষ্টার রোব্যাক্ তাঁহার স্বীয় গ্রন্থে "The famous Elixir of Life" নামক ঔষধ অর্থাৎ যে ঔষধদ্বারা চিরযৌবন এবং সৌন্দর্য্য লাভ হয়, সেই ঔষধ প্রস্তুতের নিয়ম এবং তাহার পরীক্ষা যেরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন ও লিখিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাদ্বারা আমাদিগের প্রাচীন মুনিদিগের ইহা অপেক্ষা শতসহস্রগুণে অধিক ক্ষমতা ছিল, তাহা বিবেচনা করিতে পারিবেন।

THE FAMOUS ELIXIR OF LIFE PREPARED FROM BALM.

"In the proper season of the year, when the herb is at its full growth, and, consequently, its juices in their whole vigor, gather at the fittest time of the day a sufficient quantity of *balm*, wipe it clean, and pick it; then put it in a stone mortar, and, by laborious beating, reduce it into a thin pap.

Take this glutinous and oderiferous substance and put it into a bolt-head, which is to be hermetically sealed, and then place it in a dunghill, or some gentle heat equivalent thereto, where it must digest for forty days.

When it is taken out, the matter will appear clearer than ever, and have a quicker scent. Then *separate* the grosser parts, which, however, are not to be thrown away. Put this liquid into a gentle bath, that the remaining gross particles may perfectly subside. In the meantime, dry calcine, and extract the *fixed* salt of the grosser parts, separated as before mentioned, which fixed salt is to be joined to the liquor when filtrated.

Next take *sea salt*, well purified, melt it, and by setting it in a cold place, it will run, and become clear and limpid. Take equal parts of both liquors, mix them thoroughly, and having hermetically sealed them in a proper glass, let them be carefully exposed to the sun, in the warmest season of the year, for about six weeks. At the end of this space, the *primum ens* of the balm will appear swimming on the top like a bright green oil, which is to be carefully separated and preserved. Of this *oil, a few drops taken in a glass of wine* for several days together will bring to pass those wonders that are reported of the Countess of Desmond and others; *for it will entirely change the juices of the human body,* reviving the decaying frame of life, *and restoring the spirits of long lost youth.*"

The author who records this curious and wonderful discovery, remarks, "If after the medicine is thus prepared, any doubt be had of its efficacy, or of its manner of operation let a few drops be given every day on raw meat to any old dog or cat, and in less than a fortnight, by the changing of their coats and other incontestable changes, the virtue of this preparation will sufficiently appear."

This is the preparation of balm which Mr. Boyle (the celebrated chemist) mentions in his works; and in which he tells us that "*Dr. Le Fevre*" gave him an account of it, "in the presence of a famous physician, and another virtuoso, to whom he applied, as knowing the truth of what he said, that an intimate friend of his, whom," says Mr. Boyle, "he named to me, having prepared the *primum ens* of balm, to satisfy himself the better of its effects, made a trial upon himself, and took of it according to the prescription, for above a fortnight; long before which, his nails, both of his hands and feet, began to loosen themselves from the skin, (but without pain), which, at length, falling off of their own accord, this gentleman keeps yet by him in a box for a rarity; but would not pursue the trial any farther, being satisfied with what he had found, and being in no need of such physic; but having given of the same medicated wine, for ten or twelve days to a woman that served in his house, and who was near seventy years of age, without letting her know what he expected it would do, the peculiar signs of youth in females became so apparent that she was alarmed, and he did not prosecute the experiment any farther. And when I asked," says Mr. Boyle, "why he made no trials upon beasts, it was answered, that though he had but little of the medicine, yet he put apart an *old* hen, and moistening her food with some drops of it for a week, about the sixth day she began to moult her feathers by degrees till she became stark naked; but before a fortnight was passed, she began to regain others, which, when they were come to their full growth, appeared fair and better coloured than at first."

And he added, "that besides that her crest was raised, she also laid more eggs than she was wont to do before."

অথ বিষ-প্রতিকার।

বিষ দুইপ্রকার স্থাবর ও জঙ্গম উভয়বিধ বিষই প্রাণীদিগের প্রাণনাশক। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে কথিত হইবে, এইক্ষণ সর্পবিষপ্রতিকার কথিত হইতেছে।

অথ সর্পবিষ-প্রতিকার।

সর্পসকল অশীতিপ্রকার বিষবিদ্যাবিৎবৈদ্যগণ তাহাদিগকে পঞ্চ-

শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন যথা—দর্ব্বীকর, মণ্ডলী, রাজীমন্ত, নির্ব্বিষ ও বৈকরঞ্জ। যে সকল সর্পের মস্তকে চক্র, লাঙ্গল, ছত্র, স্বস্তিক অথবা অঙ্কুশাকার চিহ্ন থাকে, তাহাদিগকে দর্ব্বীকর বলে। দর্ব্বীকর সর্প ফণাবিশিষ্ট ও শীঘ্রগামী। যে সকল সর্প বিবিধ মণ্ডলাকার চিহ্নে চিত্রিত, স্থূল, মন্দগামী ও প্রদীপ্তসূর্য্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট তাহাদিগকে মণ্ডলী বলে এবং চাকচৈক্যশালী ও শরীরের উর্দ্ধাধোভাগে বিবিধবর্ণ রেখাকার চিহ্নদ্বারা চিত্রিত যে সকল সর্প তাহাদিগকে রাজীমন্ত বলে। মুক্তা কিম্বা রৌপ্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট অথবা কপিলবর্ণ সর্পকেও রাজীমন্ত বলিয়া থাকে।

সর্পসকল চারি জাতি, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যে সকল সর্পের শরীরে সদ্‌গন্ধ ও স্বর্বর্ণের ন্যায় আভা আছে, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ জাতি বলে। যে যে সর্প চাকচৈক্যশালী ও আশুক্রোধী তাহারা ক্ষত্রিয়জাতি, যাহাদিগের শরীরে চন্দ্র, সূর্য্য, ছত্র বা পদ্মের ন্যায় চিহ্ন থাকে, যাহাদিগের শরীর কৃষ্ণ, রক্ত, ধূম্র অথবা পারাবতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং যাহাদের শরীর বজ্রবদ্‌ দৃঢ় তাহারা বৈশ্যজাতি এবং যেসকল সর্পের শরীর মহিষ কিম্বা হস্তির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, চর্ম্ম অতি কর্কশ তাহারা শূদ্র জাতি।

সর্পমাত্রই পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক এই তিনপ্রকার, যে সকল সর্পের চক্ষু, জিহ্বা, মুখ ও মস্তক বৃহৎ তাহারা পুরুষ। যাহাদের চক্ষু প্রভৃতি ক্ষুদ্র তাহারা স্ত্রী এবং যাহাদের মধ্যমাকার তাহারা নপুংসক। নপুংসক সর্প ক্রোধহীন ও মন্দবিষ অর্থাৎ তাহাদের বিষ শীঘ্র সঞ্চরণ করে না।

সর্পদংশন তিনপ্রকার যথা—সর্পিত, রদিত ও নির্ব্বিষ। যে দংশনে একটি অথবা অনেক গুলি দন্তের গভীর চিহ্ন রক্তবিশিষ্ট হইয়া ফুলিয়া উঠে ও দংশন স্থান বিস্তৃত হয় তাহাকে সর্পিত বলে। যে দংশনস্থানে রক্ত, নীল, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয় তাহাকে রদিত বলাযায়। যদি দংশনস্থান ফুলিয়া না উঠে, অল্প দূষিতরক্তবিশিষ্ট হয় ও রোগী প্রকৃত অবস্থায় থাকে, তাহাকে নির্ব্বিষ দংশন বলিয়া থাকে।

রোগীর লক্ষণদৃষ্টে সর্পনির্ণয়।

দর্ব্বীকর সর্পদংশনে দষ্টব্যক্তির চর্ম্ম, চক্ষু, নখ, দন্ত, মূত্র, পুরীষ ও দংশনস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শরীরের রুক্ষতা, মস্তকের ভার, সন্ধিস্থানে বেদনা, কটী, পৃষ্ঠ ও গ্রীবার দুর্ব্বলতা, জৃম্ভণ, কম্প, বাক্যের অবসন্নতা, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, শরীরের জড়তা, শুষ্ক উদ্‌গার, শ্বাস, কাস, হিক্কা, বায়ুর উর্দ্ধগতি, বেদনা, বমনের ইচ্ছা, তৃষ্ণা, লালাস্রাব, ফেননিঃসরণ, ইন্দ্রিয়ের অবরোধ এবং বায়ুজন্য অন্যান্যপ্রকার যাতনা জন্মে।

মণ্ডলী সর্প দংশন করিলে রোগীর ত্বক্ ও চক্ষু প্রভৃতির পীতবর্ণতা, শীতলদ্রব্যের অভিলাষ, শরীরের উত্তাপ, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, মূর্চ্ছা, জ্বর, উর্দ্ধাধোভাগে শোণিতনিঃসরণ, মাংসের অবসাদন অর্থাৎ মাংস ধরিয়া টানিলে খসিয়া পড়ে। দংশনস্থানে বেদনা, পীতবর্ণ দংশন ও কোপনস্বভাব এইসকল লক্ষণ হয় এবং পিত্তজন্য অপরাপর লক্ষণ হইয়া থাকে।

রাজীমন্তের বিষে চর্ম্ম ও চক্ষুঃ প্রভৃতির শুক্লতা, শীতজ্বর, রোমহর্ষ, শরীরের স্তব্ধতা, দংশনস্থানের স্ফীততা, গাঢ় কফস্রাব, বমন, সর্ব্বদা চক্ষুর কণ্ডূ, কণ্ঠদেশের স্ফীততা ও ঘড় ঘড় শব্দ, উচ্ছ্বাস-নিরোধ ও অন্ধকার দর্শন এবং কফজন্য অন্যান্য উপদ্রব হইয়া থাকে।

পুরুষসর্প দংশন করিলে রোগীর উর্দ্ধদৃষ্টি হয়, স্ত্রীসর্প দংশন করিলে অধোদৃষ্টি এবং নপুংসক সর্প দংশন করিলে রোগীর দৃষ্টি তির্য্যক্‌ভাবে স্থির হইয়া থাকে। গর্ভিণী সর্পিণী দংশনে রোগীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও উদরের আধ্মান জন্মে। নবপ্রসূতা সর্পিণী দংশন করিলে শূল, বেদনা, রক্তস্রাব ও উপজিহ্বিকা অর্থাৎ আল জীবের রোগ এইসকল উপসর্গ জন্মে। ক্ষুধার্ত্ত সর্প দংশন করিলে রোগীর অন্নে অভিলাষ জন্মে। বৃদ্ধসর্প দংশনে বিষবেগ মন্দ হয়। বালসর্পদংশনে বিষবেগ তীব্র হয়। নির্ব্বিষ সর্পদংশনে কোনরূপ বিষ-যাতনা প্রকাশ হয় না। অন্ধসর্পদংশনে রোগী অন্ধ হয়। অজাগর সর্পের বিষ নাই; তাহারা গ্রাস করিয়া প্রাণনাশ করে।

সকলপ্রকার সর্পবিষের সাতটি বেগ আছে। মনুষ্যশরীরে রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি ধাতু আছে। বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ রসধাতু তৎপরে রক্তধাতু দূষিত করে, এইরূপে ক্রমতঃ সপ্তধাতুকে দূষিত করিয়া থাকে। এইরূপ এক এক ধাতু দূষিত করাকে বিষের এক এক বেগ বলিয়া থাকে।

দর্ব্বীকর বিষের প্রথমবেগে রোগীর শোণিত দূষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং দেহে যেন কৃষ্ণপিপীলিকা সঞ্চরণ করে, এই মত বোধ হয়। দ্বিতীয়বেগে মাংস দূষিত হইয়া শরীর কৃষ্ণবর্ণ করে এবং শরীর স্ফীত হইতে থাকে তৃতীয়বেগে মেদঃ দূষিত হয় এবং দংশনস্থানে ক্লেদ জন্মে। মস্তক ভার, ঘর্ম্মনিঃসরণ ও দৃষ্টির স্থিরতা এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। চতুর্থবেগে কফজনিত সকলপ্রকার উপদ্রব, তন্দ্রা, লালাস্রাব ও সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট হয়। পঞ্চমবেগে বিষ অস্থিমধ্যে প্রবেশ করিয়া অস্থিদূষিত করে, পার্শ্বভেদ ও হিক্কা জন্মায় এবং প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে। ষষ্ঠবেগে বিষ মজ্জামধ্যে প্রবেশ করিয়া গ্রহণী দূষিত করে এবং শরীরের গুরুতা, অতিসার, হৃদয়ের পীড়া ও মূর্চ্ছা এইসকল উপদ্রব জন্মায়। সপ্তমবেগে বিষ শুক্রমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ব্যানবায়ুকে প্রকুপিত করে, লোমকূপ প্রভৃতি সূক্ষ্মদ্বার হইতে কফস্রাব, কটি ও পৃষ্ঠভঙ্গ, ইন্দ্রিয়রোধ, লালাস্রাব, স্বেদনিঃসরণ ও শ্বাসরোধ হইয়া থাকে।

মণ্ডলীসর্পের বিষের প্রথমবেগে শোণিত দূষিত হইয়া অতিশয় শীতল হয়। শরীরে দাহ জন্মে এবং শরীর পীতবর্ণ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়বেগে মাংস দূষিত হইয়া পীতবর্ণ হয় এবং শরীরে দাহ ও দংশনস্থান স্ফীত হইয়া থাকে। তৃতীয়বেগে মেদ দূষিত ও দৃষ্টিস্থির হয়। তৃষ্ণা এবং দংশনস্থানে ক্লেদ জন্মে ও ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতে থাকে। চতুর্থবেগে বিষ কোষ্ঠদেশে প্রবেশ করিয়া জ্বর জন্মায়। পঞ্চমবেগে সর্ব্বশরীরে দাহ হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগে দর্ব্বীকরের ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগের লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

রাজীমন্তবিষের প্রথমবেগে রক্ত দূষিত হইয়া শরীরকে পীতবর্ণ করে। শরীরে ঈষৎ শ্বেতবর্ণের আভা দৃষ্ট হয় এবং রোমাঞ্চ হইতে থাকে। দ্বিতীয়বেগে মাংস দূষিত, শরীর পাণ্ডুবর্ণ, দেহের জড়তা ও মস্তকের স্ফীততা জন্মে। তৃতীয়বেগে মেদদূষিত, দৃষ্টিস্থির, দন্ত ক্লিন্ন, ঘর্ম্মনিঃসরণ এবং নাসিকা ও চক্ষু হইতে রক্তস্রাব এইসকল উপদ্রব

জন্মে। চতুর্থবেগে বিষ কোষ্ঠদেশে প্রবেশ করে এবং গ্রীবা সঞ্চালনশক্তি রহিত ও মস্তক ভার হয়। পঞ্চমবেগে বাক্যহীনতা, কম্প ও জ্বর হইয়া থাকে। ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগে পূর্ব্বোক্ত দর্ব্বীকর বিষের ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগের ন্যায় লক্ষণ হয়।

পশুদিগের শরীরে সর্পাঘাত হইলে প্রথমবেগে শরীর স্ফীত হয় এবং তাহারা দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে থাকে। দ্বিতীয়বেগে লালাস্রাব ও অঙ্গকৃষ্ণবর্ণ হয় এবং হৃদয়ে পীড়া জন্মে। তৃতীয়বেগে মস্তকের পীড়া জন্মে এবং কণ্ঠ ও গ্রীবা ভঙ্গ হয়। চতুর্থবেগে পশুগণ কাঁপিতে থাকে, নিশ্চেষ্ট হয়, দন্তে দন্তে পেষণ করে এবং প্রাণত্যাগ করে। কেহ কেহ বলেন পশুদিগের সর্পাঘাত হইলে তিনটি মাত্র বেগ হইয়া থাকে, তাহাতেই তাহারা প্রাণত্যাগ করে।

পক্ষীদিগের সর্পাঘাত হইলে প্রথমবেগে তাহারা চিন্তিত ও নিশ্চেষ্ট হয়। দ্বিতীবেগে বিহ্বল হয় এবং তৃতীয়বেগে প্রাণত্যাগ করে। কেহ কেহ বলেন পক্ষীদিগের সর্পাঘাত হইলে একটিমাত্র বেগ জন্মিয়া থাকে তাহাতেই পক্ষীগণ প্রাণত্যাগ করে। বিড়াল ও বেজির শরীরে সর্পাঘাত হইলে অধিক বিষ সঞ্চারিত হইতে পারে না।

অথ সর্পবিষ-চিকিৎসা।

যেপ্রকার সর্পই হউক হস্তে বা পদে দংশন করিলে দংশনস্থানের চারি অঙ্গুলি উপরে কোন প্রকার কোমল রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিবে। ইহাতে বিষ দেহমধ্যে সঞ্চরণ করিতে পারে না। অনন্তর বন্ধনের নিম্নদেশপর্য্যন্ত ছেদন করিয়া দগ্ধ করিবে। অথবা বস্তিযন্ত্র (শিঙ্গার ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র) দ্বারা বিষ চুষিয়া লইবে। মণ্ডলীসর্পের দংশনে কদাচ দগ্ধ করিবে না, মন্ত্রচিকিৎসকেরা মন্ত্রদ্বারাও বিষবন্ধন করিয়া থাকেন।

বিষ সঞ্চরণকালে দংশনস্থানের চতুর্দ্দিকস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তস্রাব করাইবে। রক্ত নিঃসারিত হইলে তাহার সহিত অনেকপরিমাণে বিষ নির্গত হইয়া যায়। অনন্তর দংশনস্থানের চতুর্দ্দিকে অগদপ্রলেপ দিয়া শ্বেতচন্দন ও বেণার মূল মিশ্রিত জলদ্বারা দংশনস্থান সিক্ত করিবে। তৎপরে সর্পের জাতি অনুসারে ঔষধ পান করাইবে। দুগ্ধ, মধু ও ঘৃতপ্রভৃতি ঔষধের অনুপান দিবে। এইসকলের অভাবে কৃষ্ণবর্ণ বল্মীকমৃত্তিকাও ঔষধের অনুপানে ব্যবহৃত হয়। অথবা কাঞ্চনবৃক্ষ, শিরীষবৃক্ষ, আকন্দ ও লতাকট্‌কি এইসকলও ঔষধের অনুপান হইতে পারে। সর্পদংশন হইলে তৈল, কুলত্থকলাই, মদ্য, অথবা কাঁজী পান করিবে না। অম্ল বমনকারক দ্রব্য অতি অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ পান করিয়া পুনঃ পুনঃ বমন করিবে।

ফণাবিশিষ্ট সর্পের প্রথম বিষবেগে রক্তমোক্ষণ, দ্বিতীয়বেগে মধু ও ঘৃত সহযোগে ঔষধপান, তৃতীয়বেগে বিষনাশক নস্য ও অভ্যঞ্জন প্রয়োগ করিবে, চতুর্থবেগে বমন করাইবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠবেগে প্রথমতঃ বমন ও বিরেচন করাইয়া তীক্ষ্ণশোধনদ্রব্য প্রদান করিবে। সপ্তমবেগে তীক্ষ্ণশিরোবিরেচক নস্য ও তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে এবং কাকপদ আকারে মস্তকমুণ্ডিত করিবে, অথবা সেই স্থানের রক্ত মাংস তুলিয়া লইবে।

মণ্ডলীসর্পবিষের প্রথমবেগে রক্তমোক্ষণ, দ্বিতীয়বেগে ঘৃত মধুসহ অগদপান ও বমন করাইয়া ঘৃতমধুযুক্ত যবমণ্ড পান করাইবে। তৃতীয়বেগে বমন ও বিরেচনদ্বারা শরীর শোধন করিয়া পূর্ব্ববৎ যবমণ্ড পান করাইবে। চতুর্থে ও পঞ্চমে শীতল চিকিৎসা করিবে। ষষ্ঠে কাকোল্যাদিগণ ও মধুরাদিগণ এবং সপ্তমে বিষবিনাশক নস্য সেবন করাইবে।

রাজিমন্তবিষের প্রথমবেগে রক্তমোক্ষণ, দ্বিতীয়বেগে বমন, তৃতীয়বেগে নস্য ও অঞ্জন, চতুর্থে বমন ও ঘৃতমধুযুক্ত যবমণ্ড পান, পঞ্চমে শীতল চিকিৎসা, ষষ্ঠে তীক্ষ্ণ অঞ্জন এবং সপ্তমবেগে নস্য প্রয়োগ করিবে।

গর্ভিণী, বালক ও বৃদ্ধের রক্তমোক্ষণ না করিয়া মৃদু প্রক্রিয়া করিবে। ছাগ কিম্বা গর্দ্দভের সর্পাঘাত হইলে তাহাদিগেরও রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য। ঔষধের যেরূপ মাত্রা উক্ত আছে, গো ও অশ্বের পক্ষে তাহার দ্বিগুণ, মহিষ ও উষ্ট্রের পক্ষে তিনগুণ, হস্তীর পক্ষে চারিগুণ মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অঞ্জনের পরিমাণ একমাষা, নস্যের দুইমাষা, পানের চারিমাষা এবং বমনের আটমাষা পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বিষদ্বারা শরীর বিবর্ণ, কঠিন, স্ফীত ও বেদনান্বিত হইলে শীঘ্র রক্তস্রাব করাইবে। বিষার্ত্তরোগী ক্ষুধার্ত্ত হইলে বিবেচনাপূর্ব্বক দধি, তক্র, ঘৃত, মধু কিম্বা মাংসরস আহার প্রদান করিবে।

রোগীর পিত্তজন্য তৃষ্ণা, দাহ ও ঘর্ম্ম উপস্থিত হইলে তীক্ষ্ণ ঔষধদ্বারা বমন করাইবে। মলরোধ ও বায়ুরুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠদাহ, বেদনা, আধ্মান ও মূত্ররোধ হইলে বিরেচন করাইবে। চক্ষু বিবর্ণ, স্ফীত বা আবিল হইলে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। মস্তকের যাতনা, শরীরের গুরুতা, আলস্য, হনুস্তম্ভ ও গলগ্রহ ইত্যাদি উপদ্রব ঘটিলে নস্য প্রয়োগ করিয়া শিরোবিরেচন করিবে।

শরীরে বিষ সঞ্চার হইলে তাহা নিঃশেষে নির্গত করা কর্ত্তব্য। কিঞ্চিন্মাত্র বিষ শরীরমধ্যে থাকিয়া গেলে পুনর্ব্বার তাহার বেগ জন্মে এবং শরীরের অবসন্নতা, বিবর্ণতা, জ্বর, কাস, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, অরুচি ও পীনস, এইসকল রোগ হইয়া থাকে। অতএব নিম্নলিখিত ঔষধদ্বারা বিষ নিঃশেষিত করিবে।

তেউড়ী, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কুঁচের মূল, পঞ্চলবণ, শুঠী, পিপ্পলী ও মরিচ এইসকল দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিবে। অনন্তর এই ঔষধ গোশৃঙ্গমধ্যে রাখিবে। এই ঔষধ পানে, অঞ্জনে, অভ্যঙ্গে ও নস্যে প্রয়োগ করিলে বিষ নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গ, নিমুখালতা, ত্রিফলা, যমানী, হিঙ্গু, তগরপুষ্প ও ত্রিকটু, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, সৈন্ধব ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া গোশৃঙ্গ মধ্যে রাখিয়া ঐ শৃঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। একপক্ষ পরে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে স্থাবর ও জঙ্গম বিষ বিনষ্ট হয়।

পুণ্ডরিয়াবৃক্ষ, দেবদারু, মুথা, শৈলজ, কটুকি, গেঁঠেলা, গন্ধতৃণ, পদ্মকাষ্ঠ, নাগকেশর, তালীশপত্র, স্থবর্চ্চিকা (লতাবিশেষ) শোণাবৃক্ষ, এলাচি, কালনিসিন্দা, কুড়, তগরপাদুকা, প্রিয়ঙ্গু, লোধ্র, বালা, কাঞ্চনবৃক্ষ, গৈরিক, পিপ্পলী, চন্দন ও সৈন্ধব এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গোশৃঙ্গমধ্যে রাখিবে। এই ঔষধ সেবনে তক্ষকবিষও বিনাশ পায়।

জটামাংসী রেণুক, ত্রিফলা, নিসিন্দা, কুঁচের মূল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, তালীশপত্র, এলবালুক, এলাচি, কুড়, তেজপত্র, রক্তচন্দন,

বামনহাটী, নিমুখালতা, পটোল, অপামার্গ, দণ্ডোৎপল, কর্কটবীজ, কৃষ্ণ-তেউড়ী, অশোক, গুবাক, সুরসাফুল, ভেলারফুল, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক এবং বরাহ, গোধা, ময়ূর, শজারু, বিড়াল, হরিণ ও বেজি ইহা-দিগের পিত্ত। এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া গোশৃঙ্গ মধ্যে রাখিবে। এই ঔষধ যে গৃহে থাকে সেই গৃহে বিষধর সর্প বিষ ত্যাগ করিতে পারে না। ঢাক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে এই ঔষধ লেপন করিয়া বাদন করিলে অথবা পতাকাতে লেপন করিয়া প্রদর্শন করিলে সর্পবিষ বিনষ্ট হয়।

লাক্ষা, রেণুক, বেণারমূল, সজিনাবৃক্ষ, মধু, রক্তসজিনা, যষ্টিমধু, এবং এলাইচ এইসকলের চূর্ণ সমভাগে হরিদ্রার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে গোশৃঙ্গ মধ্যে স্থাপন করিবে। এই ঔষধ পানে, নস্যে ও অঞ্জনে প্রয়োগ করিলে মৃতপ্রায়ব্যক্তিও আরোগ্য লাভ করে।

চালিতা, কট্‌ফল, টাবালেবু, অপরাজিতালতা, গিরিমৃত্তিকা, অপামার্গ, শর্করা এইসকল দ্রব্য নটিয়াশাকের সহিত সেবন করিলে দর্ব্বীকর ও রাজীমন্ত সর্পের বিষ বিনষ্ট হয়।

দ্রাক্ষা, রাস্না, গিরিমৃত্তিকা ও মঞ্জিষ্ঠা, এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ, কয়েৎ, বিল্ব, দাড়িম ও সুরসাপত্র ইহাদিগের প্রত্যেকে দুইভাগ, কাল-নিসিন্দা, আস্ফোতামূল ও মনঃশিলা প্রত্যেকে অর্দ্ধভাগ, এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া মধুসহ প্রয়োগ করিলে মণ্ডলীসর্পের বিষ বিনাশ পায়।

বাঁশের ছাল, আদা, আমলকী, কয়েৎ, ত্রিকটু, গুলঞ্চ, কুড়, করঞ্জা-বীজ, তগরপুষ্প, শিরীষপুষ্প, গোরোচনা, লতাফট্‌কী, এইসকল ঔষধ লেপনে, অঞ্জনে ও নস্যে প্রয়োগ করিলে, মাকড়সা, ইন্দুর, সর্প ও অন্যান্য কীটের বিষ বিনষ্ট হয়।

কুড়, ত্রিকটু, দারুহরিদ্রা, মৌলফুল, সৈন্ধব, করকচ, মালতীপুষ্প এবং মধুরাদিগণ এইসকল দ্রব্য কয়েতের রস, শর্করা ও মধু সহযোগে সেবন করিলে মূষিকাদির বিষ বিনাশ পায়।

সোমরাজীর বীজ ও পুষ্প, লতাকট্‌কী, নিসিন্দাবৃক্ষ, পিড়িংশাক, বরুণবৃক্ষ, কুড়, চতুর্জ্জাত (দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র ও নাগকেশর), চামকষা, শিরীষপুষ্প, সোদালপুষ্প, আকন্দপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, আম্র, অম্লকুচা, ঝিণ্টীপুষ্প, এইসকল দ্রব্যের রস সেবন করিলে বিষ বিনষ্ট হয়।

—

অথাতঃ সর্পদষ্টবিষবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ধন্বন্তরিং মহা-প্রাজ্ঞং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্। পাদয়োরুপসংগৃহ্য সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি॥ সর্পসংখ্যাং বিভাগঞ্চ দষ্টলক্ষণমেব চ। জ্ঞানঞ্চ বিষবেগানাং ভগবন্! বক্তুমর্হসি॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রাব্রবীত্তিষজাংবরঃ। অসংখ্যা বাসুকি-মুখা বিখ্যাতাস্তক্ষকাদয়ঃ॥ মহীধরাশ্চ নাগেন্দ্রা হুতাগ্নিসমতেজসঃ। যেচাপ্যজস্রং গর্জ্জন্তি বর্ষন্তি চ তপন্তি চ। সসাগরা গিরিদ্বীপা যৈরিয়ং ধার্য্যতে মহী। ক্রুদ্ধা নিঃশ্বাসদৃষ্টিভ্যাং যে হন্যুরখিলং জগৎ॥ নমস্তেভ্যোঽস্তি নো তেষাং কার্য্যং কিঞ্চিচ্চিকিৎসয়া। যে তু দংষ্ট্রাবিষা ভৌমা যে দশন্তি চ মানুষান্॥ তেষাং সংখ্যাং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ। অশীতিস্ত্বেব সর্পাণাং ভিদ্যতে পঞ্চধা তু সা॥ দর্ব্বীকরা মণ্ডলিনো রাজিমন্তস্তথৈব চ। নির্ব্বিষা বৈকরঞ্জাশ্চ ত্রিবিধাস্তে পুনঃ স্মৃতাঃ॥ দর্ব্বীকরা মণ্ডলিনো রাজিমন্তশ্চ পন্নগাঃ। তেষু দর্ব্বীকরা জ্ঞেয়া বিংশতিঃ ষট্ চ পন্নগাঃ॥ দ্বাবিংশতির্মণ্ডলিনো রাজিমন্তস্তথা দশ। নির্ব্বিষা দ্বাদশ জ্ঞেয়া বৈকরঞ্জাস্ত্রয়স্তথা॥ বৈকরঞ্জোদ্ভবাঃ সপ্ত চিত্রা মণ্ডলি-রাজিলাঃ। পদাভিমৃষ্টা দুষ্টা বা ক্রুদ্ধা গ্রাসার্থিনোঽপি বা॥ তে দশন্তি মহাক্রোধাস্ত্রিবিধমুচ্যতে। সর্পিতং রদিতং বাপি তৃতীয়মথ নির্ব্বিষম্। সর্পাঙ্গাভিহতং কেচিদিচ্ছন্তি খলুতদ্বিদঃ। পদানি যত্র দন্তানামেকং দ্বে বা বহূনি চ॥ নিমগ্নান্যল্পরক্তানি যান্যাবৃত্য করোতি হি। চঞ্চুমালক-যুক্তানি বৈকৃত্যকরণানি চ॥ সংক্ষিপ্তানি সশোফানি বিদ্যাত্তৎ সর্পিতং ভিষক্। রাজ্যঃ সলোহিতা যত্র নীলাঃ পীতাঃ সিতাস্তথা। বিজ্ঞেয়ং রদিতং তত্তু জ্ঞেয়মল্পবিষঞ্চ তৎ। অশোফমল্পদুষ্টাসৃক্ প্রকৃতিস্থস্য দেহিনঃ। পদং পদানি বা বিদ্যাদবিষং তচ্চিকিৎসকঃ। সর্পস্পৃষ্টস্য ভীরো হি ভয়েন কুপিতোঽনিলঃ। কস্যচিৎ কুরুতে শোফং সর্পাঙ্গাভিহতন্তু তৎ। ব্যাধিতোগ্রদষ্টানি জ্ঞেয়ান্যল্পবিষাণি তু॥ তথাতিবৃদ্ধবালাভিদষ্টমল্পবিষং স্মৃতম্। সুপর্ণদেবব্রহ্মর্ষিযক্ষসিদ্ধনিষেবিতে। বিষঘ্নৌষধিযুক্তে চ দেশে ন ক্রমতে বিষম্। রথাঙ্গলাঙ্গলচ্ছত্রস্বস্তিকাঙ্কুশধারিণঃ। জ্ঞেয়া দর্ব্বী-করাঃ সর্পাঃ ফণিনঃ শীঘ্রগামিনঃ। মণ্ডলৈর্ব্বিবিধৈশ্চিত্রাঃ পৃথবো মন্দ-গামিনঃ॥ জ্ঞেয়া মণ্ডলিনঃ সর্পা জ্বলনার্কসমপ্রভাঃ। স্নিগ্ধা বিবিধবর্ণাভি-স্তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ রাজিভিঃ। চিত্রিতা ইব যে ভান্তি রাজিমন্তস্তু তে স্মৃতাঃ। মুক্তারূপ্যপ্রভা যে চ কপিলা যে চ পন্নগাঃ। সুগন্ধিনঃ সুবর্ণাভাস্তে জাত্যা ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ। ক্ষত্রিয়াঃ স্নিগ্ধবর্ণাস্তু পন্নগা ভৃশকোপনাঃ॥ সূর্য্যচন্দ্রাকৃতিচ্ছত্রলক্ষ্ম তেষাং তথাম্বুজম্। কৃষ্ণা বজ্রনিভা যে চ লোহিতা বর্ণতস্তথা। ধূম্রাঃ পারাবতাভাশ্চ বৈশ্যাস্তে পন্নগাঃ স্মৃতাঃ॥ মহিষ-দ্বীপিবর্ণাভাস্তথৈব পরুষত্বচঃ। ভিন্নবর্ণাশ্চ যে কেচিচ্ছূদ্রাস্তে পরি-কীর্ত্তিতাঃ॥ কোপযত্যনিলং জন্তোঃ ফণিনঃ সর্ব্ব এব তু। পিত্তং মণ্ডলিনশ্চাপি কফঞ্চানেকরাজয়ঃ॥ অপত্যমসবর্ণাভ্যাং বিদোষকর-লক্ষণম্। জ্ঞেয়ৌ দোষৈশ্চ দম্পত্যোর্ব্বিশেষশ্চাত্র বক্ষ্যতে। রজন্যাঃ পশ্চিমে যামে সর্পাশ্চিত্রাশ্চরন্তি হি। শেষেষূক্তা মণ্ডলিনো দিবাদর্ব্বী-করাঃ স্মৃতাঃ। দর্ব্বীকরাস্তু তরুণা বৃদ্ধা মণ্ডলিনস্তথা। রাজিমন্তো বয়োমধ্যে জায়ন্তে মৃত্যুহেতবঃ॥ নকুলাকুলিতা বালা বারিবিপ্রহতাঃ কৃশাঃ। বৃদ্ধা মুক্তত্বচো ভীতাঃ সর্পাস্ত্বল্পবিষাঃ স্মৃতাঃ॥

তত্র দর্ব্বীকরাঃ।—কৃষ্ণসর্পো মহাকৃষ্ণঃ কৃষ্ণোদরঃ শ্বেতকপোতো মহাকপোতো বলাহকো মহাসর্পঃ শঙ্খপালো লোহিতাক্ষো গবেধুকঃ পরিসর্পঃ খণ্ডফণঃ ককুদঃ পদ্মো মহাপদ্মো দর্ভপুষ্পো দধিমুখঃ পুণ্ডরীকো ভ্রুকুটীমুখো বিষ্কিরঃপুষ্পাভিকীর্ণো গিরিসর্প ঋজুসর্পঃ শ্বেতোদরো মহা-শিরা অলগর্দ্দো আশীবিষ ইতি॥

মণ্ডলিনস্তু।—আদর্শমণ্ডলঃ শ্বেতমণ্ডলো রক্তমণ্ডলশ্চিত্রমণ্ডলঃ পৃষতো রোধ্রপুষ্পো মিলিন্দকো গোনসো বৃদ্ধগোনসঃ পনসো মহাপনসো বেণু-পত্রকঃ শিশুকো মদনঃ পালিংহিরঃ পিঙ্গলস্তন্তুকঃ পুষ্পপাণ্ডুঃ ষড়ঙ্গোঽগ্নিকো বভ্রুঃ কষায়ঃ কলুষঃ পারাবতো হস্তাভরণশ্চিত্রক এণীপদ ইতি॥

রাজিমন্তস্তু।—পুণ্ডরীকো রাজিচিত্রোঽঙ্গুলরাজির্বিন্দুরাজিঃ কর্দ্দমক-স্তৃণশোষকঃ সর্ষপকঃ শ্বেতহনুর্দ্দর্ভপুষ্পশ্চক্রকো গোধূমকঃ কিক্কিসাদ ইতি।

নির্ব্বিষাস্তু।—গলগোলী শূকপত্রোঽজগরো দিব্যকো বর্ষাহিকঃ পুষ্পশকলী জ্যোতীরথঃ ক্ষীরিকা পুষ্পকোঽহিপতাকোঽন্ধাহিকো গৌরাহিকো বৃক্ষেশয় ইতি॥

বৈকরঞ্জাস্তু ত্রয়াণাং দর্ব্বীকরাদীনাং ব্যতিকরাজ্জাতাঃ। তদ্যথা। মাকুলিঃ পোটগলঃ স্নিগ্ধরাজিরিতি। তত্র কৃষ্ণসর্পেণ গোনস্যাং বৈপরীত্যেন বা জাতো মাকুলিঃ। রাজিলেন গোনস্যাং বৈপরীত্যেন বা জাতঃ পোটগলঃ। কৃষ্ণসর্পেণ রাজিমত্যাং বৈপরীত্যেন বা জাতঃ স্নিগ্ধরাজিরিতি। তেষামাদ্যস্ত পিতৃবদ্বিষোৎকর্ষো দ্বয়োর্ম্মাতৃবদিত্যেকে॥ ত্রয়াণাং বৈকরঞ্জানাং পুনর্দ্দিব্যেলকরোধ্রপুষ্পকরাজিচিত্রকাঃ পোটগলঃ পুষ্পাভিকীর্ণো দর্পপুষ্পো বেল্লিতকঃ সপ্ততেষামাদ্যাস্ত্রয়ো রাজিলবৎ শেষা মণ্ডলিবৎ। এবমেতেষাং সর্পাণামশীতিরিতি॥

তত্র মহানেত্রজিহ্বাস্যশিরসঃ পুমাংসঃ সূক্ষ্মনেত্রজিহ্বাস্যশিরসঃ স্ত্রিয়ঃ। উভয়লক্ষণমন্দবিষা অক্রোধা নপুংসকা ইতি॥

তত্র সর্ব্বেষাং সর্পাণাং সামান্যত এব দষ্টলক্ষণং বক্ষ্যামঃ কিং কারণং বিষং হি নিশিতনিস্ত্রিংশাশনিহুতবহদেশ্যমাশুকারি মুহূর্ত্তমপ্যুপেক্ষিতমাতুরমতিপাতয়তি। ন চাবকাশোঽস্তি বাক্সমূহমনুসর্ত্তুম্॥

প্রত্যেকমপি দষ্টলক্ষণেঽভিহিতে সর্ব্বত্র ত্রৈবিধ্যং ভবতি। তস্মাত্রৈবিধ্যমেব বক্ষ্যামঃ। এতচ্চাতুরহিতমসম্মোহকরঞ্চ। অপি চাত্রৈব সর্ব্বসর্পব্যঞ্জনাবরোধঃ॥

তত্র দর্ব্বীকরবিষেণ ত্বঙ্নয়ননখদশনমূত্রপুরীষদংশকৃষ্ণত্বং রৌক্ষ্যং শিরসো গৌরবং সন্ধিবেদনাকটীপৃষ্ঠগ্রীবাদৌর্ব্বল্যং জৃম্ভণং বেপথুঃ স্বরাবসাদো ঘুর্ঘুরকো জড়তা শুষ্কোদ্গারঃ কাসশ্বাসৌ হিক্কা বায়োরূর্দ্ধগমনং শূলোদ্বেষ্টনং তৃষ্ণা লালাস্রাবঃ ফেণাগমনং স্রোতোঽবরোধস্তাস্তাশ্চ বাতবেদনা ভবন্তি॥

মণ্ডলিবিষেণ ত্বগাদীনাং পীতত্বং শীতাভিলাষঃ পরিধূপনং দাহস্তৃষ্ণা মদো মূর্চ্ছা জ্বরঃ শোণিতাগমনমূর্দ্ধমধশ্চ মাংসানামবশাতনং শ্বয়থুর্দংশকোথঃ পীতরূপদর্শনমাশুকোপস্তাস্তাশ্চ পিত্তবেদনা ভবন্তি। রাজিমদ্বিষেণ শুক্লত্বং ত্বগাদীনাং শীতজ্বরো রোমহর্ষস্তব্ধত্বং গাত্রাণামাংশশোফঃ সান্দ্রকফপ্রসেকশ্ছর্দ্দিরভীক্ষ্ণমক্ষ্ণোঃ কণ্ডূঃ কণ্ঠে শ্বয়থুর্ঘুর্ঘুরকউচ্ছ্বাসনিরোধস্তমঃপ্রবেশস্তাস্তাশ্চ কফবেদনা ভবন্তি। পুরুষাভিদষ্ট ঊর্দ্ধং প্রেক্ষতেঽধস্তাৎ স্ত্রিয়া সিরাশ্চোত্তিষ্ঠন্তি ললাটে। নপুংসকাভিদষ্টস্তির্য্যক্প্রেক্ষী ভবতি। গর্ভিণ্যা পাণ্ডুমুখোধ্মাতশ্চ। সূতিকয়া শূলার্ত্তো রুধিরং মেহত্যুপজিহ্বিকা চাস্য ভবতি। গ্রাসার্থিনান্নং কঙ্ক্ষতি। বৃদ্ধেন মন্দা বেগাশ্চ। বালেনাশু মৃদবশ্চ নির্ব্বিষেণাবিষলিঙ্গম্। অন্ধাহিকেনান্ধত্বমিত্যেকে। গ্রসনাদজগরঃ শরীরপ্রাণহরো ন বিষাৎ। তত্র সদ্যঃ প্রাণহরাহিদষ্টঃ পততি শস্ত্রাশনিহত ইব ভূমৌ স্রস্তাঙ্গঃ স্বপিতি॥

তত্র সর্ব্বেষাং সর্পাণাং বিষস্য সপ্ত বেগা ভবন্তি॥ তত্র দর্ব্বীকরাণাং প্রথমে বেগে বিষং শোণিতং দূষয়তি তৎপ্রদুষ্টং কৃষ্ণতামুপৈতি তেন কার্ষ্ণ্যং পিপীলিকাপরিসর্পণমিব চাঙ্গে ভবতি। দ্বিতীয়ে মাংসং দূষয়তি তেনাত্যর্থং কৃষ্ণতা শোফো গ্রন্থয়শ্চাঙ্গে ভবন্তি। তৃতীয়ে মেদো দূষয়তি তেন দংশক্লেদঃ শিরোগৌরবং স্বেদশ্চক্ষুর্গ্রহণঞ্চ। চতুর্থে কোষ্ঠমনুপ্রবিশ্য কফপ্রধানান্দোষান্ দূষয়তি। তেন তন্দ্রাপ্রসেকসন্ধিবিশ্লেষা ভবন্তি। পঞ্চমেঽস্থীন্যনুপ্রবিশতি প্রাণমগ্নিঞ্চ দূষয়তি তেন পর্ব্বভেদো হিক্কা দাহশ্চ ভবতি। ষষ্ঠে মজ্জানমনুপ্রবিশতি গ্রহণীঞ্চাত্যর্থং দূষয়তি তেন গাত্রাণাং গৌরবমতীসারো হৃৎপীড়া মূর্চ্ছা চ ভবতি। সপ্তমে শুক্রমনুপ্রবিশতি ব্যানঞ্চাত্যর্থং কোপয়তি কফঞ্চ সূক্ষ্মস্রোতোভ্যঃ প্রচ্যাবয়তি। তেন শ্লেষ্মবর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবঃ কটীপৃষ্ঠভঙ্গশ্চ সর্ব্বচেষ্টাবিঘাতো লালাস্বেদয়োরতিপ্রবৃত্তিরুচ্ছ্বাসনিরোধশ্চ ভবতি॥

তত্র মণ্ডলিনাং প্রথমে বেগে বিষং শোণিতং দূষয়তি তত্তত্র প্রদুষ্টং পীততামুপৈতি তত্র পরিদাহঃ পীতাবভাসতা চাঙ্গানাং ভবতি। দ্বিতীয়ে মাংসং দূষয়তি, তেনাত্যর্থং পীততাপরিদাহৌ দংশে শ্বয়থুশ্চ ভবতি। তৃতীয়ে মেদো দূষয়তি, তেন পূর্ব্ববচ্চক্ষুর্গ্রহণং তৃষ্ণা দংশে ক্লেদঃ স্বেদশ্চ। চতুর্থে কোষ্ঠমনুপ্রবিশ্য জ্বরমাপাদয়তি পঞ্চমে পরিদাহং সর্ব্বগাত্রেষু করোতি। ষষ্ঠসপ্তময়োঃ পূর্ব্ববৎ॥

রাজিমতাং প্রথমে বেগে বিষং শোণিতং দূষয়তি তৎপ্রদুষ্টং পাণ্ডুতামুপৈতি তেন রোমহর্ষঃ শুক্লাবভাসশ্চ পুরুষো ভবতি। দ্বিতীয়ে মাংসং দূষয়তি তেন পাণ্ডুতাত্যর্থং জাড্যং শিরঃশোফশ্চ ভবতি। তৃতীয়ে মেদো দূষয়তি তেন চক্ষুর্গ্রহণং দংশক্লেদঃ স্বেদো ঘ্রাণাক্ষিস্রাবশ্চ ভবতি। চতুর্থে কোষ্ঠমনুপ্রবিশ্য মন্যাস্তম্ভং শিরোগৌরবং চাপাদয়তি॥ পঞ্চমে বাক্সঙ্গং শীতজ্বরঞ্চ করোতি ষষ্ঠসপ্তময়োঃ পূর্ব্ববদিতি।

ভবন্তি চাত্র।—ধাত্বন্তরেষু যাঃ সপ্তকলাঃ সম্পরিকীর্ত্তিতাঃ। তাস্বেকৈকামতিক্রম্য বেগং প্রকুরুতে বিষম্। যেনান্তরেণ হি কলাং কালকল্পং ভিনত্তি হি। সমীরণেনোহ্যমানং তত্তু বেগান্তরং স্মৃতম্॥ শূনাঙ্গঃ প্রথমে বেগে পশুর্ধ্যায়তি দুঃখিতঃ। লালাস্রাবো দ্বিতীয়ে তু কৃষ্ণাঙ্গঃ পীড্যতে হৃদি। তৃতীয়ে চ শিরোদুঃখং কণ্ঠগ্রীবঞ্চ ভজ্যতে। চতুর্থে বেপতে মূঢ়ঃ খাদন্ দন্তান্ জহাত্যসূন্॥ কেচিদ্বেগত্রয়ং প্রাহুরন্তশ্চৈতেষু তদ্বিদঃ। ধ্যায়তি প্রথমে বেগে পক্ষী মুহ্যত্যতঃ পরম্। দ্বিতীয়ে বিহ্বলঃ প্রোক্তস্তৃতীয়ে মৃত্যুমৃচ্ছতি। কেচিদেকং বিহঙ্গেষু বিষবেগমুশন্তি হি। মার্জ্জারনকুলাদীনাং বিষং নাতিপ্রবর্ত্ততে॥

—

অথাতঃ সর্পদষ্টচিকিৎসিতকল্পং ব্যাখ্যাস্যামঃ। সর্ব্বৈরেবাদিতঃ সর্পৈঃ শাখাদষ্টস্য দেহিনঃ। দংশস্যোপরি বধ্নীয়াদরিষ্টাশ্চতুরঙ্গুলে॥ প্লোতচর্ম্মান্তবল্কানাং মৃদুনান্যতমেন চ। ন গচ্ছতি বিষং দেহমরিষ্টাভির্নিবারিতম্॥ দহেদ্দংশমথোৎকৃত্য যত্র বন্ধো ন জায়তে। আচূষণচ্ছেদদাহাঃ সর্ব্বত্রৈব তু পূজিতাঃ॥ প্রতিপূর্য্য মুখং বস্ত্রৈর্হিতমাচূষণং ভবেৎ। স দষ্টব্যোঽথবা সর্পো লোষ্টো বাপি হি তৎক্ষণম্॥ অথ মণ্ডলিনা দষ্টং ন কথঞ্চন দাহয়েৎ। স পিত্তবিষবাহুল্যাদ্দংশো দাহাদ্বিসর্পতি। অরিষ্টামপি মন্ত্রৈশ্চ বধ্নীয়ান্মন্ত্রকোবিদঃ। সা তু রজ্জ্বাদিভির্ব্বদ্ধা বিষপ্রতিকরী মতা। দেবব্রহ্মর্ষিভিঃ প্রোক্তা মন্ত্রাঃ সত্যতপোময়াঃ। ভবন্তি নান্যথা ক্ষিপ্রং বিষং হন্যুঃ সুদুস্তরম্॥ বিষং তেজোময়ৈর্ম্মন্ত্রৈঃ সত্যব্রহ্মতপোময়ৈঃ। যথা নিবার্য্যতে ক্ষিপ্রং প্রযুক্তৈর্ন্ন তথৌষধৈঃ॥ মন্ত্রাণাং গ্রহণং কার্য্যং স্ত্রীমাংসমধুবর্জ্জিনা। মিতাহারেণ শুচিনা কুশাস্তরণশায়িনা॥ গন্ধমাল্যোপহারৈশ্চ বলিভিশ্চাপি দেবতাঃ। পূজয়েন্মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থং জপহোমৈশ্চ যত্নতঃ॥ মন্ত্রাস্ত বিধিনা প্রোক্তা হীনা বা স্বরবর্ণতঃ। যস্মান্ন সিদ্ধিমায়ান্তি তস্মাদ্যোজ্যোঽগদক্রমঃ॥ সমন্ততঃ সিরাং দংশাদ্বিধ্যেত্তু কুশলো ভিষক্। শাখাগ্রে বা ললাটে বা বেধ্যাস্তা বিসৃতে বিষে। রক্তে নির্হ্রিয়মাণে তু কৃৎস্নং নির্হ্রিয়তে বিষম্। তস্মাদ্বিস্রাবয়েদ্রক্তং সাহ্যস্য পরমা ক্রিয়া॥ সমন্তাদগদৈর্দ্দংশং প্রচ্ছয়িত্বা প্রলেপয়েৎ।

চন্দনোশীরযুক্তেন বারিণা পরিষেচয়েৎ। পায়য়েতাগদাংস্তাংস্তান্ ক্ষীরক্ষৌদ্রঘৃতাদিভিঃ। তদলাভে হিতা বা স্যাৎ কৃষ্ণা বল্মীকমৃত্তিকা। কোবিদারশিরীষার্ককটভীর্ব্বাপি ভক্ষয়েৎ। ন পিবেত্তৈলকৌলত্থমদ্যসৌবীরকাণি চ। দ্রবমন্যত্তু যৎকিঞ্চিৎ পীত্বা পীত্বা তদুদ্বমেৎ। প্রায়ো হি বমনেনৈব সুখং নির্হ্রিয়তে বিষম্॥ ফণিনাং বিষবেগে তু প্রথমে শোণিতং হরেৎ। দ্বিতীয়ে মধুসর্পির্ভ্যাং পায়য়েতাগদং ভিষক্॥ নস্য কর্ম্মাঞ্জনে যুঞ্জ্যাত্তৃতীয়ে বিষনাশনে। বান্তং চতুর্থে পূর্ব্বোক্তাং যবাগূমথ দাপয়েৎ॥ শীতোপচারং কৃত্বাদৌ ভিষক্ পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ। দাপয়েচ্ছোধনং তীক্ষ্ণং যবাগূঞ্চাপি কীর্ত্তিতাম্॥ সপ্তমে ত্ববপীড়েন শিরস্তীক্ষ্ণেন শোধয়েৎ। তীক্ষ্ণমেবাঞ্জনং দদ্যাত্তীক্ষ্ণশস্ত্রেণ মূর্দ্ধ্নি চ॥ কুর্য্যাৎ কাকপদং চর্ম্ম সাসৃগ্বা পিশিতং ক্ষিপেৎ। পূর্ব্বে মণ্ডলিনাং বেগে দর্ব্বীকরবদাচরেৎ॥ অগদং মধুসর্পির্ভ্যাং দ্বিতীয়ে পায়য়েত চ। বাময়িত্বা যবাগূঞ্চ পূর্ব্বোক্তামথ দাপয়েৎ॥ তৃতীয়ে শোধিতং তীক্ষ্ণৈর্যবাগূং পায়য়েদ্ধিতাম্। চতুর্থে পঞ্চমে বাপি দর্ব্বীকরবদাচরেৎ। কাকোল্যাদিহিতঃ ষষ্ঠে পয়শ্চ মধুরো গণঃ। হিতোঽবপীড়ে ত্বগদঃ সপ্তমে বিষনাশনঃ॥ অথ রাজিমতাং বেগে প্রথমে শোণিতং হরেৎ। অগদং মধুসর্পির্ভ্যাং সংযুক্তং পায়য়েত চ॥ বান্তং দ্বিতীয়ে ত্বগদং পায়য়েদ্বিষনাশনম্। তৃতীয়াদিষু ত্রিষ্বেব বিধির্দর্ব্বীকরো হিতঃ। ষষ্ঠেঽঞ্জনং তীক্ষ্ণতমবপীড়শ্চ সপ্তমে। গর্ভিণীবালবৃদ্ধানাং সিরাব্যধবিবর্জ্জিতম্। বিষার্ত্তানাং যথোদ্দিষ্টং বিধানং শস্যতে মৃদু। রক্তাবসেকাঞ্জনানি নরতুল্যান্যজাবিকে। গবাশ্বয়োশ্চ দ্বিগুণং ত্রিগুণং মহিষোষ্ট্রয়োঃ। চতুর্গুণন্তু নাগানাং কেবলং সর্ব্বপক্ষিণাম্॥ পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ সুশীতানবচারয়েৎ। মাত্রকং ত্বঞ্জনক্ষেষ্টং দ্বিগুণং নস্যতো হিতম্। পানে চতুর্গুণং পথ্যাং বমনেঽষ্টগুণং পুনঃ। দেশপ্রকৃতিসাত্ম্যর্ত্তুবিষবেগবলাবলম্॥ প্রধার্য্য নিপুণো বুদ্ধ্যা ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ। বেগানুপূর্ব্বমিত্যেতৎ কর্ম্মোক্তং বিষনাশনম্॥ কর্ম্মাবস্থাবিশেষেণ বিষয়োক্তয়োঃ শৃণু। বিবর্ণে কঠিনে শূনে সরুজেঽঙ্গে বিষার্দ্দিতে॥ তূর্ণং বিস্রাবণং কার্য্যমুক্তেন বিধিনা ততঃ। ক্ষুধার্ত্তমানলপ্রায়ং তদ্বিষার্ত্তং সমাহিতঃ॥ পায়য়েদ্দধিতক্রং বা সর্পিঃ ক্ষৌদ্রং তথা রসম্। তৃড্দাহধর্ম্মসংমোহে পৈত্তং পৈত্তে বিষাতুরম্। শীতৈঃ সংবাহনস্নানপ্রদেহৈঃ সমুপাচরেৎ। শীতে শীতপ্রসেকার্ত্তং শ্লৈষ্মিকং কফকৃদ্বিষম্॥ বাময়েদ্বমনৈস্তীক্ষ্ণৈস্তথা মূর্চ্ছামদান্বিতম্। কোষ্ঠদাহরুজাধ্মানমূত্রসঙ্গরুগন্বিতম্। বিরেচয়েচ্ছকৃদ্বায়ুসঙ্গপিত্তাতুরং নরম্। শূনাক্ষিকূটং নিদ্রার্ত্তং বিবর্ণাবিললোচনম্॥ বিবর্ণকাপি পঞ্চস্তমঞ্জনৈঃ সমুপাচরেৎ। শিরোরুগ্গৌরবালাস্যহনুস্তম্ভগলগ্রহে॥ শিরোবিরেচয়েৎ ক্ষিপ্রং মন্যাস্তম্ভে চ দারুণে। নষ্টসংজ্ঞং বিবৃত্তাক্ষং ভগ্নগ্রীবং বিরেচনৈঃ॥ চূর্ণৈঃ প্রধমনৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিষার্ত্তং সমুপাচরেৎ। তাড়য়েচ্চ সিরাঃ ক্ষিপ্রং তস্য শাখাললাটজাঃ॥ তাস্বপ্রসিচ্যমানাসু মূর্দ্ধ্নি শস্ত্রেণ শস্ত্রবিৎ। কুর্য্যাৎ কাকপদাকারং ব্রণমেবং প্রবর্ত্তন্তি তাঃ॥ সরক্তং চর্ম্মমাংসং বা নিক্ষিপেচ্চাস্য মূর্দ্ধ্নি চ। চর্ম্মবৃক্ষকষায়ং বা চূর্ণং বা কুশলো ভিষক্॥ বাদয়েচ্চাগদৈর্লিপ্তা দুন্দুভীস্তস্য পার্শ্বয়োঃ। লব্ধসংজ্ঞং পুনস্তৈশ্চ মূর্দ্ধকায়শ্চ শোধয়েৎ নিঃশেষং নির্হরেচ্চৈবং বিষং পরমদুর্জ্জয়ম্। অল্পমপ্যবশিষ্টং হি ভূয়ো বেগায় কল্পতে॥ কুর্য্যাদ্বা সাদবৈবর্ণ্যো জ্বরকাসশিরোরুজঃ। শোফশোষপ্রতিশ্যায়তিমিরারুচিপীনসান্॥ তেষু

চাপি যথাদোষং প্রতিকর্ম্ম প্রযোজয়েৎ॥ বিষার্ত্তোপদ্রবাংশ্চাপি যথাস্বং সমুপাচরেৎ॥ অথারিষ্টাং বিমুচ্যাশু প্রচ্ছয়িত্বাঙ্কিতং তথা। দিহ্যাত্তত্র বিষং স্বল্পং ভূয়ো বেগায় কল্পতে॥ এবং ক্রিয়াক্রমৈস্তৈস্তৈরৌষধীভিশ্চ যত্নতঃ। বিষে হৃতগুণে দেহাদ্দা দোষঃ প্রকুপ্যতি॥ তদা পবনমুদ্ধৃত্তং স্নেহাদ্যৈঃ সমুপাচরেৎ। তৈলমৎস্যকুলত্থাম্লৈশ্চ মারুতনাশনৈঃ॥ পিত্তজ্বরহরৈঃ পিত্তং কষায়ৈঃ স্নেহবস্তিভিঃ। কফমারগ্বধাদ্যেন সক্ষৌদ্রেণ গণেন তু॥ শ্লেষ্মঘ্নৈরগদৈশ্চাপি তিক্তৈরুক্তৈশ্চ ভোজনৈঃ। বৃক্ষপ্রপাতবিষমপতিতং মৃতমম্ভসি॥ উদ্বদ্ধঞ্চ মৃতং সদ্যশ্চিকিৎসেন্নষ্টসংজ্ঞবৎ। গাঢ়ং বদ্ধেঽরিষ্টয়া প্রচ্ছিতেঽপি তীক্ষ্ণৈর্লেপৈস্তদ্বিধেয়া বিশেষৈঃ। শূনে গাত্রে ক্রিমসত্যর্থপূতি ক্লেদং মাংসং তদ্বিষাৎপূতিকষ্টম্। সদ্যোবিদ্ধং নিস্রবেৎ কৃষ্ণরক্তং পাকং যায়াদ্দহ্যতে চাপ্যভীক্ষ্ণম্। কৃষ্ণীভূতং ক্লিন্নমত্যর্থপূতি শীর্ণং মাংসং যাত্যজস্রং ক্ষতাচ্চ। তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রান্তিদাহৌ জ্বরশ্চ যস্য স্যাত্তং দিগ্ধবিদ্ধং ব্যবস্যেৎ। পূর্ব্বোদ্দিষ্টং লক্ষণং সর্পদষ্টজুষ্টং যস্যাশং বিষেণ ব্রণাঃ স্যুঃ॥ লতাদষ্টা দিগ্ধবিদ্ধা বিবৈর্ব্বা জুষ্টা যে স্যুর্যে ব্রণাঃ পূতিমাংসাঃ। তেষাং যুক্ত্যা পূতিমাংসান্যপোহ্য ধারৌকোভিঃ শোণিতং চাপহৃত্য॥ কৃত্বা দোষান্ ক্ষিপ্রমূর্দ্ধাধশ্চ সম্যক্ সিঞ্চেৎ ক্ষীরিণাং ত্বক্কষায়ৈঃ। অন্তর্ব্বক্ত্রং দাপয়েচ্চ প্রদেহান্ শীতৈর্দ্রব্যৈরাজ্যযুক্তৈর্বিদৈয়ঃ॥ ভিন্নেঽস্থ্নি বৈদ্যৈর্নাতেন কার্য্যঃ পূর্ব্বো মার্গঃ পৈত্তিকে যো বিষে চ। ত্রিবৃদ্বিশল্যে মধুকং হরিদ্রে রক্তাং নরেন্দ্রো লবণশ্চ বর্গঃ॥ কটুত্রিকং চৈব বিচূর্ণিতানি শৃঙ্গে নিদধ্যান্মধুসংযুতানি। এষোঽগদো হন্তি বিষং প্রযুক্তঃ পানাঞ্জনাভ্যঞ্জননস্যযোগৈঃ॥ অবার্য্যবীর্য্যো বিষবেগহন্তা মহাগদো নাম মহাপ্রভাবঃ। বিড়ঙ্গপাঠাত্রিফলাজমোদাহিঙ্গূনি বক্রং ত্রিকটূনি চৈব॥ সর্ব্বশ্চ বর্গো লবণশ্চ সূক্ষ্মঃ স চিত্রকঃ ক্ষৌদ্রযুতো নিধেয়ঃ। শৃঙ্গে গবাং শৃঙ্গময়েন চৈব প্রচ্ছাদিতঃ পক্ষমুপেক্ষিতশ্চ॥ এষোঽগদঃ স্থাবরজঙ্গমানাং জেতা বিষাণামজিতো হি নাম্না। প্রপৌণ্ডরীকং সুরদারুমুস্তা কালানুসার্য্যা কটুরোহিণী চ॥ স্থৌণেয়কং ধ্যামকপদ্মকানি পুন্নাগতালীশসুবর্চ্চিকা চ। কুটন্নটৈলাসিতসিন্ধুবারাঃ শৈলেয়কুষ্ঠে তগরং প্রিয়ঙ্গু। রোধ্রং জলং কাঞ্চনগৈরিকঞ্চ সমাগধং চন্দনসৈন্ধবঞ্চ। সূক্ষ্মাণি চূর্ণানি সমানি কৃত্বা শৃঙ্গে নিদধ্যান্মধুসংযুতানি। এষোঽগদস্তার্ক্ষ্য ইতি প্রদিষ্টো বিষং নিহন্যাদপি তক্ষকস্য। মাংসীহরেণুত্রিফলামুরঙ্গীরক্তালতাযষ্টিকপদ্মকানি॥ বিড়ঙ্গতালীশসুগন্ধিকৈলাত্বক্কুষ্ঠপত্রাণি সচন্দনানি। ভার্গী পটোলং কিণিহী সপাঠা মৃগাদনী কর্কটিকা পুরঞ্চ। পালিন্দ্যশোকৌ ক্রমুকং সুরসাঃ প্রসূনমারুষ্করজঞ্চ পুষ্পম্। চূর্ণীকৃতৈষাং নিহিতানি শৃঙ্গে স্বগেচ্চ পিত্তানি সমাক্ষিকানি। বরাহগোধাশিখিশল্লকীনাং মার্জ্জারকং পার্ষতনাকুলে চ। যস্যাগদোঽয়ং সুকৃতো গৃহে স্যাদৃষভকো নাম নরর্ষভস্য॥ ন তত্র সর্পাঃ কুতঃ এব কীটাঃ ত্যজন্তি বীর্য্যাণি বিষাণি চৈব। এতেন ভের্য্যঃ পটহাশ্চ দিগ্ধা নানদ্যমানা বিষমাশু হন্যুঃ॥ দিগ্ধাঃ পতাকাশ্চ নিরীক্ষ্য সদ্যো বিষাভিভূতা অবিষা ভবন্তি। লাক্ষাহরেণুর্নলদং প্রিয়ঙ্গু শিগ্রুদ্বয়ং যষ্টিকপুষ্পিকাশ্চ। চূর্ণীকৃতোঽয়ং রজনীবিমিশ্রো বর্গো বিধেয়ো মধুসর্পিষাক্তঃ। শৃঙ্গে গবাং পূর্ব্ববদাপিধানস্তস্য প্রয়োজ্যোঽঞ্জনলেপনাদ্যৈঃ॥ সঞ্জীবনো নাম গতাসুকল্পমেষোঽগদো জীবয়তীহ মর্ত্ত্যম্। শ্লেষ্মাতকী কট্ফলমাতুলুঙ্গঃ শ্বেতাগিরিহ্বা কিণিহী সিতা চ। সতণ্ডুলীয়ো গদ এষ মুখ্যো বিষেষু

দর্ব্বীকররাজিলানাম্। দ্রাক্ষাসুগন্ধানগবৃত্তিকা চ পিষ্টা সমঙ্গা সমভাগযুক্তা। দেয়ো দ্বিভাগঃ সুরসাচ্ছদস্ত কপিত্থবিল্বাদপি দাড়িমাচ্চ॥ তথার্দ্ধভাগোঽসিতসিন্ধুবারানকোঠমূলাদপি গৈরিকাচ্চ। এষোঽগদঃ ক্ষৌদ্রযুতো নিহন্তি বিশেষতো মণ্ডলিনাং বিষাণি॥ বংশত্বগার্দ্রামলকং কপিত্থং কটুত্রিকং হৈমবতী সকুষ্ঠা। করঞ্জবীজং তগরং শিরীষপুষ্পঞ্চ গোপিত্তযুতং নিহন্তি। বিষাণি লূতোন্দুরুপন্নগানাং কৈটঞ্চ লেপাঞ্জননস্তযোগৈঃ। পুরীষমূত্রানিলগর্ভসঙ্গান্নিহন্তি বর্ত্ত্যঞ্জননাভিলেপৈঃ॥ কাচার্ম্মকোথান্ পটলাংশ্চ ঘোরান্ পুষ্পঞ্চ হন্ত্যঞ্জননস্তযোগৈঃ। সমূলপুষ্পাঙ্কুরবক্রবীজাৎ ক্বাথঃ শিরীষাত্রিকটুপ্রগাঢ়ঃ॥ সলাবণঃ ক্ষৌদ্রযুতোঽথ পীতো বিশেষতঃ কীটবিষং নিহন্তি॥ কুষ্ঠং ত্রিকটুকং দার্ব্বীমধুকলবণদ্বয়ম্। মালতীনাগপুষ্পঞ্চ সর্ব্বাণি মধুরাণি চ॥ কপিত্থরসপিষ্টোঽয়ং শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতঃ। বিষং হন্ত্যাগদঃ সর্ব্বং মূষিকাণাং বিশেষতঃ॥ সোমরাজীফলং পুষ্পং কটভী সিন্ধুবারকঃ। চোরকো বরুণঃ কুষ্ঠং সর্পগন্ধা সসপ্তলা। পুনর্নবা শিরীষস্য পুষ্পমারগ্বধার্কজম্। শ্যামাম্বষ্ঠা বিড়ঙ্গানি তথাম্রাশ্মন্তকানি চ॥ ভূমী কুরবকশ্চৈব গণ একসরঃ স্মৃতঃ॥ একশো দ্বিত্রিশো বাপি প্রয়োক্তব্যো বিষাপহঃ॥ সুশ্রুতোক্তবিষাধিকার সমাপ্ত॥

জাতীনাং নামরূপঞ্চ জন্মনামমিহোদিতাঃ। ব্রাহ্মণাঃ শ্বেতবর্ণাস্তু ক্ষত্রিয়া রক্তবর্ণকাঃ। বৈশ্যাস্তু পীতবর্ণাঃ স্যুঃ কৃষ্ণবর্ণাস্তু শূদ্রকাঃ॥ অনন্তঃ কুলিকশ্চৈব বাসুকিঃ শঙ্খপালকঃ। তক্ষকশ্চ মহাপদ্মঃ কর্কোটঃ পদ্ম এব চ। কুলনাগাষ্টকং হ্যেতৎ তেষাং চিহ্নং শিবোদিতম্॥ ১॥

অনন্তর সর্পবিষনিবারণপ্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। সর্প নানাবিধ, তাহাদের জাতী, রূপ, বর্ণ, নামাদি যাহা উক্ত আছে তাহাও এস্থলে কথিত হইবে। সর্প সকল চারিবর্ণে বিভক্ত যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। শুক্লবর্ণ সর্পদিগকে ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ সর্পদিগকে ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ সর্পদিগকে বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ সর্পদিগকে শূদ্রজাতি বলে। অনন্ত, কুলিক বাসুকি, শঙ্খপালক, তক্ষক, মহাপদ্ম, কর্কোটক ও পদ্ম এই অষ্টপ্রকার সর্প কুলনাগ। এইসকল সর্পের যেসকল চিহ্ন মহাদেব বলিয়াছেন তাহা পরে কথিত হইতেছে॥ ১॥

শ্বেতপদ্মমনন্তস্য মূর্দ্ধ্নি পৃষ্ঠে চ দৃশ্যতে। শঙ্খঃ শেষস্য শিরসি বাসুকেঃ পৃষ্ঠ উৎপলম্। ত্রিনেত্রাকস্তু কর্কোটস্তক্ষকঃ শশকাঙ্কিতঃ। জলত্রিশূলচন্দ্রার্দ্ধং শঙ্খপালস্য মূর্দ্ধনি। রাজবত্তু সমো বিন্দুর্মহাপদ্মস্য পৃষ্ঠতঃ। পদ্মপৃষ্ঠে চ দৃশ্যন্তে সুরক্তাঃ পঞ্চবিন্দবঃ॥ এবং যো বেত্তি জাত্যাদীন্ নাম চিহ্নং শিবোদিতম্। তস্য মন্ত্রৌষধাদ্যৈব সিধ্যন্তে নান্যথা পুনঃ। দূরতস্তস্য সর্পাদ্যাঃ পতন্তি গরুড়ে যথা। কালাখ্যা নাম তচ্চিহ্নং শিবেনোক্তং যথা পুরা॥ ২॥

অনন্তনাগের মস্তকে ও পৃষ্ঠে শ্বেতবর্ণ পদ্মচিহ্ন দৃষ্ট হয়। কুলিকনাগের মস্তকে শঙ্খ, বাসুকির পৃষ্ঠে উৎপল, কর্কোটকের পৃষ্ঠে ত্রিনেত্র চিহ্ন থাকে। তক্ষকসর্পের মস্তকোপরি শশকাকৃতি দাগ দেখা যায়, শঙ্খপাল ভুজঙ্গের মস্তকে ত্রিশূল ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হয়। মহাপদ্মের পৃষ্ঠে রাজবৎ বিন্দু থাকে। পদ্মনাগের পৃষ্ঠদেশে রক্তবর্ণ পঞ্চবিন্দু চিহ্ন বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত লক্ষণাদি দৃষ্টে যে ব্যক্তি সর্পের জাতি ও নামাদি নিশ্চয় করিতে পারে তাহার মন্ত্র ও ঔষধ কার্য্যসিদ্ধি করে। উক্তরূপ লক্ষণ না জানিয়া কার্য্য করিলে বিষচিকিৎসার ঔষধাদি ফলপ্রদ হয় না। যে ব্যক্তি উক্ত লক্ষণাদি জানে তাহাকে দর্শন মাত্র সর্পগণ গরুড়-ভীতবৎ পলায়ন করে॥ ২॥

জ্ঞেয়ো দশবিধো দংশো ভুজঙ্গানাং জিঘাংসয়া। ভীতোন্মত্তঃ ক্ষুধার্ত্তশ্চ আক্রান্তো বিষদর্পিতঃ। আহারেচ্ছুঃ সরোষশ্চ স্বস্থানপরিরক্ষণে। নবমো বৈরিসন্ধানো দশমঃ কালসংজ্ঞকঃ॥ ৩॥

ভীত, উন্মত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, আক্রান্ত, বিষদর্পিত, আহারেচ্ছু, রোষান্বিত, স্বস্থানরক্ষণে যত্নপর, বৈরিসন্ধানে তৎপর ও কালসংজ্ঞক এই দশপ্রকার অবস্থাপন্ন সর্প মনুষ্যাদি প্রাণীকে দংশন করিয়া থাকে। অতএব সর্পদংশন দশপ্রকার হয়॥ ৩॥

উদ্যানে জীর্ণকূপে চ বটশৃঙ্গাটচত্বরে। শুষ্কবৃক্ষে শ্মশানে চ প্লক্ষশ্লেষ্মাতকশিগ্রুকে। দেবতায়তনাগারে তথা চ শাকবৃক্ষকে। এষু স্থানেষু যে দষ্টাস্তে ন জীবন্তি মানবাঃ॥ ৪॥

উদ্যান, জীর্ণকূপ, বটবৃক্ষ, চতুষ্পথ, চত্বর, শুষ্কবৃক্ষ, শ্মশান, পাকুড়বৃক্ষ, চালিতাবৃক্ষ, শজিনাবৃক্ষ, দেবালয় ও শাকবৃক্ষ এইসকলস্থানে যে ব্যক্তিকে সর্পে দংশন করে, তাহার জীবন রক্ষা হয় না॥ ৪॥

ভ্রূমধ্যে চাধরে মূর্দ্ধ্নি জঙ্ঘে নেত্রে ভ্রুবোস্তথা। গ্রীবাচিবুককণ্ঠেষু করমধ্যে চ তালুকে। স্তনয়োঃ স্কন্ধয়োঃ কুক্ষৌ লিঙ্গবৃষণনাভিষু। মর্ম্মসন্ধিষু সর্ব্বত্র সর্পদষ্টো ন জীবতি॥ ৫॥

ভ্রূমধ্যে, অধরে, মস্তকে, জঙ্ঘাদ্বয়ে, নেত্রে, ভ্রূদ্বয়ে, গলদেশে, চিবুকে, কণ্ঠে, হস্ততলে, তালুতে, স্তনদ্বয়ে, স্কন্ধদ্বয়ে, উদরে, লিঙ্গে, অণ্ডকোষে, নাভিতে, মর্ম্মস্থানে ও সন্ধিস্থানে সর্প দংশন করিলে সেই ব্যক্তি জীবিত থাকে না॥ ৫॥

রবৌ ভৌমে শনের্ব্বারে সর্পদষ্টো ন জীবতি। অষ্টমী পঞ্চমী পূর্ণা অমাবস্যা চতুর্দ্দশী। অশুভাস্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ সর্পদষ্টবিনাশিকাঃ॥ ৬॥

রবি, মঙ্গল কিম্বা শনি বারে এবং অষ্টমী, পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী ও রিক্তাদি অশুভ তিথিতে, সর্পদংশন হইলে নিশ্চয় তাহার প্রাণ বিনাশ হইয়া থাকে॥ ৬॥

কৃত্তিকা শ্রবণা মূলা বিশাখা ভরণী তথা।
পূর্ব্বাস্তিস্রস্তথা চিত্রাশ্লেষা দষ্টো ন জীবতি॥ ৭॥

কৃত্তিকা, শ্রবণা, মূলা, বিশাখা, ভরণী, পূর্ব্বফল্গুনী পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, চিত্রা, ও অশ্লেষা, এই সকল নক্ষত্রে যদি কোন ব্যক্তিকে সর্প দংশন করে তাহাহইলে সেই ব্যক্তি মরিয়া যায়॥ ৭॥

মধ্যাহ্নে সন্ধ্যয়োশ্চৈব অর্দ্ধরাত্রে নিশাত্যয়ে।
কালবেলা বারবেলা সর্পদষ্টো ন জীবতি॥ ৮॥

মধ্যাহ্নকালে উভয়সন্ধ্যার সময়ে, অর্দ্ধরাত্রি কালে, নিশার শেষভাগে, কালরাত্রি সময়ে ও বারবেলাতে সর্পদষ্ট ব্যক্তির জীবন নষ্ট হয়॥৮॥

সর্পস্য তালুকামধ্যে দন্তো যোঽঙ্কুশসন্নিভঃ।
বিমুঞ্চতি বিষং ঘোরং তেনায়ং কালসংজ্ঞকঃ॥ ৯॥

সর্পের তালুতে অঙ্কুশাকৃতি যে দন্ত আছে, সর্প তদ্দ্বারা বিষ পরিত্যাগ করে। এই বিষ জীবমাত্রের প্রাণ বিনাশ করে। অতএব বিষকে কালস্বরূপ বলে॥ ৯॥

চক্রাকৃতিশ্চ বা দংশঃ পক্বজম্বুফলাকৃতিঃ।
সুনীলঃ শ্বেতরক্তো বা ত্রিদশোঽপি ন জীবতি॥ ১০॥

যদি সর্প দংশন করিলে দংশনস্থানে চক্রাকৃতি অথবা পক্ব জম্বুফলের ন্যায় চিহ্ন দৃষ্ট হয় কিম্বা সেই স্থান অতিশয় নীলবর্ণ, শ্বেতবর্ণ অথবা রক্তবর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই দংশনে দেবতাদিগেরও নিস্তার নাই॥ ১০॥

প্রবেক্ষুত্রং পুরীষং বা হৃচ্ছূলং ছর্দ্দিদাহকৃৎ। সানুনাসিকয়া বাক্যং সন্ধিভেদমথাপি বা। তাম্রাভং নেত্রযুগলং অথবা কাকনীলকম্। বিয়োগো দেবদষ্টাখ্যস্থঃ বিদ্যাৎ কালপার্শ্বগম্॥ ১১॥

সর্পদংশন হইলে যে ব্যক্তির প্রস্রাব ও পুরীষত্যাগ হয় এবং হৃৎশূল, বমনের ইচ্ছা ও দাহ হইতে থাকে অথবা নাসিকাহীন ব্যক্তির ন্যায় সানুনাসিকা বাক্য উচ্চারিত হয়, অথবা সন্ধিস্থানে বেদনা হইতে থাকে ও চক্ষুর্দ্বয় তাম্র বা নীলবর্ণ হয়, তাহাকে যমের নিকটবর্ত্তী বলিয়া জানিবে॥ ১১॥

সেচনাদুদকেনাথ শীতলেন মুহুর্মুহুঃ।
রোমাঞ্চো ন ভবেদ্ যস্য তং বিদ্যাৎ কালভক্ষিতম্॥ ১২॥

সর্পদংশন হইলে রোগীকে শীতল জলদ্বারা বার বার সেচন করিলেও যদি তাহার রোমাঞ্চ না হয়, তবে সেই ব্যক্তির জীবনের আশা নাই, তাহাকে কাল-ভক্ষিত বলিয়া নিশ্চয় করিবে॥ ১২॥

বেদনা দংশমূলে বা নষ্টদংশোঽথবা ভবেৎ।
তৎক্ষণাত্তীব্রদাহশ্চ সোঽপি কালেন ভক্ষিতঃ॥ ১৩॥

সর্পে দংশন করিলে যাহার দংশনস্থানে বেদনা হয়, দংশনের কোন চিহ্ন থাকে না এবং দংশনমাত্র শরীরে অতিশয় জ্বালা অনুভূত হয়, তাহাকে সর্পরূপী কাল দংশন করিয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে॥ ১৩॥

সোমং সূর্য্যং তথা দীপ্তং ন পশ্যতি চ তারকম্। দর্পণে সলিলে বাথ ঘৃততৈলেঽথবা মুখম্। ন পশ্যেদাত্মনোঽপি কালদষ্টো ন সংশয়ঃ॥ ১৪॥

সর্পদংশনে যে ব্যক্তির চন্দ্র, সূর্য্য ও তারা দৃষ্ট হয় না এবং দর্পণে, জলে ও ঘৃততৈলাদি স্বচ্ছপদার্থে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে পায় না, তাহাকে নিশ্চয় কালসর্পে দংশন করিয়াছে নিশ্চয় করিবে॥ ১৪॥

জ্ঞাত্বা কালমকালঞ্চ পশ্চাদ্ ভেষজমাচরেৎ। সর্পদংশে বিষং নাস্তি কালদষ্টো ন জীবতি। তত্র তত্রাপি কর্ত্তব্যা চিকিৎসা জীবনাবধি। রসদিব্যৌষধীনাঞ্চ প্রভাবাৎ কালজিদ্ভবেৎ॥ ১৫॥

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে রোগীর অবস্থা দৃষ্টে ঔষধ প্রয়োগের কালাকাল বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সর্পে দংশন করিলে ঔষধপ্রয়োগে বিষ নিবারণ হয় বটে, কিন্তু কালদষ্ট ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তথাপি রোগীকে আজীবন চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। রস ও দিব্যৌষধি স্বীয় প্রভাবে কালকেও জয় করিতে পারে॥ ১৫॥

অথ সর্পবিষৌষধম্।

সূতকং গন্ধকং তুত্থং টঙ্কণং রজনীসমম্।
দেবদাল্যাদ্রবৈর্মর্দ্যং দিনং নিষ্কঞ্চ ভক্ষয়েৎ॥ ১॥

পারদ, গন্ধক, তুঁতিয়া, সোহাগা ও হরিদ্রা এইসকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া দেধানের রসে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে ভক্ষণ করিলে সর্পবিষ নিবারণ হয়॥ ১॥

কালশৈলাশনির্নাম রসঃ সর্পবিষাপহঃ।
নরমূত্রং পিবেচ্চানু কালদষ্টোঽপি জীবতি॥ ২॥

কালশৈলাশনি নামে একপ্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার পাতার রস পান করিলে সর্পবিষ নিবারণ হয়। তৎপর নরমূত্র পান করিলে কালদষ্টব্যক্তিও জীবিত হয়॥ ২॥

শ্বেতাপরাজিতামূলং দেবদানীয়মূলকম্।
বারিণা পেষিতং নস্যং কালদষ্টোঽপি জীবতি॥ ৩॥

শ্বেতাপরাজিতার মূল ও দেধানের মূল, একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে কালদষ্টব্যক্তিও জীবিত হইয়া থাকে॥ ৩॥

দধিমধুনবনীতং পিপ্পলীশৃঙ্গবেরম্ মরিচমপি চ কুষ্ঠং চাষ্টমং সৈন্ধবঞ্চ।
যদি দশতি সরোষস্তক্ষকো বাসুকির্বা যমসদনগতঃ প্রত্যানয়েত্তৎক্ষণেন॥ ৪॥

দধি, মধু, নবনীত, পিপ্পলী, আদা, মরিচ, কুড় ও সৈন্ধব এই সকল ভক্ষণ করিলে রোষপরতন্ত্র বাসুকি বা তক্ষকদংশনে যমালয়গত ব্যক্তিও প্রত্যাগমন করিতে পারে॥ ৪॥

কটুকী মুষলীমূলং পীত্বা তোয়ৈর্বিষাপহঃ। বৃশ্চিকাবীরণামূলং লেপাৎ সর্পবিষাপহম্। বৃশ্চিকা বিছুটী ইতি; বীরণামূল বেণা ইতি চ ভাষা॥ ৫॥

কট্‌কী ও তালমূলীর মূল পেষণ করিয়া জলের সহিত পান করিলে বিষ বিনাশ হয়। বিছুটী ও বেণার মূল একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে সর্পবিষ নিবারণ হইয়া থাকে॥ ৫॥

বারিণা টঙ্কণং পীতমথবাঽর্কস্য মূলকম্।
সৈন্ধবং বা নৃমূত্রেণ প্রত্যেকং বিষনাশনম্॥ ৬॥

জলের সহিত সোহাগা অথবা আকন্দের মূল কিম্বা নরমূত্রের সহিত সৈন্ধব ভক্ষণ করিলে বিষ বিনষ্ট হয়॥ ৬॥

ইন্দ্রবারুণিকামূলং শুক্লা বাথ পুনর্নবা। বন্ধ্যাকর্কটকীমূলং মুষলী শিখিমূলিকা। তণ্ডুলোদকপানেন প্রত্যেকং বিষনাশনম্॥ মুষলী তালমূলী ইতি। শিখিমূলিকা অপমার্গ ইতি চ অর্থঃ॥ ৭॥

রাখালশশার মূল, শ্বেতপুনর্নবা, কাঁকুড়লতার মূল, তালমূলী, অথবা অপামার্গের মূল তণ্ডুলোদকের সহিত ভক্ষণ করিলে সর্পবিষ বিনাশ হয়॥ ৭॥

ভৃঙ্গরাজস্য মূলঞ্চ ত্রিশূল্যানন্তমূলকম্।
তোয়ৈর্বা তণ্ডুলীমূলং প্রত্যেকং বিষজিদ্ভবেৎ॥ ৮॥

ভৃঙ্গরাজের মূল, তেউড়ীমূল, অনন্তমূল, অথবা তালমূলীর মূল পেষণ করিয়া জলের সহিত ভক্ষণ করিলে বিষ পরাজিত হয়॥ ৮॥

সোমরাজী-বীজচূর্ণং সকৃদ্‌গোমূত্রভাবিতম্।
চরাচরবিষঘ্নং মৃতসঞ্জীবনং পিবেৎ॥ ৯॥

সোমরাজীবীজ চূর্ণ করিয়া গোমূত্রে ভাবনা দিয়া সেবন করিলে স্থাবরবিষ ও জঙ্গমবিষ বিনাশ হয়। ইহার নাম মৃতসঞ্জীবনচূর্ণ॥ ৯॥

কটুতুম্বুরুভবং মূলং সূক্ষ্মং গোমূত্রপেষিতম্।
ছায়াশুষ্কাং বটীং মূত্রৈঃ পাণিলেপো বিষাপহঃ॥ ১০॥

তিক্তলাবুবৃক্ষের মূল গোমূত্রের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ছায়াতে শুষ্ককরতঃ বটিকা করিবে। এই বটী গোমূত্রে পেষণ করিয়া হস্তে লেপন করিলে বিষ বিনাশ হয়॥ ১০॥

গোমূত্রৈর্নরমূত্রৈর্বা পুরাণেন ঘৃতেন বা। হরিদ্রাপানমাত্রেণ বিষং হন্তি চরাচরম্। দশবর্ষাৎ পরং সর্পিঃ পুরাণমিতি কথ্যতে॥ ১১॥

গোমূত্র, নরমূত্র অথবা পুরাতন ঘৃতের সহিত হরিদ্রা ভক্ষণ করিলে স্থাবর ও জঙ্গম বিষ বিনাশ হয়। দশবৎসর অতীত হইলে ঘৃত পুরাতন হইয়া থাকে॥ ১১॥

যদি সর্পবিষার্ত্তানাং সর্ব্বস্থানগতং বিষং।
গোক্ষীরে রজনীং ক্বাথ্য বিপেৎ সর্ব্ববিষাপহম্ ॥ ১২ ॥

সর্পবিষার্ত্ত ব্যক্তি গব্যদুগ্ধের সহিত হরিদ্রা সিদ্ধ করিয়া পান করিবে, ইহাতে সর্ব্বশরীরগত বিষ বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

গোক্ষীরৈর্রজনীকুষ্ঠং ক্বাথ্য মানং বিষাপহম্
হরিদ্রাকুষ্ঠমধ্বাজ্যাং ভুক্তং সর্ব্ববিষাপহম্ ॥ ১৩ ॥

হরিদ্রা ও কুড় একত্র গব্যদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে সর্পবিষ বিনাশ পায় এবং হরিদ্রা, কুড়, মধু ও ঘৃত এইসকল দ্রব্য একত্র ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষ নিবারণ হয় ॥ ১৩ ॥

মূলস্ত শ্বেতগুঞ্জায়া বক্ত্রস্থং বিষনাশনম্।
পুষ্যোদ্ধৃতং তস্য মূলং নস্যেন বিষনাশনম্ ॥ ১৪ ॥

শ্বেতগুঞ্জার মূল মুখে ধারণ করিলে বিষ বিনাশ হয় এবং পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতগুঞ্জার মূল উদ্ধৃত করিয়া নস্য করিলে বিষদোষ শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

পাঠাদ্রবেণ তন্মূলং পানে স্যাৎ কালকূটজিৎ। অর্কমূলেন সংলেপ্য দংশং বিষহরং ভবেৎ। রক্তচিত্রেন্দ্রগোপাভ্যাং তথা বিষবিনাশনম্ ॥ ১৫ ॥

আকনাদির মূল তাহার রসে পেষণ করিয়া পান করিলে কালকূট বিনাশ হয় এবং আকন্দমূল পেষণ করিয়া লেপন করিলে বিষদোষ শান্তি হইয়া থাকে। রক্তচিতার মূল ও ইন্দ্রগোপ কীট একত্র পেষণ করিয়া দংশনস্থানে লেপন করিলে বিষদোষ শান্তি হয় ॥ ১৫ ॥

সর্পং হরিতবর্ণক পুচ্ছাগ্রে পাটয়েচ্ছিরঃ। শুক্লং কৃষ্ণং পৃথক্ কার্য্যং নস্যং সর্ব্ববিষাপহম্ ॥ শুক্লং শুক্লে দক্ষিণাঙ্গে কৃষ্ণং কৃষ্ণে চ বামকে। মৃতসঞ্জীবনং হ্যেতৎ কালদষ্টোঽপি জীবতি ॥ ১৬ ॥

হরীতবর্ণ সর্পের মস্তক ছেদন করিয়া চূর্ণকরত নস্য গ্রহণ করিবে। এইরূপ শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ সর্পের মস্তক পৃথক্ চূর্ণ করিয়া নস্যগ্রহণ করিবে; ইহাতে সর্ব্বপ্রকার সর্পবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষে শুক্লবর্ণ সর্পের মস্তক চূর্ণের নস্য দক্ষিণ নাসাতে গ্রহণ করিবে এবং কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণবর্ণ সর্পের মস্তকচূর্ণ বামনাসাতে গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১৬ ॥

তিক্তাকোষাতকীক্বাথং মধ্বাজ্যসংযুতং পিবেৎ।
তৎক্ষণাদ্বমতের্ন্ মর্ত্ত্য বিষযোগাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৭ ॥

কট্কী ও কোষাতকীফলের কাথ করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত পান করিবে, ইহাতে তৎক্ষণাৎ বমন হইলে বিষদোষ শান্তি হয় ॥ ১৭ ॥

কটুকী বন্ধ্যমূলম্বা তন্ডুলাম্বোর্ব্বা পিবেজ্জলৈঃ।
তৎক্ষণাদ্বমতেজ্জীবঃ বিষযোগাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৮ ॥

বিষযোগে কট্কী অথবা আমক্ষের মূল ঘোল কিম্বা অম্ল জলের সহিত পান করিলে যদি তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া যায়, তাহাতেই রোগী মুক্তিলাভ করে ॥ ১৮ ॥

রাজবৃক্ষত্বচং গ্রাহ্যং শুক্লং কৃষ্ণং পৃথক্ পৃথক্। শুক্লপক্ষে তু শুক্লাভ্যাং চতুর্ব্বিংশতিভিঃ সহ। মরিচৈঃ পানমিষ্টস্ত কৃষ্ণে কৃষ্ণত্বচং তথা। পীত্বা তৈর্নির্ব্বিষো দষ্টঃ কথিতং হরমেখলে ॥ ১৯ ॥

শোণালুবৃক্ষের শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ ছাল গ্রহণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ সংস্থাপন করিবে। শুক্লপক্ষে শুক্লবর্ণ ছাল ২৪ চব্বিশটি মরিচের সহিত ভক্ষণ করিবে এবং কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণবর্ণ ছাল ঐরূপ মরিচের সহিত ভক্ষণ করিবে। ইহাতে সর্পদষ্টব্যক্তির বিষদোষ নিবারণ হয় ॥ ১৯ ॥

কুঙ্কুমালক্তকং লোধ্রং শিলা চৈবাথ রোচনা।
গুটিকালেপনাদ্ধন্তি বিষং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২০ ॥

কুঙ্কুম, আলতা, লোধ, মনঃশিলা ও গোরোচনা, এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকা অঙ্গে লেপন করিলে স্থাবর ও জঙ্গম বিষ বিনাশ হয় ॥ ২০ ॥

দ্বে হরিদ্রে শিলা তালং কুঙ্কুমং মুস্তকং জলৈঃ।
গুটিকালেপমাত্রেণ বিষং হন্তি মহাদ্ভুতম্ ॥ ২১ ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মনঃশিলা, হরিতাল, কুঙ্কুম ও মুথা এইসকল দ্রব্য একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকা অঙ্গে লেপন করিলে তৎক্ষণাৎ বিষদোষ নিবারণ হয় ॥ ২১ ॥

পূতীকরঞ্জবীজস্য মজ্জানং কারবেল্লজম্।
পিষ্ট্বা পিবেৎ সসর্পিষ্কঃ বিষং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

পূতীকরঞ্জাবীজের মজ্জা ও করলাবীজের মজ্জা একত্র পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত পান করিলে বিষ নিবারণ হয় ॥ ২২ ॥

পিপ্পলীং মরিচং কুষ্ঠং গৃহধূমং মনঃশিলাম্। তালকং সর্ষপাঃ শ্বেতাগবাং পিত্তেন লোড়য়েৎ। গুটিকাঞ্জননস্যেন পানাভ্যঞ্জনলেপনাৎ। তক্ষকেণাপি দষ্টস্য নির্ব্বিষীকুরুতে ক্ষণাৎ। গবাং ক্ষীরেণ লোড়য়েৎ ইতি পাঠান্তরম্ ॥ ২৩ ॥

পিপ্পলী, মরিচ, কুড়, গৃহের ঝুল, মনঃশিলা, হরিতাল ও শ্বেতসর্ষপ এইসকল দ্রব্য একত্র গোপিত্তের সহিত পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকা অঞ্জন, নস্য, পান, অভ্যঙ্গ ও লেপনে প্রয়োগ করিলে তক্ষক-দংশনেও নির্ব্বিষ হয় ॥ ২৩ ॥

পথ্যা ক্ষৌদ্রং মরীচঞ্চ পত্রং হিঙ্গু শিলা বচা। জলেন গুটিকা নস্যে কালদষ্টোঽপি জীবতি। পত্রং পলমিতি বা পাঠাম্ ॥ ২৪ ॥

হরীতকী, মধু, মরিচ, তেজপত্র, হিঙ্গু, মনঃশিলা ও বচ, এইসকল দ্রব্য জলের সহিত পেষণ করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে, এই গুটিকার নস্যগ্রহণ করিলে কালদষ্ট ব্যক্তিও জীবিত হয় ॥ ২৪ ॥

অশ্বগন্ধা মেঘনাদো গোমূত্রং মহিষাক্ষকম্।
গৃহধূমেন বা লেপঃ শিরঃকণ্ঠবিষং হরেৎ ॥ ২৫ ॥

অশ্বগন্ধা, নটিয়াশাক, গোমূত্র, গুগ্গুল ও গৃহের ঝুল এইসকল দ্রব্য অঙ্গে লেপন করিলে শিরোগত ও কণ্ঠগত বিষ নিবারণ হয় ॥ ২৫ ॥

পঞ্চাঙ্গমশ্বগন্ধায়াশ্ছাগীমূত্রেণ পেষয়েৎ।
লেপে পানে ন সন্দেহো নানাবিষবিনাশনম্ ॥ ২৬ ॥

অশ্বগন্ধার মূল, ছাল, পত্র, পুষ্প ও ফল ছাগীমূত্রে পেষণ করিয়া পান ও লেপন করিলে নানাবিধ বিষ নিবারণ হয় ॥ ২৬ ॥

শিলা হিঙ্গু বচা ব্যোষমভয়াত্বক্ চ পত্রকম্। নস্যে বাসুকিদষ্টস্য নির্ব্বিষং শীতবারিণা। ব্যোষং ত্রিকটুকমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

মনঃশিলা, হিঙ্গু, বচ, মরিচ, পিপ্পলী, শুঁঠ, হরীতকী, দারুচিনি ও তেজপত্র এইসকল দ্রব্য পেষণ করিয়া শীতল জলের সহিত নস্যগ্রহণ করিলে বাসুকিদষ্ট ব্যক্তিরও বিষ বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

পুত্রজীবফলামজ্জাং গবাং ক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
লেপনাঞ্জননস্যেন কালদষ্টোঽপি জীবতি ॥ ২৮ ॥

জীবপুত্রিকা ফলের মজ্জা গব্যদুগ্ধে পেষণ করিয়া লেপন, অঞ্জন ও নস্যগ্রহণ করিলে কালদষ্টব্যক্তিও জীবিত হয় ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণধুস্তূরমূলস্য চূর্ণং গ্রাহ্যং পলোন্মিতম্। করঞ্জতৈলকর্ষেণ বটীং কৃত্বা তু খাদয়েৎ। জম্বীরস্য রসৈঃ পীত্বা রৌদ্রীবিষনিবারণম্ ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণধুতূরার মূলের চূর্ণ ৮ আট তোলা ও করঞ্জাবীজের তৈল ২ দুই তোলা একত্র পেষণ করিয়া বটী করিবে। এই বটী জামিরের রসের সহিত পান করিলে রৌদ্রীবিষ বিনষ্ট হয় ॥ ২৯ ॥

লজ্জালুমূলং নীল্যা বা মূলং স্বচ্ছেন বারিণা।
পীত্বা রৌদ্রীবিষং হন্তি লেপাদ্ গুঞ্জাবলাশ্রিতঃ ॥ ৩০ ॥

লজ্জাবতীলতার মূল ও নীলবৃক্ষের মূল পেষণ করিয়া নির্ম্মল জলের সহিত পান করিলে রৌদ্রীবিষ বিনাশ পায় এবং গুঞ্জার মূল ও বেড়েলার মূল পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

গৃহধূমং হরিদ্রে দ্বে সমূলতণ্ডুলীয়কঃ।
অপি বাসুকিনা দষ্টঃ পিবেদ্দধিঘৃতান্বিতম্ ॥ ৩১ ॥

গৃহের ঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও সমূল নটিয়াশাক এইসকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া দধি ও ঘৃতের সহিত পান করিলে বাসুকি-দংশনে উপকার দর্শে ॥ ৩১ ॥

তণ্ডুলীয়কমূলস্য পীতং তণ্ডুলবারিণা।
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য নির্ব্বিষং কুরুতে ধ্রুবম্ ॥ ৩২ ॥

নটিয়াশাকের মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে তক্ষকনাগের দংশন-বিষ বিনষ্ট হয় ॥ ৩২ ॥

কুলিকমূলনস্যেন কালদষ্টোঽপি জীবতি।
ওঁ আদিত্যচক্ষুষা দৃষ্টঃ দৃষ্টোঽহং হর বিষং স্বাহা ॥ ৩৩ ॥

কুলিকবৃক্ষের মূলের নস্যগ্রহণ করিলে কালে দংশন করিলেও সেই ব্যক্তি জীবিত হয়। ওঁ আদিত্যচক্ষুষা ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-সকল করিবে ॥ ৩৩ ॥

অপরাজিতামূলস্য ঘৃতেন ত্বগ্গতং বিষম্। পয়সা রক্তগং হন্তি মাংসগং কুষ্ঠচূর্ণতঃ। অস্থিগং রজনীযুক্তং মেদোগং কাকলীযুতম্। মজ্জাগং পিপ্পলীযুক্তং চণ্ডালীকন্দসংযুতম্। শুক্রগং হন্তি. লৌহিত্যাঃ তস্মাদ্দেয়াপরাজিতা। ইতি ভাব্যো ভবেদ্ যস্ত আত্মরূপমিদং জগৎ। তৎসর্ব্বৈর্ব্বিষকীটাদ্যৈর্ভক্ষ্যমাণো ন বাধ্যতে ॥ ৩৪ ॥

অপরাজিতালতার মূল ঘৃতের সহিত পান করিলে চর্ম্মগতবিষ, দুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তগতবিষ, কুড়চূর্ণের সহিত পান করিলে মাংসগতবিষ, হরিদ্রার সহিত পান করিলে অস্থিগতবিষ, কাকলীর সহিত পান করিলে মেদোগতবিষ, পিপ্পলীচূর্ণের সহিত পান করিলে মজ্জাগতবিষ, চাণ্ডালী (লতাবিশেষ) মূল চূর্ণের সহিত পান করিলে শুক্রগতবিষ নষ্ট হয়। অতএব সর্ব্বপ্রকার সর্পদংশনে অপরাজিতামূল প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৪ ॥

সদ্যঃ সর্পেণ দষ্টস্য বামনাসিকয়া কৃতঃ। লেপঃ কর্ণমলেনাপি নৃমূত্রৈঃ সেচনঞ্চ বা। স্তম্ভতে গরলস্তেন নোর্দ্ধ্বং ধাবতি ধাতুষু ॥ ৩৫ ॥

সর্প-দংশন করিবামাত্র কর্ণমলদ্বারা বামনাসিকাতে লেপ দিয়া মনুষ্য-মূত্রদ্বারা সেচন করিবে। ইহাতে বিষ স্তম্ভিত হইয়া থাকে, ঊর্দ্ধে গমন করিয়া ধাতুমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না ॥ ৩৫ ॥

বরাহকর্ণিকামূলং হস্তে বদ্ধং বিষাপহম্ ॥ ৩৬ ॥

বরাহকর্ণিকামূল হস্তে বন্ধন করিলে সর্পবিষ বিনাশ হয় ॥ ৩৬ ॥

শিরীষপুষ্পস্বরসৈঃ সপ্তাহং মরিচং সিতম্।
ভাবিতং সর্পদষ্টানাং পানেঽভ্যঞ্জনে হিতম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্বেতমরিচ শিরীষপুষ্পরসে সপ্তাহ ভাবনা দিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির পানে ও অভ্যঞ্জনে প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৭ ॥

স্বচ্ছন্দভৈরবী বিদ্যা কথ্যতে বিষনাশিনী ॥

ওঁ নমো ভগবতি স্বচ্ছন্দভৈরবি মহাভৈরবি কালকূটবিষং স্ফোটয় বিস্ফারয় বিস্ফারয় খাদয় খাদয় অবতারয় অবতারয় নাস্তি বিষ,হলাহলবিষসংযোগবিষ স্থাবর বিষ জঙ্গমবিষ জঙ্গমবিষ কালচক্রা পরা ইষ্টমন্ত্রঃ। তড়্ষাবণ ইশ্বর ইশ্বর ওঁ কালায় মহাকালায় কালমর্দ্দ দেবি অমৃতগর্ভদেবি ওঁ ওঁ ফট্ ফট্ স্বাহা ॥ অনেন মন্ত্রেণ ঝাড়য়েৎ। জলং পাচয়েচ্চ নির্ব্বিষঃ স্যাৎ ॥ ইয়ং স্বচ্ছন্দভৈরবীবিদ্যা ওঁ ক্রু ক্রু সং স্বঃ হং সঃ। অনে-নাভিমন্ত্রিতপানীয়পানেনাপি মার্জ্জনেন বা নির্ব্বিষঃ স্যাৎ ॥ ৩৮ ॥

বিষনাশিনী স্বচ্ছন্দভৈরবীবিদ্যা কথিত হইতেছে। ওঁ নমো ভগবতি ইত্যাদি মন্ত্রে রোগীকে ঝাড়িবে ও জল অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জল রোগীকে পান করিতে দিবে এবং ঐ জলদ্বারা রোগীর গাত্রমার্জ্জন করিবে। ইহাতে বিষ-পীড়িত ব্যক্তি নির্ব্বিষ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

দেবদারু চিত্রকঞ্চ করবীরার্কলাঙ্গলী।
মূলানি বারিণা পিষ্ট্বা কালদষ্টোঽপি পিবেৎ ॥ ৩৯ ॥

দেবদারু, চিতা, করবীর, আকন্দ ও লাঙ্গলিয়া ইহাদিগের মূল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে কালদষ্ট ব্যক্তির বিষ বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৩৯ ॥

মন্ত্রৌষধপ্রয়োগেণ যদি দষ্টো ন জীবতি। ছেদয়েত্তীক্ষ্ণশস্ত্রেণ দংশস্থানে ভিষগ্বরঃ। স্থাবরঞ্চ বিষং দদ্যাদ্দষ্টে দষ্টেন ন হন্যতে ॥ ৪০ ॥

যদি মন্ত্র ও ঔষধপ্রয়োগদ্বারা বিষনিবারণ না হয়, তাহা হইলে বিষ-চিকিৎসক দংশনস্থান তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া সেই স্থানে কিঞ্চিৎ স্থাবরবিষ দিবে। ইহাতে বিষে বিষক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

যস্তু সংরোষিতঃ সর্পো ধূমং বক্ত্রাদ্বিমুঞ্চতি। তুণ্ডাগ্রে পেষিতঃ কৃত্বা বহুশস্তেন দংশতিঃ। অগদানামসাধ্যৈরন্যৈর্বিষেণৈব চিকিৎসয়েৎ ॥ ৪১ ॥

যে রোষিত সর্প মুখ হইতে ধূম পরিত্যাগ করে এবং যাহার তুণ্ডাগ্র পেষিতবৎ দৃষ্ট হয়, সেই সর্প অনেকবার দংশন করিয়াছে জানা যায়। অন্যান্য ঔষধদ্বারা যাহাকে আরোগ্য করিতে না পারা যায়, সেই ব্যক্তিকে বিষপ্রয়োগদ্বারা চিকিৎসা করিবে ॥ ৪১ ॥

ক্ষীরক্ষৌদ্রঘৃতৈর্যুক্তং দ্বিগুঞ্জং পায়য়েদ্বিষম্।
বিষেণ লেপয়েদ্দংশং কালদষ্টোঽপি জীবতি ॥ ৪২ ॥

দুগ্ধ, মধু ও ঘৃতের সহিত দুইরতি পরিমাণ বিষ পান করাইয়া বিষ-দ্বারা দংশনস্থান লেপন করিবে। ইহাতে কালদষ্টব্যক্তিও জীবিত হয় ॥ ৪২ ॥

মৃতসঞ্জীবনং খ্যাতং নির্গুণ্ডীতগরং বিষম্। পিণ্ডীতগরমূলঞ্চ পুষ্যযোগোৎপাটা যোজয়েৎ। দংশে দেয়ং মৃতস্যাপি দষ্টো জীবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৩ ॥

নিসিন্দামূল, তগরমূল, বিষ ও পিণ্ডীতগরমূল এইসকল পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়া একত্র পেষণকরতঃ দংশনস্থানে প্রয়োগ করিবে। ইহার নাম মৃতসঞ্জীবনযোগ। এইঔষধ সেবনে কালদষ্টব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ জীবিত হয় ॥ ৪৩ ॥

দংশে মৃতমপি দষ্টং কং পুরুষ নাশয়তীতি চিত্রম্। সর্পদষ্টো যদা বীরস্তং সর্পো দংশতে স্বয়ম্। মুক্তোঽসৌ ম্রিয়তে সর্পঃ স্বয়ং নির্বিষতাং ব্রজেৎ॥ ৪৪॥

যদি সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার সর্পে দংশন করে তাহাহইলে দষ্টব্যক্তি মুক্ত হয় এবং সেই সর্প তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে॥ ৪৪॥

যথা তথা ফলং দন্তৈঃ সর্পভাবেন ভক্ষয়েৎ। দন্তৈর্ব্বা ভক্ষয়েদ্ ভূমিং দণ্ডবৎ পতিতো নরঃ। সর্পভাবেন সন্দেহো ন তস্ত সংক্রমেদ্ বিষম্। অত্যন্তবিষরোগার্ত্তান্ জলমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ॥ ৪৫॥

যে কোন ফল দন্তদ্বারা সর্পবৎ ভক্ষণ করিবে এবং দন্তদ্বারা ভূমিতে দংশন করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া থাকিবে। ইহাতে তাহার শরীরে বিষ সংক্রামিত হইতে পারে না। অত্যন্ত বিষপীড়িত ব্যক্তিকে জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে॥ ৪৫॥

মূলং তণ্ডুলবারিণা পিবতি যঃ প্রত্যঙ্গিরাসম্ভবম্। নিষ্পিষ্টং শুচিভত্রযোগদিবসে তস্তাহিভীতিঃ কুতঃ। দর্পাদেব ফণী যদা দশতি তং মোহান্বিতং মানবম্। স্থানে তত্র স এব যাতি নিয়তং চক্রী যমস্তাচিরাৎ॥ ৪৬॥

যে ব্যক্তি তণ্ডুলোদকের সহিত প্রত্যঙ্গিরা (লতাবিশেষ) মূল পেষণ করিয়া ভক্ষণ করে, তাহার সর্পভয় থাকে না। যে সর্পের দংশনে মনুষ্য অচেতন হইয়াছে, যদি দর্প করিয়া সেই সর্প তাহাকেই দংশন করে, তাহাহইলে তৎক্ষণাৎ সেই সর্প যমসদনে গমন করে॥ ৪৬॥

আষাঢ়শুক্লপঞ্চম্যাং কট্যাং শিরীষমূলকম্। তণ্ডুলোদকপানেন সর্পদংশো ন জায়তে॥ অনাথা দংশতে সর্পস্তদা সর্পো বিনশ্যতি॥ ৪৭॥

আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে শিরীষমূল কটীতে বন্ধন করিয়া তণ্ডুলোদক পান করিলে সর্পদংশন হয় না। যদি ভ্রমবশতঃ কোন সর্প ঠিক মনুষ্যকে দংশন করে, তৎক্ষণাৎ সেই সর্প বিনষ্ট হয়॥ ৪৭॥

পুষ্যে শ্বেতার্কমূলঞ্চ শ্বেতবর্ষাভূমূলকম্। সংগৃহ্য পেয়ং তদৃক্ষে স্নাত্বা তণ্ডুলবারিণা। সর্পভীতি-বিনাশার্থং প্রতিসম্বৎসরং নরঃ॥ ৪৮॥

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের মূল ও শ্বেতপুনর্নবার মূল সংগ্রহ করিয়া স্নানানন্তর তণ্ডুলোদকের সহিত সেই নক্ষত্রেই পান করিবে। সর্পভীতি বিনাশার্থে প্রতিবৎসর এইরূপ কার্য্য করা বিধেয়॥ ৪৮॥

মসূরং নিম্বপত্রাভ্যাং খাদেন্মেষগতে রবৌ। অব্দমেকং ন ভীতিঃ স্যাদ্বিষার্ত্তস্য ন সংশয়ঃ। যথা—মসূরং নিম্বপত্রাভ্যাং যোঽত্তি মেষগতে রবৌ। অতিরোষান্বিতস্তস্য তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি॥ ৪৯॥

মেষসংক্রান্তি দিবসে মসূর ও নিম্বপত্র ভক্ষণ করিলে একবৎসর পর্য্যন্ত বিষধর জন্ত দংশনের ভয় থাকে না। অথবা যে ব্যক্তি বৈশাখ মাসের মসূর ও নিম্বপত্র ভক্ষণ করে, অতিরোষান্বিত তক্ষকসর্পও তাহার কিছু করিতে পারে না॥ ৪৯॥

কৃকলাসস্য দন্তাংস্তু সিতসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ। বাহৌ বদ্ধা বিষং হন্তি বিষং ভুক্ত্বা ন বাধতে। সর্পবৃশ্চিকমূষাণাং মুখস্তম্ভঃ প্রজায়তে॥

ওঁ শবরি কীর্ত্তয় কীর্ত্তয় সংজাব সংজাব স্বাহা। ১০০০ সহস্রজপাৎ সিদ্ধিঃ। অনেন মন্ত্রেণ হস্তে বন্ধয়েৎ॥ ৫০॥

কৃকলাসের দন্ত শ্বেতসূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া বাহুতে ধারণ করিলে বিষ নষ্ট হয়। সেই ব্যক্তি বিষভক্ষণ করিলেও তাহার কোন ক্লেশ হয় না এবং ইহাতে সর্প, বৃশ্চি ও মূষিকের মুখ স্তম্ভন হইয়া থাকে। ওঁ শবরি কীর্ত্তয় ইত্যাদি মন্ত্র একসহস্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে উক্ত মন্ত্রে হস্তে বন্ধন করিবে॥ ৫০॥

পাতালগারুড়ীমূলং লম্বমানং গৃহে স্থিতম্।
দৃষ্ট্বা গচ্ছন্তি তে দূরম্ সর্পাদ্যা বিষকীটকাঃ॥

ওঁ প্রঃ সর্পকুলায় স্বাহা। অশেষকুলসর্পকুলায় স্বাহা॥ অনেন সপ্তাভিমন্ত্রিতাং মৃত্তিকাং গৃহমধ্যে ক্ষিপেৎ সর্পাঃ পলায়ন্তে॥ ৫১॥

পাতালগারুড়ীলতার মূল গৃহে লম্বমান করিয়া রাখিলে তাহা দর্শন-মাত্র সর্পাদি বিষকীট দূরে গমন করে এবং ওঁ প্রঃ সর্পকুলায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে মৃত্তিকা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলে সর্প পলায়ন করিয়া থাকে॥ ৫১॥

অথ সর্পমন্ত্রঃ।

ঔডলটী বেধ নরসিংহ রাউ রক্ষা করে, গর্জনর নরসিংহ ভাবে পীপ-লধন চূকধর বান্ধো দিষ্টা বাচা হাবধূপিয়া পাছে বান্ধু, মহাকাল পূর্ব্বো বান্ধু ক্ষেত্রপাল আকাল পূর্ব্বো বান্ধু, ক্ষেত্রপাল আকাশ বাংধুঙ্গি ই পাতাল বান্ধু বাসুকী বাঁধু দেবী তোতলাকী যোগিনীকী অজ্ঞা ফুরো মন্ত্রকামাক্ষীকা দুহাই, নবমী যোগিনীকী দুহাঙ্গি, কিল কিল যোগিনীকী দুহাঙ্গি॥ ১॥

ওঁ নমঃ করালী সিংহলী বানরী হস্তি রমণী চেটী নেটা মগঙ্গি গৌতমী গঙ্গা জালেশ্বর দেব নেত্র উখাড়ো, জালেশ্বর দেবনেত্র উখারে-নহীতো জালেশ্বর দেবানী আজ্ঞাছে॥ ২॥

ওঁ কণ্ঠা রমৌতি নীরনী শক্তি মোহং, মন্ত্রশক্তি বশ্য কুরু, দুহাই দেবদেব দেবতা আড়গাং, আনু দানু সর্পা চেতালু সর্পা, চে তোড় থীলু সর্পা চেবোচাবী হুঁ সর্পা, চেদাংত থীলু সর্পা, চেহাথ থীলু সর্পা চেপাপ থীলু হে থীলনী তেতীসকোটী দেবতা বীস্বিলমী সাগরী চাশেষ থীলুং পাতালী চা বাসুকী থীলু জলী চাকালী পা থীলু, মুহ লোকী চাডোর থীলু, ঈশ্বরা চেগলাবা নীলকণ্ঠ থীলু, মহালক্ষ্মী চে কালী চাকুণ্ডলীক থীলুং, পার্ব্বতীকে হাতি চা তক্ষক রবীলে সনাত্তরী পার্ব্ব-তীকে আন, ঈশ্বরী আন, গুরুকী আন, ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরোবাচা॥ ৩॥

অথ গরুড়মন্ত্রঃ।

সমুদ্রা চে পেড়দরী নবরলাকী স্বানিম্পা দীধলী শেষনাগাসি আন, কেলী গুরুকী লেখনা সোবটী চাসো সয়া গরুড়ো পাবুক্ক গারুড়ী পাবৈ ধদী ধলী আন, সোড়গ জানে, কেলী থীলনী সোদুং জানে, আপুচে লে চেলাবে চলেছং জাতে জাবে সর্পা বাবা বাবা মাজ্ঞী আন, উত্তীর্ণ হাবোলূং লাবলীটকে বোলে তন্দেবা সোমপাস্বী আন॥ ১॥

ওঁ পাউ রাখে পোটলীবী রাখে তালু মাড়ি রাখে, ক্ষেত্রপাল গলা রাখে, কণ্ঠা তালু গলা রাখে দণ্ডরাখে, দন্তাল বীনীক রাখে, গরুড় ললাট রাখে, চন্দ্র শীর রাখে, চামুণ্ডা রাক্ষসী তাতবী কামদেপালা বুমাহে পাচী আজ্ঞা॥ ২॥

ওঁ সমুদ্রতটাকী হাসটৈ দীটা, পার্ব্বতী পুত্র পুকেশা বেটা, দেবাচা মণীতচ্ছ কোমল তেত্রীশকোটি দেবতা কারে মাথে তীতেকী দেবী গরুড়া কথী গারুড়কী মণী, দেবী সোম্পে বাহিনী, তাহিরূপী ততজ্ঞা জাহালী আবা ততং লে যায়ো বীষকে বীজা বীজা বিষজ্ঞা একী পরিশুক চোয়চন দৃঢ় ধরী কটীতে কাটীবো বীচী কাড়িরা রওাবী জপাচালী

হনুমন্তবীর চুবেথাখিলাতে চিত্ত উতরি, সনাতরী, বীরা হনুমন্তাকী আজ্ঞা, রামলক্ষ্মণাকী আজ্ঞা, গুরুকী আজ্ঞা, মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরো বাচা ॥ ৩ ॥

অথ সর্পনাশমন্ত্রঃ।

শ্রীগঙ্গা যমুনা স্ব আল্ বাল্ খীল্ বোং ঠং কংঠলী ভক্ষেক তাল্ খাল্ খীল্ ধরণী খীল্ আকাশ খীল্, মন্দিরমে কালিদাস খীল্, সর্পা তেরা মঈ বায় মরে সাপকী আহো পবাঈ, ঈশ্বর মহাদেব গৌরাপার্ব্বতীকী দুহাঈ, গণেশদেবতাকী দুহাই, মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরোবাচা ॥ ১ ॥

থড়ে সাত মল্লা বেধুনী মহাধুনী হী লগল জে জে কালধূনী পহিলে হাক সর্পা হোই অন্ধকার, মেরী সিদ্ধি গুরুকা পাশ ॥ ২ ॥

অথ বিষনাশনমন্ত্রঃ।

ওঁ মলপাড় ভগবতী মহাকূবী মহাকারা মহাকরালী গিরিবজ্রদাবানলান্ ভস্মীকুরু ভস্মীকরী বিষ মথ মথ মৃতী কুরু কুরু রাজমুখবন্ধনং চোরমুখবন্ধনং সর্ব্বদুষ্টগ্রহবন্ধনং বশীকুরু বশীকুরু ফট্ স্বাহা।

অথ সর্পমুখস্তম্ভনম্।

ওঁ আদেশ গুরুকোঁ আরো গঙ্গাযমুনাকী বাল্ খীল্, বোংটমুখ তাল্ খীল্, মুখমণ্ডলকা পাশখীল্, ধরণী ওর আকাশমো সর্পা জো পেঈউ পাশ। ইতি সর্পমুখস্তম্ভঃ॥

অথ সর্ব্ববিষনাশনমন্ত্রঃ।

ওঁ আদেশ গুরুকোঁ হনুমন্তকো তকীব সন্তরহ বিষ, সন্দৃষ্টিহি নাশয়, পার্ব্বতী নাচে, ঈশ্বর থয়াবে, আল তীন ভুবনবিষ, দৃষ্টি হপে সপাত্তলহং, সোহ চাবুহ সোহ তীনি ভুবনবিষ নাশে, মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি ফুরো মন্ত্র ঈশ্বর উবাচা ॥

অথ রক্ষামন্ত্রঃ।

ওঁ আদেশ গুরুকোঁ যো বানী সো পানী মাংসাপ পানী বীনে মেঈ পানী পটই পহপানী বোবী সর্পটই পুত্র অবতরই গঙ্গারু দেঁবী থরঈ পর্ব্বতসউই পুত্র অবতরই কামরু কামিক্ষা দেবী তেহিকী রক্ষা করই মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি ফোর মন্ত্র ঈশ্বরী কামাখ্যা বাচা ॥ ১ ॥

গুরুবাপকো নমস্কার ফণকরে প্রাণা চুটে চুঃ চুঃ বোলে চক্ষু ফাটি মরে তাস্থকী বাসুকী পুনর নাগ তেরী আজ্ঞা লাগে ॥ ২ ॥

অথ সর্পবিষঝাড়নমন্ত্রঃ।

গঙ্গাযমুনাকী আমু চালু অন্টকন্ট সর্পকী জীভ গণ্ড্ তাল্ তু লাগে চৌদাটী, সিলা গুবতী সদাটী, জাহো বিষ গোবরমাটী, কীলো জোসো না বাপ যায়ো, কীলো যৈসো ধাপ ছায়ো, কীলো ধবতী নাহী শিরসা পীত কুমারী বিষ লেউ তোরো দারনিবাহী তু লাগে চৌদাটী, সোলা গুবতী সদাটী, তবো বিদ্যল্ সাড়ি মাহো বিষ গোবরমাটী, উষা উপ বেবে সিকা গ্রটী গটী, কাঁলোঃ নাগচক্রদেউবালে আট ধুলি বন্দগরু বন্দপৈ সোহ সোহ সনিকলো বিষশিবনাথ মেরে হাথ গুরুঃ দেহ যো বনবীরহে জড়ী সাটী গল হাড়তো নব পলন সতীর রসে পুরসরে উদর ঝাড়ী মোরা।

অথ পবনস্তম্ভনম্। মুষ্টিং করযুগে বদ্ধা দ্বে মুষ্টী স্কন্ধয়োর্ন্যসেৎ জিহ্বাং নীত্বা তালুমূলে, পবনস্তম্ভনং ভবেৎ ॥

অথ সর্পদংশন-নিবারণমুদ্রা।

জিহ্বয়া চোর্দ্ধগং তঞ্চ বাধন্তং বাধ এব হি। সমাঙ্গুলী পাদযুগে নথানাং মস্তকোপরি মৃতজীবনী মুদ্রেয়ং সর্পদংশনিবারিণী ॥ তত্র ক্রমঃ। মৃতে লগে মধ্যগতে থু থু চড়ে থুথুক্ তিং। কুর্য্যাচ্চ থুৎকৃতিং তত্র জলকেশং সমাচরেৎ। দূতো মূর্চ্ছাযুতো ভূয়াত্ ততঃ স্বস্থো ভবেদ্ ধ্রুবম্। মৃতং প্রতি প্রবক্তব্যং চিন্তাকোপেন বিদাতে। মৃতে সৃতে মহেশানি বামকঞ্চুকবন্ধনম্। ত্রোটয়েৎ স মহেশানি মৃতঃ স্বস্থো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

অক্তমন্ত্রো যথা—গণ্ডিপা মূল মূল সর্পে স্বল্পা ন মোড়ী মোড়ী জিং জিড়াকী জড় হস্তাসপে ॥

অথ সর্পনিবারণম্।

আস্তিকং মুনিরাজঞ্চ নমস্কারং পুনঃ পুনঃ।
শয়নে সর্পভয়ং নাস্তি নাক্তথা শঙ্করোদিতম্ ॥ ১ ॥

শয়নকালে মুনিরাজ আস্তিককে বারম্বার নমস্কার করিলে সর্পভয় নিবারণ হয়। ইহা মহাদেবের বাক্য কদাচ অন্যথা হয় না ॥ ১ ॥

গৃহীত্বা পুষ্যানক্ষত্রে অমৃতামূলকং হরেৎ।
তন্মালাং ধারয়েৎ কণ্ঠে সর্পবাধাভয়ং নহি ॥ ২ ॥

রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে গুলঞ্চের মূল উত্তোলন করিয়া তাহার মালা গলে ধারণ করিলে সর্প ভয় থাকে না ॥ ২ ॥

অথ সর্পভয়নাশনং প্রীতীকরণপ্রকরণঞ্চ।

ওঁ ঝং ঝাং ঝিং ঝীং ঝুং ঝূং ঝেং ঝৈং ঝোং ঝৌং ঝং ঝঃ অমুকং স্বাহা। অনেন শমীকাষ্ঠময়ং কীলকং একাদশাঙ্গুলং সহস্রেণাভিমন্ত্রিতং স্বগৃহে নিখনেৎ। সর্পভয়ং নাশয়তি। অথবা প্রয়োগাৎ যস্য নাম্না নিখনেৎ স প্রীতো ভবতি।

অথ সর্পদংশনের অমৃতডোরবন্ধনম্।

ধবলি ধবলি ধবলি সার। ধবলি ধরিতে বিষ নাই আর।
হাড়ে মাংসে ধবলি থাটে। ধবলি ধরিতে বিষ না উঠে ॥

অথ আঁচলিবান্ধা।

ওপারে ধোপানী কাপড় কাচে। পদ্মপাতে বিষ ভাসে। ধোপানি তুই গুরু, আমি তোর শিষ্য। অঞ্চলে বান্ধিয়া অমুকার অঙ্গে রাখিলাম কালকূট বিষ। এই মন্ত্র পড়িয়া আপনার বস্ত্রে বন্ধন করিবেক।

অথ গামছাপড়া।

আকাশের তলে পড়্লো গরুড়। গামছা লইয়া খায় সকল বিষ, গরুড়ে খাইলো বিষ, নাই গামছার বার। বিষ নাই বিষহরীর আজ্ঞা। এই মন্ত্রে নূতন গামছা পড়িয়া সেই গামছা দিয়া মস্তকে ঝাড়ি দিলে তৎক্ষণাৎ বিষ দূর হয়।

অথ ঝাড়নমন্ত্রঃ।

ওঁ সিদ্ধিঃ। শগুখুর আর, আষ্টবেটা তার আদবেটার নাম, কাঁই পুতের নাম, আদখান বৌরনাম, ছাঁই খরাণ নির্ব্বিষ খরাণ, ওরে গোসাই মোর কি হইল, ঢেকেমারিতে বিষ মোলো, কাঁই, কাঁই, কাঁই,

.র নাই, এইমন্ত্রে ঝাড়িবে। রক্ত ডুকু মুকু মুক্তার হার, চাপরে ধৈরাছি বিষ নাই তার, এদেবী আদ্যার কাহিনী।

থাপড়ে বিষ করিলাম পানি, এই মন্ত্রে ঘানুখে চাপড় দিবে। শঙ্খুর বেটার ধন মূলে তিন ফুরে বিষ করিলাম পানি। এই মন্ত্র পাড়িয়া ফু দিলে বিষ ভস্ম হয়। থু থু দেবীর কাছে যাও আরে বিষ মাটি খাও। এই মন্ত্রে থু থু দিলে বিষ থাকে না।

অথ জলপড়া।

আল্যের বাড়ন মথন মথিলে, যাহাতে বিষ উপজিলে, তার গঙ্গা কান্দেন, দুর্গা কান্দেন, কান্দেন মা বিষহারী, আই বিষ খাই, যে ঢালিলেন আদ্য শিবাই, জলে থাইলো, স্থলে থাইলো, দেখ মা মনসার আজ্ঞা। এই মন্ত্রে নূতন পাতিলে জল ভরিয়া সেই জল পাঁচ গাছ দূর্ব্বা দিয়া পড়িয়া সেই জল রোগীকে দেখাইবো।

অথ সর্পকরণম্।

কালাকচুর ডগা ১। শ্বেতবিষার মূল ১। জবাপুষ্প ২ টা। রাঙ্গাশাকের ডাঁটা ১। দণ্ডোৎপল ১। একবৃন্তস্থ কালাকচু লালশাক খণ্ড করিয়া মূলদ্বয়োপরি খণ্ডয়িত্বা বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য মন্ত্রং জপেৎ। তদা সর্পো ভবতি অমাবস্যায়াম্।

মন্ত্রো যথা—ওঁ সিদ্ধিঃ। স্বয়ং দেবি করো কাম, আইস দেবি হংসরাও, আসিলা দেবী হুঁহুঙ্কারে, এইক্ষণ হতে জীব সঞ্চারে, ওঁ ভীলি সর্প বল বল স্বাহা। চল্ সর্প মহাভারে, তোমারে চালাই দেবীর বরে, ব্রহ্মাণ্ডগিরির আজ্ঞা। অস্ত জপঃ ১০০৮ একসহস্র অষ্ট।

ওঁ হন হন চল চল নবযুক্তিকার আজ্ঞা। চিঁচলনি চিঁচলনি শুভদৃষ্টা মায়াদেবি করো দৃষ্ট দুই কাটিয়া করো মায়াসর্প দেবীর আজ্ঞা। শক্তির ধারে যাহারে কাটোম সেই জীব সঞ্চারে, লীলাবতীর আজ্ঞা। পৃথিবীদেবী খায়, মেদিনী আউট হাৎ কার, কুণ্ডলী দিয়া রাখি মায়াময়, এ কুণ্ডলী ভাঙ্গিয়া যাও, অগ্নিদেবীর মাথা খাও। ওঁ সঃ। কর্চ্চিমর্চ্চিক্রে অমুকার নাই জন্মিজালান্ অমুকেরে কর তরাপ। দড়ির মালা করিয়া জপ করিবেক, দ্বাদশগ্রন্থিযুক্তম্। উদয়কালাবধি দুইপ্রহর জপ করিবেক। ওঁকারবিন্দু ওকারং কালরুদ্র স্বাহা। নামসাধ্য। ওঁ ক্রীং ক্রীং বিং বিং উং কুং স্বাহা। শতবারং জপেন সিদ্ধিঃ।

ওঁ শূন্ত সুমধ্যভক্তিণী স্বাহা। পরিজপঃ। অক্ষরে অক্ষর মার, আদ্ অক্ষরে সয়াল সংসার, অক্ষরে বাই, ত্রিভুবনের মধ্যে মরণ নাই। আগমাও না গতি, মোরে করো কোন গতি, হরজানীশ স্বাহা। শূন্যোঽয়ং॥

অথ বৃশ্চিকবিষনিবারণম্।

শিরীষবীজং গোমেংং দাড়িমস্য চ মূলকং।
অর্কক্ষীরযুতং হন্তি ধূপো বৃশ্চিকজং বিষম্॥ ১॥

অনন্তর বৃশ্চিকবিষনিবারণার্থ প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। শিরীষবীজ, গোবসা, দাড়িমের মূল ও আকন্দের দুগ্ধ এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে বৃশ্চিকবিষ বিনাশ হয়॥ ১॥

ময়ূরপারাবতকুক্কুটানাং গ্রাহ্যং পুরীষং সহ ভানুমূলৈঃ।
ধূপো নিহন্ত্যাশু বিষং সমস্তং চতুর্ব্বিধং বৃশ্চিকসর্পজাতম্॥ ২॥

ময়ূর, কপোত ও কুক্কুট ইহাদিগের বিষ্ঠা ও আকন্দের মূল আহরণ করিয়া ধূপ দিলে, সকলপ্রকার বিষ ও চতুর্ব্বিধ বৃশ্চিক ও সর্পবিষ বিনাশ পায়॥ ২॥

রজনীচূর্ণধূপেন বিষং বৃশ্চিকজং হরেৎ। বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য গাত্রাণি ধূপধূমং পায়য়েৎ। দংশঞ্চ ধূপয়েজ্জীয়ং সর্ব্বধূপেষয়ং বিধিঃ॥ ৩॥

হরিদ্রাচূর্ণের ধূপে বৃশ্চিকদংশনজন্য বিষ নষ্ট হয়। দষ্টব্যক্তির সর্ব্বশরীর বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ধূপ প্রয়োগ করিবে এবং দংশনস্থানে ধূপ দিবে। সর্ব্বপ্রকার ধূপে এইরূপ বিধি জানিবে॥ ৩॥

তোয়ের্বা নাগরং নস্যং পিবেদ্বা সৈন্ধবং ঘৃতম্।
অর্কধুস্তূরমূলম্বা জলপানে বিষাপহম্॥ ৪

বৃশ্চিকদংশনে শুণ্ঠী চূর্ণ করিয়া জলের সহিত নস্য গ্রহণ করিবে, অথবা ঘৃত ও সৈন্ধব ভক্ষণ করিবে, কিম্বা আকন্দমূল ও ধুস্তূরমূল পেষণ করিয়া জলের সহিত পান করিবে। ইহাতে বৃশ্চিকবিষ বিনষ্ট হয়॥ ৪॥

পুত্রজীবকফলামজ্জাঃ পলাশোত্থাঃ করঞ্জজাম্।
মজ্জাঃ তোয়ৈঃ প্রলেপোঽয়ং হন্তি বৃশ্চিকজং বিষম্॥ ৫॥

জীবপুত্রিকাফলের মজ্জা, পলাশবীজের মজ্জা এবং করঞ্জাবীজের মজ্জা একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া দংশনস্থানে লেপন করিলে বৃশ্চিকবিষ বিনাশ হয়॥ ৫॥

হিঙ্গু বা জললেপেন বৃশ্চিকোত্থং বিষং হরেৎ॥ ৬॥

হিঙ্গু জলের সহিত গুলিয়া দংশনস্থানে লেপন করিলে বৃশ্চিকবিষ নষ্ট হয়॥ ৬॥

সিক্থকং সপ্তধা ভাব্যং স্নুহ্যর্কপয়সাতপে।
তত্তপ্তং বহ্নিনা স্পৃষ্টং দংশস্থানে বিষং হরেৎ॥ ৭॥

সিজের ক্ষীর ও আকন্দের ক্ষীরে মোম সপ্তবার ভাবনা দিয়া অগ্নিতে তপ্ত করিয়া দংশস্থানে স্পর্শ করাইলে, তৎক্ষণাৎ বৃশ্চিকবিষের জ্বালা নিবারণ হয়॥ ৭॥

ঘৃতার্কদুগ্ধলেপেন যষ্ট্যা বা ধূপিতেন বা। বীজপূরকমূলস্য লেপাদ্বাপি হরীতকী। লেপো জাতীগুড়াভ্যাম্বা হরিদ্রালেপনেন বা। বৃশ্চিকস্য বিষং হন্তি প্রত্যেকেন ন সংশয়ঃ॥ ৮॥

বৃশ্চিকদংশন হইলে ঘৃত ও আকন্দের ক্ষীর একত্র মিশ্রিত করিয়া দংশনস্থানে লেপন করিলে, যষ্টিমধুর ধূপ দিলে, লেবুর মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, হরীতকী পেষন করিয়া লেপন করিলে, জাতীপুষ্প ও গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা হরিদ্রা লেপন করিলে, তৎক্ষণাৎ বিষ পীড়া নিবারণ হয়॥ ৮॥

মাতুলুঙ্গস্য মূলন্তু রবিবারে সমুদ্ধরেৎ। উত্তরাভিমুখেনৈব ক্রূঁ মন্ত্রোচ্চারণাৎ স্পৃশেৎ। বামাঙ্গে দক্ষিণে দষ্টে বামদষ্টে চ দক্ষিণে। মার্জ্জনেন বিষং হন্যাৎ সদংশঃ দুষ্টপ্রত্যয়ম্। সপ্তধা মার্জ্জনেনৈব বিষং বৃশ্চিকজং হরেৎ॥ ৯॥

রবিবারে ছোলঙ্গলেবুর মূল উত্তরাভিমুখে উত্তোলন করিয়া ক্রূঁ এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক গাত্রে স্পর্শ করাইবে। দক্ষিণাঙ্গে দংশন হইলে বামাঙ্গে এবং বামাঙ্গে দংশন হইলে দক্ষিণাঙ্গে স্পর্শ করাইতে হইবে।

এইরূপে সপ্তবার গাত্রমার্জ্জন করিলে, তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় বৃশ্চিক-বিষ-পীড়া নিবারণ হয় ॥ ৯ ॥

কার্পাসমূলং চর্ব্বিত্বা বিষজিৎ কর্ণফুৎকৃতে ॥ ১০ ॥

কার্পাসমূল চর্ব্বণ করিয়া কর্ণে ফুৎকার করিলে, তৎক্ষণাৎ বৃশ্চিক-বিষের জ্বালা নিবৃত্তি হয় ॥ ১০ ॥

গ্রাহ্যং হংসপদীমূলং প্রাতরাদিত্যবাসরে।
মুখস্থং ফুৎকৃতং কর্ণে বিষং বৃশ্চিকজং হরেৎ ॥ ১১ ॥

রবিবার প্রাতঃকালে হংসপদীলতার মূল গ্রহণ করিয়া তাহা মুখে চর্ব্বণ করিয়া কর্ণে ফুৎকার দিলে বৃশ্চিকবিষ বিনষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

ওঁ ক্ষঃ ফট্ স্বাহা। অনেনাপোমার্জ্জয়েন্নির্ব্বিষো ভবতি। শাঁখো মাঁখো মাঁহী থোঁহী। অনেন গরুড়মন্ত্রেণ বৃশ্চিকদষ্টং করবীরকাষ্ঠেনাপোমার্জ্জয়েন্নির্ব্বিষোভবতি ॥১২॥

ওঁ ক্ষঃ ফট্ স্বাহা ইত্যাদি গারুড়মন্ত্রে বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির শরীর করবীরকাষ্ঠদ্বারা মার্জ্জন করিলে, তৎক্ষণাৎ বিষ-পীড়া নিবৃত্তি হয় ॥ ১২ ॥

বকুলস্য বীজং বা নিষ্পীড্য দংশনস্থলে। প্রলেপাদ্বৃশ্চিকবিষহরণকাভিমন্ত্রিতাৎ॥ ওঁ ঋঁ হ্রঁ যঁ ক্রঁ ঙঁ বঁ বঁ লঁ ক্ষঁ এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ হঁ হঃ। ইতি মন্ত্রেণাভিমন্ত্র্য প্রলেপয়েৎ ॥ ১৩ ॥

বকুলের বীজ বা ত্বক্ নিষ্পীড়ন করিয়া দংশনস্থানে লেপন করিলে, বৃশ্চিকবিষ বিনাশ হয়। ওঁ ঋঁ হ্রঁ ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া লেপন করিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

হ্রঁ হ্রীঁ মঁ চঁ ওঁ ইতি মন্ত্রেণ ওলবৃন্তমভিমন্ত্র্য তেন মার্জ্জনাদ্বৃশ্চিকবিষনাশো ভবতি ॥ শিবেন ভাষিতো যোগো নাবহেলনীয়ো ধ্রুবম্ ॥ ১৪ ॥ ইতি বৃশ্চিকবিষহরণম্।

হাঁ হীঁ ইত্যাদিমন্ত্রে ওলশাখা অভিমন্ত্রিত করিয়া মার্জ্জন করিলে, বৃশ্চিকবিষ নিবারণ হয়। এই যোগ মহাদেবকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, ইহার অন্যথা হয় না ॥ ১৪ ॥

অথ মূষিকবিষহরণম্।

শিলা তালককুষ্ঠঞ্চ ভাব্যং নিম্ব শিকাদ্রবৈঃ।
পানং মূষিকদষ্টানাং দত্তং তীব্রবিষং হরেৎ ॥ ১ ॥

অনন্তর মূষিকবিষপ্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। মনঃশিলা, হরিতাল ও কুড় এইসকল দ্রব্য একত্রে নিসিন্দার রসে ভাবনা দিয়া পান করিলে, তীব্র মূষিকবিষ বিনষ্ট হয় ॥ ১ ॥

গৃহগোধাং সমাদায় পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা।
লেপাদাখুবিষং হন্তি পিবেদ্বা ক্ষীরপাচিকাম্ ॥ ২ ॥

গৃহগোধিকা অর্থাৎ টিকটিকী তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে ইন্দুরবিষ বিনাশ হয়; অথবা উহা দুগ্ধের সহিত পান করিবে ॥ ২ ॥

সর্ষপং কুঙ্কুমং তক্রং সমভাগং ঘৃতং পিবেৎ।
বিষং মূষিকদষ্টানাং শমমাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩ ॥

সর্ষপ, কুঙ্কুম, তক্র ও ঘৃত সমভাগে লইয়া পান করিলে, তৎক্ষণাৎ মূষিকদংশনজনিত জ্বালা নিবারণ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

চিঞ্চাফলসমাযুক্তং গৃহধূমং পলার্দ্ধিকম্।
পুরাণাজ্যেন সপ্তাহং লিহ্যাদাখুবিষং হরেৎ ॥ ৪ ॥

তেঁতুল ও গৃহের ঝুল ৪ তোলা প্রমাণে লইয়া পুরাতনঘৃতে অবলেহ প্রস্তুত করিবে। ইহা সপ্তাহ লেহন করিলে, ইন্দুরবিষ বিনাশ হয় ॥ ৪ ॥

অথ কুক্কুরবিষহরণম্।

গুড়ং তৈলার্কদুগ্ধঞ্চ লেপাচ্ছ্বানোর্ব্বিষং হরেৎ ॥ ১ ॥

অনন্তর কুক্কুরবিষ-নিবারণপ্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। ইক্ষুগুড়, তৈল ও আকন্দের দুগ্ধ একত্র পেষণ করিয়া দংশনস্থানে লেপন করিলে কুক্কুর-দংশনজন্য বিষ-পীড়া নিবারণ হয় ॥ ১ ॥

পিষ্ট্বাপামার্গমূলঞ্চ কর্ষৈকং মধুনা লিহেৎ।
শুনোদ্দিষ্টবিষং হন্তি লেপাৎ কুক্কুটবিষ্ঠয়া ॥ ২ ॥

অপামার্গমূল ২ তোলা পেষণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে কুক্কুরদংশনের বিষ বিনাশ হয়, অথবা কুক্কুটের বিষ্ঠা প্রলেপ করিলেও উক্ত বিষ-পীড়া নিবারণ হয় ॥ ২ ॥

উন্মত্তশুনোদ্দষ্টানাং কুমারীদলসৈন্ধবম্।
সুখোষ্ণং বন্ধয়েৎ পিষ্টং ত্রিদিনান্তে মুখাবহম্ ॥ ৩ ॥

উন্মত্ত কুক্কুরে দংশন করিলে, ঘৃতকুমারীপত্র ও সৈন্ধব পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া দংশনস্থানে বন্ধন করিয়া রাখিবে। তিন দিন পরে ঐ বন্ধন খুলিয়া ফেলিবে। ইহাতে বিষ বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

অথ মৎস্যভেকাদিবিষহরণম্।

শিরীষফলমূলঞ্চ স্নুক্ক্ষীরং * * * ।
* * * পিবেদ্ ভেকবিষাপহম্ ॥ ১ ॥

অনন্তর মৎস্যভেকাদির বিষ-প্রতিকার কথিত হইতেছে। শিরীষফল, শিরীষমূল ও সিজের ক্ষীর * * * পান করিলে, ভেকবিষ বিনাশ হয় ॥ ১ ॥

ত্র্যূষণং মেঘনাদা চ ভেকমৎস্যবিষাপহা ॥ ২ ॥

মরিচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠী ও মুথা এইসকল দ্রব্য পান করিলে, ভেক-বিষ ও মৎস্যবিষ বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

শৃঙ্গিমৎস্যবিষং স্বেদাৎ কিঞ্চিদ্ ঘৃতসমন্বিতাৎ ॥ ৩ ॥

শৃঙ্গিমৎস্যবিষে দংশনস্থানে ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে স্বেদ দিবে ॥ ৩ ॥

অথ গৃহগোধাবিষনিবারণম্।

গৃহগোধাবিষং হন্তি কাশ্মিরীফলনস্যতঃ ॥ ১ ॥

কাশ্মিরীফলের নস্যগ্রহণ করিলে, গৃহগোধিকা অর্থাৎ টিকটিকীর বিষ বিনাশ হয় ॥ ১ ॥

অথ ব্যাঘ্রাদিবিষনিবারণম্।

বৃকব্যাঘ্রশৃগালাখুভল্লূকদ্বিপবাজিনাম্।
বিষং শ্বাপদদংশস্যেদ্দহেল্লৌহশলাকয়া ॥ ১ ॥

অনন্তর ব্যাঘ্রাদিবিষনিবারণ-প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। ব্যাঘ্র, শৃগাল, ইন্দুর, ভল্লূক, হস্তী, ঘোটক প্রভৃতি শ্বাপদজন্তুর দংশনে লৌহশলাকা উত্তপ্ত করিয়া দংশনস্থান দগ্ধ করিয়া দিবে ॥ ১ ॥

লেপাৎ সর্ব্ববিষং হন্তি মূলং শ্বেতপুনর্নবম্।
কিমত্র বহুনোক্তেন তৎক্ষণাদ্বিষনাশনম্ ॥ ২ ॥

শ্বেতপুনর্নবার মূল পেষণ করিয়া দংশনস্থানে প্রলেপ দিলে, তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপ্রকার বিষ বিনাশ হয় ॥ ২ ॥

চিঞ্চটস্ত চ পানেন ব্যাঘ্রব্যালবিষং হরেৎ ॥ ৩ ॥

জলবৃশ্চিক ভক্ষণ করিলে, সর্প ও ব্যাঘ্রাদির বিষ বিনাশ হয় ॥ ৩ ॥

ধুস্তূরপত্রতোয়েন চূর্ণং ত্রিকটুসম্ভবম্।
উদরস্থং বিষং হন্তি ব্যাঘ্রব্যালসমুদ্ভবম্ ॥ ৪ ॥

মরিচ, পিপ্পলী ও শুণ্ঠী এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ ধুস্তূরপত্ররসের সহিত পান করিলে, ব্যাঘ্র ও সর্পাদির বিষ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

করঞ্জতৈললেপেন জ্বালাং ব্যাঘ্রনখোদ্ভবাম্ ॥ ৫ ॥

করঞ্জবীজের তৈল দংশনস্থানে লেপন করিলে, ব্যাঘ্রনখোদ্ভব ক্ষত-জ্বালা নিবারণ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

গোজিহ্বামূলিকাং পিষ্ট্বা জলেন মধুনা সহ।
লেপোঽপি সর্ব্বজন্তূনাং নখতুণ্ডবিষং হরেৎ ॥ ৬ ॥

গোজিয়ার মূল পেষণ করিয়া জল ও মধুর সহিত প্রলেপ দিলে, সর্ব্ব-জন্তুর নখতুণ্ডাঘাতোদ্ভব বিষজ্বালা নিবারণ হয় ॥ ৬ ॥

তথা নিম্বত্বচঃ চৈব শমীবৃক্ষত্বং তথা। উষ্ণোদকেন লেপঃ স্যান্নখদন্তবিষাপহঃ ॥ তথা দারুহরিদ্রায়া লেপো দন্তবিষাপহঃ ॥ ৭ ॥

নিম্ববৃক্ষের ছাল ও শমীবৃক্ষের ছাল একত্র উষ্ণজলের সহিত পেষণ করিয়া লেপ দিলে, নখ ও দন্তবিষ বিনষ্ট হয় এবং দারুহরিদ্রা দংশনস্থানে লেপন-করিলে, দন্তবিষ নিবারণ হয় ॥ ৭ ॥

অথ কীটবিষনিবারণম্।

আশোণতণ্ডুলীমূলং তুলসীমূলিকাপি বা।
তণ্ডুলোদকপানেন কীটকোথং বিষং হরেৎ ॥ ১ ॥

অনন্তর কীটবিষনিবারণ-প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। রক্তবর্ণ নটিয়া-শাকের মূল ও তুলসীবৃক্ষের মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে, কীটদংশনজনিত বিষজ্বালা নিবারণ হয় ॥ ১ ॥

লাঙ্গল্যা কটুতুম্ব্যা বা দেবদারু নিশাপি বা।
মূলং বীজং কাঞ্জিকেন লেপঃ কীটবিষাপহঃ ॥ ২ ॥

লাঙ্গলিয়া, তিক্তলাউ, দেবদারু বা হরিদ্রা যথাসম্ভব ইহাদিগের মূল ও বীজ কাঁজীর সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, কীট-বিষ বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

তিলঞ্চ সর্ষপং কুষ্ঠং বীজং করঞ্জসম্ভবম্।
উদ্বর্ত্তনাৎ প্রলেপাদ্বা সর্ব্বকীটবিষাবজিৎ ॥ ৩ ॥

তিল, সর্ষপ, কুড় ও করঞ্জবীজ এইসকল দ্রব্য পেষণ করিয়া উদ্বর্ত্তন অথবা লেপন করিলে, সর্ব্বপ্রকার কীটবিষ বিনাশ পায় ॥ ৩ ॥

করঞ্জবীজসিদ্ধার্থৈঃ তিলৈর্লেপো বিষাপহঃ।
এরণ্ডতৈললেপো বা সর্ব্বকীটবিষাপহঃ ॥ ৪ ॥

করঞ্জবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও তিল একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, কীট-বিষ বিনষ্ট হয়; অথবা এরণ্ডতৈল দংশনস্থানে লেপন করিলে, সর্ব্বপ্রকার কীটবিষ-জ্বালা নিবারণ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

নিশা দারুনিশা চৈব মঞ্জিষ্ঠা নাগকেশরম্।
এষাং লেপো নিহন্ত্যাশু বিষং লূতাদিসম্ভবম্ ॥ ৫ ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা ও নাগকেশর এইসকলদ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, লূতা অর্থাৎ মাকড়সার বিষ বিনাশ হয় ॥ ৫ ॥

অথ সর্ব্বজন্তুবিষনিবারণম্।

পুত্রজীবফলামজ্জাং শীততোয়েন পেষিতাম্। লেপনাঞ্জননস্যৈস্তু পানাদ্বা নিষ্ক-মাত্রতঃ। ব্যাঘ্রমূষিকগোনাগবৃশ্চিকাদিবিষং হরেৎ। দুঃসহং বহিবং চাশু বিস্ফোটক বিনাশয়েৎ ॥ ১ ॥

অনন্তর সর্ব্বজন্তুর বিষ-প্রতিকার কথিত হইতেছে। জীবপুত্রিকা-ফলের মজ্জা শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া দুইরতিপরিমাণে লেপন, অঞ্জন, নস্য বা পানে প্রয়োগ করিলে, ব্যাঘ্র, মূষিক, গো, সর্প, বৃশ্চিকা-দির বিষ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনে অন্যান্য দুঃসহ বিষ ও বিস্ফোটক বিনাশ হয় ॥ ১ ॥

বন্ধ্যাকর্কোটকীকন্দং জলৈঃ পিষ্ট্বা প্রলেপয়েৎ।
সর্পমূষিকমার্জ্জারবৃশ্চিকাদিবিষাপহম্ ॥ ২ ॥

কাকরোলের মূল জলের সহিত পেষণ করিয়া দংশনস্থানে প্রলেপ দিলে, সর্প, মূষিক, মর্জ্জার, বৃশ্চিকাদির দংশনজন্য বিষ-পীড়া নিবারণ হয় ॥২ ॥

অথ উপবিষনিবারণম্।

স্নুহ্যর্কোন্মত্তকশ্চৈব করবীরশ্চ লাঙ্গলী। বহ্নীজয়পালকঃ কৃষ্ণা কুষ্ঠং ভল্লা তথৈব চ। মহাকালশ্চ ইত্যাদ্যাঃ স্মৃতাস্ত্বুপবিষাপহাঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর উপবিষনিবারণপ্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। সিজ, আকন্দ, ধুতুরা, করবীর, লাঙ্গলিয়া, জয়পাল, পিপ্পলী, কুড়, ভেলা ও মহাকাল এইসকলদ্রব্য উপবিষ-নাশক ॥ ১ ॥

সসিন্ধুঃ কাঞ্জিকঃ পীত্বা সমস্তোপবিষং হরেৎ। সারমেয়বিষং হন্তি ঘৃতেনাপি হরীতকী। নিম্বপত্রং ঘৃতং হন্তি ঘৃতেন মধুনা ততঃ ॥ ২ ॥

কাঁজীর সহিত সৈন্ধবলবণ ভক্ষণ করিলে, সমস্ত উপবিষ বিনষ্ট হয় এবং হরীতকী ঘৃতের সহিত অথবা নিম্বপত্র এবং পূতিকা-ঘৃত ও মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে, কুক্কুরবিষ বিনাশ পায় ॥ ২ ॥

অথ কৃত্রিমবিষনিবারণম্।

অনেকবিষজীবানাং চূর্ণমুপবিষৈর্যুতম্।
মিশ্রিতং নখকেশাদ্যৈর্লোমভিশ্চূর্ণনকৃত্রিমম্ ॥ ১ ॥

অনন্তর কৃত্রিমবিষনিবারণপ্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। নানাপ্রকার বিষধর জীবের চূর্ণ, উপবিষ, নখ, কেশ, লোমাদি একত্র চূর্ণ করিয়া লইলে, ঐসকল চূর্ণকে কৃত্রিমবিষ বলে ॥ ১ ॥

কৃত্রিমস্য বিষং খ্যাতঃ পক্ষান্মাসাদ্ধি বাধতে। আলস্যং কুরুতে জাড্যং কাসং শ্বাসং বলক্ষয়ম্। রক্তস্রাবো জ্বরঃ শোথঃ পীড়া চক্ষুশ্চ লক্ষয়েৎ ॥ ২ ॥

কৃত্রিমবিষ পক্ষ ও মাসমধ্যে বাধা জন্মায়। কৃত্রিমবিষপ্রয়োগে আলস্য, শরীরের জড়তা, কাস, শ্বাস, বলক্ষয়, রক্তস্রাব, জ্বর ও শোথ এইসকল উপসর্গ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

মৃতং সূতং মৃতং স্বর্ণং শুদ্ধলোহং সমাংশিকম্। ত্রয়াণাং গন্ধকং তুল্যং মর্দ্দ্যং কন্ন-দ্রবৈর্দিনম্। তচ্চূর্ণং সসিতা ক্ষৌদ্রৈর্মাসমেকং লিহেৎ সদা ॥ ৩ ॥

শোধিত পারদ, জারিত স্বর্ণ ও শুদ্ধ লৌহ সমভাগে লইয়া সর্ব্বসমান গন্ধক মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত একদিবসপর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে। তৎপরে এই ঔষধ শুষ্ক করিয়া শর্করা ও মধুর সহিত লেহন করিবে। এক-মাস সেবন করিলে, কৃত্রিমবিষদোষ শান্তি হয় ॥ ৩ ॥

বহ্নিমূলযুতঃ ক্ষীরং মনুষ্যগরনাশনঃ ॥ ৪ ॥

চিতার মূল দুগ্ধের সহিত পান করিলে মনুষ্য-বিষ বিনাশ হয় ॥ ৪ ॥

পুত্রজীবফলামজ্জাং নিষ্কমাত্রং গবাং পয়ঃ।
পীত্বা চোগ্রং গরং হন্ত্যাদ্বিষং কৃত্রিমযোগজং ॥ ৫ ॥

জীবপুত্রিকাফলের মজ্জা দুইরতিপরিমাণে গব্যদুগ্ধের সহিত পান করিলে, অতি উগ্র কৃত্রিম বিষ ও যোগজ বিষ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

শটিপুষ্করমূলঞ্চ পাচ্যং শীতলবারিণা। তৎ পিবেৎ শীতলে পানে গরতৃড়্জ্বরাপহং।
ক্ষীরমুদ্গযুতং পথ্যং শাল্যন্নং পরমং হিতং ॥ ৬ ॥

শটী ও কুড় শীতলজলের সহিত পাক করিয়া শীতল হইলে, পান করিবে। ইহাতে বিষজন্য তৃষ্ণা ও জ্বর নিবারণ হয়। কৃত্রিমবিষপীড়ায় দুগ্ধ, মুগ ও শালিধান্যের অন্ন পথ্য পরমহিতকর ॥ ৬ ॥

গৃহধূমং জলৈঃ পিষ্ট্বা তণ্ডুলীমূলতুল্যকং। তস্মাচ্চতুর্গুণং চাজ্যং ঘৃতাৎ ক্ষীরং চতুর্গুণং। ঘৃতশেষং পচেৎ সর্ব্বং পিবেৎ সর্ব্বগরাপহং ॥ ৭ ॥

গৃহের ঝুল ও নটিয়ার মূল একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া তাহার সহিত উক্ত দ্রব্যদ্বয়ের চতুর্গুণ ঘৃত এবং ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। যৎকালে ঘৃতমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন পাক শেষ হইল, পরে উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

সমূলপত্রাং সর্পাক্ষীং জলেন ক্বথিতাং পিবেৎ।
নর-মূত্রেণ বা পিষ্টাং পিবেৎ সর্ব্বগরাপহং ॥ ৮ ॥

মূল ও পত্রের সহিত সর্পাক্ষীলতার ক্বাথ পান করিবে, অথবা উক্ত লতা নরমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বিষ-দোষ নিবারণ হয় ॥ ৮ ॥

এলাতালীশপত্রাণি ত্র্যূষণং জীরকং সমং।
চূর্ণান্বি চ সিতা যোজ্যা ভুক্ত্বা গরহরং ভবেৎ ॥ ৯ ॥

এলাচী, তালীশপত্র, মরিচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠী ও জীরা এইসকলদ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের সহিত শর্করা মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে বিষদোষ বিনাশ হয় ॥ ৯ ॥

পথ্যা রজনীকুষ্ঠং মধ্বাজ্যাগৃহধূমকং।
তণ্ডুলীমূলসংযুক্তং কর্ষং গরহরং পিবেৎ ॥ ১০ ॥

হরিদ্রা, কুড়, ঘৃত, মধু, গৃহের ঝুল ও নটিয়াশাকের মূল দুগ্ধের সহিত দুইতোলা পরিমাণে ভক্ষণ করিলে, বিষ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

অথ যোগজবিষনিবারণম্।

তৈলকর্পূরজম্বীরসংযোগাদ্ যোগজং বিষং।
সমাংশেন তু মধ্বাজ্যমেবং সংযোগজং বিষং ॥ ১ ॥

অনন্তর যোগজ বিষ নিবারণার্থ প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। তৈল, কর্পূর, জম্বীররস, মধু ও ঘৃত এইসকল দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া ভক্ষণ করিলে বিষ বিনষ্ট হয় ॥ ১ ॥

নারিকেলাম্বুকর্পূরঃ সংযোগাদ্ যোগজং বিষং ॥ ২ ॥

নারিকেলজল ও কর্পূর একত্র মিলিত করিয়া সেবন করিলে, যোগজ-বিষ নিবারণ হয় ॥ ২ ॥

মরিচং তুম্বিকামূলং যোগজং বিষমেব চ। পুত্রজীবফলেনৈব রজনীমারনালকৈঃ।
দেবদালীনৃমূত্রৈর্ব্বা সর্পাক্ষী চেন্দ্রবারুণী। গিরিকর্ণীয়মূলং বা প্রত্যেকং বিষজিদ্ভবেৎ ॥ ৩ ॥

মরিচ, তুম্বীমূল ও জীবপুত্রিকাফল; কাঞ্জীর সহিত হরিদ্রা। নর-মূত্রের সহিত দেবদালী, সর্পাক্ষী, রাখালশশা, অপরাজিতার মূল, এই-সকল দ্রব্য প্রত্যেকে যোগজবিষবিনাশক ॥ ৩ ॥

মধ্বাজ্যং কাকমাচ্যাস্ত দ্রবৈঃ পিষ্ট্বা বিষং হরেৎ।
গিরিকর্ণীনাগপুষ্পীমুণ্ডীপানাদ্বিষাপহঃ ॥ ৪ ॥

অপরাজিতার মূল, নাগকেশর ও মুড়মুড়িয়া এইসকল দ্রব্য কাক-মাচীর রসে পেষণ করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত পান করিলে, যোগজবিষ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

অথ ভল্লাতকবিষনিবারণম্।

ভল্লাতৈলসম্পর্কাৎ স্ফোটঃ সংজায়তে নৃণাং। নবনীতং তিলং পিষ্ট্বা তল্লেপেন তু তং জয়েৎ। বিশ্বীপত্রপ্রলেপাদ্বা তং জয়েত্তৎপদেন বা ॥ ১ ॥

ভেলার তৈল গাত্রে স্পর্শ হইলে স্ফোটক জন্মে। নবনীত ও তিল পেষণ করিয়া লেপন করিলে তাহা শান্তি হয়; অথবা তেলাকুচের পত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলেও উক্ত স্ফোটকের প্রতিকার হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

ভল্লাতকস্য মূলস্য মৃত্তিকাভিঃ প্রলেপয়েৎ।
তৎসংজাতবিকারাণি নাশয়ত্যেব নিশ্চিতং ॥ ২ ॥

ভেলাবৃক্ষের মূল মৃত্তিকার সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে, তৎক্ষণাৎ ভল্লাতকসংযোগজনিত স্ফোটকাদি শান্তি হয় ॥ ২ ॥

অথ কুক্কুরবিষনাশমন্ত্রঃ।

ওঁ নম আদেশ গুরুকোঁ কালাকম্বল কালোহাথ, ইশ্মায়েল যোগী রহে ভক্তকে সাথ, মেরা ভক্তি গুরুকী শক্তি, ফুরো মন্ত্র ঈশ্বর উবাচ ॥১॥

ইবা খিল্লা সোহং ডতেব সনাতরা আজাথ পাটলাচী দোকানী কাল-ভৈথাচী সিদ্ধি ইসচমা, বিছী, তহি লাগই হনী আনহী মারহী বিছী, আনই পাথতু, মেরা ভক্তি গুরুকী শক্তি ফুরো মন্ত্র ঈশ্বর উবাচ ॥ ২ ॥

ওঁ আদেশ গুরুকোঁ গুরুগোসাই বিদেশাঁ তব চলে, ঈশ্বরীবাচা ॥ ৩ ॥

ওঁ বজ্রীবো বা সর্পা সবজাতি হ্রীঁ পালুবকু বিগাল অগাল বিগাল আগল চাড়েগা দেশমুখ বাহে বাহাতউ উচাবেতো মাতা পার্ব্বতীকা চির হাথ ধরে ঈশ্বর মহাদেবকী জটুঠো মাতা পার্ব্বতীকা থানউ শব্দ সাংচা পিংউ কাঁচা, ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরোবাচা ॥ ৪ ॥

ধর পিড়গা ডাকিনী মহাদেব চেওয়া পার্ব্বতী বরেপাত জো খায়, যেহ জানে ছাতি কাট জায়, প্রাণ জড় গগন দেবঈ, অমুকক্কা মুখউ গগন পাবে যোড়ে মুখ কামরূ কামাখ্যাকী দোঈ ॥ ৫ ॥

চন্দ্রামুখ পরবাবঈ সূর্য্যাই, মারো মানস বাড় লক্ষশক্র সংহারই, মোর বোল পরমা ন মহী বরঈ, পূজই নিরঞ্জন দেবা মোরে হরি বসে মুং মহব পুছে সবকোঈ ॥ ৬ ॥

কালা বিছু কাতর রাজাই গোপাযতৈ ঈশ্বর নহা ঈশ্বর নহা কুকুরীকা বিষ উতর যাই ॥ ৭ ॥

অথ বিষহরণম্।

ওঁ আদেশ গুরুকোঁ তাঙ্গে, ওং মেরী মহেহকৈ ফুরি ভগা দোহী খণ্ড একখণ্ডকী ধরতী ভই। ছয়রা খণ্ডকে, আকাশ ভয়ো, আকাশমে সূর্য্যা ভয়ো, সূর্য্যমে চন্দ্রমা ভয়ো, চন্দ্রমে তারা ভয়ো, তারামে বৃহস্পতি ভয়ো, নীরকো পৃথ্বী ভয়ো পুতবীর ভয়ো, বীরপুত খারভয়ো, নিখণ্টকো পুত নিরঞ্জন ভয়ো, তেরী বিষ আদি জানো পুগাদি জানো সমুদ্র বা উপঘণ্ট বালুবিকা নেত্র তনিকা বঙ্কচরী অবতরু তিন বিষ নাস্তি ॥ ১ ॥

ওঁ নৃতপক তামরুউ, তামরু দকোমারু, ফুলমারু বিষ মারু বিষ মারু বিষ মারু, সোভাব বিষে মারু বিষে মারু, ডোল সংডহলউ আঃ নাগ লোকুটকি পারুবতী সোডনি পাব পাব পাব সনামারু, বণ্ড বাহুত বাকনী পাগলি পাদাস্তি পাজাম্পপা পীটাকো বরুণা মারু, কাথি কাথি পাকো মারু, যেতি পাগণ্ডিকা সোভাব বিষ মারু, যা বিষ গোবর মাটী বিষকী নাস্তি, শিব শক্তি যা বিষ গোবর মাটী ॥ ২ ॥

ওঁ লোলব গুরু তেরো বাপক হাগয়ো, যো বিষহীন থান গয়ো, বিষসে জজোডনো গয়ো, বিষহী মারসা গয়ো বিষহী নাস্তি করণা গয়ো, অব্রুজকা পুত বিষতকা নাতী, থত ছোড়ী অথত জায় আপনো গাঁজী গূংগীবহিনীকা কাছ বটে, শিবকী শক্তি বিষকী নাস্তি, যা সর্পবিষ গোবর মাটী, ভস্মন্ত হোই জায় রোগি যা পায়ে ঐ সো পিণ্ড বিষ চরে চলমলা-ইতো মহাদেবকী আজ্ঞা, মেরী গুরুবাপকো নমস্কারও বিথ বেলিতল বেলীতল বিষ তিনধী যায়, স্বানিসরা চৌড় খুঁড জায়ই ডংস্থ সর্পে রৌ মৌরি বিষ ঢালে মহাদেব ভবাডো বিষ পীয়ে করণ মরণ সো বিষ যায়, শিবকী শক্তি বিষকী নাস্তি, সো বিষ যায়ই সো বিষ কঁহা যায়, কঁহা উপযোগি বিষ পর্ব্বত হিমাচল যায়ো, তেরী বিষ কৌন্ কৌন্ জাতি, সিংগিপা ১ সঙ্করাদধিপা ২ ভঙ্গুরা চোডগহলহুরা ৩ গৌরধতুরা ৪ কালী হুং ফট্ কিপা ৫ নাগলোক বৎসনারোগিপা ৬ সৌরণিপা ৭ সাত বিষকী সাতহি জাতি চল্ বিথ অপ্‌নে থানী, মারো বিষ অটান ভাংতী, তুলে বিষ আত্মা রাণী মারো বিষ পারাতু বিবল মাটীতু বিষ গোবরমাটী, নাই বিষ জাগ হস জাগ গোবরমাটী বোগি যাও সোপিণ্ড বিচরে গুরু গোরক্ষকী আজ্ঞা, রাজা রামচন্দ্রকী আজ্ঞা, আদিনাথকী আজ্ঞা, শ্রীমহা-দেবকী আজ্ঞা, গৌরী মহেশ্বরকী আজ্ঞা, মেরী ভক্তি গুরু নাগলূং সমাচী ॥ ৩ ॥

গুরুপার নমস্কার সমুদ্রপার, অঞ্জনীতে জাপো হনুমন্ত থো থলী, লোভাকারা থলী, তিনিতু বিষ ভস্মঁত করী পর পর জালি পেসৌ পিণ্ড দুঃখে যাকে মহাদেবকী আজ্ঞা, অঞ্জনপুতকী আজ্ঞা ॥ ৪ ॥

আতাপী গঙ্গায়া গঙ্গামে মোতী সমুদ্র সবিতা হরু কছু পুছু গদা পারথ অথা যোলা পারথ মৈ থায়া মৈ জীব গয়া সবিতা তবো কলিয়া লোহাস্করে থাই সালকাটে রণিপা গণিপা কনে জপে সিদ্ধকোলিয়া আন-ডায়ে সিয়ো খোলিপা গোঙ্গ সালফুল নাস্তি যোপিয়ো থাবি সমুদ্র যাবগ সবিত্রা তবো কলিয়া লোহাব কঁহা গয়ো সাতসমুদ্রপার যাই বরাকা বছিণী মুগরী লই ক্যা করে চন্দ্রবালী থাড়োগড়ে বজ্রবালী থড়োলে ক্যা করে থাই সালকাটে রণিপা জণিপা কলে জাপে সিদ্ধকো লিয়া আনডায়ে সিপোখোলিপা গঙ্গ সালফুল নাস্তি থাপীঠোহগে ও বৈকে কুম্ভপীঠ হগি-গত যায় পথাপতো পথাপতো পথাজীবোপ অটাকোরণ কাটি কামরোকী চাউলটা জোড়নোগপো বিষহী মার গয়ো বিষহী নাস্তি ॥ ৫ ॥

ওঁ কার নাগপো অবশতকা পুত, তব থতকা নাতী, থত ছোড়ী অথত যায় অয়নো গাগী গূংগী বহিনীকা কাছ বটে শিবকী শক্তি বিষকী নাস্তি, যা বিষ গোবরমাটী ভস্মংত হোই যায়, রোগ পাপে সো পিণ্ডবিষ চরে চলমলাঙ্গতো মহাদেবকী আজ্ঞা, গৌরমহেশ্বরীকী আজ্ঞা ॥ ৬ ॥

গুরু বাপকো নমস্কারে, তিল তেল মাড় মৎস্য মাংস ঘীত ঘাড় ফল অবসা লোনা ফণী বাব বলাবল লাড় গোজা খায়ো পিয়ো খাবি মুই পায় গয়ো লোনা পাণীঐ যৌবাঙ্গ আসা পিণ্ড খায়ো পিয়ো রাহতো, শ্রীমহা-দেবকী আজ্ঞা লাগে, গোপামাঙ্গকী আজ্ঞা লাগে, খং কথবা লোহার তেরী আজ্ঞা লাগেতো, মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি, ফুরো মন্ত্র ঈশর উবাচ ॥ ৭ ॥

অথ গরুড়মন্ত্রঃ।

ওঁ নমো ভগবতে গরুড় কালাগ্নিবর্ণায় কালানলজিহ্বায় তাপয় তাপয় শোষয় শোষয় রিপূন্ দ্রাবয় দ্রাবয় ভ্রম ভ্রম ভ্রাময় ভ্রাময় হন হন দহ দহ পচ পচ হুং ফট্ স্বাহা ॥

অথ মহাগরুড়মন্ত্রঃ। ওঁ নমো ভগবতে মহাগরুড়ায় মহেন্দ্রপর্ব্বত-শিখাকাররূপায় সংহর সংহর শোচয় শোচয় পাতয় পাতয় নির্ব্বিষমথামৃত-মহাররূপায় ইদং জ্ঞাপয়ামি স্বাহা নমঃ। চল চল চল চর চর ক্ষিপ ক্ষিপ হর হর স্বাহা জল মহাগরুড় চূড়ানন গরুড়প্রভঞ্জন প্রভেদয় প্রভেদয় বিত্রা-সয় বিত্রাসয় বৃষকৃত্যাং হন হন জলকৃত্যাং হন হন বস্ত্রকৃত্যাং হন হন ধনকৃত্যাং হন হন গ্রামকৃত্যাং হন হন তদ্ভ্রাস্তধূলী ভস্মীকুরু কুরু মুষ্টিং ত্রাটয় ত্রাটয় বালাং ছিন্দি ছিন্দি শস্ত্রাণি খাদয় বেতালাদিসকলকিবিষগ্রহান্ ছিন্দি ছিন্দি হৃতনষ্টপ্রণষ্টধনং বিষানি সাটয় সাটয় ব্যোমরূপায় সর্ব্ব-ব্যাপিনে হস হস বিদ্যাধিপতয়ে নমঃ। ইত্যস্ত্রম্ ॥

অথ পাশুপতবারুণাস্ত্রপদম্। পাশুপতায় বারুণাস্ত্রম্। অলকাধিপ অলকাধিপ ব্যোমরূপায় সর্ব্বব্যাপিনে হস হস বিষাধিপতয়ে নমঃ। ইত্যস্ত্রম্ ॥

অথ বিষহরমন্ত্রঃ। পাশুপ ধরন্তী ধরন্তী শংকারী মৃতকারী বিষনাশিনী হতং বিষং নষ্টং বিষমলমিশ্রস্ত বজ্রেণ ব্রহ্মণে স্বাহা॥ তামাবৈ ভুর্প বর্ণে মাতে হলু হলু রক্ষ মাং সর্ব্ব বিষেভ্যঃ গৌরী গান্ধারী চাণ্ডালী মাতঙ্গী দর্শনাপ্রিয় অপি মাগী স্বাহা ॥

অথ বিষনাশনমন্ত্রঃ।

এং আং অঘোরে অঃ সঃ পরমঘোরে হুং ঘোররূপে মহাঘোরমুখি ভীম ভীষাণ অমুকস্থ মুখা না হও ধম ধম পিব পিব হর হর হুং ফট্ ॥ ১ ॥

ও অবধবী পরতন রাথে ধীবন লাটে বিথকী তীর, ধর ধর কর কর জেকো লাবে তেকো তুরন্ত করে পীর, রহ রহ মার মার করংতো আসই স্বাথা রুবস্তো আই, মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরী বাচা ॥২॥

ওঁ অক্ষাং ভুং বাটাং হুং ফট্ আস আস মহমদ আনে রে শত্রু উপরি ধাব ধাব, মেরে শত্রুকো থাব থাব, ভক্তকো সহাব মেরে গুরুকো গরব, মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি ফুরো মন্ত্র ঈশ্বর বাচা। হঃ হঃ ফট্ ॥ ৩ ॥

আনমো আদেশ গুরুকোঁ গুরুকোঁ গুরুকোঁ সবা লাখ্ পর্ব্বত উপরে,

রামলক্ষ্মণ সীতা চাক্ক দিশা ধাবত উত্তরে, তোদকাবো অজয়পাল চটেতো গোরক্ষরাণী ॥ ৪ ॥

ওঁ কুন্তিল কুন্তিল ও মিরান্তং মিরান্তুং কক্করং ওং ও ও কুন্তিলং কক্করং ও বিলিলীদি কুন্তিলং কক্করং ও ॥ ৫ ॥

ওঁ হ্রীঁ কিলি কিলি অমুকং ছিন্দি ছিন্দি রুণ রুণ পচ পচ হ্রীঁ আঘাত করে বচানকী কুড়ি পাথাবতী সমারমুখ জড়িয়া গোরথ যতী আজ্ঞা বহ বহ ॥ ৬ ॥

ওঁ আদেশ গুরুকোং চন্দনবৃক্ষ চন্দনরুখনারী কাটীক বানীপি বিষ-হরো মন্ত্র ঈশ্বরীবাচা ॥ ৭ ॥

রক্ত সরো রক্ত মরো রক্ত মোসোন মশ্বোন মরোন গোরক্ষ করে শ্রীমহাদের সোগচক্রমুনীসো চলে মহমদা মাই জাবা একাফত সরা থরা সৈতান বলথ ভূতা কানাথ চক্রখেলায়া বান্ধ বান্ধ মহমদা বীর বাচা ধড় যোগিনী বাংধি ভূত প্রেত বাংধি ন বান্ধে তো বাককাবর পীরকী আন হটাপরেতো স্থবরকো থাই মাতা দেমতীকে সে জেয়া ধরে ॥ ৮ ॥

অথ বৃশ্চিকবিষনাশনম্।

ওঁ থং দং মং রং লং বং হং ঠং সং সং সং হুং লং শঃ সঃ। অনেন বৃশ্চিকবিষং নাশয়তি।

অথ বিষাপহারমন্ত্রঃ।

ওঁ থং থং বং বং টং টং বং বং সঃ। বিষাপহারো মন্ত্রঃ।

অথ সর্ব্ববিষনাশনং।

ওঁ ডহঁ ডসঃ। অনেন স্থাবরজঙ্গমং বিষং নাশয়তি। ওঁ ডংং এসতঃ। অনেন চ স্থাবরজঙ্গমবিষং নাশয়তি।

অথ বৃশ্চিকবিষহরণং।

ওঁ শীং। অয়ং বৃশ্চিকবিষহরণমন্ত্রঃ। মনসা জপেৎ সর্ব্বসিদ্ধিঃ ॥

অথ সুশ্রুতোক্ত নানাবিধ বিষচিকিৎসা।

স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব দ্বিবিধং বিষমুচ্যতে ॥ দশাধিষ্ঠানমাদ্যন্তু দ্বিতীয়ং ষোড়শাশ্রয়ং ॥ মূলং পত্রং ফলং পুষ্পং ত্বক্ক্ষীরং সারএব চ। নির্য্যাসো ধাতবশ্চৈব কন্দশ্চ দশমঃ স্মৃতঃ ॥

তত্র ক্লীতকাশ্বমারগুঞ্জাসুগন্ধগর্গরিককরঘাটবিদ্যুচ্ছিখাবিজয়ানীত্যষ্টৌ মূলবিষাণি। বিষপত্রিকালম্বাবরদারুকরম্ভমহাকরম্ভাণি পঞ্চপত্র-বিষাণি। কুমুদ্বতীবেণুকাকরম্ভমহাকরম্ভকর্কোটকরেণুকখদ্যোতকচর্ম্মরী-ভগন্ধাসর্পঘাতিনন্দনসারপাকানীতি দ্বাদশফলবিষাণি। বেত্রকাদম্ববল্লীজ-করম্ভমহাকরম্ভানি পঞ্চপুষ্পবিষাণি। অন্ত্রপাচককর্ত্তরীয়সৌরীয়ক-করঘাটকরম্ভনন্দনবরাটকানি সপ্তত্বক্সারনির্য্যাসবিষাণি। কুমুদঘ্নী স্নুহীজালক্ষীর্য্যাণি ত্রীণি ক্ষীরবিষাণি। ফেণাশ্মভস্মহরিতালঞ্চ দ্বে ধাতুবিষে। কালকূটবৎসনাভসর্ষপকপালককর্দ্দমকবৈরাটকমুস্তকশৃঙ্গীবিষ-প্রপৌণ্ডরীকমূলকহলাহলমহাবিষ কর্কটকানীতি ত্রয়োদশকন্দবিষাণি। ইত্যেবং পঞ্চপঞ্চাশৎ স্থাবরবিষাণি ভবন্তি ॥

চত্বারি বৎসনাভানি মুস্তকে দ্বে প্রকীর্ত্তিতে। ষট্‌চৈব সর্ষপাণ্যাহুঃ শেষাণ্যেকৈকমেব তু। উদ্বেষ্টনং মূলবিষৈঃ প্রলাপো মোহো এব চ। জৃম্ভাঙ্গোদ্বেষ্টনশ্বাসা জ্ঞেয়াঃ পত্রবিষেণ তু ॥ মুষ্কশোফঃ ফলবিষৈর্দাহোঽন্ন-দ্বেষ এব চ। ভবেৎ পুষ্পবিষৈশ্ছর্দ্দিরাধ্মানং মোহ এব চ ॥ ত্বক্সারনির্য্যাস-বিষৈরুপযুক্তৈর্ভবন্তি হি। আস্যদৌর্গন্ধ্যপারুষ্যশিরোরুক্কফসংস্রবাঃ ॥ ফেণাগমঃ ক্ষীরবিষে বিড়্‌ভেদো গুরুজিহ্বতা। হৃৎপীড়নং ধাতুবিষৈ-র্মূর্চ্ছা দাহশ্চ তালুনি ॥ প্রায়েণ কালঘাতীনি বিষাণ্যেতানি নির্দ্দিশেৎ। কন্দজানি তু তীক্ষ্ণানি তেষাং বক্ষ্যামি বিস্তরং স্পর্শাজ্ঞানং কালকূটে বেপথুঃ স্তম্ভ এব চ। গ্রীবাস্তম্ভো বৎসনাভে পীতবিণ্মূত্রনেত্রতা। সর্ষপে বাতবৈগুণ্যমানাহো গ্রন্থিজন্ম চ। গ্রীবা দৌর্ব্বল্যবাক্‌সঙ্গৌ পালকে-ঽনুমতাবিহ ॥ প্রসেকঃ কর্দ্দমাখ্যে তু বিড়্‌ভেদো নেত্রপীততা। বৈরাট-কেনাঙ্গদুঃখং শিরোরোগশ্চ জায়তে ॥ গাত্রস্তম্ভো বেপথুশ্চ জায়তে মুস্তকেন তু। শৃঙ্গীবিষেণাঙ্গসাদদাহোদরবিবৃদ্ধয়ঃ ॥ পুণ্ডরীকেন রক্তত্বমক্ষ্ণোর্বৃদ্ধিস্তথোদরে। বৈবর্ণ্যং মূলকৈশ্ছর্দ্দিহিক্কাশোফপ্রমূঢ়তাঃ ॥ চিরেণোচ্ছসিতি শ্যাবো নরো হালাহলেন বৈ। মহাবিষেণ হৃদয়ে গ্রন্থি-শূলোদ্গমৌ ভৃশং ॥ কর্কটেনোৎপতত্যূর্দ্ধং হসন্দন্তান্দশত্যপি। কন্দ-জান্যুগ্রবীর্য্যাণি প্রযুক্তানি ত্রয়োদশ ॥ সর্ব্বাণি কুশলৈর্জ্ঞেয়া স্মৃতানি দশভিগুণৈঃ। রুক্ষমুষ্ণং তথা তীক্ষ্ণং সূক্ষ্মমাশু ব্যবায়ি চ ॥ বিকাশি বিশদঞ্চৈব লঘ্বপাকি চ তৎস্মৃতং। তদ্রৌক্ষ্যাৎ কোপয়েদ্ বায়ুমৌষ্ণ্যাৎ পিত্তং সশোণিতং ॥ মানসং মোহয়েত্তৈক্ষ্ণ্যাদঙ্গবন্ধান্ ছিনত্ত্যপি। শরীরা-বয়বান্ সৌক্ষ্ম্যাৎ প্রবিশেদ্বিকরোতি চ ॥ আশুত্বাদাশু তদ্ধন্তি ব্যবায়াৎ প্রকৃতিং ভজেৎ। ক্ষপয়েচ্চ বিকাশিত্বাদ্দোষান্ ধাতুমলানপি ॥ বৈশদ্যা-দতিরিচ্যেত দুশ্চিকিৎস্যঞ্চ লাঘবাৎ। দুর্জ্জরঞ্চাবিপাকিত্বাত্তস্মাৎ ক্লেশ-য়েত চিরং ॥ স্থাবরং জঙ্গমং যচ্চ কৃত্রিমং চাপি যদ্বিষং। সদ্যোব্যাপা-দয়েত্তত্তু জ্ঞেয়ং দশগুণান্বিতং ॥ যৎ স্থাবরং জঙ্গমকৃত্রিমং বা দেহাদ-শেষং যদনির্গতং তৎ। জীর্ণং বিষঘ্নৌষধিভির্হতং বা দাবাগ্নিবাতাতপ-শোষিতং বা ॥ স্বভাবতো বা গুণবিপ্রহীনং বিষং হি দূষীবিষতামুপৈতি। বীর্য্যাল্পভাবান্ন নিপাতয়েত্তৎ কফাবৃতং বর্ষগণানুবন্ধি ॥ তেনার্দ্দিতো ভিন্নপুরীষবর্ণো বিগন্ধবৈরস্যমুখঃ পিপাসী। মূর্চ্ছন্ বমন্ গদ্গদবাগ্-বিষণ্ণো ভবেচ্চ দূষ্যোদরলিঙ্গজুষ্টঃ ॥ আমাশয়স্থে কফবাতরোগী পক্বা-শয়স্থেঽনিলপিত্তরোগী। ভবেন্নরো ধ্বস্তশিরোরুহাঙ্গো বিলূন পক্ষস্তু যথা বিহঙ্গঃ ॥ স্থিতং রসাদিষ্বথবা যথোক্তান্ করোতি ধাতুপ্রভবান্ বিকারান্। কোপঞ্চ শীতানিল দুর্দ্দিনেষু যাত্যাশু পূর্ব্বং শৃণু তত্র রূপং। নিদ্রাগুরুত্বঞ্চ বিজৃম্ভণঞ্চ বিশ্লেষহর্ষাবথবাঙ্গমর্দ্দঃ। ততঃ করোত্যন্নমদা-বিপাকাবরোচকং মণ্ডলকোঠমোহান্ ॥ ধাতুক্ষয়ং পাদকরাস্যশোফং দকোদরং ছর্দ্দিমথাতিসারং। বৈবর্ণ্যমূর্চ্ছাবিষমজ্বরান্ বা কুর্য্যাৎ প্রবৃদ্ধাং প্রবলাং তৃষাং বা। উন্মাদমন্যজ্জনয়েত্তথান্যদানাহমন্যৎ ক্ষপয়েচ্চ শুক্রং। গাদ্গদ্যমন্যজ্জনয়েচ্চ কুষ্ঠং তাং স্তান্ বিকারাংশ্চ বহুপ্রকারান্ ॥ দূষিতং দেশকালান্নদিবাস্বপ্নৈরভীক্ষ্ণশঃ। যস্মাদ্দূষয়তে ধাতূন্ তস্মাদ্দূষীবিষং স্মৃতং ॥ স্থাবরস্যোপযুক্তস্য বেগে তু প্রথমে নৃণাং। শ্যাবা জিহ্বা ভবেৎ স্তব্ধা মূর্চ্ছা শ্বাসশ্চ জায়তে ॥ দ্বিতীয়ে বেপথুঃ স্বেদো দাহঃ কণ্ঠরুজস্তথা। বিষমামাশয়প্রাপ্তং কুরুতে হৃদি বেদনাং ॥ তালুশোষং তৃতীয়ে তু শূলং চামাশয়ে ভৃশং। দুর্ব্বর্ণে হরিতে শূনে জায়েতে চাক্ষ লোচনে ॥ পক্বা-শয়গতে তোদো হিক্কাকাসোঽন্ত্রকূজনং। চতুর্থে জায়তে বেগে শিরসঃ শ্চাতিগৌরবং ॥ কফপ্রসেকো বৈবর্ণ্যং পর্ব্বভেদশ্চ পঞ্চমে ॥ সর্ব্ব-

দোষপ্রকোপশ্চ পক্বাধানে চ বেদনা॥ ষষ্ঠে প্রজ্ঞাপ্রণাশশ্চ ভৃশং বাপ্যতিসার্য্যতে। স্কন্ধপৃষ্ঠকটীভঙ্গঃ সন্নিরোধশ্চ সপ্তমে॥ প্রথমে বিষবেগে তু বান্তং শীতাম্বুসেবিতং। অগদং মধুসর্পির্ভ্যাং পায়য়েত সমাযুতং॥ দ্বিতীয়ে পূর্ব্ববদ্বান্তং পায়য়েত্তু বিরেচনং। তৃতীয়েঽগদপানন্তু হিতং নস্তং তথাঞ্জনং॥ চতুর্থে স্নেহসংমিশ্রং পায়য়েত্তাগদং ভিষক্। পঞ্চমে ক্ষৌদ্রমধুকক্বাথযুক্তং প্রদাপয়েৎ॥ ষষ্ঠেঽতিসারবৎ সিদ্ধিরবপীড়শ্চ সপ্তমে। মূর্দ্ধ্নি কাকপদং কৃত্বা সাসৃগ্বাপিশিতং ক্ষিপেৎ॥ বেগান্তরে ত্বন্যতমে কৃতে কর্ম্মাণি শীতলাং। যবাগূং সঘৃতক্ষৌদ্রমিমাং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ কোষাতক্যোঽগ্নিকঃ পাঠাসূর্য্যবল্ল্যমৃতাভয়াঃ। শিরীষঃ কিণিহীশেলুগির্য্যাহ্বারজনীদ্বয়ং॥ পুনর্নবে হরেণুশ্চ ত্রিকটুঃ সারিবে বলা। এষাং যবাগূর্নিক্বাথে কৃতা হন্তি বিষদ্বয়ং॥ মধুকং তগরং কুষ্ঠং ভদ্রদারু হরেণবঃ। পুন্নাগৈলৈলবালূনি নাগপুষ্পোৎপলং সিতা॥ বিড়ঙ্গং চন্দনং পত্রং প্রিয়ঙ্গু ধ্যামকং তথা। হরিদ্রে দ্বে বৃহত্যৌ চ সারিবে চ স্থিরা সহা॥ কল্কৈরেষাং ঘৃতং সিদ্ধমজেয়মিতি বিশ্রুতং। বিষাণি হন্তি সর্ব্বাণি শীঘ্রমেবাজিতং ক্বচিৎ॥ দূষীবিষার্ত্তং সুস্বিন্নমূর্দ্ধ্বাধশ্চ শোধিতং। পায়য়েত্তাগদং নিত্যমিমং দূষীবিষাপহং॥ পিপ্পল্যো ধ্যামকং মাংসী সাবরঃ পরিপেলবং। সুবর্চ্চিকা সসূক্ষ্মৈলা তোয়ং কনকগৈরিকং॥ ক্ষৌদ্রযুক্তোঽগদো হ্যেষ দূষীবিষমপোহতি। এষ নাম্না বিষারিস্তু নচান্যত্রাঽপি বার্য্যতে॥ জ্বরে দাহে চ হিক্কায়ামানাহে শুক্রসংক্ষয়ে। শোফেঽতিসারে মূর্চ্ছায়াং হৃদ্রোগে জঠরেঽপি বা॥ উন্মাদে বেপথৌ চৈব যে চান্যে স্যুরুপদ্রবাঃ। যথাস্বং তেষু কুর্ব্বীত বিষঘ্নৈরৌষধৈঃ ক্রিয়াং॥ সাধ্যমাত্মবতঃ সদ্যোযাপ্যং সম্বৎসরোত্থিতং। দূষীবিষমসাধ্যন্তু ক্ষীণস্যাহিতসেবিনঃ॥

অথাতো জঙ্গমবিষবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ। জঙ্গমস্য বিষস্যোক্তান্যধিষ্ঠানানি ষোড়শ। সমাসেন ময়া যানি বিস্তরস্তেষু বক্ষ্যতে॥ তত্র দৃষ্টিনিশ্বাসদংষ্ট্রানখমূত্রপুরীষশুক্রলালার্ত্তবমুখসন্দংশবিশর্দ্ধিতগুদাস্থিপিত্তশূকশবানীতি॥

তত্র দৃষ্টিনিঃশ্বাসবিষাস্তু দিব্যাঃ সর্পাঃ। ভৌমাস্তু দংষ্ট্রাবিষাঃ। মার্জ্জারশ্ববানরমকরমণ্ডূকপাকমৎস্যগোধাশম্বুকপ্রচলাকগৃহগোধিকা চতুষ্পাদকীটাস্তথান্যে দংষ্ট্রানখবিষাঃ॥ চিপিটপিচ্চটককষায়বাসিকতোটকবর্চ্চঃকীটকৌণ্ডিন্যকাঃ শকৃন্মূত্রবিষাঃ॥ মূষিকাঃ শুক্রবিষাঃ। লূতাশ্চ লালামূত্রপুরীষমুখসন্দংশ নখশুক্রার্ত্তববিষাঃ॥

বৃশ্চিকবিশ্বম্ভরাজীবমৎস্যোচ্চিটিঙ্গাঃ সমুদ্রবৃশ্চিকাশ্চালবিষাঃ। চিত্রশিরঃসরাবকুর্দ্দিশতদারুকারিমেদকশারিকামুখা, মুখসন্দংশবিশর্দ্ধিতমূত্রপুরীষবিষাঃ। মক্ষিকাকণভজলায়ুকামুখসন্দংশবিষাঃ। বিষহতাস্থিসর্পকণ্টকবরটীমৎস্যাস্থিচেত্যস্থিবিষাণি। শকুলীমৎস্যরক্তরাজীচরকীমৎস্যাশ্চ পিত্তবিষাঃ। সূক্ষ্মতুণ্ডোচ্চিটিঙ্গবরটীশতপদীশুকবলভিকাশৃঙ্গীভ্রমরাঃ শূকতুণ্ডবিষাঃ। কীটসর্পদেহা গতা সবঃ শববিষাঃ শেষাস্ত্বনুক্তা মুখসন্দংশবিষেষ্বেবগণয়িতব্যাঃ॥

ভবন্তি চাত্র।

রাজ্ঞোঽরিদেশে রিপবস্তৃণাম্বুমার্গান্নধূমশ্বসনান্ বিষেণ। সংদূষয়ন্ত্যেভিরতিপ্রদুষ্টান্ বিজ্ঞায় লিঙ্গৈরভিশোধয়েচ্চ॥ দুষ্টং জলং পিচ্ছিলমুগ্রগন্ধিফেণান্বিতং রাজিভিরাবৃতঞ্চ। মণ্ডূকমৎস্যং ম্রিয়তে বিহঙ্গা মত্তাশ্চ সানূপচরা ভ্রমন্তি॥ মজ্জন্তি যে চাত্র নরাশ্বনাগাস্তে ছর্দ্দিমোহজ্বরদাহশোফান্। গচ্ছন্তি তেষামপহৃত্য দোষান্ দুষ্টং জলং শোধয়িতুং যতেত॥ ধবাশ্বকর্ণাসনপারিভদ্রাং সপাটলাঃ সিন্ধকমোক্ষকৌ চ। দগ্ধাঃ সরাজদ্রুমসোমবল্কাস্তদ্ভস্মশীতং বিতরেৎ সরঃসু॥ ভস্মাঞ্জলিঞ্চাপি ঘটে নিধায় বিশোধয়েদীপ্সিতমেবমম্ভঃ। ক্ষিতিপ্রদেশং বিষদূষিতন্তু শিলাস্থলীং তীর্থমথেরিণং বা॥ স্পৃশন্তি গাত্রেণ তু যেন যেন গোবাজিনো গোষ্ট্রখরা নরা বা। তচ্ছূনতাং যাত্যথ দহ্যতে চ বিশীর্য্যতে রোম নখাস্তথৈব। তত্রাপ্যনন্তাং সহ সর্ব্বগন্ধৈঃ পিষ্ট্বা সুরাভির্বিনিযোজ্য মার্গং। সিঞ্চেৎ পয়োভিস্তু মৃদম্বিতৈস্তং বিড়ঙ্গপাঠাকটভীজলৈর্ব্বা॥ তৃণেষু ভক্ষ্যেষু চ দূষিতেষু সীদন্তি মূর্চ্ছন্তি বমন্তি চান্যে। বিড্ভেদমৃচ্ছন্ত্যথবা ম্রিয়ন্তে তেষাং চিকিৎসা প্রণয়েদ্ যথোক্তাং॥ বিষাপহৈর্ব্বাপ্যগদৈর্ব্বিলিপ্য বাদ্যানি চিত্রাণ্যপি বাদয়েত। তারঃ সুতারঃ সসুরেন্দ্রগোপঃ সর্বৈশ্চ তুল্যঃ কুরুবিন্দভাগঃ॥ পিত্তেন যুক্তৈঃ কপিলাহ্বয়েন বাদ্যপ্রলেপো বিহিতঃ প্রশস্তঃ। বাদ্যস্য শব্দেন হি যান্তি নাশং বিষাণি ঘোরাণ্যপি যানি সন্তি॥ ধূমেঽনিলে বা বিষসংপ্রযুক্তে খগাশ্রমার্ত্তাঃ প্রপতন্তি ভূমৌ। কাসপ্রতিশ্যায়শিরোরুজশ্চ ভবন্তি তীব্রা নয়নাময়াশ্চ॥ লাক্ষাহরিদ্রাতিবিষাভয়াব্দহরেণুকৈলাদলবক্রকুষ্ঠং। প্রিয়ঙ্গুকঞ্চাপ্যনলে নিধায় ধূমাঽনিলৌ চাপি বিশোধয়েত॥ প্রজামিমামাত্মযোনেস্ত্রজতঃ কিল অকরোদসুরো বিঘ্নং কৈটভো নাম দর্পিতঃ॥ ততঃ ক্রুদ্ধস্য বৈ বক্ত্রাদ্ ব্রহ্মণস্তেজসো নিধেঃ। ক্রোধো বিগ্রহবান্ ভূত্বা নিপপাতাথদারুণঃ। স তং দদাহ গর্জ্জন্তমন্তকাভমহাবলং। ততো বিষাদো দেবানামভবত্তং নিরীক্ষ্য বৈ॥ বিষাদজননত্বাচ্চ বিষমিত্যভিধীয়তে। ততঃ সৃষ্ট্বা প্রজাঃ শেষং তদা তং ক্রোধমীশ্বরঃ॥ বিন্যস্তবান্ স ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ। যথা বারুরসং তোয়মন্তরীক্ষান্ মহীগতং॥ তেষু তেষু প্রদেশেষু রসত্বং তং নিযচ্ছতি। এবমেবং বিষং যদ্ যদ্ দ্রব্যং ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতে॥ স্বভাবাদেব তং তস্য রসং সমনুবর্ত্ততে॥ বিষে যস্মাদ্ গুণাঃ সর্ব্বে তীক্ষ্ণাঃ প্রায়েন সন্তি হি। বিষং সর্ব্বমতো জ্ঞেয়ং সর্ব্বদোষপ্রকোপনং॥ তে তু বৃত্তিং প্রকুপিতা জহতি স্বাং বিষার্দ্দিতাঃ। নোপযাতি বিষং পাকমতঃ প্রাণান্ রুণদ্ধি চ॥ শ্লেষ্মণাবৃতমার্গত্বাদুচ্ছ্বাসোঽস্য নিরুধ্যতে। বিসংজ্ঞঃ সতি জীবেঽপি তস্মাত্তিষ্ঠতি মানবঃ॥ শুক্রবৎ সর্ব্বসর্পাণাং বিষং সর্ব্বশরীরগং। ক্রুদ্ধানামেতি চাঙ্গেভ্যঃ শুক্রং নির্ম্মন্থনাদিব॥ তেষাং বড়িশবদ্দংষ্ট্রাস্তাসু সজ্জতি চাগতং॥ অশুদ্ধ্বা বিষং তস্মান্নমুঞ্চন্তি চ ভোগিনঃ॥ যস্মাদত্যর্থমুষ্ণঞ্চ তীক্ষ্ণঞ্চ পঠিতং বিষং। অতঃ সর্ব্ববিষেষূক্তঃ পরিষেকস্তু শীতলঃ। মন্দকীটেষু নাত্যুক্তং বহুবাতকফং বিষং॥ অতঃ কীটবিষে চাপি স্বেদো ন প্রতিষিধ্যতে। কীটৈর্দষ্টানুগ্রবিষৈঃ সর্পবৎ সমুপাচরেৎ॥ স্বভাবাদেব তিষ্ঠেত্তু প্রহারাদংশয়োর্ব্বিষং। ব্যাপ্য সাবয়বং দেহং দিগ্ধবিদ্ধাহিদষ্টয়োঃ॥ লোলাদ্বিষাঙ্কিতং মাংসং যঃ খাদেন্মৃতমাত্রয়োঃ। যথাবিষং স রোগেণ ক্লিশ্যতে ম্রিয়তেঽপি বা। অতশ্চাপানয়োর্মাংসমভক্ষ্যং মৃতমাত্রয়োঃ। মুহূর্ত্তাত্তদুপাদেয়ং প্রহারাদংশবর্জ্জিতং॥ সবাতং গূঢ়ধূমাভং পুরীষং যোঽতিসার্য্যতে। আধ্মাতোঽত্যর্থমুষ্ণাস্রো বিবর্ণঃ সাদপীড়িতঃ॥ উদ্বমত্যথ ফেণঞ্চ বিষপীতং তমাদিশেৎ। ন চাস্য হৃদয়ং বহ্নির্বিষদুষ্টং দহত্যপি॥ তদ্ধি স্থানং চেতনায়াঃ স্বভাবাদ্ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। অশ্বত্থদেবায়তনশ্মশানবল্মীকসন্ধ্যাসু চতুষ্পথেষু॥ যাম্যে সপিত্র্যে পরি-

বর্জ্জনীয়া শঙ্কে নরা মর্ম্মস্থ যে চ দষ্টাঃ। দর্ব্বীকরাণাং বিষমাশুঘাতি সর্ব্বাণি চোষ্ণে দ্বিগুণী ভবন্তি ॥ অজীর্ণপিত্তাতপপীড়িতেষু বালপ্রমেহেষথ গর্ভিণীষু। বৃদ্ধাতুরক্ষীণবুভুক্ষিতেষু রুক্ষেষু ভীরুষথ দুর্দ্দিনেষু ॥ শস্ত্রক্ষতে যস্য ন রক্তমস্তি রাজ্যো লতাভিশ্চ ন সম্ভবন্তি। শীতাভিরদ্ভিশ্চ ন রোমহর্ষো বিষাভিভূতং পরিবর্জ্জয়েত্তং ॥ জিহ্বা সিতা যস্য চ কেশশাতো নাসাবভঙ্গশ্চ স কণ্ঠভঙ্গঃ। কৃষ্ণঃ সরক্তঃ শ্বয়থুশ্চ দংশে হন্বোঃ স্থিরত্বঞ্চ স বর্জ্জনীয়ঃ ॥ বর্ত্তির্ঘনা যস্য নিরেতি বক্ত্রাদ্রক্তং স্রবেদূর্দ্ধমধশ্চ যস্য। দংষ্ট্রানিপাতাঃ সকলাশ্চ যস্য তঞ্চাপি বৈদ্যঃ পরিবর্জ্জয়েত্তু ॥ উন্মত্তমত্যর্থমুপদ্রুতং বা হীনস্বরং বাপ্যথ বা বিবর্ণং ॥ সারিষ্টমত্যর্থমবেগিনঞ্চ জহ্যাচ্চ তং কর্ম্ম ন তত্র কুর্য্যাৎ ॥

অথাতো মূষিককল্পং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পূর্ব্বমুক্তাঃ শুক্রবিষা মূষিকা যে সমাসতঃ। নামলক্ষণভৈষজ্যৈরষ্টাদশ নিবোধ তান্ ॥ লালনঃ পুত্রকঃ কৃষ্ণো হংসিরশ্চিক্কিরস্তথা। ছুচ্ছুন্দরোঽলসশ্চৈব কষায়দশনোঽপি চ ॥ কুলিঙ্গশ্চাজিতশ্চৈব চপলঃ কপিলস্তথা। কোকিলোঽরুণসঙ্গশ্চ মহাকৃষ্ণস্তথোন্দুরঃ ॥ শ্বেতেন মহতা সার্দ্ধং কপিলেনাখুনা তথা। মূষিকশ্চ কপোতাভস্তথৈবাষ্টাদশ স্মৃতাঃ ॥ শুক্রং পতন্তি যত্রৈষাং শুক্রদিগ্ধৈঃ স্পৃশন্তি বা। নখদন্তাদিভিস্তস্মিন্ গাত্রে রক্তং প্রদুষ্যতি ॥ জায়ন্তে গ্রন্থয়ঃ শোফাঃ কর্ণিকা মণ্ডলানি চ। পিড়কোপচয়শ্চোগ্রা বিসর্পাঃ কিটিমানি চ ॥ পর্ব্বভেদো রুজস্তীব্রা জ্বরো মূর্চ্ছা চ দারুণা। দৌর্ব্বল্যমরুচিঃ শ্বাসো বমথুর্লোমহর্ষণং ॥ দষ্টরূপং সমাসোক্তমেতচ্চ ব্যাসতঃ শৃণু। লালাস্রাবো লালনেন হিক্কাচ্ছর্দ্দিশ্চ জায়তে। তণ্ডুলীয়ককল্কন্তু লিহ্যাত্তত্র সমাক্ষিকং। পুত্রকেনাঙ্গসাদশ্চ পাণ্ডুবর্ণশ্চ জায়তে। চীয়তে গ্রন্থিভিশ্চাঙ্গমাখুশাবকসন্নিভৈঃ। শিরীষেঙ্গুদকল্কন্তু লিহ্যাত্তত্র সমাক্ষিকং। কৃষ্ণেনাসৃক্ ছর্দ্দয়তি দুর্দ্দিনেষু বিশেষতঃ। শিরীষফলকুষ্ঠন্তু পিবেৎ কিংশুকভস্মনা। হংসিরেণান্নবিদ্বেষো জৃম্ভা লোমাঞ্চ হর্ষণং। পিবেদারগ্বধাদিন্তু স্বর্বাস্তস্তত্র মানবঃ। চিক্কিরেণ শিরো দুঃখং শোফো হিক্কা বমী তথা। জালিনী মদনাঙ্কোটকষায়ৈর্ব্বাময়েত্তু তং। ছুছুন্দরেণ বিড্ভঙ্গো গ্রীবাস্তম্ভো বিজৃম্ভণং। যবনালর্ষভক্ষারং বৃহত্যাশ্চাত্র দাপয়েৎ ॥ গ্রীবাস্তম্ভোঽলসেনোর্দ্ধবায়ুর্দ্দংশে রুজাজ্বরঃ। মহাগদং সসর্পিষ্কং লিহ্যাত্তত্র সমাক্ষিকং ॥ নিদ্রাকষায়দন্তেন হৃচ্ছোষঃ কার্শ্যমেব চ। ক্ষৌদ্রোপেতাঃ শিরীষস্য লিহ্যাৎ সারফলত্বচঃ ॥ কুলিঙ্গেন রুজঃ শোফো রাজ্যশ্চ দংশমণ্ডলে। সহে সসিন্ধুবারে চ লিহ্যাত্তত্র সমাক্ষিকে ॥ অজিতেন বমী মূর্চ্ছা হৃদ্গ্রহঃ কৃষ্ণনেত্রতা। তত্র যষ্টীক্ষীরপিষ্টাং পালিন্দীং মধুনা লিহেৎ ॥ চপলেন ভবেচ্ছর্দ্দির্মূর্চ্ছা চ সহ তৃষ্ণয়া। সভদ্রকাষ্ঠাং সজটাং ক্ষৌদ্রেণ ত্রিফলাং লিহেৎ ॥ কপিলেন ব্রণে কোথো জ্বরো গ্রন্থ্যুদ্গমস্তথা। ক্ষৌদ্রেণ লিহ্যাত্ত্রিফলাঃ শ্বেতাঞ্চাপি পুনর্নবা ॥ গ্রন্থয়ঃ কোকিলেনোগ্রা জ্বরো দাহশ্চ দারুণঃ। বর্ষাভূনীলিনী-কাথসিদ্ধং তত্র ঘৃতং পিবেৎ ॥ অরুণেনানিলঃ ক্রুদ্ধো বাতজান্ কুরুতে গদান্। মহাকৃষ্ণেন পিত্তঞ্চ শ্বেতেন কফ এব চ। মহতা কপিলেনাসৃক্ কপোতেন চতুষ্টয়ং ॥ ভবন্তি চৈষাং দংশেষু গ্রন্থিমণ্ডলকর্ণিকাঃ। পিড়কোপচয়াশ্চোগ্রাঃ শোফশ্চ ভৃশদারুণঃ ॥ দধিক্ষীরঘৃতপ্রস্থাস্ত্রয়ঃ প্রত্যেকশো মতাঃ। করঞ্জারগ্বধব্যোষবৃহত্যংশুমতী-স্থিরাঃ ॥ নিঃক্বাথ্য চৈষাং ক্বাথস্য চতুর্থাংশপুনর্ভবেৎ। ত্বগ্বস্তিলামৃতাচক্রসর্ব্বগন্ধাসমুস্তিকাঃ ॥ কপিত্থদাড়িমত্বক্ চ সুপিষ্টানি তু দাপয়েৎ। তৎসর্ব্বমেকতঃ কৃত্বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥ পঞ্চানামরুণাদীনাং বিষমেতন্ন্যপোহতি। কাকাদনী কাকমাচী স্বরসেষথবা কৃতঃ। সিরাশ্চ স্রাবয়েৎ প্রাজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সংশোধনানি চ ॥ সর্ব্বেষাঞ্চ বিধিঃ কার্য্যো মূষিকানাং বিষেষয়ং। দগ্ধাবিস্রাবয়েদ্দংশং প্রচ্ছিতঞ্চ প্রলেপয়েৎ ॥ শিরীষরজনীকুষ্ঠকুঙ্কুমৈরমৃতাযুতৈঃ। ছর্দ্দনং জালিনীকাথৈঃ শুকাখ্যাকোটয়োরপি ॥ শুকাখ্যাকোষবত্যোশ্চ মূলং মদন এব চ। দেবদালীফলঞ্চৈব দধ্না পীত্বা বিষং বমেৎ ॥ ফলং বচাদেবদালী কুষ্ঠং গোমূত্রপেষিতং। পূর্ব্বকল্পেন যোজ্যাঃ স্যুঃ সর্ব্বোন্দুরবিষচ্ছিদঃ ॥ বিরেচনে ত্রিবৃদ্দন্তী ত্রিফলা কল্ক ইষ্যতে। শিরোবিরেচনে সারঃ শিরীষফলমেব চ ॥ কটুত্রিকাদ্যাশ্চ হিতো গোময়স্বরসোঽঞ্জনে। কপিত্থগোময়রসঃ সক্ষৌদ্রো লেহ ইষ্যতে ॥ রসাঞ্জনহরিদ্রেন্দ্রযবকটুত্রীষু বা কৃতং। কল্কঃ সাতিবিষঃ প্রাক্লিহ্যাচ্চ ক্ষৌদ্রসংযুতং ॥ তণ্ডুলীয়কমূলেষু সর্পিঃ সিদ্ধং পিবেন্নরঃ। আস্ফোতমূলসিদ্ধং বা পঞ্চকাপিত্থমেব বা ॥ মূষিকাণাং বিষং প্রায়ঃ কুপ্যত্যভ্রেষু নির্হৃতং। তত্রাপ্যেষু বিধিঃ কার্য্যো যশ্চ দূষীবিষাপহঃ ॥ স্থিরাণাং মৃদুতাং বাপি ব্রণানাং কর্ণিকাভিষক্। পাটয়িত্বা যথাদোষং ব্রণবচ্চাপি শোধয়েৎ ॥ শৃগালশ্বতরক্ষৃক্ষব্যাঘ্রাদীনাং যদানিলঃ। শ্লেষ্মপ্রদুষ্টো মুষ্ণাতি সংজ্ঞাং সংজ্ঞা বহাশ্রিতঃ ॥ তদা প্রস্রস্তলাঙ্গুল হন্বস্কন্ধোঽতিলালবান্। অত্যর্থবধিরোঽন্ধশ্চ সোঽন্যোন্যমভিধাবতি ॥ তেনোন্মত্তেন দষ্টস্য দংষ্ট্রিণা সবিষেণ তু। সুপ্ততা জায়তে দংশে কৃষ্ণঞ্চাতিস্রবত্যসৃক্ ॥ দিগ্ধবিদ্ধস্য লিঙ্গেন প্রায়শশ্চোপলক্ষিতঃ। যেন চাপি ভবেদ্দষ্টস্তস্য চেষ্টাং রুতং নরঃ ॥ বহুশঃ প্রতিকুর্ব্বাণঃ ক্রিয়াহীনো বিনশ্যতি। অপ্সু বা যদি বাদর্শে রিষ্টং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ত্রস্যত্যকস্মাদ্ যোঽভীক্ষ্ণং দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বাপি বা জলং। জলত্রাসন্তু বিদ্যাত্তং রিষ্টং তদপি কীর্ত্তিতং ॥ অদষ্টো বা জলত্রাসী ন কথঞ্চন সিধ্যতি। বিস্রাব্য দংশং তৈর্দ্দগ্ধং সর্পিষা পরিদাহিতং ॥ প্রলিপ্যাদগদৈঃ সর্পিঃ পুরাণং বাপি পায়য়েৎ। অর্কক্ষীরযুতঞ্চাস্য দদ্যাচ্চাশু বিরেচনং ॥ শ্বেতাং পুনর্নবাঞ্চাস্য দদ্যাদ্ধুস্তূরকাযুতং। পললং তিলতৈলঞ্চ রূপিকায়াঃ পয়ো গুড়ঃ ॥ নিহন্তি বিষমালর্কং মেঘবৃন্দমিবানিলঃ। মূলস্য শরপুঙ্খায়াঃ কর্ষং ধুস্তূরকার্দ্ধিতং ॥ তণ্ডুলোদকমাদায় পেষয়েত্তণ্ডুলৈঃ সহ। উন্মত্তকস্য পত্রৈস্তু সংবেষ্ট্যাপূপকং পচেৎ ॥ খাদেদৌষধকালে তদলর্কবিষদূষিতঃ। করোত্যাশ্বান্ বিকারাংস্তু তস্মিন্ জীর্য্যতি চৌষধে ॥ বিকারাঃ শিশিরে স্থাপ্য গৃহে বারি-বিবর্জ্জিতে। ততঃ শান্তবিকারস্তু স্নাত্বা চৈবাপরেঽহনি ॥ শালিষষ্টিকয়োর্ভক্তং ক্ষীরেণোষ্ণেন ভোজয়েৎ। দিনত্রয়ে পঞ্চমে বা বিধিরেবোঽর্দ্ধমাত্রয়া ॥ কর্ত্তব্যো ত্রিবৃতাবজ্রমলর্ক-বিষনাশনঃ। কুপ্যেৎ স্বয়ং বিষং যস্য ন স জীবতি মানবঃ ॥ তস্মাৎ প্রকোপয়েদাশু স্বয়ং যাবন্ন কুপ্যতি। বীজরত্নৌষধীগর্ভৈঃ কুম্ভৈস্তু শীতাম্বুপূরিতৈঃ ॥ স্নাপয়েত্তং নদীতীরে সমন্ত্রৈর্ব্বা চতুষ্পথে। বলিং নিবেদ্য তত্রাপি পিণ্যাকপললং দধি ॥ মাল্যানি চ বিচিত্রাণি মাংসং পক্কামকং তথা। অলকাধিপতে যক্ষ সারমেয়গণাধিপঃ ॥ অলর্কজুষ্টমেতন্মে নির্ব্বিষং কুরু মাচিরাৎ। দদ্যাৎ সংশোধনং তীক্ষ্ণমেবং স্নাতস্য দেহিনঃ ॥ অশুদ্ধস্য রূঢ়েঽপি ব্রণে কুপ্যতি তদ্বিষং। শ্বাদয়োঽভিহিতা ব্যালা বাতপিত্তপ্রকোপণাঃ ॥ ক্ষতঃ করোতি দষ্টস্য তেষাং চেষ্টাং রুতং নরঃ। বহুশঃ

প্রতিকুর্ব্বাণো ন চিরান্ ম্রিয়তে চ সঃ॥ নখদন্তক্ষতং ব্যালৈর্যৎকৃতং তদ্বিমর্দ্দয়েৎ। সিঞ্চেত্তৈলেন কোষ্ণেন তে হি বাতপ্রকোপজাঃ॥

—

অথাতো দুন্দুভিস্বনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ধবাশ্বকর্ণতিনিশপলাশপিচু মর্দ্দপাটলি--পারিভদ্রকাম্রোডু ম্বর-করহাটকার্জ্জুন-ককুভসর্জ্জকপীতনশ্লেষ্মাতকাঙ্কোটামলকপ্রগ্রহকুটজশমীকপিত্থাশ্মন্তকার্কচিরবিল্বমহাবৃক্ষারুষ্করায়লুমধুকমধু শিগ্রু-শাক-গোজী-মূর্ব্বাতিল্বকে-ক্ষুরক-গোপঘণ্টারিমেদানাং ভস্মান্যাহৃত্য গবাং মূত্রেণ ক্ষারকল্পেন পরিস্রাব্য বিপচেদ্দদ্যাচাত্র পিপ্পলীমূলং তণ্ডুলীয়কবরাঙ্গচোচকমঞ্জিষ্ঠাকরঞ্জিকাহস্তিপিপ্পলীমরিচোৎপলসারিবা বিড়ঙ্গগৃহধূমানন্তাসোমসরলাবাহ্লীকগুহাকোশাম্রশ্বেতসর্ষপবরুণ-লবণ-প্লক্ষনি-চুলক-বর্দ্ধমান-বঞ্জুলপুত্রশ্রেণী-সপ্তপর্ণদণ্ডকৈলবাংকেনাগদন্ত্যাতিবিষাভয়াভদ্রদারুকুষ্ঠহরিদ্রাবচাচূর্ণানি লোহানাঞ্চ সমভাগানি ততঃ ক্ষারবদাগতপাকমবতার্য্য লোহকুম্ভে নিদধ্যাৎ।

অনেন দুন্দুভিং লিম্পেৎ পতাকা তোরণানি চ। শ্রবণাদ্দর্শনাৎ স্পর্শাৎ বিষাৎ সম্প্রতি মুচ্যতে॥ এষ ক্ষারাগদো নাম শর্করাস্বশ্মরীষু চ। অর্শঃস্ব বাতগুল্মেষু কাসশূলোদরেষু চ॥ অজীর্ণে গ্রহণীদোষে ভক্তদ্বেষে চ দারুণে। এষ সর্ব্ববিষার্ত্তানাং সর্ব্বথৈবোপযুজ্যতে॥ তথা তক্ষকমুখ্যানাময়ং দর্পাঙ্কুশোঽগদঃ। বিড়ঙ্গত্রিফলাদন্তী ভদ্রদারুহরেণবঃ॥ তালীশপত্রমঞ্জিষ্ঠা কেশরোৎপলপদ্মকং। দাড়িমং মালতীপুষ্পং রজন্যৌ সারিবে দ্বিধে॥ প্রিয়ঙ্গুস্তগরং কুষ্ঠং বৃহত্যৌ চৈলবালুকং। সুচন্দনগবাক্ষীভিরেভিস্তৈঃ সিদ্ধং বিষাপহং॥ সর্পিঃ কল্যাণকং হ্যেতদ্গ্রহাপস্মারনাশনং। পাণ্ড্বাময়গরশ্বাসমন্দাগ্নিজ্বরকাসনুৎ॥ শোষিণা স্বল্পশুক্রাণাং বন্ধ্যানাঞ্চ প্রশস্যতে। অপামার্গস্য বীজানি শিরীষস্য তথৈব চ॥ শ্বেতে দ্বে কাকমাচীঞ্চ গবাং মূত্রেণ পেষয়েৎ। সর্পিরেতৈস্তু সংসিদ্ধং বিষসংশমনং পরং॥ অমৃতং নাম বিখ্যাতমপি সঞ্জীবয়েন্মৃতং। চন্দনাগুরুণী কুষ্ঠং তগরং তিলপর্ণিকং॥ প্রপৌণ্ডরীকং নলদং সরলং দেবদারু চ। ভদ্রশ্রিয়ং যবফলাং ভার্গীং নীলীং সুগন্ধিকাং॥ কালেয়কঃ পদ্মকঞ্চ মধুকং নাগরং জটাং। পুন্নাগৈলৈলবালূনি গৈরিকং ধ্যামকং বলাং॥ তোয়ং সর্জ্জরসং মাংসীং সিতপুষ্পাং হরেণুকাং। তালীশপত্রং ক্ষুদ্রৈলাং প্রিয়ঙ্গুং সকুটন্নটাং॥ শৈলপুষ্পং সশৈলেয়ং পত্রং কালানুসারিবাং। কটুত্রিকং শীতশীবং কাশ্মর্য্যাং কটুরোহিণীং॥ সোমরাজিমতিবিষাং পৃথ্বিকামিন্দ্রবারুণীং। উশীরং বরুণং মুস্তং নখং কুস্তুম্বুরুং তথা॥ শ্বেতে হরিদ্রে স্থৌণেয়ং লাক্ষাঞ্চ লবণানি চ। কুমুদোৎপলপদ্মানি পুষ্পকাপি তথার্কজং॥ চম্পকাশোকসুমনস্তিলকপ্রসবানি চ। পাটলী শাল্মলী শেলু শিরীষাণাং তথৈব চ॥ সুরসাস্তৃণশুল্যাশ্চ সিন্দুবারস্য যানি চ। ধবাশ্বকর্ণয়োশ্চাপি পুষ্পাণি তিনিশস্য চ॥ গুগ্গুলং কুঙ্কুমং বিম্বী সর্পাক্ষীং গন্ধনাকুলীং। এতৎ সম্ভৃত্য সম্ভারং সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ॥ গোপিত্তমধুসর্পির্ভির্যুক্তং শৃঙ্গে নিধাপয়েৎ। তদ্বদ্ধং ত্রিবৃত্তাক্ষং মৃত্যোর্দংষ্ট্রান্তরং গতং॥ অনেনাগদমুখ্যেন মনুষ্যং পুনরাহরেৎ। এষোঽগ্নিকল্পং দুর্ব্বারং ভূজঙ্গানামিতত্তেজসঃ॥ বিষং নাগপতের্হন্যাৎ প্রশমং ধাতুকেরপি। মহাসুগন্ধিনামায়ং পঞ্চাশীত্যঙ্গযোজিতঃ॥ রাজাগদানাং সর্ব্বেষাং রাজ্যো হস্তে ভবেৎ সদা। তেনানুলিপ্তস্তু নৃপো ভবেৎ সর্ব্বজন-প্রিয়ঃ॥ ভ্রাজিষ্ণুতাঞ্চ লভতে শুক্রমধ্যগতোঽপি সন্। উক্তবর্জ্জ্যো বিধিঃ কার্য্যো বিষার্ত্তানাং বিজানতা॥ মুক্তা কীটবিষং তদ্ধি শীতেনাভিপ্রবর্দ্ধতে। অন্নপানবিধাবুক্তমুপধার্য্য শুভাশুভং॥ শুভং দেয়ং বিষার্ত্তেভ্যো বিরুদ্ধেভ্যশ্চ বারয়েৎ। ফাণিতং শিগ্রুসৌবীরমজীর্ণাধ্যশনং তথা॥ বর্জ্জয়েচ্চ সমাসেন নব ধান্যাদিকং গণং। দিবাস্বপ্নং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং ক্রোধমাতপং॥ সুরাতিলকুলথাংশ্চ বর্জ্জয়েদ্ধি বিষাতুরঃ। প্রসন্নদোষঃ প্রকৃতিস্থ-ধাতু মন্নাভিকাঙ্ক্ষং সমমূত্রজিহ্বং॥ প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়চিত্তচেষ্টং বৈদ্যোঽববগচ্ছেদবিষং মনুষ্যং॥

—

অথাতঃ কীটকল্পং ব্যাখ্যাস্যামঃ। সর্পাণাং শুক্রবিণ্মূত্রশবপূত্যণ্ডসম্ভবাঃ। বায়্বগ্ন্যম্বুপ্রকৃতয়ঃ কীটাস্তু বিবিধাঃ স্মৃতাঃ॥ সর্ব্বদোষপ্রকৃতিভির্যুক্তাশ্চাপরিণামতঃ। কীটস্থেঽপি সুধীরাস্তে সর্ব্ব এব চতুর্ব্বিধাঃ॥ কুম্ভীনসস্তুণ্ডিকেরী শৃঙ্গীশতকুলীরকঃ। উচ্চিটিঙ্গোঽগ্নিনামা চ চিচ্চিটিঙ্গো ময়ূরিকা॥ আবর্ত্তকস্তথোরভ্রসারিকামুখবৈদলৌ। শরাবকুর্দ্দোঽভীরাজী পরুষশ্চিত্রশীর্ষকঃ॥ শতবাহশ্চ যশ্চাপি রক্তরাজিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। অষ্টাদশেতি বায়ব্যাঃ কীটাঃ পবনকোপনাঃ॥ তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং রোগা বাতনিমিত্তজাঃ। কৌণ্ডিল্যকঃ কণভকো বরটী পত্রবৃশ্চিকঃ॥ বিনাসিকা ব্রহ্মণিকা বিন্দুলো ভ্রমরস্তথা। বাহ্যকী পিচ্চিটঃ কুম্ভীবর্চ্চঃ কীটোঽরিমেদকঃ॥ পদ্মকীটো দুন্দুভিকো মকরঃ শতপাদকঃ। পঞ্চালকঃ পাকমৎস্যঃ কৃষ্ণতুণ্ডোঽথ গর্দ্দভী॥ ক্লীতঃ ক্রিমিসরারী চ যশ্চাপ্যুৎক্লেশকঃ স্মৃতঃ। এতে হ্যগ্নিপ্রকৃতযশ্চতুর্ব্বিংশোঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ তৈর্ভবন্তিহ দষ্টানাং রোগাঃ পিত্তনিমিত্তজাঃ। বিশ্বম্ভরঃ পঞ্চশুক্লঃ পঞ্চকৃষ্ণোঽথ কোকিলঃ॥ সৈরেয়কঃ প্রচলকো বলভঃ কিটিমস্তথা। সূচীমুখা কৃষ্ণগোধা যশ্চ কাষায়বাসিকঃ॥ কীটগর্দ্দভকশ্চৈব তথা ত্রোটক এব চ। ত্রয়োদশৈতে সৌম্যাঃ স্যুঃ কীটাঃ শ্লেষ্মপ্রকোপণাঃ॥ তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং রোগাঃ কফনিমিত্তজাঃ। তুঙ্গীনাসো বিচিলকস্তালকো বাহকস্তথা॥ কোষ্ঠাগারী ক্রিমিকরো যশ্চ মণ্ডলপুচ্ছকঃ। তুঙ্গনাভঃ সর্ষপিকোঽবল্গুলী শম্বুকস্তথা॥ অগ্নিকীটাশ্চ ঘোরাঃ স্যুর্দ্বাদশপ্রাণনাশনাঃ। তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং বেগজ্ঞানানি সর্পবৎ॥ তাস্তাশ্চ বেদনাস্তীব্রা রোগা বৈ সান্নিপাতিকাঃ। ক্ষারাগ্নিদগ্ধবদ্দংশো রক্তপীতসিতারুণঃ॥ জ্বরাঙ্গমর্দ্দরোমাঞ্চবেদনাভিঃ সমন্বিতঃ। ছর্দ্দ্যতিসারতৃষ্ণাশ্চ দাহো মোহবিজৃম্ভিকা॥ বেপথুশ্বাসহিক্কাশ্চ দাহঃ শীতঞ্চ দারুণং। পিড়কোপচয়ঃ শোফো গ্রন্থয়ো মণ্ডলানি চ॥ দদ্রবঃ কর্ণিকাশ্চৈব বিসর্পাঃ কিটিমানি চ। তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং যথা স্বঞ্চাপ্যুপদ্রবাঃ॥ যেঽত্রোক্তে তেষাং বিশেষাস্তু তূর্ণং তেষাং সমাদিশেৎ। দূষীবিষপ্রকোপাচ্চ তথৈব বিষলেপনাৎ॥ লিঙ্গং তীক্ষ্ণবিষেষেতচ্ছৃণু মন্দবিষেষতঃ। প্রসেকোঽরোচকশ্ছর্দ্দিঃ শিরোগৌরবশীততা॥ পিড়কাকোঠকণ্ডূনাং জন্মদোষানুভাগতঃ। যোগৈরনেকৈর্বিবিধৈরেষাং চূর্ণানি গরমাদিশেৎ॥ দূষীবিষপ্রকারাণাং তথৈবাপ্যনুলেপনাৎ। একজাতীনতস্তূর্দ্ধং কীটান্ বক্ষ্যামি ভেদতঃ॥ সামান্যতো দষ্টলিঙ্গৈঃ সাধ্যাসা-ক্রমেণ চ। ত্রিকণ্টকঃ কুণী চাপি হস্তীকাক্ষোঽপরাজিতঃ॥ চত্বার এতে কণভা ব্যাখ্যাতাস্তীব্রবেদনাঃ। তৈর্দ্দষ্টস্য শ্বয়থুরঙ্গমর্দ্দো গুরুতা গাত্রাণাং দংশঃ কৃষ্ণশ্চ ভবতি॥ প্রতিসূর্য্যাঃ পিঙ্গভাসো বহুবর্ণো মহাশিরাঃ। তথা নিরুপমশ্চাপি পঞ্চ গোধেরকাঃ স্মৃতাঃ॥ তৈর্ভবন্তীহ দষ্টানাং বেগজ্ঞানানি সর্পবৎ। রুজশ্চ বিবিধাকারা গ্রন্থয়শ্চ সুদারুণাঃ॥

গলগোলী শ্বেতকৃষ্ণা রক্তরাজি রক্তমণ্ডলা সর্ব্বশ্বেতা সর্ষপিকেত্যেবং

বহু তাভির্দ্দষ্টে সর্ষপিকাবর্জ্জ্যং দাহশোফক্লেদা ভবন্তি। সর্ষপিকয়া হৃদয়পীড়াতিসারশ্চ ॥

শতপদাস্ত পরুষা কৃষ্ণা চিত্রা কপিলিকা পীতিকা রক্তা শ্বেতা অগ্নিপ্রভা ইত্যষ্টৌ তাভির্দষ্টে শোফো বেদনা দাহশ্চ হৃদয়ে। শ্বেতাগ্নিপ্রভাভ্যামেতদেব দাহো মূর্চ্ছা চাতিমাত্রং শ্বেতপিড়কোৎপত্তিশ্চ ॥

মণ্ডূকাঃ কৃষ্ণঃ সারঃ কুহকী হরিতো রক্তো যববর্ণাভো ভৃকুটী কোটিকশ্চেত্যষ্টৌ তৈর্দ্দষ্টস্য দংশকণ্ডূর্ভবতি পীতফেনাগমশ্চ বক্ত্রাৎ। ভৃকুটিকোটিকাভ্যামেতদেব দাহশ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাচাতিমাত্রং।

বিশ্বম্ভরাভিদষ্টে দংশঃ সর্ষপাকারাভিঃ পিড়কাভিশ্চীয়তে শীতজ্বরার্ত্তশ্চ পুরুষো ভবতি।

অহিণ্ডুকাভির্দষ্টে তোদদাহকণ্ডুশ্বয়থবো মোহশ্চ। কণ্ডূকাভির্দষ্টে পীতাঙ্গশ্ছর্দ্দ্যতিসারজ্বরাদিভিরভিহন্যতে। শুকবৃন্তাদিভির্দষ্টে কণ্ডূকোঠাঃ প্রবর্দ্ধন্তে শুকঞ্চাত্র লক্ষ্যতে।

পিপীলিকাঃ স্থূলশীর্ষা সংবাহিকা ব্রাহ্মণিকাঙ্গুলিকা কপিলিকা চিত্রবর্ণেতি ষট্ তাভির্দষ্টে দংশে শ্বয়থুরগ্নিস্পর্শবদ্দাহশোফৌ ভবতঃ ॥

মক্ষিকাঃ কান্তারিকা কৃষ্ণা পিঙ্গলিকা মধুলিকা কাষায়ী স্থালিকেত্যেবং ষট্ তাভির্দষ্টস্য দাহশোফৌ ভবতঃ ॥ স্থালিকা কাষায়ীভ্যামেতদেব পিড়কাশ্চ সোপদ্রবা ভবন্তি ॥

মশকাঃ সামুদ্রঃ পরিমণ্ডলো হস্তিমশকঃ কৃষ্ণঃ পার্ব্বতীয় ইতি পঞ্চ তৈর্দষ্টস্য তীব্রকণ্ডূর্দংশশোফশ্চ পার্ব্বতীয়স্তু কীটৈঃ প্রাণহরৈস্তুল্যলক্ষণঃ। নখাবকৃষ্টেহত্যর্থং পিড়কাঃ সদাহপাকা ভবন্তি জলৌকসাং দষ্টলক্ষণমুক্তং চিকিৎসিতঞ্চ ॥

ভবন্তিচাত্র ॥

গোধেরকঃ স্থালিকা চ যে চ শ্বেতাগ্নিসংপ্রভে। ভ্রূকুটীকোটিকশ্চৈব ন সিধ্যন্ত্যেক-জাতিষু ॥ শব-মূত্র পুরীষৈস্তু সবিষৈরবমর্ষণাৎ। স্যুঃকণ্ডূদাহকোঠাশ্চ পিড়কাতোদবেদনাঃ ॥ প্রক্লেদবাংস্তথা স্রাবো ভৃশং সম্পাচয়েত্তৎ। দিগ্ধবিদ্ধক্রিয়াস্তত্র যথাবদবচারয়েৎ ॥ নাবসন্নং ন চোৎসন্নমতিসংরম্ভবেদনং। দংশাদৌ বিপরীতার্ত্তিকীটদষ্টং সুবাধকং ॥ কীটৈর্দষ্টাস্তুগ্রবিষৈঃ সর্পবৎ সমুপাচরেৎ। ত্রিবিধানাস্তু সর্পাণাং ত্রৈবিধ্যেন ক্রিয়া হিতা স্বেদমালেপনং সেকং চোষ্ণমাত্রাবচারয়েৎ। অন্যত্র মূর্চ্ছিতাদ্দংশাৎ পাককোথপ্রপীড়িতাৎ ॥ বিষঘ্নঞ্চ বিধিং সর্ব্বং কুর্য্যাৎ সংশোধনানি চ। শিরীষকটুকং কুষ্ঠং বচারজনীসৈন্ধবৈঃ ॥ ক্ষীরমজ্জবসাসর্পিঃশুণ্ঠীপিপ্পলিদারুষু। উৎকারিকা স্থিরাদৌ বা সুকৃতা স্বেদনে হিতা ॥ ন স্বেদয়েত্তথা দংশং ধূমং কুর্য্যান্ন বৃশ্চিকে। অগদানেকজাতীষু প্রবক্ষ্যামি পৃথক্ পৃথক্ ॥ কুষ্ঠং চক্রং বচাবিষমুগং পাঠা সুবর্চ্চিকা। গৃহধূমং হরিদ্রে দ্বে ত্রিকণ্টকবিষে হিতাঃ ॥ আগারধূমরজনীচক্রং কুষ্ঠং পলাশজং গলগোলিকদষ্টানামগদো বিষনাশনঃ ॥ কুঙ্কুমং তগরং শিগ্রু পদ্মকং রজনীদ্বয়ং। অগদো জলপিষ্টোহয়ং শতপদ্বিষনাশনঃ ॥ মেষশৃঙ্গী বচা পাঠা নিচুলো রোহিণীজলং। সর্ব্বমণ্ডূকদষ্টানামগদো বিষনাশনঃ ॥ বচাশ্বগন্ধাতিবলা বলাসাতিগুহাগুহাঃ। বিশ্বম্ভরাভিদষ্টানামগদো বিষনাশনঃ ॥ শিরীষং তগরং কুষ্ঠং হরিদ্রেহংশুমতী সহে অহিণ্ডুকাভিদষ্টানামগদো বিষনাশনঃ। কণ্ডুমকাভির্দষ্টানাং রাত্রৌ শীতাঃ ক্রিয়াহিতাঃ। দিবা তেনৈব সিদ্ধন্তি সূর্য্যরশ্মিবলার্দ্দিতাঃ। চক্রং কুষ্ঠমপামার্গঃ শুকবৃন্তবিষেহগদঃ ॥ ভৃঙ্গস্বরসপিষ্টা বা কৃষ্ণবল্মীকমৃত্তিকা ॥ পিপীলিকাভিদষ্টানাং মক্ষিকামশকৈস্তথা। গোমূত্রেণ যুতো লেপঃ কৃষ্ণবল্মীকমৃত্তিকা ॥ প্রতিসূর্য্যকদষ্টানাং সর্পদষ্টবদাচরেৎ। ত্রিবিধা বৃশ্চিকাঃ প্রোক্তা মন্দমধ্যমহাবিষাঃ ॥ গোশকৃৎকোথজা মন্দা মধ্যাঃ কোষ্ঠেষ্টিকোদ্ভবাঃ। সর্পকোথোদ্ভবাস্তীক্ষ্ণা যে চান্যে বিষসম্ভবাঃ ॥ মন্দা দ্বাদশমধ্যাস্তু ত্রয়ঃ পঞ্চদশোত্তমাঃ। দশবিংশতিরিত্যেতে সংখ্যয়া পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ কৃষ্ণঃ শ্যাবঃ কর্ব্বুরপাণ্ডুবর্ণো গোমূত্রাভঃ কর্কশো মেচকশ্চ। শ্বেতো রক্তো রোমশঃ শাবলাভো রক্তশ্বেতে মন্দবীর্য্যা মতাস্তু ॥ এভির্দ্দষ্টে বেদনা বেপথুশ্চ গাত্রস্তম্ভঃ কৃষ্ণরক্তাগমশ্চ। শখাদষ্টে বেদনা চোর্দ্ধমেতি দাহস্বেদৌ দংশশোফৌ জ্বরশ্চ ॥ রক্ত-পীত-কাপিলেনোদরেণ সর্ব্বে ধূম্রাঃ পর্ব্বভিশ্চ ত্রিভিঃ স্যুঃ। এতে-মূত্রোচ্চারপূতাণ্ডজাতা মধ্যা জ্ঞেয়াস্ত্রিপ্রকারোরগাণাং ॥ যদ্বত্তেষামষ্যাদাঃ প্রসূতো দোষোৎপত্তিং তৎস্বরূপাশ্চ কুর্য্যাৎ। জিহ্বাশোফো ভোজনস্যাবরোধো মূর্চ্ছা চোগ্রা মধ্যবীর্য্যাভির্দষ্টে ॥ শ্বেতশ্চিত্রঃ শ্যামলো লোহিতাভো রক্তশ্বেতো রক্তনীলোদরৌ চ। পীতো রক্তো নীলপীতোহপরস্তু রক্তো নীলো নীল শুক্র তথা চ ॥ রক্তো বভ্রুঃ পূর্ব্ববচ্চৈকপর্ব্বা যশ্চাহপর্ব্বা পর্ব্বণী দ্বে চ যস্য। নানারূপা বর্ণতশ্চাপি ঘোরা জ্ঞেয়াশ্চৈতে বৃশ্চিকাঃ প্রাণচোরাঃ ॥ অষ্টৈতেষাং সর্পকোথাৎ প্রদিষ্টং দেহস্ত্যো বা ঘাতিতানাং বিষেণ। এভির্দষ্টে সর্পবেগপ্রবৃত্তিঃ স্ফোটোৎপত্তির্ভ্রান্তিদাহৌ জ্বরশ্চ ॥ খেভ্যঃ কৃষ্ণং শোণিতঞ্চাপি তীব্রং তস্মাৎ প্রাণৈস্ত্যজ্যতে শীঘ্রমেব। উগ্রমধ্যবিষৈর্দষ্টং চিকিৎসেৎ সর্পদষ্টবৎ। দংশং মন্দবিষাণান্তু চক্রতৈলেন সেচয়েৎ ॥ বিদার্য্যাদিসুসিদ্ধেন সুখোষ্ণেনাথবা পুনঃ। কুর্য্যাচ্চোৎকারিকাস্বেদং বিষঘ্নৈরুপনাহনৈঃ ॥ আদংশং স্বেদিতং চূর্ণৈঃ প্রচ্ছিতং প্রতিসারয়েৎ। রজনীসৈন্ধবব্যোষশিরীষফলপুষ্পকৈঃ ॥ মাতুলুঙ্গাম্লগোমূত্রপিষ্টৈশ্চ সুরসাগ্রজং। লেপে স্বেদে সুখোষ্ণঞ্চ গোময়ং হিতমিষ্যতে ॥ পানে ক্ষৌদ্রযুতং সর্পিঃ ক্ষীরং বা বহুশর্করং। গুড়োদকং বা সুহিমং চাতুর্জাতকবাসিতং ॥ পানমস্মৈ প্রদাতব্যং ক্ষীরং বা সগুড়ং হিমং। শিখিকুক্কুটপর্ণানি সৈন্ধবং তৈলসর্পিষী ॥ ধূপো হন্তি প্রযুক্তোহয়ং শীঘ্রং বৃশ্চিকজং বিষং। কুসুম্ভপুষ্পরজনী নিশা বা কোদ্রবং তৃণং ॥ এভির্ম্মত্তাক্তৈর্ধূপস্তু পায়ুদেশে প্রযোজিতঃ। নাশয়েদাশু কীটোত্থং বৃশ্চিকস্য চ যদ্বিষং ॥ লূতাবিষং ঘোরতমং দুর্ব্বিজ্ঞেয়তমস্তু তৎ। দুশ্চিকিৎস্যতমং বাপি ভিষগ্ভির্মন্দবুদ্ধিভিঃ ॥ সবিষং নির্ব্বিষঞ্চৈতদিত্যেবং পরিশঙ্কিতে। বিষঘ্নমেব কর্ত্তব্যমবিরোধি যদৌষধং ॥ অগদানাং হি সংযোগবিষজুষ্টস্য যুজ্যতে। নির্ব্বিষে মানবে যুক্তোহগদঃ সম্পদ্যতে সুখং। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞাতব্যো বিষনিশ্চয়ঃ। অজ্ঞাত্বা বিষসদ্ভাবং ভিষগ্ ব্যাপাদয়েন্নরং ॥ প্ররোদ্ভিদ্যমানস্তু যথাঙ্কুরেণ ন ব্যক্তজাতিঃ প্রবিভাতি বৃক্ষঃ। তদ্বদ্দুরালক্ষ্যতমং হি তাসাং বিষং শরীরে প্রবিকীর্ণমাত্রং ॥ ঈষচ্চ কণ্ডূঃ প্রচলং সকোঠমব্যক্তবর্ণং প্রথমেহহনি স্যাৎ। অন্তেষু শূনং পরিনিম্নমধ্যং প্রব্যক্তরূপঞ্চ দিনে দ্বিতীয়ে ॥ ত্র্যহেণ তদ্দর্শয়তীহ দংশং বিষং চতুর্থেহহনি কোপমেতি। অতোহধিকেহহ্নি প্রকরোতি জন্তোর্ব্বিষপ্রকোপপ্রভবান্ বিকারান্ ॥ ষষ্ঠে দিনে বিপ্রসৃতঞ্চ সর্ব্বান্ মর্ম্মপ্রদেশান্ ভৃশমাবৃণোতি। তৎসপ্তমেহত্যর্থপরীতগাত্রং ব্যাপাদয়েন্মর্ত্ত্যমতিপ্রবৃদ্ধং ॥ যাস্তীক্ষ্ণচণ্ডোগ্রবিষা হি লূতাস্তাঃ সপ্তরাত্রেণ বিনাশয়ন্তি। অতোহধিকে-

নাপি নিহন্ত্যরজা যাসাং বিষং মধ্যমবীর্য্যমুক্তং॥ যাসাং কনীয়ো বিষবীর্য্যমুক্তং তাঃ পক্ষমাত্রেণ। বিনাশয়ন্তি। তস্মাৎ প্রযত্নং ভিষগত্র কুর্য্যাদাদংশপাতাদ্বিধাতিযোগৈঃ॥ বিষন্তু লালানখমূত্রদংষ্ট্রারজঃপুরীষৈরথচেন্দ্রিয়েন। সপ্তপ্রকারং বিসৃজন্তি লূতাস্তদুগ্রমধ্যাবরবীর্য্যযুক্তং॥ সকণ্ডুকোঠং স্থিরমল্পমূলং লালাকৃতং মন্দরুজং বদন্তি। শোফশ্চ কণ্ডূশ্চ পুলানিকা চ ধূমায়নং চৈব নখাগ্রদংশে॥ দংশস্তু মূত্রেণ সকৃষ্ণমধ্যং স রক্তপর্য্যন্তমবেহি দীর্ণং। দংষ্ট্রাভিরুগ্রং কঠিনং বিবর্ণং জানীহি দংশং স্থিরমণ্ডলঞ্চ॥ রজঃপুরীষেন্দ্রিয়জং হি বিদ্ধি স্ফোটং বিপক্বামলপীলুপাণ্ডুং। এতাবদেৎ সমুদাজতস্তু বক্ষ্যামি লূতাপ্রভবং পুরাণং॥ সানাস্ততো দষ্টমসাধ্যসাধ্যং চিকিৎসিতঞ্চাপি যথা বিশেষং। বিশ্বামিত্রো নৃপবরঃ কদাচিদৃষিসত্তমং॥ বশিষ্ঠং কোপয়ামাস গত্বাশ্রমপদং কিল। কুপিতস্ত মুনেস্তস্য ললাটাৎ স্বেদবিন্দবঃ॥ অপতন্ দর্শনাদেব সমস্তাত্তীক্ষ্ণবর্চ্চসঃ। লূনে তৃণে মহর্ষীণাং ধেন্বর্থং সম্ভৃতেঽপি চ॥ ততো জাতাস্ত্রিমা ঘোরা নানারূপা মহাবিষাঃ। অপকারায় বর্ত্তন্তে নৃপসাধনবাহনে॥ যস্মাল্লূনং তৃণং প্রাপ্তা মুনেঃ প্রস্বেদবিন্দবঃ। যস্মাল্লূতেতি ভাষ্যন্তে সংখ্যয়া তাশ্চ ষোড়শ॥ কৃচ্ছ্রসাধ্যাস্তথাঽসাধ্যা লূতাস্তু দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ। তাসামষ্টৌ কৃচ্ছ্রসাধ্যা বর্জ্জ্যাস্তাবত্য এব চ॥ ত্রিমণ্ডলা তথা শ্বেতা কপিলা পীতিকা তথা। আলমূত্রবিষারক্তা কসনাচাষ্টমীস্মৃতাঃ॥ তাভির্দ্দষ্টে শিরোদুঃখং কণ্ডূর্দংশে চ বেদনা। ভবন্তি চ বিশেষেণ গদা শ্লৈষ্মিকবাতিকাঃ॥ সৌবর্ণিকো লাজবর্ণা জালিন্যেণীপদী তথা। কৃষ্ণাগ্নিবর্ণা কাকাণ্ডা মালা গুণাষ্টমী স্মৃতাঃ॥ তাভির্দ্দষ্টে দংশকোঽথঃ প্রবৃত্তিঃ ক্ষতজস্য চ। জ্বরো দাহোঽতিসারশ্চ গদাঃস্যুশ্চ ত্রিদোষজাঃ॥ পিড়কা বিবিধাকারা মণ্ডলানি মহান্তি চ। শোফা মহান্তো মৃদবো রক্তাঃ শ্যাবাশ্চলাস্তথা॥ সামান্যং সর্ব্বলূতানামেতদ্দাদংশলক্ষণং। বিশেষলক্ষণং তাসাং বক্ষ্যামি সচিকিৎসিতং॥ ত্রিমণ্ডলায়া দংশেঽসৃক্ কৃষ্ণং স্রবতি দীর্য্যতে। বাধির্য্যং কলুষা দৃষ্টিস্তথা দাহশ্চ নেত্রয়োঃ॥ তত্রার্কমূলং রজনী নাকুলী পৃশ্নিপর্ণিকা। নস্য কর্ম্মণি শস্যন্তে পানাভ্যঙ্গাঞ্জনেষু চ॥ শ্বেতায়াঃ পিড়কাদংশে শ্বেতা কণ্ডূমতী ভবেৎ। দাহমূর্চ্ছাজ্বরবতী বিসর্পক্লেদরুক্করী॥ তত্র চন্দনরাস্নৈলা হরেণুনলবঞ্জুলাঃ। কুষ্ঠং লামজ্জকং চক্রং নলদং চাগদো হিতঃ॥ আদংশে পিড়কা তাম্রা কপিলায়াঃ স্থিরা ভবেৎ। শিরসো গৌরবং দাহস্তিমিরং ভ্রম এব চ॥ তত্র পদ্মককুষ্ঠৈলাকরঞ্জককুভত্বচঃ। স্থিরার্কপর্ণ্যপামার্গদূর্ব্বাব্রাহ্মীবিষাপহাঃ॥ আদংশে পীতিকায়াস্তু পিড়কা জায়তে স্থিরা। তথা ছর্দ্দির্জ্বরঃ শূলং রক্তে শ্যাতাক্ষ লোচনে॥ তত্রেষ্টাঃ কুটজোশীরতুঙ্গপদ্মকবঞ্জুলাঃ। শিরীষকিণিহীশেলুকদম্বককুভত্বচঃ॥ রক্তমণ্ডলিতে দংশে পিড়কাঃ সর্ষপা ইব। জায়ন্তে তালুশোষশ্চ দাহশ্চালবিষান্বিতে॥ তত্র প্রিয়ঙ্গুহ্রীবেরং কুষ্ঠং লামজ্জবঞ্জুলাঃ। অগদঃ শতপুষ্পা চ সপিপ্পলবটাঙ্কুরাঃ॥ পূতিমূত্রবিষাদংশো, বিসর্পো কৃষ্ণশোণিতঃ। কাসশ্বাস-বমীমূর্চ্ছাজ্বরদাহসমন্বিতঃ॥ মনঃশিলালমধুককুষ্ঠচন্দনপদ্মকৈঃ। মধুমিশ্রৈঃ সলামজ্জৈরগদস্তত্র কীর্ত্তিতঃ॥ দংশশ্চ পাণ্ডুপিড়কো দাহক্লেদসমন্বিতঃ। রক্তায়া রক্তপর্য্যন্তো বিজ্ঞেয়ো রক্তসংবৃতঃ॥ কার্য্যস্তত্রাগদস্তোয়চন্দনোশীরপদ্মকৈঃ। তথৈবার্জ্জুনশেলুভ্যাং ত্বগ্ভিরাম্রাতকস্য চ॥ পিচ্ছিলং কসনাদংশাদ্রুধিরং শীতলং স্রবেৎ। কাসশ্বাসৌ চ তত্রোক্তং রক্তলূতাচিকিৎসিতং॥ পুরীষগন্ধিরম্লাসৃক্ কৃষ্ণায়াঃ দংশ এব তু। জ্বরমূর্চ্ছাভ্রমী-দাহকাসশ্বাসসমন্বিতঃ॥ তত্রৈলাচক্রসর্পাক্ষীগন্ধনাকুলিচন্দনৈঃ। মহাসুগন্ধিসহিতৈঃ প্রত্যাখ্যায়াগদঃ স্মৃতঃ॥ দংশে দাহোঽগ্নিবর্ণায়াঃ স্রাবোঽত্যর্থং জ্বরস্তথা। চোষকুণ্ডূরোমহর্ষো দাহশ্চ স্ফোটজন্ম চ॥ কৃষ্ণাপ্রশমনং চাত্র প্রত্যাখ্যায় প্রযোজয়েৎ। সারিবোশীরযষ্ট্যাহ্বচন্দনোৎপলপদ্মকং॥ সর্ব্বাসামেব যুঞ্জীত বিষে শ্লেষ্মাতকত্বচং। ভিষক্ সর্ব্বপ্রকারেষু তথা চ ক্ষীরপিপ্পলং। কৃচ্ছ্রসাধাবিষা হ্যষ্টৌ প্রোক্তা যে চ যদৃচ্ছয়া॥ অবার্য্যবিষবীর্য্যাণাং লক্ষণানি নিবোধ মে। খ্যতঃ সৌবর্ণিকাদংশং সফেণো মৎস্যগন্ধকঃ॥ শ্বাসকাসৌ জ্বরস্তৃষ্ণা মূর্চ্ছা চাত্র সুদারুণা। আদংশে লাজবর্ণায়া আমং পূতিং স্রবেদসৃক্॥ দাহো মূর্চ্ছাতিসারশ্চ শিরোদুঃখঞ্চ জায়তে। ঘোরদংশস্তু জালিন্যা রাজিমানবদীর্য্যতে। স্তম্ভঃ শ্বাসস্তমো বৃদ্ধিস্তালুশোষশ্চ জায়তে॥ এণীপাদ্যাস্তথাদংশো ভবেৎ কৃষ্ণতিলাকৃতিঃ। তৃষ্ণা-মূর্চ্ছা-জ্বরচ্ছর্দ্দি-কাস-শ্বাসসমন্বিতঃ॥ দংশঃ কাকণ্ডকাদষ্টে পাণ্ডুরক্তোঽতিবেদনঃ॥ রক্তো মালাগুণাদংশো ধূমগন্ধোঽতিবেদনঃ। বিদীর্য্যতে চ বহুধা দাহমূর্চ্ছাজ্বরান্বিতঃ॥ অসাধ্যানাং ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ প্রযুঞ্জীত চিকিৎসিতং। দোষোচ্ছ্রায়বিশেষেণ ছেদকর্ম্মবিবর্জ্জিতং॥ সাধ্যাভিরাভির্লূতাভির্দ্দষ্টমাত্রস্য দেহিনঃ। বৃদ্ধিপত্রেণ মতিমান্ সম্যগাদংশমুদ্ধরেৎ॥ জম্বোষ্ঠেনাগ্নিতপ্তেন দহেদাকরবারণাৎ। অমর্ম্মণি বিধানজ্ঞো বর্জ্জিতস্য জ্বরাদিভিঃ॥ দংশস্যোৎকর্ত্তনং কুর্য্যাদল্পশ্বয়থুকস্য চ। মধুসৈন্ধবসংযুক্তৈরগদৈর্লেপয়েত্ততঃ॥ প্রিয়ঙ্গুরজনীকুষ্ঠসমঙ্গামধুকৈস্তথা। সারিবা মধুকং দ্রাক্ষা পয়স্যাং ক্ষীরমোরটং॥ বিদারী গোক্ষুরক্ষৌদ্রমধুকং পায়য়েত বা। ক্ষীরীণাং ত্বক্ কষায়েণ সুশীতেন চ সেচয়েৎ॥ উপদ্রবান্ যথা দোষং বিষঘ্নৈশ্চ প্রসাধয়েৎ। নস্যাভ্যঞ্জনাভ্যঞ্জনপানধূমং তথাবপীড়ং কবলগ্রহঞ্চ॥ সংশোধনঞ্চোভয়তঃ প্রযুঞ্জ্যাদ্রক্তং হরেচ্চাপি জলায়ুকাভিঃ। কীটদুষ্টব্রণান্ সর্ব্বানহিদষ্টব্রণানি চ॥ আদংশপাকযত্নেন চিকিৎসেৎ সর্পদষ্টবৎ। বিনিবৃত্তে ততঃ শোফে কর্ণিকাপাতনং হিতং॥ নিম্বপত্রং ত্রিবৃদ্দন্তী কুসুম্ভং রজনী মধু। গুগ্গুলুঃ সৈন্ধবং কিণ্বং বর্চ্চঃ পারাবতস্য চ। বিষবৃক্ষিকরঞ্জাম্নং হিত্বা সন্তোজনং হিতং॥ বিষেভ্যঃ খলু সর্ব্বেভ্যো কর্ণিকামকজাং স্থিরাং॥ প্রচ্ছয়িত্বা মধুযুক্তৈঃ শোধনীয়ৈরুপাচরেৎ। সুশ্রুতোক্তবিবিধবিষ চিকিৎসা সমাপ্ত॥

বিষ চিকিৎসা সমাপ্তা॥

অথ বাধকপ্রকরণং।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।—অথেদানীং প্রবক্ষ্যামি বন্ধ্যায়াশ্চোত্তমং বিধিম্। রক্তমাত্রী চ ষষ্ঠী চ ভাকুরো জলকুমারকঃ। চতুর্ব্বিধো বাধকঃ স্যান্মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। তেষাং স্বভাবং বক্ষ্যামি শাস্ত্রৈরেব নিদর্শনাৎ। এতেষাং পূজনং কার্য্যং জনৈঃ সন্ততিকাঙ্ক্ষয়া। নিশার্চ্চনং স্নাপনঞ্চ বলিদানং বিশেষতঃ। কর্ত্তব্যং গুরুবাক্যেন জ্ঞাত্বা শাস্ত্রস্য লক্ষণং। চতুর্ব্বিধো বাধকঃ স্যাজ্জায়তে ঋতুকালতঃ॥

শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন, এইক্ষণ বন্ধ্যানারীর বাধকপ্রতিকার বলিব। অর্থাৎ কি কি কারণে নারীদিগের সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত হয় এবং

কিরূপে সেই প্রতিবন্ধক নিবারিত হইয়া সন্তানোৎপত্তি ও উৎপন্ন-সন্তানের রক্ষা হইতে পারে, তাহাই সবিস্তর বর্ণনা করিব। স্ত্রীলোকের প্রতি দেবতাবিশেষের অধিষ্ঠানেই সন্তানজননের বাধা হইয়া থাকে। সন্তাবীতপুত্রবতী স্ত্রীর ঋতুকালেই ঐ সকল বাধক কার্য্যকারী হয়। আর ঐ স্ত্রীর প্রতি চারিপ্রকার দেবতার দৃষ্টি পতিত হয়, তাহাতেই উক্ত বাধকও চারিপ্রকার হইয়া থাকে। রক্তমাত্রী, ষষ্ঠী, ডাঙ্কুর ও জলকুমার, এই চারি দেবতার অধিষ্ঠানেই চতুর্ব্বিধ বাধক হয়, ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌প্রকার বাধকের কিরূপ লক্ষণ ও কিরূপ শান্তি করিতে হয় তাহা কথিত হইতেছে। যে ব্যক্তি উক্ত বাধক দূর করিয়া সন্তানরক্ষার কামনা করে, সেই ব্যক্তি বাধকের দেবতাদি নিশ্চয় করিয়া যথোক্ত-বিধানে পূজা করিবে। রাত্রিকালে এই পূজা করা কর্ত্তব্য। দেবতার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া স্নান ও বলিদানপূর্ব্বক পূজা করিবে। শাস্ত্রোক্ত পূজাপদ্ধতি জানিয়া গুরুর উপদেশানুসারে পূজা করিতে হইবে। যে চারিপ্রকার বাধক উক্ত হইল, ঋতুকালেই উহার লক্ষণ প্রকাশ পায় অতএব ঋতুসময়ে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা জানিয়া প্রতিকার করিবে॥

অথ রক্ত- প্রকরণং।—ব্যথা কট্যাং তথা নাভেরধঃ পার্শ্বে স্তনে তথা। রক্ত-মাত্রীপ্রদোষেণ জায়তে ফলহীনতা॥ মাসমেকং দ্বয়ং বাপি ঋতুহীনা ভবেদ্‌ যদি। রক্তমাত্রীপ্রদোষেণ জায়তে ফলহীনতা॥

রক্তমাত্রীর অধিষ্ঠানে কটীতে, নাভির অধোভাগে, পার্শ্বে এবং স্তনে উৎকট ব্যথা জন্মে, এইরূপ হইলে স্ত্রীলোকের সন্তানউৎপত্তির বাধা হইয়া থাকে, এই বাধকই রক্তমাত্রীর দোষ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। আর এই রক্তমাত্রীদোষে একমাস কি দুইমাস পর্য্যন্ত নারীর ঋতুদর্শন হয় না।

অথ ষষ্ঠীপ্রকরণং।—নেত্রে হস্তে তথা জ্বালা যোনৌ চৈব বিশেষতঃ। লালা-সংযুক্তরক্তঞ্চ ষষ্ঠীনাং দূষণং ভবেৎ॥ মাসেকেন ভবেদ্‌ যস্যা ঋতুস্নানদ্বয়ন্তথা। মলিনা রক্তযোনিঃ স্যাৎ ষষ্ঠীনাং দূষণং ভবেৎ॥

ষষ্ঠীর অধিষ্ঠানে কোন নারীর বাধক হইলে নেত্রে, হস্তে ও যোনি-দেশে জ্বালা অনুভূত হয়, আর ঋতুকালে যে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, তাহা লালাসংযুক্ত দেখা যায়। পরন্তু ষষ্ঠীর দোষে বাধক জন্মিলে সেই স্ত্রীর একমাসের মধ্যে দুই বার ঋতুযোগ হইয়া থাকে এবং ঋতুকালীন রক্ত মলিন হয়। এইরূপ লক্ষণ হইলেই ষষ্ঠীর দোষ বলিয়া স্থির করিবে॥

অথ ডাঙ্কুরপ্রকরণং।—উদ্বেগো গুরুতা দেহে রক্তস্রাবো ভবেন্মুহুঃ। নাভেরধো ভবেৎ জ্বালা ডাঙ্কুরঃ স্যাত্‌ বাধকঃ। মাসত্রয়ং চতুর্থং বা ঋতুহীনা ভবেদ্‌ যদি। কৃশাঙ্গী করপাদে স্যাজ্জ্বালা ডাঙ্কুরদূষণম্‌॥

ডাঙ্কুরের অধিষ্ঠানে যে বাধক হয়, তাহাতে এইসকল লক্ষণ হইয়া থাকে। উক্ত বাধকে সর্ব্বদা উদ্বেগ বোধ হয়, শরীরের গুরুতা, বারম্বার রক্তস্রাব এবং নাভির অধোভাগে জ্বালা হইয়া থাকে। এই বাধকে একমাস হইতে চারিমাস পর্য্যন্ত ঋতুবন্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ কখন এক-মাস, কখন বা দুই তিন কিম্বা চারিমাস ঋতুবন্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার ঋতু উপস্থিত হয়। এই দোষে সেই স্ত্রীর শরীর কৃশ ও হস্তে পদে জ্বালা বোধ হইয়া থাকে। এইসকল লক্ষণ দৃষ্ট হইলেই ডাঙ্কুরাধিষ্ঠানে বাধক হইয়াছে নিশ্চয় করিবে॥

অথ জলকুমারপ্রকরণং।—সশূলা চ সগর্ভা চ শুষ্কদেহাল্পরক্তিকা। জলকুমারজ দোষেণ জায়তে ফলহীনতা। সদা কৃষ্ণা ভবেৎ স্থূলা বহুকালঋতুস্তথা। গুরুস্তনী স্বল্পরক্তা জলকুমারস্য দূষণম্‌॥

জলকুমারের অধিষ্ঠান হইলে যে বাধক জন্মে, তাহাতে নারীর গর্ভাশয়ে বেদনা অনুভূত হয়, শরীর শুষ্ক ও ঋতুতে অল্পরক্তস্রাব হইয়া থাকে। আর এই জলকুমারদোষের বাধকে নারীর স্বভাব রুক্ষ, শরীর স্থূল, বহুকাল পরে ঋতুযোগ, স্তনদ্বয় গুরুতর ও ঋতুতে অল্প রক্তস্রাব হইয়া থাকে। এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হইলে জলকুমার-দোষের বাধক বলিয়া নিশ্চয় করিবে॥

অথ প্রশমনবিধিঃ।—ত্রিকোণমথ ষট্‌কোণং নবকোণং মণ্ডলাকৃতিঃ। যন্ত্রাণ্যেতানি সংলিখ্যাবাহয়েন্মন্ত্রপূর্ব্বকম্‌॥

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বাধকের শান্তিবিধি কথিত হইতেছে। প্রথমে ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ, নবকোণ বা মণ্ডলাকৃতি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সেই সেই দেবতার নাম উল্লেখপূর্ব্বক আবাহন করিয়া পূজা করিবে॥

অথ রক্তমাত্রীধ্যানম্‌।—গৌরাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং পুত্রস্তস্তভুজদ্বয়াং। ধ্যায়েৎ ত্রিজগতাং ধাত্রীং সূতিকালয়বাসিনীম্‌॥

সকলদেবতারই ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। প্রথমে রক্তমাত্রীধ্যান কথিত হইতেছে, উক্ত দেবী গৌরবর্ণা ও ত্রিনয়না, ইহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে, ইনি পুত্রের উপরি হস্ত অর্পণ করিয়া আছেন, দেবী ত্রিজগতের পালনকর্ত্রী এবং সর্ব্বদা সূতিকাগৃহে বাস করেন, এইপ্রকার রক্তমাত্রীর রূপ চিন্তা করিয়া অর্চ্চনা করিবে॥

অথ ষষ্ঠীধ্যানং।—শুক্লবর্ণাং দ্বিবাহুঞ্চ সূতিকাগৃহসংস্থিতাং। স্ত্রীরক্তঃপায়িনীং শান্তাং ভজেৎ ত্রিভুবনেশ্বরীম্‌॥

ষষ্ঠীদেবী শুক্লবর্ণা ও দ্বিভুজা, ইনি সূতিকাগৃহে অবস্থিতি করেন এবং স্ত্রীলোকের রক্তঃ পান করিয়া থাকেন। সর্ব্বদাই ইহাঁকে শান্তমূর্ত্তি বলিয়া বোধহয়, ইনি ত্রিভুবনের ঈশ্বরী, অতএব ইহাঁকে ভজনা করিবে। এইপ্রকারে ষষ্ঠীর ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হইবে॥

অথ ডাঙ্কুরজলকুমারয়োর্ধ্যানম্‌।—শুক্লবর্ণং দ্বিবাহুঞ্চ সূতিকাগৃহসংস্থিতম্‌। স্ত্রীরক্তঃপায়িনং শান্তং ভজেৎ ত্রিভুবনেশ্বরম্‌॥

ডাঙ্কুর ও জলকুমার, ইহাদিগের আকার একরূপ অতএব ধ্যানও একপ্রকারই লিখিত আছে। ডাঙ্কুর ও জলকুমার, উভয়েই শুক্লবর্ণ, দ্বিবাহু ও সূতিকাগৃহে অবস্থিত। ইহাঁরা স্ত্রীর রক্তঃপান করেন, শান্তমূর্ত্তি ও ত্রিভুবনের অধীশ্বর। এইরূপে ডাঙ্কুর ও জলকুমারের ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। এই একধ্যানেই উভয়ের অর্চ্চনা করিতে হইবে॥

অথ পূজাবিধিঃ।—ষোড়শৈরুপচারৈস্তু পূজয়েৎ ত্রিদিনাবধি। সুবর্ণরৌপ্যতাম্রাদি-পট্টবস্ত্রাদিভূষণৈঃ। অষ্টোত্তরশতং মন্ত্রং সহস্রং বাপি দৈবত।। এবং পূজাদিকং কৃত্বা বলিং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। বলিস্তু ত্রিবিধং দদ্যাৎ শভু জল-চরস্তথা। বলিং দদ্যাৎ প্রযত্নেন ভক্ষয়েদৌষধং শুচিঃ॥

এইক্ষণ উক্ত দেবতাচতুষ্টয়ের পূজাবিধি কথিত হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে ধ্যান করিয়া তিনদিবস ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। সুবর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রাদিনির্ম্মিত ভূষণ এবং পট্টবস্ত্রদ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া অষ্টোত্তরশত কিম্বা অষ্টোত্তরসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। এইপ্রকারে পূজা

করিয়া বিধিপূর্ব্বক বলিপ্রদান করিতে হইবে। খেচর, ভূচর ও জলচর এই ত্রিবিধ পশুপক্ষী বলিপ্রদান করিবে এইরূপ পূজাদি করিয়া ঔষধ ভক্ষণ করাইবে॥

অথ মন্ত্রাঃ।—তারং মায়াং তথা লক্ষ্মীং হুঁ ফট্ স্বাহান্তিকং মনুং। জপেদষ্টোত্তরশতং রক্তমাত্র্যা বিধিং বিদুঃ। তারং কামবীজযুগ্মং ফট্ স্বাহান্তো মনুর্মতঃ॥ মন্ত্রোঽয়ং ষষ্ঠী-দেব্যাশ্চ পুত্রসিদ্ধিপ্রদায়কঃ। ওঁ হ্রীঁ বিমলাবীজযুগ্মং দেবি। রক্তযোগিনীমনুঃ। স্বাহান্তোঽয়ং মহামন্ত্রো ডাম্বুরস্য তু বৈ জপেৎ। তারং শূলায় বজ্রেতি হস্তায় তদনন্তরং। স্বাহান্তোঽয়ং মনুর্দ্দেবি। জলকুমারস্য নিশ্চিতঃ॥

অনন্তর উক্ত দেবতা সকলের মন্ত্র কথিত হইতেছে, ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ ফট্ স্বাহা, ইহাই রক্তমাত্রীর মন্ত্র, এই মন্ত্রে রক্তমাত্রীর পূজা করিয়া উক্ত মন্ত্র একশত আটবার জপ করিবে। ওঁ ক্লীঁ ক্লীঁ হুঁ ফট্ স্বাহা, ইহাই ষষ্ঠীর মন্ত্র, এই মন্ত্রে ষষ্ঠীর পূজাদি করিলে সাধকের পুত্রলাভ হয়। ওঁ হ্রীঁ হুঁ হুঁ শ্রীঁ স্বাহা, ইহা ডাম্বুরের মন্ত্র, এই মন্ত্রে ডাম্বুরের পূজা করিবে, ওঁ শূলায় বজ্রহস্তায় স্বাহা, ইহা জলকুমারের মন্ত্র, এইমন্ত্রে জলকুমারের পূজা করিবে॥

অথ বাধকৌষধং।—স্নানকালে সমুৎপন্নে দেয়মৌষধমুত্তমং। রক্তকার্পাসমূলঞ্চ নাগদ্রানাং কদাচন। বিড়ঙ্গবলায়াশ্চ মূলঞ্চ মরিচেন সমন্বিতং। দেয়ং দিনত্রয়ং যাবদ-শুচিঃ স্যাদ্ বরাঙ্গনা। স্নানোপরি চ দাতব্যং বার্ত্তাক্যাঃ কীটমুত্তমং। একবিংশদ্দিনং যাবৎ দুগ্ধেন মিশ্রিতং পিবেৎ। মেথিকায়াস্তোলকদ্বন্দ্বং খণ্ডস্য তোলকদ্বয়ং। ঘৃততোলক-মেকঞ্চ দুগ্ধেন মিশ্রিতং পিবেৎ। মৃতবৎসা মৃতগর্ভা কাকবন্ধ্যা তথৈব চ। পুত্রহীনা চ বন্ধ্যা চ পত্যৈবাপ্রবাধিকা। সংহরেৎ সর্ব্বদোষাণি মেথিভক্ষণমুত্তমং। "নাড়ীশুদ্ধায়াঃ পরে ঋতুকালে ইদমৌষধং দেয়ং"। অশ্বগন্ধা বটস্যাগ্রো লক্ষণস্য চ মূলকং। ভক্ষয়েৎ সপ্তরাত্রাণি দুগ্ধে পিষ্ট্বা পুনঃ পুনঃ। অবশ্যং সন্ততিস্তস্যাঃ পুংহীনা গর্ভধারিণী॥

এইক্ষণ বাধকদোষ-শান্তির ঔষধ কথিত হইতেছে, ঋতুকাল উপস্থিত হইলে ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। রক্তকার্পাসের মূল, নাগদানা ভুঁইয়া বাবলার মূল ও মরিচ এইসকল সমপরিমাণে রজস্বলাস্ত্রীকে ভক্ষণ করিতে দিবে, যে তিনদিন রজোযোগ থাকে, সেই তিনদিন এই ঔষধ সেবন করিয়া ঋতুস্নানের পর বেগুণের মধ্যগত কীট ভক্ষণ করিবে। তৎপর একবিংশতিদিন পর্য্যন্ত দুগ্ধের সহিত মেথি ভক্ষণ করিতে হইবে। মেথি ভক্ষণের নিয়ম এই—মেথি দুইতোলা, খণ্ড (শর্করা-বিশেষ) দুইতোলা, ঘৃত একতোলা, এইসকল একত্র করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিবে, এই ঔষধ সেবন করিলে মৃতবৎসা, কাকবন্ধ্যা, প্রভৃতি দোষের শান্তি হইয়া নারী গর্ভবতী হয়। এই মেথি ভক্ষণে নারীর নাড়ীশুদ্ধি হইলে, অশ্বগন্ধা, বটের কুঁড়ি, তেলাকুচের মূল, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া দুগ্ধের সহিত পুনঃপুন পেষণপূর্ব্বক সপ্ত-দিনপর্য্যন্ত পান করিবে, ইহাতে পুরুষসংযোগ-ব্যতিরেকেও নারীর গর্ভ হইবে॥

অথ জন্মবন্ধ্যা-চিকিৎসা।

সমূলপত্রাং সর্পাক্ষীং রবিবারে সমুদ্ধরেৎ। একবর্ণগবীক্ষীরৈঃ কন্যাহস্তেন পেষয়েৎ। ঋতুকালে পিবেদ্বন্ধ্যা পলার্দ্ধং তদ্দিনে দিনে। ক্ষীরশাল্যন্নমুদ্গঞ্চ লঘ্বাহারং প্রদাপয়েৎ। এবং সপ্তদিনং কৃত্বা বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী। উদ্বেগং ভয়শোকঞ্চ ব্যায়ামঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ। অনঙ্গং ভয়শোকঞ্চ দিবানিদ্রা বিবর্জ্জয়েৎ। ন কর্ম্ম কারয়েৎ কিঞ্চিদ্বর্জ্জয়েচ্ছীতমাতপং। ন ভয়া পরমাং সেবাং কারয়েৎ পূর্ব্ববৎ ক্রিয়াং। পতিসঙ্গাদ্ গর্ভলাভো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১॥

রবিবারে মূলপত্রের সহিত শালিঞ্চশাক উৎপাটন করিয়া একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত অবিবাহিতকন্যাদ্বারা পেষণ করিবে, এই ঔষধ বন্ধ্যানারী ঋতুকালে ৪ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধ, শালিধান্যের অন্ন ও মুগের ডাইল এইসকল অল্প-পরিমাণে পথ্য করা বিধেয়। এইরূপ সপ্তদিন ঔষধ সেবন করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। এই ঔষধ সেবনকালে উদ্বেগ, ভয়, শোক, ব্যায়াম ও দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবে॥ কোন পরিশ্রমজনক কর্ম্ম ও শীত কিম্বা রৌদ্র সেবা করিবে না। এইরূপ ঔষধ সেবা করিয়া পতিসঙ্গ করিলে নিশ্চয় গর্ভগ্রহণ হয়, ইহার অন্যথা হয় না॥ ১॥

একমেব তু রুদ্রাক্ষং সর্পাক্ষী কর্ষমাত্রকং। পূর্ব্ববচ্চ গবাংক্ষীরৈ ঋতুকালে প্রদাপয়েৎ। মহাগণেশমন্ত্রেণ রক্ষাং তস্যাশ্চ কারয়েৎ। মন্ত্রস্তু—ওঁ দদস্মহাগণপতে রক্ষা-মৃতং মৎসুতং দেহি॥ ২॥

একটী রুদ্রাক্ষ ও শালিঞ্চশাক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া গব্যদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ঋতুকালে ভক্ষণ করিবে। ইহাতে বন্ধ্যানারীর গর্ভ হয়। এই প্রক্রিয়াকালে ওঁ দদস্মহাগণপতে ইত্যাদি মহাগণেশ-মন্ত্রে রক্ষা করিবে॥ ২॥

পত্রমেকং পলাশস্য গর্ভিণী পয়সান্বিতং। পীত্বা তু লভতে পুত্রং রূপবন্তং ন সংশয়ঃ। পথ্যযুক্তং যথাপূর্ব্বং তদ্বৎ সপ্তদিনাবধি। দেবদালীয়মূলস্য গ্রাহয়েৎ পুষ্যতারকে। নিত্যঞ্চ পিবেৎ ক্ষীরৈঃ পূর্ব্ববৎ ক্রমযোগতঃ। বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং দেয়ং পথ্যং যথা পুরা। শীততোয়েন সংপিষ্টং শরপুঙ্খীয়মূলকং। কর্ষং পীত্বা লভেদ্ গর্ভং পূর্ব্ববৎ ক্রমযোগতঃ॥ ৩—৬॥

একটী পলাশবৃক্ষের পত্র গর্ভিণী নারীর দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে বন্ধ্যানারী নিশ্চয় রূপবান্ পুত্র প্রসব করে। এই ঔষধ সেবনকালে পূর্ব্ববৎ পথ্যাদি সেবন করিতে হইবে এবং সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে দেবদানীবৃক্ষের মূল আহরণ করিয়া ১২ মাষা পরিমাণে দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবনেও পূর্ব্ববৎ নিয়ম পালন ও পথ্য সেবন করিবে। ইহাতে বন্ধ্যানারী পুত্র-লাভ করে। শরপুঙ্খার মূল শীতলজলে পেষণ করিয়া ২ তোলা পরি-মাণে ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ ভক্ষণ করিয়া পূর্ব্ববৎ নিয়ম পালন ও পথ্য সেবন করিলে বন্ধ্যা নারীর গর্ভ গ্রহণ হয়॥ ৩—৬॥

মুস্তাপ্রিয়ঙ্গুসৌবীরং লাক্ষাক্ষৌদ্রং সমং পিবেৎ। কর্ষং তণ্ডুলতোয়েন বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী। পথ্যযুক্তং যথাপূর্ব্বং তদ্বৎ সপ্তদিনং পিবেৎ॥ ৭॥

মুথা, প্রিয়ঙ্গু, কাঁজি, লাক্ষা ও মধু এইসকল সমভাগে একত্রিত ২ তোলা পরিমাণে লইয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়, এই ঔষধ সেবনেও পূর্ব্ববৎ পথ্যসেবন ও নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে॥ ৭॥

সমূলাং সহদেবীঞ্চ সংগ্রাহ্যং পুষ্যতারকে। ছায়াশুষ্কঞ্চ তচ্চূর্ণং একবর্ণগবাংপয়ঃ। পূর্ব্ববৎ পিবতে নারী বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী॥ ৮॥

রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে মূলের সহিত সহদেবীবৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া ছায়াতে শুষ্ক ও চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত

করিয়া পূর্ব্ববৎ পথ্য সেবন ও নিয়ম পালন করিলে বন্ধ্যানারী হয় ॥ ৮ ॥

মূলং শিফাং বা কিল লক্ষণায়া ঋতৌ নিপীয় ত্রিদিনং পয়োভিঃ।
ক্ষীরাম্বুচর্য্যাং নিয়মেন ভুঙ্ক্তে পুত্রং প্রসূতে বনিতা ন চিত্রং ॥ ৯ ॥

লক্ষণার মূল ও শিকড় ঋতুকালে তিন দিবস দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ ও দুগ্ধ সেবন করিলে বন্ধ্যানারী পুত্র প্রসব করে। এই ঔষধ ও পূর্ব্ববৎ পথ্যবিধান ও নিয়ম পালন করিবে ॥ ৯ ॥

সপিপ্পলীকেশরশৃঙ্গবেরং মুস্তোষণং গব্যঘৃতেন পীতং।
বন্ধ্যাপি পুত্রং লভতে হটেন যোগোত্তমোঽয়ং মুনিভিঃ প্রদিষ্টঃ ॥ ১০ ॥

পিপ্পলী, নাগকেশর, আদা, কণ্টিকারী ও মরিচ এইসকল সমভাগে ঘৃতের সহিত পান করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। এইযোগ রোক্ত সকলযোগের প্রধান, ইহা মুনিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

তুরঙ্গগন্ধাঘৃতবারিসিদ্ধং সাজ্যং পয়ঃ স্নানদিনে চ পীত্বা। প্রাপ্নোতি গর্ভং বিষয়ঃ বন্ধ্যাপি পুত্রং পুরুষপ্রসঙ্গাৎ। "ঘৃতস্তু শয়নসময়ে পেয়ং" ॥ ১১ ॥

অশ্বগন্ধা, ঘৃত ও জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ঋতুস্নানদিনে ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত শয়নকালে পান করিয়া পতিসঙ্গ করিলে বন্ধ্যানারীর গর্ভ ধারণ হয় এবং সেই গর্ভে পুত্র জন্মে ॥ ১১ ॥

পুষ্যার্কযোগোদ্ধৃতলক্ষণায়া মূলং তথা বদ্ধতরোশ্চ পিষ্ট্বা।
অপ্যেকবর্ণা-পয়সা নিপীতং স্ত্রিয়ঃ স্মৃতং পুত্রকরং মুনীন্দ্রৈঃ ॥ ১২ ॥

রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতবেড়েলার মূল উদ্ধৃত করিয়া একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত পান করিবে। এই ঔষধ বন্ধ্যানারীর পুত্রপ্রদ, ইহা মুনিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

পুষ্যোদ্ধৃতং লক্ষণমেব চূর্ণং পুংসা নিপিষ্টং সঘৃতং নিপীয়।
ক্ষীরোদনং প্রাশ্য পতিপ্রসঙ্গাৎ গর্ভং বিধত্তাত্তরুণী ন চিত্রং ॥ ১৩ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে লক্ষণার মূল আহরণ করিয়া চূর্ণ করিবে। তৎপরে ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধান্ন ভোজন করিয়া পতিসঙ্গ করিবে। ইহাতে নারী নিশ্চয় গর্ভধারণ করে। এই ঔষধ পুরুষের প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণাপরাজিতামূলং বস্তক্ষীরেণ সংপিবেৎ।
ঋতুস্নাতা ত্রিধা যা তু বন্ধ্যা গর্ভধরা ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

ঋতুস্নাতা নারী কৃষ্ণাপরাজিতার মূল ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে বন্ধ্যানারীর গর্ভ হয় ॥ ১৪ ॥

নাগকেশরকং চূর্ণং নূতনং গব্যদুগ্ধতঃ। পিবেৎ সপ্তদিনং দুগ্ধং ঘৃতৈর্ভোজনমাচরেৎ। ঋতৌ লভতে গর্ভং সা নারী পতিসঙ্গতঃ ॥ ১৫ ॥

নাগকেশরের চূর্ণ দুগ্ধের সহিত সপ্তদিন পর্য্যন্ত পান করিয়া দুগ্ধপান ও ঘৃতান্ন ভোজন করিবে। যে নারী ঋতুকালে এইরূপ ঔষধ সেবন করিয়া পতিসঙ্গ করে, সেই নারীর গর্ভগ্রহণ হয় ॥ ১৫ ॥

পুত্রজীবস্য পত্রৈকং পিবেৎ ক্ষীরে ঋতৌ তু যা। পতিসঙ্গা চ সা নারী সত্যং পুত্রবতী ভবেৎ। তস্য মূলং চৈকবর্ণাক্ষীরৈঃ পীত্বা চ পুত্রিণী ॥ ১৬ ॥

যে নারী ঋতুকালে জীবপুত্রিকা বৃক্ষের পত্র দুগ্ধের সহিত পান করিয়া পতিসঙ্গ করে, সে [illegible] নিশ্চয় পুত্রবতী হয় এবং [illegible] বৃক্ষের মূল একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে নারী পুত্র লাভ করে ॥ ১৬ ॥

কাকোল্যো লক্ষণামূলং তথা ষষ্টিকতণ্ডুলং।
নার্য্যেকবর্ণাপয়সা পীত্বা গর্ভবতী ঋতৌ ॥ ১৭ ॥

কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, লক্ষণার মূল এবং ষষ্টিধান্যের তণ্ডুল এই সকল দ্রব্য ঋতুকালে একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে নারী গর্ভবতী হয় ॥ ১৭ ॥

অশ্বিন্যাং বোধিবৃক্ষস্য বন্দাকং গ্রাহয়েদ্বুধঃ।
গো-ক্ষীরৈঃ পানমাত্রেণ বন্ধ্যা পুত্রবতী ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

অশ্বিনীনক্ষত্রে অশ্বত্থবৃক্ষের পরগাছা আহরণ করিয়া গব্যদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয় ॥ ১৮ ॥

তিলরসকুড়বৈকং গোকরীষাগ্নিযোগাত্তরুণবৃষভমূত্রং প্রস্থযুক্তং বিপক্বং।
ঋতুষু দিবসমধ্যে সপ্তবারৈশ্চ পীতং জনয়তি সুতমেতন্নিশ্চিতং পুষ্পিতৈব ॥ ১৯ ॥

তিলতৈল একসের শুষ্ক গোময়ের অগ্নিতে পাক করিবে। পাককালে অল্পবয়স্ক বৃষের মূত্র চারিসের দিবে। এই তৈল ঋতুকালে দিবসমধ্যে সপ্তবার পান করিবে; ইহাতে নিশ্চয় নারী পুত্রলাভ করে ॥ ১৯ ॥

কদম্বপত্রং শ্বেতঞ্চ বৃহতীমূলমেব চ। এতানি সমভাগানি অজা-ক্ষীরেণ পেষয়েৎ। ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা পিবেদেতন্মহৌষধং। অগ্নিস্ত্রিণীয়মানে তু গর্ভো ভবতি নিশ্চিতং ॥ ২০ ॥

শ্বেতকদম্বের পত্র ও বৃহতীমূল সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিবে। এই মহৌষধ ঋতুকালে ত্রিরাত্র বা পঞ্চরাত্র পান করিবে। এই ঔষধ পান করিলে নিশ্চয় নারীর গর্ভ হয় ॥ ২০ ॥

গোক্ষুরস্য তু বীজন্তু পিবেন্নির্গুণ্ডিকা-রসৈঃ।
ত্রিরাত্রং সপ্তরাত্রং বা বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী ॥ ২১ ॥

ঋতুকালে গোক্ষুরবীজ নিসিন্দার রসে পেষণ করিয়া ত্রিরাত্র কিম্বা সপ্তরাত্র পান করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয় ॥ ২১ ॥

কর্কোটবীজ-চূর্ণঞ্চ একবর্ণগবাং পয়ঃ।
ঋতৌ নিপীয়মানে তু বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী ॥ ২২ ॥

কাকরোলের বীজ চূর্ণ করিয়া একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত ঋতুকালে পান করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয় ॥ ২২ ॥

ভগাখ্যে চৈব নক্ষত্রে বটবৃক্ষস্য মূলকং।
হস্তে বদ্ধা লভেৎ পুত্রং সুন্দরং কুলবর্দ্ধনং ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে বটবৃক্ষের মূল আহরণ করিয়া হস্তে বন্ধন করিলে বন্ধ্যানারী কুলবর্দ্ধন এবং অতি সুন্দর পুত্র লাভ করে ॥ ২৩ ॥

অশ্বত্থস্য তু বন্দাকং পূর্ব্বেদ্যুঃ সুনিমন্ত্রিতং।
ঋতুস্নানে তু পীতং তাদপি বন্ধ্যা লভেৎ সুতং ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বদিবস একটী অশ্বত্থবৃক্ষ আমন্ত্রণ করিয়া রাখিবে, তৎপরদিবস ঐ বৃক্ষের মূল আহরণ করিয়া ঋতুস্নানদিনে ভক্ষণ করিবে। ইহাতে বন্ধ্যানারী পুত্র লাভ করে ॥ ২৪ ॥

একবর্ণসবৎসায়া গোঃ ক্ষীরেণ সুপেষিতং।
ভাবিতং বটবন্দাকং পীতং বন্ধ্যা সুতং লভেৎ ॥ ২৫ ॥

বটবৃক্ষের মূল-একবর্ণা সবৎসা গাভীর দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে বন্ধ্যানারী পুত্র লাভ করে ॥ ২৫ ॥

অথ কাকবন্ধ্যা-চিকিৎসা।

পূর্ব্বং পুত্রবতীভূত্বা পশ্চাদ্রো শূয়তে যদি।
কাকবন্ধ্যা চ সা জ্ঞেয়া চিকিৎসাস্তাশ্চ কথ্যতে ॥ ১ ॥

যে নারী একবারমাত্র একটী পুত্র প্রসব করিয়া পুনর্ব্বার আর প্রসব করে না, তাহাকে কাকবন্ধ্যা বলে। এই কাকবন্ধ্যা-দোষের চিকিৎসা কথিত হইতেছে ॥ ১ ॥

বিষ্ণুক্রান্তাং সমূলাস্ত পিষ্ট্বা দুগ্ধেন মাহিষেঃ। মহিষীনবনীতেন ঋতুকালে চ ভক্ষয়েৎ। এবং সপ্তদিনং কুর্য্যাৎ পথ্যমুক্তঞ্চ পূর্ব্ববৎ। গর্ভং সা লভতে নারী কাকবন্ধ্যা সুশোভনং ॥ ২ ॥

অপরাজিতা লতা সমূলে উৎপাটন করিয়া মহিষ-দুগ্ধের সহিত পেষণ করিবে। এই ঔষধ মহিষনবনীতের সহিত ভক্ষণ করিবে। এইরূপ সপ্তদিবস পর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে পথ্যসেবন ও নিয়ম পালন করিলে কাকবন্ধ্যা-দোষ শান্তি হইয়া নারী সুশোভন পুত্র প্রসব করে ॥ ২ ॥

অশ্বগন্ধীয়মূলন্ত গ্রাহয়েৎ পুষ্যভাস্করে। যোজয়েন্মহিষীক্ষীরৈঃ পলার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা। সপ্তাহাল্লভতে গর্ভং কাকবন্ধ্যা ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে অশ্বগন্ধার মূল আহরণ করিয়া মহিষের দুগ্ধের সহিত পেষণ করিবে। এই ঔষধ ৪ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন সেবন করিবে। এইরূপ সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করিলে কাকবন্ধ্যানারী নিশ্চয়ই গর্ভগ্রহণ করে ॥ ৩ ॥

অথ মৃতবৎসা-চিকিৎসা।

গর্ভসঞ্জাতমাত্রেণ পক্ষান্মাসাচ্চ বৎসরাৎ। ম্রিয়তে দ্বিত্রিবর্ষাদ্বা যস্যাঃ সা মৃতবৎসিকা। তত্র প্রয়োগঃ কর্ত্তব্যো যথা শঙ্করভাষিতঃ ॥ ১ ॥

যাহার সন্তান হইলে পর একপক্ষ, একমাস, একবৎসর, দুইবৎসর কিম্বা তিনবৎসরের মধ্যে ঐ সন্তান নষ্ট হয়, সেই নারীকে মৃতবৎসা বলা যায়। এই মৃতবৎসা-দোষ শান্তির জন্য মহাদেবের বাক্যানুসারে প্রক্রিয়া করা কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

মার্গশীর্ষে তথা জ্যৈষ্ঠে পূর্ণায়াং লেপিতে গৃহে। নূতনং কলসং পূর্ণং গঙ্গাতোয়েন কারয়েৎ। শাখাফলসমাযুক্তং নবরত্নসমন্বিতং। স্বর্ণশুক্তিকাযুক্তং ষট্‌কোণমণ্ডলে স্থিতং। তন্মধ্যে পূজয়েদ্দেবীমেকান্তীং মনসা স্থিতঃ। গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্দ্দীপৈধূপৈ-র্নৈবেদ্যসংযুতৈঃ। অর্চ্চয়েদ্ভক্তিভাবেন মৎস্যমাংসৈঃ সমদ্যকৈঃ। ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা। বারাহী চ তথা চৈন্দ্রী ষট্‌পত্রেষু চ মাতরঃ। পূজয়েন্মন্ত্রবীজেন ওঁ কারেণ বিধিশ্রুতৈঃ। দধিভক্তৈশ্চ পিণ্ডানি সপ্তসংখ্যানি কারয়েৎ। ষট্‌সংখ্যাঃ ষট্‌সু পত্রেষু মাতৃভ্যঃ কল্পয়েৎ পৃথক্। বিধাতুং সপ্তমং পিণ্ডং শুচিস্থানে বহিঃ ক্ষিপেৎ। তৈর্ভুক্তে গৃহমাগচ্ছেৎকুলাঙ্গং যাবদাচরেৎ। কন্যকাযোগিনীং বালাং ভোজয়েৎ সন্তুষ্টকৈঃ। দক্ষিণাং দাপয়েত্তাসাং দেবতাগ্রেণ চাগ্রথা। বিসর্জ্জ্য দেবতাকাথ নদ্যাং তৎকলসোদকং। সকুলং বীক্ষয়েদ্ধীমান্ শুভেন শুভমাদিশেৎ। বিপরীতে পুনঃ কার্য্যং যোগান্তরসুসিদ্ধিদং। প্রতিবর্ষমিদং কার্য্যং দীর্ঘজীবিসুতং লভেৎ। ওঁ হ্রীঁ ফেঁ একান্তীদেবতায়ৈ নমঃ। অনেন মন্ত্রেণ পূজা জপঃ কার্য্যঃ ॥ ২ ॥

অগ্রহায়ণ কিম্বা জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমাতিথিতে গৃহলেপন করিয়া সেই গৃহে গঙ্গোদকদ্বারা পরিপূর্ণ নূতন একটী কলসী স্থাপন করিবে। ঐ কলসীটী শাখাপল্লবদ্বারা শোভিত ও নবরত্নযুক্ত করিবে এবং স্বর্ণ-[illegible] বেষ্টন করিয়া ষট্‌কোণমণ্ডলে সংস্থাপন করিতে হইবে। এই কলসীর উপরে স্থিরচিত্ত হইয়া দেবীর অর্চ্চনা করিবে। গন্ধ, পুষ্প দীপ, নৈবেদ্য, মৎস্য, মাংস ও মদ্যাদিদ্বারা ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌ বৈষ্ণবী, বারাহী ও ইন্দ্রাণী এই সকল মাতৃগণের ভক্তিভাবে ষট্‌ পূজা করিবে। ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ ইত্যাদিরূপে পূজা করিতে হ তৎপরে দধি ও অন্নদ্বারা সপ্তপিণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া মাতৃগণকে ষট্‌ ঐ ষট্‌কোণে অর্পণ করিবে। সপ্তমপিণ্ড বিধপ্রমাণ করিয়া পবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে বহির্দ্দেশে বলিপ্রদান ঐ বলিপিণ্ড গ্রহণ করিলে, স্বগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বীয় কুটুম্ব সহিত বালিকা ও কুমারীগণকে ভোজন করাইয়া তাহাদি দক্ষিণা প্রদান করিবে। ঐসকল কুমারীগণ সন্তুষ্ট হইলেই দে প্রসন্না হইয়া থাকেন। তৎপরে দেবতা বিসর্জ্জন করিয়া নদ ক্ষেপণ করিয়া আত্মীয়বর্গের নিকট শুভ প্রার্থনা করিবে। এই প্রতিবর্ষে এক একবার উক্তরূপ দেবার্চ্চনাদি করিলে মৃতবৎসান দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ করে। ওঁ হ্রীঁ ফেঁ একান্তীদেবতায়ৈ নমঃ মন্ত্রে জপ ও পূজা করিবে ॥ ২ ॥

প্রাঙ্মুখী কৃত্তিকা ঋক্ষে বন্ধ্যা কর্কোটকীং হরেৎ। তৎকন্দং পেষয়েত্তোয়ৈঃ কর্ষম সদা পিবেৎ। ঋতুকালে তু সপ্তাহং দীর্ঘজীবিসুতং লভেৎ ॥ ৩ ॥

বন্ধ্যানারী কৃত্তিকানক্ষত্রে পূর্ব্বমুখী হইয়া বিষবৃক্ষের মূল আহ করিবে। এই মূল পেষণ করিয়া দুইতোলা পরিমাণে ঋতুকালে ভক্ষ করিবে। এইরূপ সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলে দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ করে॥

যা বীজপূরক্রমমূলমেকং ক্ষীরেণ সিদ্ধং হবিষা বিমিশ্রং।
ঋতৌ নিপীয় স্বপতিং প্রয়াতি দীর্ঘায়ুষং সা তনয়ং প্রসূতে ॥ ৪ ॥

দাড়িম্ববৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করতঃ ঘৃতসহ যোগে পান করিবে। এই ঔষধ ঋতুকালে পান করিয়া পতিসঙ্গ করিলে নারী দীর্ঘায়ু পুত্র লাভ করে ॥ ৪ ॥

ক্রমমূলঘৃতং।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং দ্রাক্ষা ত্রিফলা শর্করা বলা। মেদা পয়স্যা কাকোলী মূলঞ্চৈবাশ্বগন্ধজং। অজমোদা হরিদ্রে দ্বে হিঙ্গুকটুরোহিণী। উৎপলং কুমুদং কুষ্ঠং কাকোল্যৌ চন্দনদ্বয়ং। এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। শতাবরীরসং ক্ষীরং ঘৃতাদ্দেয়ং চতুর্গুণং। সর্পিরেতন্নরঃ পীত্বা নিত্যং স্ত্রীষু বৃষায়তে। পুত্রান্ জনয়তে নারী মেধাঢ্যান্ প্রিয়দর্শনান্। যা চৈবাস্থিরগর্ভা স্যাৎ যা নারী জনয়েন্মৃতং। অল্পায়ুষং বা জনয়েৎ যা চ কন্যা প্রসূয়তে। যোনিদোষে রজোদোষে গর্ভস্রাবে চ শস্যতে। প্রজাবর্দ্ধনমায়ুষ্যং সর্ব্বগ্রহনিবারণং। নাম্না ক্রমঘৃতং হ্যেতদশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতং। অনুপুষ্ট লক্ষণামূলং ক্ষিপন্ত্যত্র চিকিৎসকাঃ। জীববৎসৈকবর্ণায়া ঘৃতমত্র তু দীয়তে। আরণ্য-গোময়েনৈব বহ্নিজ্বালা প্রদীয়তে। অত্র পয়স্যা ক্ষীরযুক্তভূমিকুষ্মাণ্ডঃ, উৎপলং নীলমিতি ॥ ৫ ॥ ইতি ক্রমঘৃতং।

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শর্করা, বেড়েলা মেদা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, অশ্বগন্ধার মূল, যমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা হিঙ্গু, কটুকী, নীলোৎপল, কুমুদ, কুড়, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রক্ত চন্দন এবং শ্বেতচন্দন, এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা, ঘৃত /৪ চারি সের একত্র পাক করিবে। পাককালে শতমূলীর রস ১৬ সের ও দুগ্ধ ১ সের দিতে হইবে। এই ঘৃত বিধিপূর্ব্বক পাক করিয়া পান করিলে পুরুষ অধিক বীর্য্যবান্ হয়। কোন না[illegible] করিলে মেধাবী ও সুন্

পুত্র প্রসব করে। যে নারীর গর্ভস্রাব হয়, কিম্বা মৃতসন্তান জন্মে এবং যাহার সন্তান হইয়া অল্পবয়সে মরিয়া যায় অথবা যাহার কেবল কন্যা-সন্ততি জন্মে, এই ঘৃত সেবন করিলে সেইসকল দোষ শান্তি হয়। রক্ত-দোষ, যোনিদোষ ও গর্ভস্রাবাদি দোষে এই ঘৃত প্রশস্ত। আর এই ঘৃত সেবন করিলে আয়ুঃবৃদ্ধি, প্রজ্ঞাবৃদ্ধি ও সকলপ্রকার গ্রহদোষ নিবারণ হইয়া থাকে। ইহার নাম ফলঘৃত, এই ঘৃত পূর্ব্বকালে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার আবিষ্কার করিয়াছেন। কোন কোন চিকিৎসক এই ঘৃতপাকে বেড়েলার মূল প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন। এই ঘৃতপাকে জীববৎসা ও একবর্ণা গাভীর ঘৃত দিতে হইবে এবং অরণ্যস্থ শুষ্ক গোময়ের অগ্নিতে পাক করিবে॥ ৪॥

দত্তাত্রেয়মতে বন্ধ্যাদি-চিকিৎসা।

অথ বন্ধ্যাগর্ভধারণং।

ঈশ্বর উবাচ। অল্পবন্ধ্যা কাকবন্ধ্যা মৃতবৎসা কচিৎস্ত্রিয়ঃ।
তাসাং পুত্রহিতার্থায় শম্ভুনা সূচিতং পুরা॥ ১॥

পূর্ব্বকালে মহাদেব দত্তাত্রেয়মুনির নিকট অল্পবন্ধ্যা, কাকবন্ধ্যা ও মৃতবৎসা স্ত্রীদিগের পুত্রহিতার্থ এইসকল বিধি প্রকাশ করিয়াছেন॥ ১॥

পত্রমেকং পলাশস্য গর্ভিণী পয়সান্বিতং। ঋতৌ তানি পীত্বা চ বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী। এবং সপ্তদিনং কুর্য্যাৎ শোকমুদ্বেগবর্জিতঃ। পতি * গতা সা চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ক্ষীরশাল্যন্নমুদ্গঞ্চ লঘ্বাহারং প্রদাপয়েৎ॥ ২॥

পলাশবৃক্ষের একটী পত্র ও কোন গর্ভিণীনারীর স্তন্যদুগ্ধ একত্র পেষণ করিয়া ঋতুকালে পান করিবে, এইরূপে সপ্তদিবস ঔষধ পান করিয়া শোক ও উদ্বেগাদি ক্লেশকর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া থাকিবে। তৎপরে * * সেই নারীর গর্ভগ্রহণ হয় এবং সেই গর্ভে নিশ্চয় পুত্র জন্মে। এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধ, শালিধান্যের অন্ন ও মুগের ডাইল অল্পপরিমাণে আহার করিবে॥ ২॥

একমেব তু রুদ্রাক্ষং সর্পাক্ষী কর্ষমাত্রকং। একবর্ণগবাং ক্ষীরং ঋতুকালে প্রদাপয়েৎ। এবং সপ্তদিনং কুর্য্যাদ্বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী। যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং নান্যথা শঙ্করোদিতং॥ ৩॥

একটী রুদ্রাক্ষ ও সর্পাক্ষী দুইতোলা একত্র একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ঋতুকালে পান করিবে। এইরূপে সপ্তাহপর্য্যন্ত সেবন করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। এই প্রক্রিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবে না। ইহা মহাদেবের উক্তি কদাচ অন্যথা হয় না॥ ৩॥

দেবদালীমূলঞ্চ গ্রাহয়েৎ পুষ্যভাস্করে। ঋতৌ তানি পীতানি একবর্ণগবাং পয়ঃ। এবং সপ্তদিনং কুর্য্যাদ্বন্ধ্যা পুত্রবতী ভবেৎ। উদ্বেগভয়শোকঞ্চ দিবারাত্রিঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥ ৪॥

দেবদালীর মূল রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে গ্রহণ করিয়া একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত ঋতুকালে পান করিবে, এইরূপে সপ্তদিন পর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। এই ঔষধ সেবনকালে দিবা ও রাত্রিতে উদ্বেগ, ভয় ও শোক বর্জ্জন করিবে॥ ৪॥

শীততোয়েন সংপিষ্য শরপুঙ্খীয়মূলকং।
ভক্ষঃ পীত্বা লভেদ্ গর্ভং সা নারী পতি * ॥ ৫॥

শরপুঙ্খার মূল শীতলজলের সহিত পেষণ করিয়া দুই তোলা পরিমাণে ভক্ষণ করিবে, এইরূপ * করিলে বন্ধ্যানারী গর্ভবতী হয়॥ ৫॥

সমূলী সহদেবী চ গ্রাহ্যা পুষ্যার্কবাসরে। ছায়াশুষ্কস্য তচ্চূর্ণং একবর্ণগবাং পয়ঃ। পূর্ব্ববৎ পিবতে নারী বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী। যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং সিদ্ধিযোগ উদাহৃতঃ॥ ৬॥

পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত রবিবারে মূলের সহিত সাহদেবী গ্রহণ করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করত চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ একবর্ণাগাভীর দুগ্ধের সহিত পান করিবে, ঋতুকালে সপ্তাহ এই ঔষধ সেবন করিয়া ভয়শোকাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকিবে, ইহাতে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। এই সিদ্ধিযোগ সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবে না॥ ৬॥

নাগকেশরচূর্ণঞ্চ নূতনং গব্যদুগ্ধকং। পিবেৎ সপ্তদিনং দুগ্ধং ঘৃতৈর্ভোজনমাচরেৎ। ঋতৌ লভতে গর্ভং সা নারী পতি *। সিদ্ধিযোগমিদং চূর্ণং নান্যথা শঙ্করোদিতম্॥ ৭॥

নাগকেশরের চূর্ণ সদ্যোজাত গব্যদুগ্ধের সহিত পান করিয়া সপ্তাহ-পর্য্যন্ত ঘৃত ও দুগ্ধ ভক্ষণ করিবে। ঋতুকালে এইরূপ ঔষধ সেবন * করিলে বন্ধ্যানারী গর্ভবতী হয়, এই সিদ্ধিযোগ মহাদেব বলিয়াছেন, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না॥ ৭॥

পুত্রজীবকপত্রৈকং পিবেৎ ক্ষীরে ঋতৌ চ যা।
পতি * কৃত্বা নারী সত্যং পুত্রবতী ভবেৎ॥ ৮॥

জীবপুত্রিকাবৃক্ষের একটী পত্র দুগ্ধের সহিত ঋতুকালে পান * * করে, সেই নারী নিশ্চয় পুত্রবতী হয়॥ ৮॥

কদম্বপত্রং শ্বেতক বৃহতীমূলমেব চ। এতানি সমভাগানি অজা-ক্ষীরেণ পেষয়েৎ। ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা পিবেদেতন্মহৌষধম্। সত্যং পুত্রবতী বন্ধ্যা নান্যথা শঙ্করোদিতম্॥ ৯॥

কদম্বের পত্র ও শ্বেতবৃহতীর মূল সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিবে। এই ঔষধ ত্রিরাত্র কিম্বা পঞ্চরাত্র পান করিলে নিশ্চয় বন্ধ্যা-নারী পুত্রবতী হয়। এই যোগ মহাদেব বলিয়াছেন কদাচ ইহার অন্যথা হয় না॥ ৯॥

গোক্ষুরকস্য বীজঞ্চ পিবেন্নিম্বশিকারসৈঃ।
ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী॥ ১০॥

গোক্ষুরের বীজ, নিসিন্দাপত্রের রসে পেষণ করিয়া ত্রিরাত্র কিম্বা পঞ্চরাত্র পান করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রলাভ করে॥ ১০॥

কর্কোটকীমূলচূর্ণঞ্চ একবর্ণগবাং পয়ঃ।
ঘৃতেন পীয়মানে তু বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী॥ ১১॥

মন্ত্রঃ। ওঁ নমঃ সিদ্ধিরূপায় অমুকীঃ পুত্রং জীং কুরু কুরু স্বাহা। অষ্টোত্তরশত জপেন সিদ্ধিঃ॥

কর্কোটক (কাকরোল) ফলের বীজ একবর্ণাগাভীর দুগ্ধে পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত পান করিবে, ইহাতে বন্ধ্যানারী পুত্রপ্রসব করে। এই বন্ধ্যা-চিকিৎসাপ্রকরণে ওঁ নমঃ সিদ্ধিরূপায় ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া মন্ত্র সিদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। মন্ত্র সিদ্ধি হইলে উক্ত প্রক্রিয়াদ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইবে॥ ১১॥

অথ মৃতবৎসা-সুতজীবিত্বম্।

তৃতীয়া রক্তমধ্যে অপামার্গস্য মূলকম্। তৃতীয়া লক্ষণামূলং একবর্ণগবাং পয়ঃ।

পীত্বা সা লভতে গর্ভং দীর্ঘজীবী সুতো ভবেৎ। যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥ ১ ॥

শুভনক্ষত্রে অপামার্গের মূল ও লক্ষণামূল গ্রহণ করিয়া একবর্ণাগাভীর দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। ইহাতে নারীর গর্ভগ্রহণ হয় এবং সেই গর্ভে দীর্ঘজীবী পুত্র জন্মে। এই সিদ্ধিযোগ সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবে না, এই যোগ মহাদেব বলিয়াছেন কদাচ ইহার অন্যথা হয় না ॥ ১ ॥

বন্ধ্যা কর্কোটিকাকন্দং মোচরসেন পেষয়েৎ। ঋতুকালে তু সপ্তাহং দীর্ঘজীবী সুতো ভবেৎ। অত্র যোগঃ প্রকর্তব্যো যথাশঙ্করভাষিতম্ ॥ ২ ॥

কাঁকরোলবৃক্ষের মূল কদলীর রসে পেষণ করিয়া ঋতুকালে ভক্ষণ করিবে। এইরূপে সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলে মৃতবৎসানারী দীর্ঘজীবী পুত্রলাভ করে ॥ ২ ॥

মার্গশীর্ষেঽথবা জ্যৈষ্ঠে পূর্ণিমাং লেপিতে গৃহে। নূতনং কলসং পূর্ণং গঙ্গাতোয়েন কারয়েৎ। শাখাফলসমাযুক্তং নবরত্নসমন্বিতম্। সুবর্ণমুদ্রিকাযুক্তং ষট্‌কোণমণ্ডলে স্থিতম্। তন্মধ্যে পূজয়েদ্দেবীমেকাত্মিনাম বিশ্রুতাং। গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্ধূপৈর্দীপৈর্নৈবেদ্যসংযুতৈঃ। অর্চ্চয়েদ্ ভক্তিভাবেন মৎস্যমাংসৈঃ সমদ্যকৈঃ। বারাহী চ তথা চৈন্দ্রী ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী তথা। কৌমারী বৈষ্ণবী দেবী ষট্‌সু পত্রেষু মাতরঃ। পূজয়েন্মন্ত্রবীজেন দধিপিণ্ডানি কারয়েৎ। সপ্তসংখ্যাপ্রমাণানি ষট্‌সংখ্যা ষট্‌সু পত্রতঃ। সপ্তমন্তু পৃথক্ কৃত্বা প্রতিস্থানে বিশেষতঃ। তদুক্তে গৃহমাগচ্ছেৎ কন্যকা বটবঃ স্ত্রিয়ঃ। ভোজয়েদ্দক্ষিণাং দত্ত্বা প্রণামং কারয়েত্ততঃ। বিসৃজ্য দেবতাং তস্যাং নদ্যাং তৎকলসোদকম্। ষকুলং বীক্ষয়েৎ ধীমান্ শুভেন শুভমাদিশেৎ। বিপরীতে পুনঃকার্য্যং যোগান্তরমহসিদ্ধিদম্। প্রতিবর্ষমিদং কুর্য্যাদ্দীর্ঘজীবীসুতং লভেৎ। সিদ্ধিযোগমিদং খ্যাতং নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥

মন্ত্রস্তু। ওঁ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মনে অমুকী-গর্ভে দীর্ঘজীবিসুতং কুরু কুরু স্বাহা ॥

অথ কাকবন্ধ্যাপ্রয়োগঃ।

পুরুষং পুত্রবতী যা সা কচিৎ ভবেদ্ যদি। কাকবন্ধ্যা তু সা জ্ঞেয়া চিকিৎসা তত্র কথ্যতে। বিষ্ণুক্রান্তাং সমূলাস্তু পিষ্ট্বা মাহিষদুগ্ধকে। মহিষীনবনীতেন ঋতুকালে তু ভক্ষয়েৎ। এবং নপ্তদিনং কুর্য্যাৎ পথ্যমুক্তঞ্চ পূর্ব্ববৎ। গর্ভং সা লভতে নারী কাকবন্ধ্যা সুশোভনং ॥ ১ ॥

অশ্বগন্ধায়া মূলন্তু গ্রাহয়েৎ পুষ্যভাস্করে। পেষয়েন্মাহিষক্ষীরৈঃ পলার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা। সপ্তাহাল্লভতে গর্ভং কাকবন্ধ্যা চিরায়ুষম্। যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥ ২ ॥

মন্ত্রস্তু। ওঁ নমঃ শক্তিরূপায় অস্যা গৃহে পুত্রং কুরু কুরু স্বাহা। ১০৮ অষ্টোত্তরশতজপেন সিদ্ধিঃ।

অথ অন্যমতে বন্ধ্যাদিচিকিৎসা।

মাতুলুঙ্গস্য বীজানি দুগ্ধপিষ্টানি সর্পিষা। বন্ধ্যায়া অপি কুর্ব্বন্তি পানাদ্ গর্ভং ন চান্যথা। কুরণ্ডকাশ্বগন্ধা বা কর্কোটিশিখিচূলিকা। একৈকং কুরুতে গর্ভং পীত্বা ক্ষীরেণ যোষিতাং। পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচং কেশরং তথা। ঘৃতেন সহ পাতব্যং বন্ধ্যা গর্ভপ্রদং তথা। পুষ্যোদ্ধৃতং লক্ষণায়া মূলং পিষ্টঞ্চ কন্যয়া। ঋতৌ স্নাত্বা ঘৃতদুগ্ধাভ্যাং পীত্বা চ লভতে সুতং ॥

অথ অপত্যজনকং কবচম্।

শ্রীদেব্যুবাচ। দেবদেব মহাদেব সৃষ্টিসংহারকারক। অপত্যজনকং নাম কবচং পূর্ব্বসূচিতম্। ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাং সাদরং প্রভো। ঈশ্বর উবাচ। কথয়ামি শৃণু প্রাজ্ঞে কবচং ব্রহ্মগোপিতম্। পঠনাদ্ধারণাদ্বাপি লভতে পুত্রমুত্তমম্। বামদেবঋষিঃ প্রোক্তো দেবতা শিব ঈরিতঃ। ওঁ হ্রৌঁ বীজং মম সর্ব্বকর্ম্মার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। ওঁ শিবো মে মস্তকং পাতু ললাটং বৃষভধ্বজঃ। মহাদেবো দৃশৌ পাতু ভ্রূ‍তী চ প্রমথাধিপঃ। নাসাং পাতু ত্রিপুরারী বদনঞ্চ মহেশ্বরঃ। জিহ্বাং কুলপতিঃ পাতু কণ্ঠঞ্চ হরবল্লভঃ। স্কন্ধৌ সদাশিবঃ পাতু বাহূ মে চন্দ্রশেখরঃ। পাণী পাতু সদা শূলী হৃদয়ং মদনান্তকঃ। অন্ধকারিরয়ং পাতু স্তনৌ চ পার্ব্বতীপতিঃ। পার্শ্বাবুমাপতিঃ পাতু উদরং যোগিনীপতিঃ। মধ্যং পাতু মহাকালো মধ্যঞ্চ গণনায়কঃ। ভূতাধিপঃ কটিং পাতু বস্তিদৈত্যাবতঃ প্রভুঃ। গুহ্যং পাতু মহাযোগী চাধারে অজরামরঃ। উরু জানু ভূতেশ্বরঃ পাতু দক্ষযজ্ঞবিনাশকৃৎ। জানুনী পাতু বিশ্বাত্মা জঙ্ঘে মে পরমেশ্বরঃ। পাদৌ দেবাধিপঃ পাতু বামদেবোঽখিলং বপুঃ। কবচস্য প্রভাবেন সতী পুত্রবতী ভবেৎ। বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং পতিসৌভাগ্যদায়কম্। ভূর্জ্জপত্রে সমালিখ্য গন্ধচন্দনকুঙ্কুমৈঃ। ধার্য্যং বামকরে নার্য্যা সত্যং সত্যং হি পার্ব্বতি। ঋতুস্নানং সমাসাদ্য প্রক্ষাল্য কবচং শিবে। পীত্বা চ তজ্জলং রাত্রৌ বন্ধ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ ॥

অথ পুংবন্ধ্যা-প্রশমনবিধিঃ।

কেশমূলং শ্বেতমূলী ভূমিকুষ্মাণ্ডমেব চ। অশ্বগন্ধা গোধূমশ্চ শাল্মলেঃ মুষলস্তথা। গোক্ষুরং বানরীবীজং বলায়া বীজমেব চ। কোটিলা ক্ষীরিকাকোলী সমভাগৈঃ ত্রিভিঃ পলৈঃ। পিষ্ট্বা মাহিষসর্পির্ভির্মোদকং শর্করায়ুতং। মাক্ষিকেণ সমাযুক্তং গন্ধদ্রব্যসমন্বিতং। মোদকং সম্ভবং নাম পুংবন্ধ্যাত্বিনাশনং ॥ অনুপানং ঘৃতং দুগ্ধং পক্ষিণোমাংসভক্ষণং। বলদং সর্ব্বদোষঘ্নং বীর্য্যদোষবিনাশনং ॥ ক্ষীণশুক্রোঽল্পশুক্রশ্চ মন্দদৃষ্টিস্তথৈব চ। বলহীনঃ ক্ষীণদেহো বাক্‌পারুষ্যসংকুলঃ। বহুবারঞ্চ বৃদ্ধশ্চ কন্যাসন্ততিরেব চ। ভক্ষয়েদৌষধং মাসৈস্তু বৃদ্ধোঽপি তরুণো ভবেৎ ॥

অথ স্নানবিধিঃ।

সার্দ্ধহস্তপরিমিতাং বেদিকাং কৃত্বা তত্র কূর্ম্মপৃষ্ঠং সংস্থাপ্য চতুর্দ্দিক্ষু আম্রশাখচতুষ্টয়ং সমারোপ্য সপ্তধা সূত্রেণ বেষ্টয়িত্বা হুঁ ইতি মন্ত্রেণ গোমূত্রেণ স্নাপয়েৎ ॥ ক্রীমিতিমন্ত্রেণ গোময়েন। ওঁ ইতি মন্ত্রেণ দুগ্ধেন। হুঁ মিতিমন্ত্রেণ দধ্না। হ্রীমিতি মন্ত্রেণ। মধূদকেন শর্করয়া চ। হুঁ দধ্না। ওঁ দুগ্ধেন। হ্রীং সর্ব্বৌষধ্যা মহৌষধ্যা চ। ক্লমিতি গঙ্গাজলেন গঙ্গামৃত্তিকয়া চ। শঙ্খজলেন তাম্রপাত্রোদকেন পুষ্পজলেন চ। পঞ্চরত্নোদকেন ধান্যোদকেন দূর্ব্বয়া চ স্নাপয়েৎ। ততস্তাং স্ত্রিয়ং স্থলান্তরে নীত্বা বস্ত্রাদিকং পরিধাপয়িত্বা পূর্ব্বাভিমুখীং কৃত্বা পঞ্চগব্যং পায়য়েৎ। এতদনন্তরং সর্ব্বৌষধং পিবেৎ। ততো রক্তনারীকেলমানীয় তত্র সিন্দূরেণ ক্রীঁ ক্রীঁ ওঁ ইতি বীজত্রয়ং লিখিত্বা তস্যাঃ ক্রোড়ে স্থাপয়েৎ। দ্বাদশদিনং যাবৎ ॥ ইতি স্ত্রীপুংসোঃ শুদ্ধিঃ।

অথ স্ত্রীণাং বন্ধ্যোপায়ঃ।

অথ পূজাপ্রয়োগঃ।

ত্রিকোণমথ ষট্‌কোণং নবকোণঞ্চ মণ্ডলং।
যন্ত্রাণেতান্ সমালিখ্য বাহয়েৎ মন্ত্রপূর্ব্বকং ॥

মন্ত্রো যথা। ওঁ ক্রী ক্রীঁ ফট্ স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বজ্রযোগিনি ফট্ স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ হ্রীঁ রক্তহস্তায় ফট্ স্বাহা ॥ ৪ ॥

অনেন মন্ত্রেণ ষোড়শোপচারৈঃ পূজাং কৃত্বা বলিদানং দদ্যাৎ।

অথ মৃতপুত্রিকাদি-চিকিৎসা।

অবন্ধ্যং সন্ততিস্তস্যাঃ পুংহীনা চৈব গর্ভিণী। অনুপানং ক্ষীরকাকোলীং দুগ্ধেন সহ ভক্ষয়েৎ ॥ পুষ্পহীনা চ যা নারী ভক্ষয়েদিদমৌষধং। কাঞ্জিকয়া সমাযুক্তমোড্রস্য কুসুমং পিবেৎ। শতসংখ্যং সপ্তরাত্রং নবরাত্রমথাপি বা। শ্বেতোড্রকুসুমং নীত্বা শিখায়াঃ কুসুমং তথা। অনেন পয়সা পীত্বা ঋতুলক্ষণমাচরেৎ। কুক্ষৌ কলঙ্কনং নারী ভবেদ্ভক্তিসমন্বিতা। অপুত্রিণী শতপুত্রা মৃতপুত্রা চ পুত্রিণী। ভবত্যেব ন সন্দেহো মহাদেবেন ভাষিতং ॥

অথ মৃতবৎসা-নিবারণম্।

ওঁ সিদ্ধিঃ। হস্তিবার্তাকীমূলের ছাল বেলের আঠা সর্ব্বাগ্রং পিষ্ট্বা পঞ্চমানি ত্রিদিন পিবেৎ। মৃতবৎসাঞ্চ সন্ততি। আমিষং লবণং ত্রিদিনে বর্জ্জয়েৎ। একক

য়কে বালকে হস্তিবার্ত্তাকীপত্র ৭ সাতটী শয্যাতলে সংস্থাপ্য তত্র শিশুং
য়োদশদিনে ত্যজেৎ। উচ্ছিষ্টস্থানীয়পানীয়ং বালং পায়য়েৎ প্রসারক।
থ্যকালীয়ং শিশুং পায়য়েৎ। গাত্রে চ দদ্যাৎ। হরিণশিরাণাং দুবস্থায়ো
রিয়ার শিকর।১। জাড়লশিকর।১। দাল চোলিয়ার মূল।১।
ত্য অস্থিরপত্রোপবীতেন বদ্ধা শিশুগলে বধ্নীয়াৎ।

অথ মৃতবৎসাদিশান্তিকবচম্।

মৃতবৎসা-গর্ভেমৃতা-পুত্রহীনানাং শান্তিঃ কবচধারণাৎ।

কবচং প্রথমং। ওঁ নমো নরসিংহায় নমো মহাবিপন্নাশায় দিব্যরূপায় নরসিংহায় নমঃ। হৌঁ সৌঁ ক্ষৌঁ রামায় নমঃ রাং রমায় নমঃ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লং হুঁ হ্রীঁ। ফেৎকার-...বেন সর্ব্বপাতকস্ত সর্ব্বভয়োপদ্রবনাশায় য ইমাং বিদ্যাং পঠতি ধারয়তি যদি তস্য নরসিংহো রক্ষতি সদা হুঁ ফট্ স্বাহা॥১॥

প্রকারান্তরং দ্বিতীয়ম্। ওঁ নমো নরসিংহায় হিরণ্যকশিপোর্ব্বক্ষঃস্থলবিদারণায় ত্রিভুবনব্যাপকায় ভূতপ্রেতপিশাচডাকিনীকুলোন্মূলনায় স্তম্ভোদ্ভবায় সমস্তদোষান্ হর হর ...বিষ পচ পচ মথ মথ হন হন ফট্ হুঁ ওঁ ফট্ ঠঃ ঠঃ এহি রুদ্রো আজ্ঞাপয়তি স্বাহা॥২॥

ক্ষ্রৌঁ নমো ভগবতে নরসিংহায় জ্বালামালিনে দীপ্তদংষ্ট্রায় অগ্নিনেত্রায় সর্ব্বরক্ষো-...ঘ্নকৃতবিনাশায় সর্ব্বজ্বরবিনাশায় দহ দহ পচ পচ রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা॥৩॥

...রোচনয়া ভূর্জ্জে বিলিখ্য স্বর্ণস্থা গুটিকা স্ত্রিয়া বামকরে পুরুষেণ দক্ষিণে করে ...যদাপি ন দোষঃ॥

গর্ভধারণযন্ত্রম্।

...রুবাচ। শ্রুতং কবচচরিত্রমপূর্ব্বং দেববাঞ্ছিতম্। ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ...র মে প্রভো।

উবাচ। মাত্রাহীনং দকারঞ্চ পার্শ্বে দীর্ঘং তথা পুনঃ। তেনৈব জায়তে যন্ত্রং মারণাত্মকম্। মায়াবীজং হ্রীং গর্ভম্।

...রামহস্তে ধারণাদ্ বন্ধ্যা পুত্রবতী ভবেৎ বালায়া বালকস্যাপি কণ্ঠে ধার্য্যা সুখী ...ভূর্জ্জে গোরচনয়া বিলিখ্য স্বর্ণস্থং ধারয়েৎ। ষোড়শীচক্রং গোরোচনয়া ভূর্জ্জে ...লিখ্য ধারণাৎ স্ত্রীণাং সৌভাগ্যবাদিনং। চতুষ্কোণচক্রং সংলিখ্য হ্রীঁ গর্ভং বাহ্যে ...রণাদ্যা জীবপুত্রিকা॥

অথবা চতুষ্কোণে প্রণবাদি ক্ষং পুনঃ। মীনচক্রং সংলিখ্য ধারণাদ্ বন্ধ্যা জীবপুত্রিকা ভবতি॥

অতঃপরং অষ্টদলকর্ণিকামধ্যে মায়া ততঃপরং দলমধ্যে হ্রৌঁ হ্রৌঁ পুনঃ পুনঃ। ইতঃ-...রং নবদলং মায়াবীজং লিখ্য বাহ্যে ধারণাদ্ ভবেৎসা জীববৎসা॥ গোরোচনাকুঙ্কুমেন ...লিখ্য রক্তসূত্রেণ সংবেষ্ট্য গুটিকাং পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ প্লাবয়িত্বা প্রণবেন ভূ সংমন্ত্র্য ...য়েদ্ পঞ্চরত্নাদ্যৈঃ। প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য দেবতারূপাং গুটিকাং সংপূজ্য ধারয়েৎ॥

অথ গর্ভস্থবালকস্যাহিতুণ্ডিকানিবারণম্।

উডুম্বরভবং মূলং শিশুকট্যাঞ্চ ধারয়েৎ।
বৃহৎকুষ্মাণ্ডচূর্ণং বা তেনাহিতুণ্ডিকাং জয়েৎ॥১॥

উড়ুম্বর বৃক্ষের মূল অথবা বৃহৎকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ বালকের কটিতে বন্ধন করিয়া দিলে বালকের অহিতুণ্ডিকা নামক রোগ বিনাশ হয়॥১॥

শ্বেতার্কমূলং সংগৃহ্য গৃহস্তম্ভে চ বন্ধয়েৎ।
পুষ্যার্কে বা রবৌ বারে তেনাহিতুণ্ডিকাং জয়েৎ॥২॥

রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের মূল সংগ্রহ করিয়া গৃহস্তম্ভে বন্ধন করিবে, ইহাতে বালকের অহিতুণ্ডিকা রোগ বিনাশ হইয়া থাকে॥২॥

চন্দ্রগ্রহে শিখীমূলং বিধিবদ্বন্ধয়েদ্বুধঃ।
বদ্ধা বালস্য জঘনে বালোঽহিতুণ্ডিকাং জয়েৎ॥৩॥

চন্দ্রগ্রহণকালে অপামার্গের মূল সংগ্রহ করিয়া বিধিপূর্ব্বক বালকের কটিতে বন্ধন করিলে অহিতুণ্ডিকা রোগ বিনাশ হয়॥৩॥

অথাতিরজোনিবারণং।

ধাত্রীঞ্চ পথ্যাঞ্চ রসাঞ্জনঞ্চ কৃত্বা বিচূর্ণং সজলং নিপীতা।
অত্যন্তরজোধিকমুগ্রবেগং নিবারয়েৎ সেতুমিবাম্বুপূরং॥১॥

আমলকী, হরীতকী ও রসাঞ্জন পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিবে, এইসকল চূর্ণ সমপরিমাণে জলের সহিত পান করিলে যেরূপ সেতুবন্ধন করিলে জলবেগ রুদ্ধ হয় সেইরূপ নারীদিগের অধিক রক্তস্রাব নিবারণ হয়॥১॥

মূলস্য শরপুঙ্খায়াঃ পেষয়েত্তণ্ডুলোদকৈঃ।
পায়য়েৎ কর্ষমাত্রং তদতিরক্ত-প্রশান্তয়ে॥২॥

শরপুঙ্খার মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে পান করিলে রক্তস্রাব শান্তি হয়॥২॥

অপামার্গস্য মূলস্তু পূগপুগেন ভক্ষয়েৎ।
রক্তস্রাবং নিহন্ত্যাশু সুখী ভবতি সুন্দরী॥৩॥

অপামার্গের মূল ও গুবাকফল একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে নারীর অতিরক্ত নিবৃত্তি হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করে॥৩॥

কুশস্য মূলং কদলীফলং বা নলাপিকা বা বদরীফলং বা।
ভক্ষিতা তণ্ডুলবারিপীতা স্ত্রীণামনেকং রুধিরং জয়েচ্চ॥৪॥

কুশার মূল, কদলীফল, ঘেঁটেলার মূল, বদরীফল, অথবা গুলঞ্চ তণ্ডুলোদকের সহিত ভক্ষণ করিলে অধিক রক্তস্রাব নিবারণ হয়॥৪॥

ঝুণ্টকস্য মূলানি মধুকং শ্বেতচন্দনং। পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন পায়য়েত্তণ্ডুলাম্বুনা।
সকৃৎপীতা নারী প্রদরাৎ পরিমুচ্যতে। ঘৃতভৃষ্টমাষযূষেণ পথ্যং॥৫॥

ঝাটির মূল, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন সমপরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে নারী প্রদররোগ হইতে মুক্ত হয়। এই ঔষধ সেবন কালে মাষকলাই ঘৃতে ভাজিয়া তাহার যূষ পথ্য করিবে॥৫॥

চন্দনং ক্ষীরসংযুক্তং সঘৃতং পায়য়েদ্ভিষক্।
শর্করামধুসংযুক্তমসৃক্স্রাববিনাশনং॥৬॥

রক্তচন্দন, দুগ্ধ, ঘৃত, শর্করা ও মধু এইসকল সমপরিমাণে পান করিলে রক্তস্রাব নিবারণ হয়॥৬॥

দার্ব্বীরসাঞ্জনবৃষাব্দকিরাতবিল্বভল্লাতকৈরবকৃতো মধুনা কষায়ঃ। পীতো জয়ত্য-তিবলং প্রদরং সশূলং পীতং সিতারুণবিলোহিতনীলশুক্লং॥ অশোকস্য ত্বচা সিদ্ধং ক্ষীরং রক্তহরং পিবেৎ॥৭-৮॥

দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, বাসক, মুথা, চিরতা, বেলশুঁঠ ও ভেলা এইসকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া কাথ করিবে, এই কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাতে প্রদররোগ ও তৎসম্বন্ধীয় শূলাদি উপদ্রব নিবারণ হয় এবং অশোকবৃক্ষের বল্কল দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে রক্তস্রাব নিবৃত্তি হয়॥৭—৮॥

পেটারিকায়া পত্রঞ্চ মাষচূর্ণেন সংযুতং। রম্ভাপত্রৈর্বেষ্টয়িত্বা দাহয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।
তস্য ভক্ষণমাত্রেণ স্যাৎ রক্তনিবারণং॥ ৯॥

পেটারি বৃক্ষের পত্রের সহিত মাষকলাই চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কদলী-পত্রদ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক দগ্ধ করিবে। এই ঔষধ ভক্ষণ করিলে অধিক রক্তস্রাব নিবারণ হয়॥ ৯॥

তন্মূলং তণ্ডুলৈঃ পিষ্ট্বা পিষ্টকং ভর্জ্জয়েদ্ঘৃতে।
তস্য ভক্ষণমাত্রেণ রক্তং বিপ্রকৃতং হরেৎ॥ ১০॥

পেটারীবৃক্ষের মূল ও আতপতণ্ডুল একত্র পেষণ করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে এই পিষ্টক ঘৃতে ভাজিয়া ভক্ষণ করিবে ইহাতে তৎক্ষণাৎ অধিক রক্তপাত নিবারণ হয়॥ ১০॥

তস্য বল্কলচূর্ণঞ্চ ভ্রষ্টতণ্ডুলচূর্ণকং।
ভক্ষণাদেব স্রব্রক্তং স্ত্রীণাং শময়তি ধ্রুবং॥ ১১॥

পেটারিবৃক্ষের বল্কল চূর্ণ করিয়া ভাজা তণ্ডুলের চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে, এই চূর্ণ ভক্ষণ করিলে সদ্য রক্তস্রাব শান্তি হয়॥ ১১॥

শতাবর্য্যাস্তু মূলস্য নিষ্প্রাবো সমাহরেৎ। চত্বারিংশৎপলান্যেব বস্ত্রপূত
দ্রবতুল্যং পয়ঃ ক্ষীরং ক্ষীরস্য দ্বিগুণং ঘৃতং। জীবন্তী শেলমজ্জা চ
কাকোলী। মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণী মহামেদা শতাবরী দ্রাক্ষা পরুষকো
প্রতিকার্ষিকং। যষ্ট্যাহ্বং মধুকং পুষ্পং সর্ব্বমেকত্র পাচয়েৎ। ঘৃতশেষং ন
ভূতে চ নিঃক্ষিপেৎ। পলাষ্টকং শুণ্ঠীচূর্ণং পৌনর্ণবাপি পলাষ্টকং।
যোজ্যামিদং শতাবরীঘৃতং। লেহ্যং কর্ষং শমেদাশু দুঃসাধ্যমপি রক্তজং। ক
রোগাংশ্চ অশ্মরীঞ্চ শিরোগ্রহং॥ ১২॥

শতমূলীর আম্বরস গ্রহণ করিয়া তাহা বস্ত্রপূত করিয়া লইবে, এই
৪০ পল, দুগ্ধ ৪০ পল, ঘৃত ৮০ পল এবং জীবন্তী, চালতার মজ্জা,
ফুল, ক্ষীরকাকোলী, মুদ্গপর্ণী, মহামেদা, শতমূলী, দ্রাক্ষা, পরুষ
যষ্টিমধু ও জীরা এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা, মধুকপুষ্প ৪ তো
এইসকল একত্র পাক করিবে। যৎকালে ঘৃতমাত্র অবশিষ্ট থাকি
তখন নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে শুণ্ঠীচূর্ণ ৮ পল, মধু ৮
শর্করা ১০ পল, প্রক্ষেপ দিবে। এই শতাবরীঘৃত দুইতোলা প
মাণে সেবন করিলে দুঃসাধ্য রক্তস্রাব, কামলা, বাতরোগ, অ
শিরঃপীড়া প্রভৃতি নিবৃত্তি হয়॥ ১২॥

ইতি ঢাকা জিলার অন্তর্গত বুতুনীগ্রামনিবাসী শ্রীরসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত অরুণোদয়মাসিকপত্রিকায় গৌরীকাঞ্জলিকা সমাপ্তা।

